বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

রাজশাহী

বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

রাজশাহী

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

মো. আবুল হাসান চৌধুরী

তথ্য সংগ্রাহক

মো. আব্দুল ওহাব

মোসা. নাসিমা খাতুন

মাসাদুজ্জামান

সুখ লাল কিস্কু

মো. শফিকুল ইসলাম

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
রাজশাহী

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৯/ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বাএ ৫০৯৩

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত পঁচাত্তর টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : RAJSHAHI (Present state of Folklore in Rajshahi District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain., Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : February 2013. Price : Tk. 275.00 only. US$: 50

ISBN-984-07-5112-3

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমী থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমী ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের

www.pathagar.com

ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন্ ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/ মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের

www.pathagar.com

দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহি ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

www.pathagar.com

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ,

www.pathagar.com

মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), আটপাড়া, নেত্রকোনা, মানিক পির (সাতক্ষীরা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমরদের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, পার্বত্য ও অন্যান অঞ্চল। রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন অঞ্চল ও অনুষ্ঠান।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর,

www.pathagar.com

ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়ার সন্দেশ ; হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল ; বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা**। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি**। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান**।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প :

www.pathagar.com

নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা,

www.pathagar.com

১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শির্‌নি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ

www.pathagar.com

সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক এ কিউ এম মাসুদ আলম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান রাজশাহী জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে রাজশাহীর সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৩৮

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. নদ-নদী ও খাল-বিল
ঙ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
চ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
ছ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি
জ. মুক্তিযুদ্ধ

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৩৯-১২৫

ক. কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা/লোকগাথা
খ. কিংবদন্তি
গ. পুথিসাহিত্য
ঘ. পুথিপাঠ
ঙ. লোকছড়া
চ. লোককবিতা
ছ. কবিগান

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১২৬-১৩২

লোকশিল্প (folk art)
১. রেশমশিল্প
২. বাঁশবেতের শিল্প
৩. ধাতবশিল্প

লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad) ১৩৩-২৬২

১. বাউল গান
২. মেয়েলি গীত
৩. বিষহরির গান
৪. গম্ভীরা

www.pathagar.com

৫. ভক্তিমূলক পল্লিগীতি
৬. জারি গান
৭. মুর্শিদি গান
৮. মারফতি গান
৯. সাতলা গান
১০. ছড়া গান

লোকউৎসব (folk festival) **২৬৩-২৬৪**
১. নবান্ন উৎসব
২. বৈশাখী উৎসব

লোকমেলা (folk fair) **২৬৫-২৭৪**
১. বাঘার মেলা
২. বান্নির মেলা
৩. পুঠিয়া রথযাত্রার মেলা
৪. রথের মেলা

লোকক্রীড়া (folk game) **২৭৫-২৮৩**
১. বউতোলা
২. গাছ-গাছ খেলা
৩. আতা-পাতা খেলা
৪. বেস বল খেলা
৫. বদন
৬. ইচিং বিচিং
৭. কানামাছি
৮. হ্যাচ কুচা কুচ কিচের পাতা
৯. জলে ডাঙ্গা
১০. ইকড়ি-মিকড়ি
১১. ওপেনটি বায়োস্কোপ খেলা
১২. লুকোচুরি খেলা
১৩. টিপু খেলা
১৪. রশি টানি টানি খেলা
১৫. মাটির ভিতরে লুকোচুরি খেলা
১৬. লাঠি খেলা

www.pathagar.com

লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ২৮৪-২৮৮

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র (folk medicine) ২৮৯-৩৩০
ক. লোকচিকিৎসা
খ. তন্ত্রমন্ত্র

ধাঁধা (riddle) ৩৩১-৩৪৩

প্রবাদ প্রবচন (folk sayings & proverb) ৩৪৪-৩৫৬

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৩৫৭-৩৬৬
লোকবিশ্বাস
লোক সংস্কার
শিশু জন্মকেন্দ্রিক লোকাচার-লোকবিশ্বাস
বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার-লোকবিশ্বাস
রোগ-ব্যাধিকেন্দ্রিক লোকাচার-লোকবিশ্বাস
চাষাবাদকেন্দ্রিক লোকাচার-লোকবিশ্বাস
গবাদি পশুকেন্দ্রিক লোকাচার-লোকবিশ্বাস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির অন্যতম প্রধান একটি অঞ্চল রাজশাহী। এর প্রাচীন নাম 'রামপুর বোয়ালিয়া'। রাজশাহীর নামকরণ নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। একটি মত হলো—মুর্শিদকুলী খানের বিশ্বাসভাজন রাজা রঘুনন্দনের ভাই রাজা রামজীবন থেকে রাজশাহী নামকরণ হয়েছে। এক সময় এখানে অনেক রাজা বাস করতেন—সে জন্য 'রাজশাহী'—এমন কথাও চালু আছে (শ্রী কালীনাথ চৌধুরী, *রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা : গতিধারা, ২০০৭, পৃ. ১৩-১৪)। 'রাজশাহীর ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক কাজী মোহাম্মদ মিছের উল্লেখ করেছেন, হিন্দু রাজা মুসলমানের সিংহাসনে বসেছিলেন; এ থেকেই হিন্দু 'রাজ' আর মুসলমানের 'শাহী' এক সঙ্গে মিলে হয়েছে রাজশাহী (কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, ঢাকা : গতিধারা, ২০০৭, পৃ. ২৭)।

নবাব মুর্শিদকুলী খান (১৭০৪-১৭২৭?) নবাবী লাভের পর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সুবে বাংলাকে যে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন, রাজশাহী তার অন্যতম। এটি পদ্মানদীর উভয় তীরে অবস্থিত ছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি রামপুর ও বোয়ালিয়া গ্রাম দুটির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে রাজশাহী শহর। প্রশাসনিক জেলা হিসেবে রাজশাহীর আত্মপ্রকাশ ১৭৭২ সালে (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ* ৯ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৩১)।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

ভৌগোলিক দিক থেকে রাজশাহী জেলা ২৩-৮´ –৩০´´ উত্তর অক্ষাংশ ও ২৬–৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮–০২´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও ৮৯–৫৭ দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত (আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, 'বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি', *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮, পৃ. ৩)। এর উত্তরে নওগাঁ জেলা, দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা, বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা ও পদ্মা নদী; পূর্বে নাটোর জেলা এবং পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। ভূমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বরিন্দ্, দিয়ারা ও চরাঞ্চল নিয়ে রাজশাহী জেলা গঠিত। রাজশাহীকে পদ্মাবিধৌত বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ এর পুরো তিনটি উপজেলার অবস্থান পদ্মার পাড় ঘেঁষে। নদীতীরবর্তী ভূ-ভাগ স্বাভাবিকভাবেই পলিমাটিসমৃদ্ধ। জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত তানোর-গোদাগাড়ী উপজেলা বরিন্দ্ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এ অঞ্চলের ভূমি পাহাড়ি টিলাসদৃশ—উঁচু-নিচু। গোদাগাড়ী, চারঘাট ও বাঘার পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চল এবং বারনই, বড়াল, ফকিরনী,

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রায়চান প্রভৃতি নদীবিধৌত পবা, বোয়ালিয়া, পুঠিয়া, দুর্গাপুর ও বাগমারার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বেলে-দোঁআশ মাটি দিয়ে গঠিত সমতল ভূমি। অন্যদিকে, বাগমারা ও পুঠিয়ার কিছু অংশে বিল-ঝিল, খাল ও নালার প্রাধান্য দেখা যায়।

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম দিকে মালদহ, বগুড়া, পাবনা, নাটোর, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জ রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯৩ সালে রাজশাহীর দূরবর্তী স্থানসমূহকে বিচ্ছিন্ন করে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। রাজশাহী জেলাশহর হিসেবে পরিচিত হওয়ার আগে নাটোর ছিল এতদঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত পরিবেশগত কারণে জেলার সদর দপ্তর নাটোর থেকে রামপুর-বোয়ালিয়ায় নিয়ে আসা হয়। নদীপথে সহজ যোগাযোগ সুবিধা ও রেশম উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে রাজশাহী শহর ইউরোপীয় বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলেই এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী জেলার সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৯৮২ সালে এরশাদ সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় সাবেক মহকুমাগুলো ভেঙে জেলায় পরিণত করা হলে এর আয়তন ও সীমানা বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ঘ. নদ-নদী ও খাল-বিল

দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গ নদীবহুল নয়। তবু বেশকটি নদ-নদী রাজশাহী জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পদ্মা, বড়াল, শিব এবং বারনই রাজশাহীর প্রধান নদ-নদী। রাজশাহী জেলার ভূমি যেমন দক্ষিণ-পূর্বদিকে ঢালু তেমনি এখানকার নদীগুলোও দক্ষিণ-পূর্বগামী। পদ্মাপাড়ের শহর হিসেবে রাজশাহীর সর্বাধিক পরিচিতি। ভারতের গঙ্গা নদী পদ্মা নামে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা ঘেঁষে রাজশাহীতে প্রবেশ করেছে এবং গোদাগাড়ীর কাছে মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রাজশাহী শহরের দক্ষিণ দিয়ে চারঘাট ও বাঘা উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করে পদ্মা পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে পাবনা জেলায় প্রবেশ করেছে। ভারতের ফারাক্কা বাঁধ ও জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে এককালের প্রমত্তা পদ্মার ধারা এখন ক্রমশ ক্ষীণকায় হয়ে ধূ-ধূ বালির চরায় ভরে গেছে। এর ফলে রাজশাহী অঞ্চল দ্রুত মরুকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পদ্মারই একটি শাখা নদী বড়াল। চারঘাটের কাছে পদ্মা থেকে বের হয়ে এটি নাটোর ও পাবনা অতিক্রম করে শাহ্জাদপুরের দক্ষিণে করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে যমুনায় গিয়ে পড়েছে। অঞ্চলভেদে একই নদী তিন নামে প্রবাহিত হয়েছে বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের ভিতর দিয়ে। নদী তিনটি হলো—শিব, বারনই ও ফকিরনী। শিব নদীর উৎপত্তি নওগাঁ জেলার মান্দা বিল থেকে। এর পর প্রায় আটাশ মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে এ নদী রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটায় বাঁক নিয়ে বারনই নামে উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বাগমারার নিকট ফকিরনী নাম ধারণ করেছে। বর্ষাকাল ছাড়া এসব নদীর ধারাপ্রবাহ প্রায় বন্ধই থাকে।

www.pathagar.com

চণ্ডিপুরের বিল : বাঘা থানার চণ্ডিপুর গ্রামের পূর্ব দিকে চণ্ডিপুর বিল অবস্থিত। এই বিলটিকে বুয়ালিয়া পাড়া বিলও বলা হয়। বিলটি প্রায় চার বর্গকিলোমিটার হবে। এর পূর্বদিকে আট টিকি, পশ্চিমে চণ্ডিপুর গ্রাম, উত্তরে বোয়ালিয়া পাড়া, দক্ষিণে চণ্ডিপুর দক্ষিণ পাড়া। এ বিলটির মাঝখান বেশ গভীর। প্রায় বারো মাসই এখানে পানি থাকে। এখানে মাছের চাষ হয়। বিশাল ফাঁকা বিলের চারপাশে আখ, পাট ও ধানের আবাদ হয়। এই বিলের মাঝখান দিয়ে বাঘা থেকে লালপুরের রাস্তাটি চলে গেছে।

হাবাসপুরের বিল : বাঘা থানার হাবাসপুরের গ্রামের উত্তর পাশে হাবাসপুর বিল অবস্থিত। বিলটি প্রায় দুই বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এর উত্তরে বড়বড়িয়া, দক্ষিণে হাবাসপুর, পূর্বে হরিপুর, পশ্চিমে বিনোদপুর গ্রাম। বিলে মাছের চাষ হয়। বিলের গভীরতা পূর্বের তুলনায় ইদানীং কিছুটা কমে গেছে। বিলের কয়েকটি অংশে ধানের চাষও হয়। পাশের উঁচু জায়গায় রয়েছে আমের বাগান।

তালবাড়িয়া বিল : চারঘাট থানার অন্যতম একটি বিল হলো তালবাড়িয়া বিল। এর আয়তন প্রায় তিন বর্গকিলোমিটার। বিলটির উত্তরে তালবাড়িয়া, দক্ষিণে কলাবাড়িয়া, পূর্বপাশে মনহুরপুর ও পশ্চিমে পশ্চিম-তালবাড়িয়া গ্রাম অবস্থিত। এ বিলে পরিকল্পিতভাবে মৎস্যচাষ হয়।

কামাল দীঘি : চারঘাট থানার শলুয়া ইউনিয়নে কামাল দীঘি নামে একটি বিল আছে। এ বিলটি প্রায় দুই বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এর উত্তর পাশে চামটা গ্রাম, দক্ষিণে তলপট্টি, পূর্বপাশে জাগির পাড়ার মাঠ, পশ্চিমে হলিদাগাছী গ্রাম। এ বিলে সারা বছর ধরেই পানি থাকে। এর চারপাশে মৃত্তিকা-নির্মিত বেড়িবাঁধ দেওয়া হয়েছে সংরক্ষণকল্পে। পরিকল্পিতভাবে এখানে মাছের প্রচুর চাষও হচ্ছে।

বিল চড়ুই : রাজশাহী জেলার ২৩/২৪ কিলোমিটার পশ্চিমে আর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৬/৭ কিলোমিটার পূর্বে বাসুদেবপুর গ্রামের উত্তর পাশ ঘেঁষে বিল চড়ুই অবস্থিত। আয়তনে এ বিল প্রায় ১৪ বর্গকিলোমিটার। একসময় এ বিল খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। প্রচুর আমন ধান ফলতো এখানে এবং শীতকালে অনেক অতিথিপাখির আগমন ঘটতো। হেমন্তকালে ধান কাটার পর অনেক ধানের শীষ পড়ে থাকতো। এ ধান খাওয়ার জন্য ঝাঁকে-ঝাঁকে চড়ুই পাখি আসতো এখানে। এ কারণেই এ বিলের নাম হয়েছে 'বিল চড়ুই'।

ঙ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষানগরী হিসেবে রাজশাহীর পরিচিতি ও খ্যাতি রয়েছে গোটা দেশে। এখানে বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ঐতিহ্যবাদী স্কুলগুলোর মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের। এ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই রাজশাহীতে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। 'বউলিয়া ইংলিশ স্কুল' নামে এটি প্রথমে স্থাপিত হয় ১৮২৮ সালে। লোকনাথ উচ্চবিদ্যালয়ও একটি পুরনো ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ। কলেজিয়েট স্কুলটি প্রধানত স্থানীয় রাজা-জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের সন্তানের জন্যই নির্ধারিত ছিল তখন। দরিদ্র

www.pathagar.com

ঘরের সন্তানদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে পাবনা জেলার শীতলাই নিবাসী দানশীল জমিদার রায় লোকনাথ মৈত্র ১৮৪৭ সালে 'ইংরেজি-বাংলা স্কুল' নামে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজশাহীর আরেকটি বিখ্যাত স্কুল হলো পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুরের নামানুসারে এ প্রতিষ্ঠানের নাম হয়েছে প্রসন্ননাথ বালিকা বিদ্যালয় বা সংক্ষেপে পিএন গার্লস স্কুল। কলকাতা রিভিউতে প্রকাশিত তথ্যমতে ১৮৬৮ সালের পূর্বে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এটি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯২৮ সালে এটি উচ্চবিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বর্তমানে শুধু রাজশাহী শহরে নয়, গোটা রাজশাহী জেলার মেধাবী মেয়েদের বিদ্যাপীঠ হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে।

রাজশাহী কলেজ

রাজশাহীর প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অতীত গৌরবগাথা আর সুনাম সুকৃতি নিয়ে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রাজশাহী কলেজ। বৃটিশশাসিত বাংলায় কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের পরেই স্থান ছিল রাজশাহী কলেজের। এক সময় এটি বৃহৎবঙ্গের শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এ কলেজের জন্ম হয়েছিল রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের গর্ভ থেকে। ১৮৭৩ সালে মাত্র ৬ জন ছাত্র নিয়ে তৎকালীন বউলিয়া সরকারি ইংলিশ স্কুলের সাথে এফএ ক্লাস সংযোজনের মাধ্যমে রাজশাহী কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল। রাজশাহী এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর রাজশাহী কলেজের ডিগ্রি কোর্স চালু করার জন্য দেড়লাখ টাকা প্রদান করেন। ১৮৭৭ সালে এ কলেজে ডিগ্রি কোর্স চালু করার সরকারি অনুমতি মেলে। বিএ ক্লাস চালু হওয়ার পরই রাজশাহী কলেজ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীতে সুন্দর সুদৃশ্য এ কলেজের মূল ইমারত নির্মিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩১ সালের ক্যালেন্ডার থেকে জানা যায় রাজশাহী কলেজে ১৮৮১ সলে এম এ এবং ১৮৮৩ সালে বি এল ক্লাস চালু করা হয়। ১৯৩৩ সালে প্রথম বর্ষে মাত্র ৫ জন ছাত্রী ভর্তি করে এ কলেজে মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার খোলা হয়। ১৯৫৩ সালে অস্থায়ীভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এ কলেজেই। বর্তমানে পঁচিশটির মতো বিষয়ে এ কলেজে অনার্স পড়ানো হয়। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এমএ, এমএসসি ও এমকম ডিগ্রি দেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালে এ কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বৃহৎবঙ্গের অনেক বিদ্বান, পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী জন একদা এ ঐতিহ্যবাহী কলেজের ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে রাজশাহী করেজ তার সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছে।

রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ

এই কলেজ নগরীর কাজীহাটায় (জেলখানা মাঠের বিপরীতে) ১৯৬৬ সালে স্থাপিত হয়। প্রথমে ইন্টারমিডিয়েট বা উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠ দেয়া হতো এবং নাম ছিল সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। পরবর্তীতে ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয় এবং কলেজের নামেরও পরিবর্তন হয়। কলেজটি স্থাপনের পূর্বে এটি শিক্ষাবোর্ড ভবন ছিল। বর্তমানে

www.pathagar.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ কলেজ থেকে বিজ্ঞান, কলা এবং ব্যবসায় শিক্ষার উপর বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি দেয়া হয়।

রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ২০/২২ জন ছাত্রী নিয়ে এই কলেজের যাত্রা শুরু হয়। কলেজের জমির পরিমাণ ১০ একর। উল্লেখ্য ১৯৫৭ সালে প্রাথমিকভাবে পিএন বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় রাজশাহী মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বর্তমান কলেজটি তারই সংস্করণ বলা যায়। ১৯৬৮ সালের ২৫ এপ্রিল কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এখান থেকে কলা, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক (পাস), অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি দেয়া হয়।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও টিটি কলেজ

রাজশাহীতে আধুনিক শিক্ষার সূচনাতেই বৃটিশ সরকার শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। এ বিষয়ে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন পিটার গ্রান্টের (১৮৫৯-১৮৬২) নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে তিনি গুরু মহাশয় প্রস্তুত ট্রেনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এর ফলে বালক পাঠশালার শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৮৬৫ সালের ১৫ নভেম্বর বোয়ালিয়াতে রাজশাহী ট্রেনিং স্কুল নামে বালকদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায় এবং বাংলা সরকারের আর্থিক সহায়তায় ১৮৬৯ সালে এখানে স্থাপন করা হয় ফিমেল নরমাল স্কুল। পরবর্তীকালে ১৯৫৩ সালে শিক্ষামূলক গবেষণার উদ্দেশ্যে এখানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

রাজশাহী আর্ট কলেজ

১৯৯৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর টিভি সম্প্রচার কেন্দ্রের সামনে কাজীহাটার একটি ভবনে মাসিক ২৫০০ টাকার ভাড়ার একটি ভবনে রাজশাহী আর্ট কলেজের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৯৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর কলেজ সংলগ্ন ইয়াংকিং চাইনিজ রেস্টুরেন্ট চত্বরে কলেজটি উদ্বোধন করা হয়। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয় শিল্পী এসএইচ আজাদের উপর। ২০০১ সালে কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। এখানে বাংলা, ইংরেজি, সভ্যতার ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি ব্যবহারিক বিষয়ে স্কেচ, পেইন্টিং, গ্রাফিক্স, ভাস্কর্য, মডেলিং, ড্রইং, মৌলিক নকশা, পরিপ্রেক্ষিত ও লেটারিং বিষয়ে পাঠ দেয়া হয়। বর্তমানে এখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএফএ (প্রাক) ডিগ্রি এবং বিএফএ (প্রাক) উত্তীর্ণ সমমানের ৩ বছর মেয়াদি বিএফএ (পাস) ডিগ্রি দেয়া হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অম্লান ও অটুট রয়েছে। ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের একমাত্র ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ভর্তি হওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। বিভাগোত্তর কালে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে শিক্ষার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ উত্তরবঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. ইসরাৎ হোসেন জুবেরী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। প্রতিষ্ঠাবর্ষের ৭ জুলাই সাহেববাজার সংলগ্ন অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপিত ওলন্দাজ বাণিজ্যিক কুঠি 'বড় কুঠি-' তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৪ সালে। প্রথম পর্যায়ে রাজশাহী কলেজে ক্লাস অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৬১ সালে মতিহার-এর সবুজ চত্বরে বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। এর আয়তন প্রায় ৭৫০ একর।

১৯৫৩-৫৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং প্রথম সেশনে দর্শন, ইতিহাস, বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে পোস্টগ্রাজুয়েট কোর্স চালু হয়। অনার্স কোর্স চালু হয় ১৯৬২ সাল থেকে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, আইন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, বিজনেস স্টাডিজ, সামাজিক বিজ্ঞান, জীব ও ভূ-বিজ্ঞান, কৃষি এবং প্রকৌশল— এ আটটি অনুষদের অধীনে মোট ৪৭টি বিষয়ে পাঠদান করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১২৫০ জন শিক্ষক ও ২৬০০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। এছাড়া ৫টি উচ্চতর গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে এখানে এমফিল, পিএইচডি ডিগ্রিসহ ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স করা যায়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোটো-বড়ো মিলিয়ে ১৩টি একাডেমিক ভবন আছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোট আবাসিক হল ও ডরমেটরি আছে ১৮টি। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেশ কটি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে।

শিক্ষা সহায়ক সুবিধাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরি, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ ও সিনেট ভবন লাইব্রেরি, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ও লাইব্রেরি, কম্পিউটার সেন্টার প্রভৃতি। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ছাত্রশিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে। সাস্কৃতিক সংগঠনসমূহ নিয়মিতভাবে বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত ও নাট্যচর্চা করে থাকে। খেলাধুলার জন্য ২৫০০০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল, ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ, টেনিস, বাস্কেট বল ও ভলি বল কোর্ট ইত্যাদিসহ অন্যান্য অবকাঠামো আছে। শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আন্তঃবিভাগ ও আন্তঃহল খেলাধুলা হয়ে থাকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়, অনুষদ, বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটসমূহ গবেষণা জার্নাল, মনোগ্রাফ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে।

চ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

নানা প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ গোটা বরেন্দ্রভূমি। পুরনো মন্দির, মসজিদ, রাজবাড়ি, স্তূপ ইত্যাদি পুরাকীর্তি ও ঐতিহাসিক নিদর্শন রাজশাহী জেলাতেও কম নয়। মসজিদ-মন্দির ও মাজারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো বাঘা মসজিদ। ১৫২৩ সালে সুলতান নসরত শাহ্-নির্মিত এবং হোসেনশাহী আমলের অলঙ্করণসমৃদ্ধ শেষ বিদ্যমান মসজিদ এটি। দুর্গাপুর এবং মোহনপুর উপজেলার

www.pathagar.com

যথাক্রমে রইপাড়া ও টাঙ্গন বড়াইল গ্রামে এক গম্বুজবিশিষ্ট দুটি ছোট অথচ আকর্ষণীয় মসজিদ আছে। এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো জানালার উপরে ধনুকবাঁকা দোচালা ছাউনি। রইপাড়া মসজিদের গম্বুজ কলসদণ্ডের একটি চমৎকার নিদর্শন। কথা দুই গম্বুজবিশিষ্ট কিসমতমাড়িয়া মসজিদ, জামে মসজিদ, বাগধানী মসজিদ (১২২৩), চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত হযরত শাহ্ সুলতানের মাজার (গোদাগাড়ী), রাজশাহী মহানগরীর দক্ষিণে পদ্মাতীরবর্তী হযরত সৈয়দ শাহ্মখদুম (রহ:)-এর মাজার (১৬৩৪), বাঘা মসজিদ সংলগ্ন হযরত শাহদৌলার মাজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া পুঠিয়ার রাজবাড়ি এবং সেখানকার বিভিন্ন মন্দির গোবিন্দ মন্দির, শিব মন্দির, গোপাল মন্দির, দোলমঞ্চ ইত্যাদি, তালন্দ শিবমন্দির, রাজশাহী কলেজভবন, বড়কুঠি, তাহিরপুর রাজবাড়ি, দেওপাড়া প্রশস্তি (গোদাগাড়ী) ইত্যাদি ঐতিহাসিক নিদর্শন ও পুরাকীর্তি আজও সাধারণ দর্শনার্থী ও পুরাতত্ত্ববিদদের আকর্ষণ করে চলেছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় আমরা দেখতে পাই গৌড়ের রাজারা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এর মধ্যে রাজশাহীতে বসবাসকারী কতিপয় কবি হলেন শাহ মুহাম্মদ সগীর, মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, শেখ কবীর ও শ্রীধর। ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী যে প্রাণপ্রাচুর্যের সৃষ্টি করেছিল তার একজন অন্যতম প্রভাব সৃষ্টিকারী সাধক ছিলেন নরোত্তম দাস। তার পিতৃনিবাস ছিল রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কুমারপুর গ্রাম সাধনপীঠ ছিল খেতুরধাম। নরোত্তম দাস ১৫৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬১১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ মাতার নাম নারায়ণী। তিনি নরোত্তম দাস ঠাকুর নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। মধ্যযুগে রাজশাহী অঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আবদুস শুকুর ওরফে শুকুর মাহমুদ। তার পিতার নাম ছিল শেখ আনার। রাজশাহী শহর থেকে মাত্র ৫/৬ মাইল দূরে সিন্দুর কুসুম্বী গ্রামে শুকুর মাহমুদের বাস্তুভিটার নিদর্শন এখনও পরিদৃষ্ট হয়। *গুপি চাঁদের সন্ন্যাস* ও *মৃগুল শহরের কাহিনী* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মধ্যযুগেও বেশ কয়েকজন কবি রাজশাহী অঞ্চলে সাহিত্য সাধনায় রচনা রত ছিলেন। এদের মধ্যে মহম্মদ কবীর, মোহাম্মদ ইউসুফ খা, অদ্ভুত আচার্য, কৃষ্ণরাম দাস, জগজ্জীব ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকে রাজশাহী জেলায় অনুবৃত্তিমূলক কিছু কাব্য রচিত হয়েছিল। তানোর থানার লবলবি গ্রামের অধিবাসী এনায়েত কাজী পয়ার ছন্দে পুঁথি লিখতেন। তার উল্লেখযোগ্য পুঁথি হলো *কলকাতার বয়ান* ও *সকের মেলা*। দূর্গাপুর থানার আলিয়াবাদ গ্রামের অধিবাসী মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী এই ধারায় *দুগ্ধসরোবর* কাব্য লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ইমাম গাজ্জালীর *কিমিয়ায়ে সাদাত* এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন *সৌভাগ্য স্পর্শমণি* নমে। তাহেরপুরের অধিবাসী হাজী কেয়ামতুল্লাহ খোন্দকার (১৮৭০-১৯৬০) ইসলামি গজল, পুঁথি ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে পঞ্চাশের অধিক ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

রাজশাহী অঞ্চলের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন কুমার শরৎকুমার রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাধাগোবিন্দ বসাক, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, মৌলবী শামসুদ্দিন আহমদ,

www.pathagar.com

মুখলেসুর রহমান প্রমুখ। রাজা ও জমিদারদের মধ্যে উল্লেকযোগ্য রানী ভবানী, প্রমথনাথ রায়, শরৎসুন্দরী দেবী, হেমন্তকুমারী দেবী, চন্দ্রশেখরেশ্বর রায়, শশিশেখরেশ্বর রায়, হরনাথ রায়, রাজকুমার সরকার প্রমুখ। প্রথম পর্যায়ের রাজনৈতিক এবং সমাজসেবকদের মধ্যে হাজী লাল মোহাম্মদ সরদার, এমাদ উদ্দীন আহমদ, আহসান উল্লাহ মোল্লা, আশরাফ আলী খান চৌধুরী, ইদরিস আহমদ, আবদুল হামিদ মিয়া, মাদার বখশ, কাজী আবদুল মজিদ, কাজী আবুল মাসউদ, ক্যাপটেন শামসুল হক, শংকর গোবিন্দ চৌধুরী, মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ, রহমতুন্নেসা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের রাজনীতিক ও সমাজসেবকদের মধ্যে শহীদ বীরেন্দ্রনাথ সরকার, শহীদ এ এইচ এম কামরুজ্জামান, এম আতাউর রহমান, মোল্লা আবুল কালাম আজাদ, সাগরাম মাঝি, মহসীন প্রামাণিক, শহীদ নাজমূল হক সরকার উল্লেখযোগ্য। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুর রহমান খান, আবদুল করিম মণ্ডল, মো. ওসমান গণি, মুহম্মদ ইয়াসিন, শেখ গোলাম মকসূদ হিলালী, মুজিবুর রহমান, ইতরাত হোসেন জুবেরী, মো. সোলায়মান, ইলিয়াস আহমদ, নূরমহল খাতুন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ছ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

পলাশীর পরাজয় মুসলমানগণ মেনে নিতে পারেনি বলেই ফকির বিপ্লব, দুদু মিয়ার প্রজাবিপ্লব, ফারায়েজি আন্দোলন, ফকির মজনুশাহ ও তিতুমিরের আন্দোলন প্রভৃতি পলাশী পরবর্তী ধারাবাহিক ঘটনা। শেষে ছিল ওয়াহাবি আন্দোলন, যার পটভূমি ছিল গোদাগাড়ী হতে পদ্মার তীর ধরে পাবনা পেরিয়ে ঢাকা ও রংপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বালাকোটের যুদ্ধে ওয়াহাবিদের নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী নিহত হন। রাজশাহীতেও এর ক্ষেত্র রচনা হয়। হেতেম খাঁ ছোটো মসজিদের পাশে বেলায়েত আলী বাদ্রী নিজে আস্তানা গাড়েন। এর শাখা ছিল দুয়ারী, সোপুরা ও পূর্বে জামিরা পর্যন্ত পদ্মার উত্তর তীর পর্যন্ত। রাজশাহীতে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে উত্তরবঙ্গের প্রজা আন্দোলনের অগ্রদূত বগুড়ার মৌলবী রজিব উদ্দিন তরফদারের নেতৃত্বে নাটোরের কৃষক-প্রজা আন্দোলন রাজশাহীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও প্রজানেতা আবুল হোসেন সরকার সমগ্র বাংলায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজশাহীতে আগমন করেন এবং শহরের দরগা প্রাঙ্গণে এক সভায় শহরের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেন। এই সভায় মৌলবী আবদুল হমিদ সভাপতি ও মৌলবী মাদার বখশ সাহেবকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

ঢাকার মতো রাজশাহীতেও ভাষার জন্য আন্দোলন সংগঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের হরতালের দিন রাজশাহীর ছাত্রসমাজ ও সচেতন মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। এই ভাষার জন্য রাজশাহীর রাজপথে সর্বপ্রথম মাথা ফেটে রক্ত ঝরেছিল

www.pathagar.com

ছাত্রনেতা গোলাম রহমানের। রাজশাহীতে ৫২'র ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একরামুল হক, গোলাম রহমান, আবুল কাশেম চৌধুরী, গোলাম তাওয়াব (প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান), কাসিমুদ্দিন আহমদ, নূরুল ইসলাম. হাবিবুর রহমান শেলী, আতাউর রহমান, আনসার আলী, শামসুল হক, মোহাদ্দুরুল হক, আবদুস সাত্তার, বেগম জাহানারা মান্নান, মাদার বখশ, মজিবর রহমান, মোক্তার জিয়ারত হোসেন, রওশনআরা বাচ্চু প্রমুখ।

ভাষা আন্দোলনের এই পথ ধরে আসে স্বাধীনত সংগ্রাম। ১৯৭১ নের ২৫শে মার্চ রাতে সেনাবাহিনী সামরিক ছাউনি থেকে বেরিয়ে রাজশাহী শহর নিয়ন্ত্রণে নেয়। রাজশাহীর পুলিশ ২৫শে মার্চ রাত থেকেই মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল। ২৬শে মার্চ পুলিশ ছাত্রজনতা মিলে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দেয়। সেদিন সন্ধ্যায় কয়েকটি ভ্যান ভর্তি পাকসেনা পুলিশ লাইনের কাছ থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। গুলির আওয়াজে পুলিশ লাইন থেকে প্রস্তুত পুলিশ বাহিনীও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি গুলিতে বেশ কয়েকজন নিহত হয়। ৪ঠা এপ্রিল পাকবাহিনীর দুখানা জেটবিমান এসে নওদাপাড়ার দিকে বিডিআর জোয়ান, পুলিশ, মুক্তিবাহিনী ও সাধারণ জনতার উপর গোলাবর্ষণ করে। রাজশাহীতে চলতে থাকে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ, গণগ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রাজশাহীসহ সমগ্র বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। কোটি কোটি লোক গৃহহারা হয়ে পড়ে, অনেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

জ. মুক্তিযুদ্ধ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২৩ বছরের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের গণ রায় ছিল মূলত ৬ দফার প্রতি এ দেশের মানুষের নিরঙ্কুশ সমর্থনের প্রতিফলন কিন্তু নির্বাচনের রায়কে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে তাদের বহুল চর্চিত সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চলমান রাজনৈতিক সঙ্কট মোচনের প্রচেষ্টা চালায়। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে পাকজান্তা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব-ঘোষিত ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করেন। ১ মার্চ '৭১ দুপুর ১টায় বেতার ভাষণে এখবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাবাংলার মানুষ একযোগে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

১ মার্চ '৭১-এ বেতারে প্রচারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার অনাকাঙ্খিত ঘোষণা শোনামাত্রই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগে বিক্ষুব্ধ মিছিলে মিছিলে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা পূর্ব বাংলা। বিকাল ৩টায় মিছিল সমেত হাজার হাজার মানুষ ঢাকার হোটেল পূর্বানীর সামনে জড়ো হয়, সেখানে আওয়ামীলীগের সভা চলছিল। পূর্ব বাংলা জনগণের ভোটে নির্বাচিত অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইয়াহিয়া কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত কারার ঘোষনার তীব্র প্রতিবাদ জানান। একই সঙ্গে তিনি ২ মার্চ ঢাকা শহরে, ৩ মার্চ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কথা ঘোষণা করেন। ছাত্রবৃন্দকে ডেকে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার নির্দেশ দেন।

www.pathagar.com

এর পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের মত মিছিলের পর মিছিল আর প্রতিবাদ সভায় প্রকম্পিত হয়ে ওঠে রাজশাহী। রাজশাহীর নেতৃবৃন্দ সর্বাত্মক হরতাল পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ৩ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্র সমাজ ১ থেকে ৩ মার্চ ক্যাম্পাস চত্বর ও শহর জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে, সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতার এ বিশাল মিছিল সোনাদিঘী ও মালোপাড়া পার হয়ে শহরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর নিকটে আসলে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ছাদের উপর থেকে পাক সেনারা মিছিলে গুলি চালায়। এতে ১জন নিহত হয়। পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততর হয়ে উঠলে ৪৮ ঘণ্টার কারফিউ জারি করা হয়।

৩ মার্চ সাধারণ ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ৫ মার্চ ভুবনমোহন পার্কে আওয়ামীলীগের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শহরজুড়ে কারফিউ বলবৎ থাকে। শোক ও অন্তর্গত ক্ষোভে স্তব্ধ রাজশাহীর নেতৃকর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জেগে ওঠে ৭মার্চ শেখ মুজিবের আহুত ভাষণে যোগদানের জন্য।

৭ মার্চ '৭১-দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সর্বত্র থেকে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-জাতি নির্বিশেষে দলে দলে স্রোতের মতো এসে জড়ো হয় ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার জন্য।

রাজশাহীর অধিবাসীরা রেডিওসেট নিয়ে অধীর আগ্রহে নেতার ভাষণ শোনার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু ভাষণ প্রচারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই আকস্মিকভাবে ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান সমাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে তারা পরের দিন সকালে এ ভাষণ শুনতে পায়।

গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা সম্পন্ন এ ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন জোরদার এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানালে রাজশাহীর জনসাধারণ একাধারে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে। এর অংশ হিসেবে ছাত্র ইউনিয়নের রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। ৯ মার্চ রাজশাহীতে নতুন করে কারফিউ জারি করা হয়। শেখ সাহেবের ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজশাহীর ছাত্র ও যুবসমাজ কখনো গোপনে কখনোবা প্রকাশ্যে পাড়ায় পাড়ায় সংগঠিত হতে থাকে, দল-মত-পথ নির্বিশেষে তাঁদের আয়োজিত আলোচনা- বৈঠকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, যুদ্ধ প্রশিক্ষণ, বোমা বানানোর রসদ সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কারফিউ জারির দু'দিন পর ১১ মার্চ ভুবন মোহন পার্কে আওয়ামীলীগ আয়োজিত সভায় ৭ মার্চের ভাষণ মাইকে বাজানো হয়। উপস্থিত জনতা যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে। ১২ মার্চ স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনতাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে শিল্পীগণ রাজশাহীর বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে ঘুরে দেশাত্মবোধক ও গণসংগীত পরিবেশন শুরু করেন। ১৩ মার্চ আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ এক জরুরী সভা আহ্বান করে পাকিস্তানিদের হাত থেকে স্বদেশকে মুক্ত করতে সংগঠিতভাবে প্রতিরোধ প্রস্তুতি শুরু করার জন্য সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

এর দু'দিন পর গঠিত হয় মহিলা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯ মার্চ গাজীপুরের জয়দেবপুরে পাকসেনাদের গুলিতে সাধারণ মানুষ ও ইপিআরসহ ১২৫ জন নিহত হওয়ার খবর রাজশাহী ইপিআর ক্যাম্পে এসে পৌছলে এখানকার বাঙালি ইপিআরদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ২৩ মার্চ, তথাকথিত পাকিস্তান দিবসকে কেন্দ্রীয় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। রাজশাহীতেও বিভিন্ন স্থানে উড্ডীন পাকিস্তানি পতাকা পুড়ে সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে এদিনকে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যেকার পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিল হয়ে যায়। বৈঠক আর আলোচনার নামে অযথা কালক্ষেপণ করে এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের কণ্ঠস্বর চিরদিনের তরে বন্ধ করে দেওয়ার নীলনকশা প্রণয়নের কাজ চলে। এ কূটকৌশলের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাত ৮ টায় পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন ইয়াহিয়া খান। যাওয়ার আগে তিনি সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ও সরকারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজনে গণহত্যা চালানোর কাপুরোষোচিত নির্দেশ প্রদান করেন। রাত ১১ টায় পাকসেনারা তাদের পূর্ব-পরিকল্পনা মোতাবেক অপারেশন সার্চলাইটের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। রাত সাড়ে ১১ টায় সেনাছাউনি থেকে বেরিয়ে মাইকযোগে সারা ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করে, অতপর গর্জে ওঠে পাকিস্তানি সেনাদের মেশিনগান। পাখির মত লুটিয়ে পড়তে থাকে স্বাধীনতাকামী মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা ও বাছাই করা শিক্ষকদের হত্যা করা হয়।

রাজশাহী ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন মারফত ২৫ মার্চ বেলা ১১ টায় পাকিস্তানি সেনাদের ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিকেলে ভুবনমোহন পার্কে হাজার হাজার ছাত্র জনতার উপস্থিতিতে গণসঙ্গীতের আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। রাত নামলেই ঢাকায় পরিচালিত অপরেশন সার্চ লাইট নামক বর্বর হত্যাকাণ্ডের অংশ হিসেবে রাজশাহীতেও সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। রাতের শুরুতে ঠিক কতজনকে রাজশাহী শহর থেকে তুলে নিয়ে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছিল তা ঠিক জানা যায়নি। পরের দিনও পাকিস্তানিরা এ হত্যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে। পরের দিন সকালে ৩টি স্যাবর জেট বিমান রাজশাহী শহরের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। হানাদার পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক এ নির্মম হত্যাকাণ্ড থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে ছাত্র-যুবক, কৃষক-পুলিশ-ইপিআর ও বাঙালি সেনাদের সংগঠিত করে প্রতিরোধযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজশাহী। সারদা ক্যাডেট কলেজ থেকে থ্রিনটথ্রি রাইফেল এবং পুলিশ একাডেমি থেকে প্রায় ৭ শত রাইফেল ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে বিশাল মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। রাজশাহী শহরের পশ্চিমাংশের সর্বদলীয় ছাত্র-জনতা এ প্রতিরোধযুদ্ধে আপামর জনসাধারণকে সংগঠিত করে।

২৬শে মার্চ সকালে বেতার খবরে ২৫শে মার্চ রাতে পিলখানা ইপিআর হেডকোয়ার্টার ও রাজাবাগ পুলিশ লাইনসহ সারা ঢাকায় পাকসেনা কর্তৃক গণহত্যার খবর এবং পাশাপাশি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জান

www.pathagar.com

রাজশাহীর পুলিশ ইপিআর-রা সংগঠিত হতে থাকে। ২৮ মার্চ পর্যন্ত বিওপিগুলো থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোম্পানী হেড কোয়ার্টার চারঘাট দখলের চেষ্টা করা হয়।

২৯ মার্চ ২৫তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের শতাধিক সেনা পাবনা থেকে রাজশাহী আসার পথে গোপালপুরে এসে পৌঁছলে সেখানে আগে থেকে প্রস্তুত কিছু সংখ্যক ইপিআর-এর সম্মিলিত বাহিনীর অ্যামবুশে পড়ে যায়। এতে ৪০ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয় ১২ জন। গোপালপুর থেকে রাজশাহীর দিকে পলায়নপর ২৫ তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সেনারা ৩০ ও ৩১ মার্চ এ এলাকাগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যামবুশে পড়ে ৩০ জন নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন ২ জন। ২ এপ্রিলের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও সারদা থেকে আগত ছাত্র-শ্রমিক-অবাঙালি আদিবাসী-ইপিআর-পুলিশ দ্বারা গঠিত সম্মিলিত বাহিনীর প্রায় ২ হাজার সদস্য রাজশাহী শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয়। রাজশাহীতে অবস্থানরত পাকসেনারা তাদের সঙ্কটাবস্থার কথা জানতে পেরে অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর জন্য ঢাকা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করতে থাকে। ৫ এপ্রিল পর্যন্ত দৈনিক কয়েকবার মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে। ৬ এপ্রিল সন্ধ্যেবেলায় মুক্তিযোদ্ধারা শহরে ৩ দিক থেকে পাকসেনাদের ওপর তুমুলবেগে আক্রমণ করে। ১০ এপ্রিলের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত বাহিনী পাক সেনাছাউনির ৪০০ গজের মধ্যে এসে পৌঁছলেও তাদের প্রতিরক্ষাবুহ্য ভেদ করা দূরহ হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবর আসে যে রাজশাহীর পাকসেনাদের সহায়তা করার জন্য ঢাকা থেকে নগরবাড়ি হয়ে পাকব্রিগেড অচিরেই রাজশাহী এসে পৌঁছে। ১১ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধাদের ২টি কোম্পানী নগরবাড়ি অভিমুখে যাত্রা করে।

১২ এপ্রিল পাকসেনাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র আর বিশাল বাহিনীর কাছে মুক্তিযোদ্ধারা এক সময় অসহায় হয়ে পিছু হটে। ১৩ এপ্রিল অগ্রগামী পাকিস্তানি সেনারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ডিফেন্স নেয়। ৩ টার সময় তারা সকল আবাসিক হল, ক্লাব, অতিথিভবনসহ প্রায় সকল স্থাপনা দখল ও লুটপাট করে। ১৩ এপ্রিল বানেশ্বরের অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেখানে পাকসেনাদের মুখোমুখি হয়। অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা সদ্য সামান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং হালকা অস্ত্রশস্ত্র থাকায় পাকসেনাদের কাছে সহজেই পরাভূত হয়ে সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ১৪ এপ্রিল গভীর রাতে পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর চারিদিক থেকে সর্বাত্মক হামলা চালায়। রাজশাহী দখল করার পর পাকিস্তানি সেনারা শহরজুড়ে এক অমানবিক তান্ডব চালায়। ১৫ এপ্রিল তারা শহরের সর্বত্র ব্যাপক হারে গোলাগুলি, লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ১৭ এপ্রিল পাকসেনারা একইসঙ্গে গোদাবাড়ির মহীশালবাড়ি এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে পিছু হটে অবস্থান নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর জঙ্গী বিমানে করে রকেট ও মেশিনগানের প্রচণ্ড হামলা চালায়। ২০ তারিখ পর্যন্ত পাকসেনারা এ হামলা অব্যাহত রাখে। অবশেষে ২১ এপ্রিল তারা মুক্তিযোদ্ধাদের গোদাবাড়ি ও অভয়া প্রতিরক্ষাবুহ্য ভেদ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ দখল করে গোলাবারুদ নিয়ে রাজশাহীর পদ্মাচরে আশ্রয় গ্রহণ করে। দুদিন পর স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় ক্যাম্প করা হয়। এ ক্যাম্পটি মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস ৭ নং সেক্টরের ৪ নং সাব-সেক্টরের মুক্তিবাহিনীর প্রধান স্ট্রাইকিং

www.pathagar.com

ফোর্সের ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মে মাসের ২য় সপ্তাহে এখান থেকে কিছু মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কাজীপাড়া ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা হয়। শুরু হয় পাকবাহিনীকে পাল্টা আক্রমণ করে রাজশাহী তথা বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে এ দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রস্তুতি।

১৩টি শিবিরে মে-জুন-জুলাই এই তিন মাস ধরে চলতে থাকে গেরিলা প্রশিক্ষণ। তাঁদের রণকৌশল-অতর্কিত আক্রমণে ছোট ছোট পাক সেনাদলকে পরাজিত করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া। ফলে 'পূর্ব পাকিস্তান' পুণর্দখলের ফলে সৃষ্ট পাকিস্তানি শাসকদের আত্মপ্রসাদ ক্রমশ ম্লান হয়ে আসতে থাকে জুন মাসের শেষের দিকে। এরপর জুলাই মাসে নিয়মিত বাহিনীর ১ম, ৩য় ও ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে 'জেড ফোর্স' ব্রিগেড গঠিত হলে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ অনেকটা সংগঠিত ও সংহত রূপ লাভ করে। অন্যদিকে, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ দেশের সকল পত্রপত্রিকা সেন্সরয়ড করায় দেশের অভ্যন্তরে চলমান কোনোকিছুই বহির্বিশ্বের মানুষ জানতে পারছিল না। পাকিস্তানিরা প্রচার করতে থাকে যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না, ভারতীয়দের উস্কানীতে কিছু বিচ্ছিন্ন তৎপরতা চলছে, এর সঙ্গে বাঙালিদের কোন সম্পৃক্ততা নেই, বিষয়টি উত্তরাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের হাই কমান্ডের কানে পৌঁছলে তাঁরা অচিরেই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত হয়– ২৩ জুন রাজশাহী শহরে বেশকিছু গ্রেনেড চার্জ করা হবে। মাথাপিছু ৩টি করে গ্রেনেড, অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র নয়। ৩ আগস্ট সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পাকিস্তানিদের অগ্রবর্তী ঘাঁটির ওপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে রাজশাহী পুঁঠিয়ার ঝলমলিয়া সেতুর নিচে অবস্থানরত পাকসেনাদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে।

পরের দিন ৪ আগস্ট রাত ১১ টার দিকে তাহেরপুরস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটির কাছ দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা নদীপথে অগ্রসর হতে থাকলে দলনেতা পাকসেনাদের দিকে অব্যর্থ লক্ষ্যে একের পর এক গ্রেনেড নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করতে থাকলে ১৮ জন সেনা নিহত হয়। ১৪ আগস্ট একটি মুক্তিযোদ্ধাদল হরিপুর সেতু ধ্বংস করেন। ১৭ আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তার ৬ জনের একটি দল নিয়ে সারদা পুলিশ একাডেমিতে এক দুঃসাহসী গেরিলা অপারেশন চালায়। শুরুতে পাকিস্তানিরা গেরিলাদের উপর্যুপরি গ্রেনেড হামলায় হতচকিত হয়ে পড়ে। গেরিলাদের উপর্যুপরি গ্রেনেড ও গুলিবর্ষণে একে একে ১০ জন সেনা নিহত হয়। ২১ আগস্ট একটি বিশাল দল অভয়া সেতু ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হন। রাতের আঁধারে চালানো এ অপারেশনে সেখানে অবস্থানরত পাকসেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল গোলাগুলি হয়। পাকিস্তানিদের অনেকে হতাহত হয়ে সেতু এলাকা থেকে পিছু হটে যায়। এরপর সেতু মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসলে সেতু ধ্বংসের কার্যক্রম শুরু করার সময় একটি বাড়ির ছাদের ওপর থেকে এক মুক্তিযোদ্ধা নবাবগঞ্জের দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদের জীপ ও ট্রাক আসতে দেখলে তাঁরা এ অপারেশন বাতিল করে। ২২ আগস্ট গভীর রাতে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা চারঘাটে পাকিস্তানিদের অন্যতম ঘাঁটি মীরগঞ্জ বিত্তপি আক্রমণ করে। ২৬ আগস্ট সকালে রাজশাহীর দূর্গাপুরে মাত্র ১ সেকশন মুক্তিযোদ্ধা

www.pathagar.com

নিয়ে একটি বড় পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনীর মোকাবেলা করেন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুক্ত থাকা বাঘা অঞ্চল দিয়ে রাজশাহীর পূর্বাঞ্চল এবং পাবনার গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা এ অঞ্চল দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত করতেন। এ লক্ষ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর পাকসেনা, একটি দল বাঘায় আসে। ১৫ সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা এ খবর শুনতে পান।

পরের দিন ১৬ সেপ্টেম্বর একদল মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পদ্মা নদী পার হয়ে বাঘার সীমান্তে এসে পৌঁছেন। এ সময় তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানতে পান যে ১৬ তারিখ বিকেলেই পাকিস্তানিরা বাঘা থেকে ক্যাম্প গুটিলে চলে গেছে।

অক্টোবরের ১ম সপ্তাহে রাজশাহী টেলিফোন এক্সজেঞ্জ ও পাওয়ার হাউস ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হয়। এবং সেই মোতাবেক বিভিন্ন কৌশলে অগ্রসর হয় মুক্তিযোদ্ধারা ১০ অক্টোবর গেরিলাদের ৪ জনের একটি দল শীতলা থেকে ২ মাইল পশ্চিমে ভানপুরে প্রতি রাতে পাকসেনাদের যে স্পেশাল ট্রেন আমনুরা থেকে রাজশাহী যাতায়াত করে তা উড়িয়ে দিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে যাত্রা করে। এ অপারেশনে ৩২ জন পাকসেনা নিহত এবং অনেকে আহত হয়। ১৪ অক্টোবর রাজশাহী দূর্গাপুরের গয়াহরিলতে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা এক কোম্পানী পাকসেনা ও প্রায় ২০০ সশস্ত্র রাজাকারের মুখোমুখি হয়। পাক ও রাজাকারদের যৌথবাহিনী প্রথম হামলা করলেও অবস্থানগত সুবিধার কারণে এ যুদ্ধে ২ জন পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা এবং ৭৩ জন সেনা নিহত হয়। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা ২ জন গুলিবিদ্ধ হন। ২৩ অক্টোবর রাজশাহী-আবদুলপুর রেল সড়কের মাঝ দিয়ে যাওয়া বড়াল ওপর নির্মিত আড়ানি রেলওয়ে সেতু ধ্বংস এবং আড়ানি বাজার থেকে পাকিস্তানি দোসর রাজাকার/ মিলিশিয়াদের বিতাড়িত করেন মুক্তিযোদ্ধারা। ৭ নভেম্বর হয় কসবা অপারেশন। এই অপারেশনটিও সাফল্যের সাথে সংঘটিত হয়।

উল্লেখ্য ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই খুব দ্রুত যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। ৬ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলে তা আরও ত্বরান্বিত হয়। ভারতের স্বীকৃতি দানের কথা জানতে পেরে বিভিন্ন দিক থেকে রাজশাহী দখলে নেওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়নি। ১৭ ডিসেম্বর তাঁরা রাজশাহীতে প্রবেশ করে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের নিজেদের হাতে ধ্বংস হওয়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী সড়কের হরিপুর সেতু, অভয়া সেতু প্রভৃতি মেরামত করে ১৭ তারিখে রাজশাহী এসে পৌঁছে। ইতোমধ্যে বেতারে বিজয় ঘোষিত হলে যৌথবাহিনীর একটি অগ্রগামী দল পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে থেকে সাদা পাগড়ি ও আত্মসমর্পনের চিঠি নিয়ে রাজশাহী শহরে বীরদর্পে প্রবেশ করে। রাজশাহীর বিভিন্ন বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে নির্যাতিত মানুষ। স্বজন হারানোর কষ্ট আর স্বাধীনতার উল্লাসে গোলাপ পানি, ফুলের পাপড়ি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা-মিত্রবাহিনীকে বরণ করে নেয় রাজশাহীর মানুষ। শুরু হয় বিজয়ানন্দের এক আবেগঘন উত্তাল মিছিল। আর এরই সাথে ১৮ ডিসেম্বর মুক্ত হয় রাজশাহী।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সাইফুদ্দিন চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত– বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস (রাজশাহী : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস প্রণয়ন কমিটি, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮)।

২. কাজী মোহাম্মদ মিছের, রাজশাহীর ইতিহাস (রাজশাহী : প্রকাশিকা, সৈয়দা হোসনেয়ারা বেগম, ১৯৬৫)।

৩. এবনে গোলাম সামাদ, রাজশাহীর ইতিবৃত্ত (রাজশাহী : প্রীতি প্রকাশনী, ১৯৯৯)।

৪. সাইফুদ্দিন চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাাদিত– রাজশাহী প্রতিভা (রাজশাহী : রাজশাহী এসোসিয়েশন, ২০০০)।

৫. আনারুল হক আনা, রাজশাহী মহানগরীর কথা (রাজশাহী : আনিকা-আস-আদ প্রকাশনী, ২০০৪)।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ইংরেজি Folk Literature'-এর সরাসরি অনুবাদ হিসেবে আমাদের দেশে 'লোকসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'Folk' অর্থ 'লোক'। তাই লোকের সাহিত্যকেই লোকসাহিত্য বলা যায়। লোকসাহিত্য ফোকলোর বিদ্যাশাখার (discipline) একটি বড় অবস্তুগত ধারা যা সৃজনশীল সাধারণ মানুষই সৃষ্টি করে এবং বংশানুক্রমিকভাবে লোকমুকে মুখে প্রচার লাভ করে। লোকসাহিত্যে লোকমানস ও লোকসমাজের জীবন অভিজ্ঞতা ও মননবিরোধ প্রতিফলন ঘটে। এটি লোকসমাজের বিনোদনেরও খোরাক। এর সহজ-সরল শিল্পসৌন্দর্য শুধু নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত লোক নয়, উচ্চ শিক্ষিত বিদগ্ধ পণ্ডিতজনকেও এর ভাবের গভীরতা ও শিল্পিত সংযোগ প্রক্রিয়া মুগ্ধ করে। ছড়া, লোককাহিনী, কিংবদন্তী, লোকপুরাণ, গীতিকা ইত্যাদি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত।

ক. কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা/লোকগাথা

বাঘা উপজেলার লোকগল্প

১. রাজা ও ময়নার গল্প : এক দেশে ছিল এক রাজা। সে শখ করে এক ময়না পালত। ময়নাকে খুব ভালবাসত। ময়না রাজার কাছে মিনতি করে বলে আমাকে কিছু সময়ের জন্য খাঁচা থেকে ছেড়ে দেন। আমি মায়ের সাথে একটু দেখা করে আজই আবার ফিরে আসবো। রাজা ময়নাকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দেয়। ময়না সেদিন আর ফিরে এলো না। রাজা ভাবলো খাঁচার পাখি ছাড়া পাইছে আর ফিরে আসবে না। পরদিন সকালবেলা ময়না ফিরে এলো। তার মুখে সুন্দর একটি ফল নিয়ে আসছে। সুন্দর ফলটি রাজার নিকট দিয়ে ময়না বলছে : এই ফল যে খাবে সে ১২ বছরের যুবতি হবে। রাজা চিন্তা করলো একটা ফল রানীকে না দিয়ে আমিই খাই; তাহলে আমি বৃদ্ধ অবস্থা থেকে যুবক হবো। বিষয়টি উজির জানার পর বলছে 'ফলটি আমাকে দেন, আমি মাটিতে পুতে রাখি সেখান থেকে গাছ হবে ফুল হবে ফল ধরবে, তখন রাজা রানী দুই জন খায়েন।' উজির তাই করলো। গাছ হলো, ফুল হলো একদিন ফল ধরলো। কিছুদিন পর ফলটা পাইকে সুন্দর হলো। রাজা বিকাল বেলা পাকা ফলটা দেখে ভাবছে, আগামীকাল সকালে ফলটা পাইড়ে খাবো। সকালে হাটতে যেয়ে দেখছে ফলটা রাতেই গাছ থেকে পড়ে গেছে। ফলের খুব সুন্দর ঘ্রাণে বিষধর সাপ এসে দংশন করেছে। রাজা ফলটা তুলে নিয়ে ধুয়ে মুছে খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উজির খুব চালাক। উজির বলছে রাজা মশাই, এই ফলের মধ্যে ময়নার কোনো ষড়যন্ত্র থাকতে পারে, এই ফলটা খেলে মানুষ আসলেই যুবতি হবে না মারা যাবে আমাদের জানা নাই। পরীক্ষার জন্য আগে কেটে কেটে গরু ছাগলকে খাওয়ান। উজিরের কথা মত তাই করা হলো। যে সব গরু

www.pathagar.com

ছাগলকে খাওয়ানো হলো সব গরু ছাগল মারা গেল। তখন রাজা ময়নার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ময়না খাঁচার ভিতর থেকে এনে রাগে ছিন্ন ভিন্ন করে ছুঁড়ে ফেললো। সারা রাজ্যে জানাজানি হলো যে এই গাছের ফল খেলে মানুষ মারা যায়।

এক বুড়ি তার রোগ ব্যাধির যন্ত্রণা আর সংসারের অশান্তির জন্য মরে যাওয়ার ইচ্ছা করছে। এবং ঐ গাছের খবর শুনে রাতে ঐ গাছের ফল ছিড়ে খাইছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে ১২ বছরের যুবতি হয়েছে। সকালে গ্রামের সবাই খরব শুনে তাকে দেখতে আসছে। এমন কি রাজাও ঘরে চলে আসছে। তখন বুড়ি বলছে এই গাছের ফল খেয়েছিলাম মরার জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি ১২ বছরের যুবতি। তখন রাজার ময়নার কথা মনে হয়েছে। ময়নাতো সত্যি কথাই বলেছিল। রাজা বলছে হায় ময়না, হায় ময়না।[১]

২. রাজার গল্প : এক রাজা বাণিজ্যে যাবে। রাজা নতুন বিয়া করেছে ২/৩ মাস হলো। রাজার বাণিজ্যে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে সেনাপতি, উজির সবাই রাজাকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেছে। বাড়ি এখন একেবারেই ফাঁকা, শুধু রানী বাসার মধ্যে আছে। রানী ভিতরের ঘরে দাদির সাথে গল্প করছে। ফুল বাগানের মালি ভাবছে কত বছর হলো রাজার ফুল বাগান দেখা শোনা করি কিন্তু রাজার ভিতরের ঘর কেমন তা দেখতে পারলাম না। তাই সে আস্তে আস্তে রাজার বেড রুমে এসে দেখে ঘর ফাঁকা, বিছানা ফাঁকা। ঘরে এত সুন্দর সাজ সজ্যা, এত সুন্দর গদির বিছানা, মালি ভাবলো একটু শুয়ে দেখিতো। গদির বিছানায় শুয়ার সাথে সাথে মালি ঘুমিয়ে গেল। একটু শীত লাগায় চাদর জড়িয়ে নিলো।

সন্ধ্যার পর রানী অন্ধকার করে ফিরে এসেছে। রানী ভাবছে রাজা হয়তো কোনো কারণে ফিরে এসে চাদর জড়িয়ে ঘুমিয়ে গেছে। এখন আর তার ঘুম ভাঙ্গানোর দরকার নাই। তাই রানীও রাজা মনে করে তার পাশে শুয়ে পড়েছে।

কোনো কারণে বিমানের ফ্লাইট বন্ধ হওয়ায় রাজার বাণিজ্যে যাওয়া হয়নি। রাজা ফিরে এসেছে। বাড়ির পাশে এসে দক্ষিণ জানালা দিয়ে রাজা দেখতে পেলো রানী অন্য পুরুষ নিয়ে তার বিছানায় শুয়ে আছে। মন্ত্রীকে বলছে বন্দুক দাও, গুলি করে দুইজনকে মেরে রাজদরবার কলঙ্কমুক্ত করি। তখন উজির বলছে থামুন, আসল ঘটনা কি একটু দেখে নেই। এক বানরকে সুচ হাতে দিয়ে ঘরের মধ্যে পাঠিয়েছে। বানর প্রথম খাটের নিচ থেকে রানীর গায়ে সুচ হেনে দিয়েছে, তখন রানী রাজা মনে করে মালিকে জড়িয়ে ধরেছে। আবার মালির গায়ে যখন সুচ হেনে দিয়েছে তখন মালি রানীর পা জড়িয়ে ধরে বলেছে রানী মাপ করবেন আমাকে। কোনো দিন আপনার ভিতর ঘর দেখি নাই। এত সুন্দর নরম বিছানায় কোনো দিন শুইনাই। তাই শুয়েই আমি ঘুমি গেছি আমাকে মাপ করবেন।

রাজা এই ঘটনা দাঁড়িয়ে থেকে জানালা দিয়ে সব দেখছে। রাজা বলছে ‘উজির সত্যিই তো তোমার বুদ্ধি বেশি।[২]

৩. রাক্কস-খাক্কস এর গল্প : এক ছিল রাক্কস, সে আটটা বাচ্চা পারছে। সে খাবার জোগাড় করার জন্য বাইরে গেছে খাক্কস এসে তখন তার একটা বাচ্চা নিয়ে খাইয়ে

www.pathagar.com

ফেলছে। রাক্কস বাড়ি ফিড়ে আইসে দেখে তার একটা বাচ্চা নাই। পরে আবার সে খাবার জোগাড় করতে বাইরে গেছে। সে দিনও জংগল থেকে খাক্কস বের হয়ে আইসি আর একটি বাচ্চা ধরে নিয়ে জংগলে ঘুপটি মাইরে খাই লিছে। এই ভাবে তার সাতটা বাচ্চায় খাই লিছে। আর একটা বাচ্চা আছে। রাক্কস বলছে আমি আর বাড়িতে যাব না। খাবার জোগাড়ও করবো না। দেখিতো আমার বাচ্চা কে খাই লিছে। সেখুন বাড়ির একটা জাগায় লুকাইল। তারপরে খাক্কস মনে করিছে রাক্কস খাবার জোগাড় করতে বাহিরে গ্যাছে। খাক্কস তখন বাচ্চা ধরার জন্য আসছে। তখন রাক্কস বলছে "কে-ড়ে?"। তখন খাক্কস বলছে আমি রাক্কসের ভাই খাক্কস। রাক্কস বলছে তোর লেজ দেখি, তখন দড়ি বের করে দেখাইছে। আবার বলছে তোর থুতু দেখি, তখন চুন দেছে, রাক্কস চুন চাটে দেখিছে, জিব্বা পুড়ি গেছে, অন্য জাগায় চলে গেছে। খাক্কস তখন শেষ বাচ্চা নিয়ে পালায়ছে।[৩]

৪. সিঙ্গারার গল্প : দুই বন্ধু এক সাথে ছিল। এক বন্ধু একটা সিঙ্গারা কিনে আনলো। যে কিনে আনলো সে বলছে বন্ধু আমার খুব ক্ষুধা লাগছে সিঙ্গারাটা আমিই খাই। অন্য বন্ধু বলছে, না বন্ধু তোর চেয়ে আমারই বেশি ক্ষুধা লাগছে এ সিঙ্গারাটা আমিই খাই। শেষে সিদ্ধান্ত হলো দুই জনই ঘুমিয়ে যাবে, যে ভাল স্বপ্ন দেখবে সেই সিঙ্গারা খাবে। দুই জন ঘুমিয়ে গেল। ঘুম থেকে জেগে প্রথম বন্ধু সিঙ্গারাটা খেয়ে নিল। এবং সে বলছে তুই কি স্বপ্নে দেখলি? দ্বিতীয় বন্ধু বলছে আমি খুব ভাল স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি বেড়াতে বেড়াতে বেহেস্তের মধ্যে গেছি। সেখানে একটি সিঙ্গারার গাছ ছিল, আমি গাছ থেকে সিঙ্গারা ছিড়ে খাচ্ছি। দ্বিতীয় বন্ধু বললো, তুই তো তাহলে সিঙ্গারা খেয়েইছিস, আর ক্ষুধা নাই। আর আমি স্বপ্নে দেখিছি যে, আমি যদি ঐ সিঙ্গারাটা না খাই তাহলে মারা যাবো। তাই ঘুম থেকে উঠেই সিঙ্গারাটা খেয়ে নিলাম।[৪]

৫. পিঠার গল্প : একটি ছেলে তার মাকে বলছে, মা আমাকে পিঠা বানাই দেও। আমিতো পিঠা বানাইছিলাম, একটা পিঠা আছে এই পিঠাটা খাও, পরে আবার বানাই দিবো। ছেলেটা তখল ভাবছে একটা পিঠে খায়ে কি ভাবে ফুলের টপে পিঠাটা পুতে রাখি, পিঠার গাছ হবে, গাছে অনেক পিঠা ধরবে, তখন খাবো। গাছ হইছে, পিঠা ছিড়ে অন্য ডালে বইসে পিঠা খাচ্ছে। সেখুন একটা ছেলেধরা বুড়ি আসলো। ছেলেধরা আইসে বলছে আমাকে একটা পিঠা দাও হবে? পিঠা যখন দিতে গেছে তখন ছেলেটাকে বস্তার মধ্যে ভরেলিছে। বস্তায় যাইতে যাইতে ছেলেধরার পেশাব চাপছে। বুড়ি পেশাবের জন্য জংগলে গেছে, রাস্তা দি অন্য একটি লোক যাচ্ছিল লোকটিকে বলছে, বস্তার মুখটা একটু খুইলি দাও। বস্তার মুখ খুইলে দিছে। তখন ছেলেটা একটা গাছের ডাল পালা ভাঙ্গে, ভাঙ্গা ডাল, ইট, বালু বস্তার মধ্যে ভরে বস্তার মুখ বাইন্দে রাইখি দিছে। বুড়ি বস্তা নি বাড়ি গ্যাছে। দেখো গা আমি একটা উপকার জিনিস আনছি। বস্তা খুইলি দেখে বস্তায় গাছের ডাল পালা, ইট, বালু। বুড়ি আবার সেই ছেলের কাছে গেছে। ছেলে পিঠার গাছে বইসি পিঠা খাচ্ছে। বুড়ি আবার বলছে আমাকে একটা পিঠা দাও বাবা। তুমি কাল আমাকে ধরে নিয়ে গেছিলা, আমি আজ আর গাছ থেকে নামবো না। তখন বুড়ি বস্তার হাত পিছনে রাইখি বলছে আজ আমি বস্তা আনি নাই। তখন একটা পিঠা দিতে গেছে আর বুড়ি ধরে আবার বস্তায় পুরে

www.pathagar.com

নিছে। আর ভাবছে আজ পেশাব চাপলেও বস্তা রাইখি কোথাও যাব না। দরকার হলে পেশাব করতে করতে যাব। সত্যিই তার পেশাব চাপছে কাপড় ভরে পেশাব করে বাড়ি গেছে। বাড়ি যাইয়ে বলছে আজ সত্যিই আমি একটা উপকার জিনিস আনছি। বস্তার মুখ খুলে দেখে একটি ছেলে। বুড়ি রান্না করতে গেছে। বুড়ির ছোট একটি মেয়ে ছিল, ছেলেটা বুড়ির মেয়ের সাথে খেলছিল। মেয়েটা ছেলেকে বলে তোমার দাঁত এত সুন্দর হয়েছে কি করে। ছেলেটা বলছে আমি চুন দিয়ে দাঁত মাজি। তখন মেয়েটা চুন দিয়ে দাঁত মাজছে। মুখ পুড়ে ঘরে শুয়ে পড়ছে। আর ছেলেটা তার মেয়ের জামা কাপড় পড়ে বলছে মা আমি গোছল করে আসি বলে পালাইছে।[৫]

৬. খানার বাড়ির গল্প : এক লোক যেখানেই খানা হোক সে খাইতে যাবেই। দাওয়াত দিক বা না দিক। আগে গরীব ছিল, সবার বাড়ি বাড়ি দাওয়াত খাইতো কিন্তু এখন ছেলেরা বড় হয়েছে, ভাল চাকরি করে। বাপ যেখানে সেখানে না দাওয়াতেই খাইতে যায়। ছেলেদের কথা শুনতে হয়। একদিন গ্রামে মানুষ মারা গেছে। চল্লিশার দিন মানুষ খাওয়াবেই। সে দিন গননা করছে কবে আসবে চল্লিশা। চল্লিশার দিন তার ছেলেকে দড়ি দিয়ে ঘরে মধ্যে বাইধে রাইখে দিয়াছে। সে মনে মনে ভাবছে, যখন নয়টা বাজে এখন রান্না বান্না শুরু হয়ে গেছে। যখন দশটা বাজছে, এখন পাতা কাটা হয়ে গেছে। যখন একটা বাজলো, তখন ভাবছে এখন প্রথম বৈঠক বসলো, সামনে কলার পাতা দিলো। এখন হয়তো, ভাত দিলো, এরপর মাংস আনলো, এবার খাওয়া শুরু হইলো। আজকের মাংস মনে হয় খুব স্বাদ হইলো। এবার খাওয়া শেষ হলো। সবাই এখন হাত সাট করে কলা পাতা ছুড়ি ফেলছে। এই, তখনই তার ছেলে আসছিল দরজা দিয়ে হাতের থাপ্পর লাগলো ছেলের মুখে। বউ দৌড়ায়ে এসে বললো এ কি থাপ্পর এত বড় ছেলের গালে থাপ্পর দিলা কেন? বাপ বলছে খাওয়া শেষ কলার পাতা ফেললাম।[৬]

চারঘাট উপজেলার লোকগল্প

১. বুড়ির গল্প : এক বুড়ি অনেক দিন হলো মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যায় না। একদিন মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাইতেছে পথের মধ্যে শিয়ালের সাথে দেখা হয়। শিয়াল বলে, এই বুড়ি বহুদিন হইল আমি অনাহারে আছি, আমি তোমাকে খাবো। বুড়ি তখন বলছে, না খেয়ে খেয়ে আমার শরীরে তো মাংস নাই। মেয়ের বাড়ি যাচ্ছি এক মাস ভাল মন্দ খাইয়ে মোটা তাজা হয়ে আসি তারপর খাইয়ো। কিছু দূর যেতে আবার বাঘের সাথে দেখা। বাঘকেও বুড়ি একই কথা বলে। আবার কিছুদূর যাবার পর সিংহের সাথে দেখা। সিংহও বুড়িকে খাইতে চায়। বুড়ি সিংহকেও একই কথা বলে। এক মাস বুড়ি মেয়ের বাড়ি বেড়ায়। এবার বাড়ি আসার পালা। কিন্তু রাস্তায় অনেক বিপদ কিভাবে বাড়ি যাবে। শেষে সিদ্ধান্ত হলো বড় লাউয়ের বসের মধ্যে বুড়িকে বসায়ে দিয়ে লাউয়ের মুখ আটকায়ে দিয়ে জোরে বলের মত গড়ায়ে দিল। লাউয়ের বস গড়াতে গড়াতে যেয়ে শিয়ালের সামনে যাইয়ে থামলো। তখন শিয়াল বুঝতে পাইরে বলে :

www.pathagar.com

বসের মধ্যে খুসুর খুসুর করো
আস হরি তেতুল খাও,
এক লাথি মারবো বুড়ি কতদূর যাও।

তখন বুড়ি শিয়ালকে অনুনয় বিনয় করে বলে, আমাকে তুমি যখন খেয়েই ফেলবা। আমাকে আমার দুই বেটার জন্য মন খুলে কাঁদতে দাও। তখন বুড়ি বলে :

আইড়ি ব্যাটা
বাইড়ি ব্যাটা
তু-ধর।

বুড়ির দুইটে পালিত কুকুর ছিল। তাদের নাম ছিল আইড়ি ও বাইড়ি। তু-ডাক শুনে কুকুর দুইটি আইসে শিয়ালকে কামরে মাইরে ফেলে। বুড়ি বাড়ি চলে যায়।[৭]

২. মা না ভাতার : স্ত্রী সংসার নিয়ে ভালই ছিল। হঠাৎ দেশে অভাব দেখা দেয়। অভাবের সংসারে স্বামী আর সংসার দেখাশুনা করে না, বাড়িতে থাকে না। উদাসী হয়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। তখন স্ত্রী দুঃখে ক্ষোভে স্বামীকে ছাইড়ে ভিনদেশে যাইয়ে কাজ করে খায়। সেই এলাকার মানুষ তাকে একটা ছোট্ট ছাগল কিনে দেয়। ছাগল পাইলে বড় করে বিক্রি করে একটি ছোট গরু কিনে। গরু বড় হয়, তার বাছুর হয়, এভাবে সে বড়লোক হতে থাকে এবং সে তিনতালা বাড়ি দেয়। মাঠে অনেক জমি করেছে। তার জমিতে এখন অনেক পাইট-পাঠাল কাজ করে। বাড়িতে লোক, কাজের লোক রাখাল থাকে। স্বামী এখন অভাবের কারণে ভিক্ষা করে বেড়ায়। ঘটনাক্রমে স্বামী তার বাড়িতে এসে ভিক্ষা চায়। স্ত্রী দেখে চিনতে পারে। স্ত্রী তাকে ভিক্ষা করা বাদ দিয়ে তার বাড়িতে থেকে কাজ করতে বলে। ৭ দিন থাকার পর লোকজনকে বলে একে বাজারে নিয়ে যায়ে চুল কাটায়ে নিয়ে আসো। তাকে চুল কাটায়ে নিয়ে আসে। বাড়ি এনে বাশনা সাবান দিয়ে ভাল করে গোসল করায়। বাজার থেকে নতুন জামা কাপড় কিনে এনে দেয়। সে মহিলা তাকে নিজের ঘরে থাকতে বলে। তখন ভিক্ষারি অবাক হয়ে বলে :

মা তুমি বলছ কি?
আমি তোমার ঘরে থাকবো!
তখন মহিলা বলে :
মা না
তুমি আমার ভাতার।[৮]

পুঠিয়া উপজেলার লোকগল্প

১. ঘোড়ঘাসি রাজার গল্প : এক রাজা যাচ্ছে হরিণ শিকারে তো রাজার অনেক কয়দিন থাকতে হয়। সেটা একমাসও হয় দেড়মাসও হয় দুইমাসও হয় তিনমাসও লাগে। তো যাবার পথে ওই রাজা মন্ত্রীদের উপর শাসনভার দিয়ে যায়। 'যতদিন আমি না আসি ততদিন তুমি রাজ্য চালাবে'। মন্ত্রীর উপর যখন দায়িত্ব থাকে মন্ত্রী বেশ ভালভাবে চালায়। রানী হচ্ছে চরিত্রহীনা তার চরিত্র খারাপ, ভাল না। একদিন এক রাতে সে রানী ঘোড়ার কচুয়ানের সাথে প্রেম করলো। ঘোড়ার কচুয়ানের সাথে প্রেম করায় হঠাৎ তার

www.pathagar.com

সন্তান হয়ে গেল। তখন রাজা খুব খুশি। আমার যখন সন্তান হয়েছে তো ভাল। তখন সন্তানের নাম রাখলো বলিহার রাজা। নাম রাখে তখন স্কুলে লেখাপড়া করে। এভাবে যাওয়া আসা হতে হতে কিছুদিন পর রাজা মারা যায়। তো মন্ত্রীকে বলে মন্ত্রী মশাই আমিতো এখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছি তুমি আমার ছেলেটাকে মানুষের মত মানুষ করে আমার রাজ্যভার তুমি তার হাতে দিয়ে দিবা। দিয়ার পর তোমার ছুটি এর আগে যেন এ রাজ্যভার কারও হাতে না যায়। আর এ রাজ্যে যেন কোন রাজা হামলা দিতে না পারে। এ বলে রাজা যখন ইন্তেকাল করল তখন মন্ত্রী বেশ সুন্দরভাবে ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখায়। তখন মন্ত্রী বেশ সুন্দরভাবে রাজ্য চালায়। চালাতে চালাতে এখন ওই ছেলেটা হঠাৎ করে এক দিবসে মন্ত্রীকে বললো, মন্ত্রীমশাই আজ আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো। মন্ত্রী বললো, কি ব্যাপার তুমি হচ্ছ রাজার ছেলে আর আমাকে প্রশ্ন করবে এটা কেমন হলো। আচ্ছা তুমি হলা রাজার ছেলে, তোমাকে তো এখনও রাজ্যভার বুঝে দিইনি। তুমি কি প্রশ্ন করবা করো। তারপর প্রশ্নের জবাব দিব। এখন রাজপুত্র বুলছে তোমাকে বুলতে হবে। আমার বাড়িতে দুটা ঘোড়া আছে। তো তোমাকে বুলতে হবে কোনডা মা কোনডা ছা। ঘোড়া প্রথমেই বাচ্ছা দিছে আর ঘোড়া খুব শক্তিশালী। এখন রাজার ছেলে মন্ত্রীকে বুলছে এ আমি কি করে বুলব। দুইটা ঘোড়া এত তাজা আর এত। তা কোনডা ছা কোনডা মা কি করে বুলবো। ঠিক আছে আমাকে সাতদিন সময় দিতে হবে। সাত দিনের মধ্যে মন্ত্রী খাওয়া দাওয়া ঘুম নষ্ট হয়ে গেল ওই চিন্তা কিভাবে বুলি কিভাবে বুলি। তো মন্ত্রীর এক মেয়ে ছিল। মেয়েটার নাম হচ্ছে আছিয়া। তখন আছিয়া বলছে বাবা তুমি এত চিন্তা করছ কেন। তুমি ভাল করে খাওনা-দাওনা গোসলও ঠিকমত কর না সব সময় মন ঘুমিয়ে থাক কি ব্যাপার। যাই হোক তখন মন্ত্রী বুলছে মারে আমাকে যে রোগে ধরেছে এ রোগের ঔষধ নাই। রোগ যখন আছে তখন ঔষধ দুনিয়াতে আছে। বল আমি শুনি আমি যদি পারি তো ফায়সালা দিব। আর যদি না পারি তাহলে অন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। মন্ত্রী বলে আমদের রাজবাড়িতে দু'টো ঘোড়া আছে দু'টার রঙই হচ্ছে লাল কিন্তু এতই তাজা আর এতই বলিষ্ঠ কিন্তু হঠাৎ করে রাজপুত্র প্রশ্ন করেছে কোনটা মা আর কোনটা ছা তোমাকে বাছে নিতে হবে। তো আমার এ ঘোড়া দেখেশুনে আক্কেল একেবারে বে-আক্কেল হয়ে গেছে। কোনডা ছা কোনডা মা বুলাই তো বিপদ' কি করে বুলব। তখন রাজার মন্ত্রীর মেয়ে আসি বলল বাবা তুমি এভাবে পারবে না। আমি যেভাবে তুমাকে বুদ্ধি দিই এভাবে তুমি কাজ কর তাহলে ছা মা তুমি বুঝতে পারবে। কিভাবে? তুমি সকালবেলা রাজ কাজে যেয়ে রাজাকে বুলবা রাজা আমি তোমার দু'টা ঘোড়াতে সওয়ার হবে। পরে চালাব আবার আরেকটারে সওয়ার হবে। চালাব তারপর বান্ধব তারপর আমি বাছি দিব, আচ্ছা। তখন মন্ত্রী ছা'য়ের ওপর উঠে গেছে সেটা বাচ্ছা ওডা কমপক্ষে ছয় মাইল দ্রুত টানে চলে গেল দৌড়ায় নিয়া আবার ওখান থেকে কোন রেস্ট না দিয়ে আবার ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার ছয় মাইল আসল। ছয় ছয় বার মাইল আসার পরও বান্ধে ছান্দে দেখছে বুকে হাত দিয়া ঘোড়া একটুও ধুকেনি। তখন মন্ত্রী বলছে ওরে সর্বনাশ এটা তো ধুঁকল না ওডাও যদি না ধুঁকে তখন। তালে তো আমি বিপদে পড়ে যাব। তখন ভাবে ঠিক আছে যা হয় হবে মরি তো মরবনি। তখন মা-এর উপর জিন লাগাম লাগিয়ে দিল

www.pathagar.com

দৌড় তখন ছয় মাইল গিয়ে ঘোড়া আলি গেল আসে যাতে পারে না। আবার বলে তুই যা নাহিলে মরি যা আমি তোকে রেস্ট দিচ্ছি না তখন এভাবে আনতে লাগি ঘোড়া হেঁকে একেবারে। তখন রাজপুত্রকে বুলল শিগগির ঘোড়াকে বাতাস দেন না হলে ঘোড়া তো একেবারে মল। তখন লোকজন আসি পাখাটাখা দিয়া বাতাস করল তখন তো ফ্যানের ব্যবস্থা ছিল না। তখন পাখাটাখা দিয়া বাতাস করে ঘোড়া তো থামল। যাইহোক রাজপুত্র বলল বল মন্ত্রী কোনডা ছা আর কোনডা মা। তখন মন্ত্রী বলল আগে যেটাতে চড়েছি ওটা ছা আর পাছে যেডাতে চড়ে আলাম এডা মা। রাইট রাইট তুমি আমার বাবার মন্ত্রী তুমি কি আর ঠগহে। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে আরেকটা প্রশ্ন তুমার কাছে রাখব। কি? নাতো দেখো আরেকটা প্রশ্ন তোমার কাছে রাখব যে আমার এই দিঘিতে একটা কাঠ নামায়ে দিব তোমাকে বাছে দিতে হবে কুনডা আগা আর কোনডা গোড়া, আচ্ছা। সাত দিন সময় দিতে হবে। হল সাতদিন তোমাকে সময় দিলাম। আবার যেদিনকা জবাব দিতে হবে সেদিনকা ওই আছিয়া বলছে বাবা তুমার আবার কি হয়েছে ভাল করি খাওয়া দাওয়া করছনা। তো মন্ত্রী বলছে বারে এমন অত্যিচারে পড়িছি এই রাজপুত্রকে নিয়া তো মনে হয় রাজপুত্রর তো এরকম ব্যবহার করা আমার সাথে ঠিক হয়না। আর প্রশ্ন করছে। তো কি প্রশ্ন করছে। নাতো একটা কাঠ দিঘিতে নামায় দিবি আর ওই কাঠটা কোনদিক আগা কোনদিক গোড়া আমাকে বুলতে হবে। তো মাপতে গেছি এক মাথাতে যা আরেক মাথাতেও তা তো রাইটে বা হাইটে সব চরুস চরুস। আমি কোনটা গোড়া কোনটা আগা কি করে বুলব। তো বা তুমি এটা জান না, তো না। তুমি লোকজন নিয়া তুমি কাঠটা দিঘিতে নামাই দিও। নামাই দিলে তুমি দেখবা সেটা গোড়া সেটা ডুবে থাকবে আর যেটা আগা সেটা কিছুটা জেগে থাকবে। তো যেদিক জাগা থাকবে সেদিক আগা আর সেদিক ডুবে থাকবে সেটা গোড়া। তাই নাকি, আচ্ছা। তখন মন্ত্রী খুব আনন্দের সহিত রাজদরবারে চলে যায়। তখন যায় রাজপুত্র স্টেটে বসার আগে বলল মন্ত্রী এদিকে এস কি ব্যাপার। আমাকে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তাইলে কয়েকজনকে ডাকে কাঠটা দিঘিতে নামায় দিতে হবে। মানুষজনকে ডাকি দিঘিতে নামায় দিল। নামায় দিলে পরে যেদিক গোড়া সেদিক ডুবে গেল আর যেদিক আগা সেদিক তল ডাসা হয়ে ভাসতে লাগল। পানির তল যেদিকে সেদিকে হল গোড়া আর যেদিক পানির ওপরে সেদিক হল আগা। রাইট তুমি ঠিক বলেছ। তখন রাজ কাজ শেষ করার আগে মন্ত্রীমশাই নাতো তোমার কাছে শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, আমার বাড়িতে সাতটা মহিলা আছে তো সাতটা মহিলাই কিন্তু আমার বউয়ের আন্ডারে থাকে আমার বউয়ের সেবাযত্ন করে। তো তুমাকে বাছে দিতে হবে ওই সাতটা মেয়ের ভিতর দিয়ে কোনটা রানী। আর কোনটা দাসী। মন্ত্রী তখন রাগে একেবারে ফাটে যাচ্ছে। পারলে তো রাজা না হলে একেবারে মারেই দেয়। আচ্ছা এখন রাজার পুত্র কিছু বুলতে পারে না। ঠিক আছে। আবার এভাবে ভাবনা চিন্তা লিয়ে থাকে। বাবা তোমার আবার কি হল বল তো। তা মারে এই এই বৃত্তান্ত। আজকের দিন পরে কালকা রাজবাড়িতে সাতটা মহিলা থাকবে এখন আমাকে ওর মধ্যে থাক বাছা দিতে হবে কোনডা রানী আর কোনডা দাসী। এই নাতে হ্যাঁ। বাবা মহিলা একটা রুমে ঢুকাও। একটা রুমে যখন ঢুকবে তখন বুলবে কিযে একে একে বারিয়ে আরেকটা

www.pathagar.com

রুমে তুমরা অবস্থান কর। যখন রুমে থেকে বারাবে তখন যে ভদ্রমহিলা তার কাপড় চোপড় গায়ে হাতে ঠিকভাবে দিয়ে বেশ সুন্দরভাবে হাঁটে যাবে ওটাই হল রানী। আর যারা দাসী তার দেখবে গায়ে গহনাগাটি বেশি থাকবে, দেখবে তারা এদিক তাকাবে ফিক করে হাসবে পায়ে সব ঘুঙুরু ঘুঙুরু মেলা কিছু থাকবে ওরা আনন্দে আত্মহারা। তাই নাকি। তারপর বুলল কি যে এ মন্ত্রী কি বাবা। তাহলে আজকে তোমার প্রশ্নের জবাব দেও। নাতে হ্যাঁ তুমি তাহলে সাতটা মহিলা একটা রুমে ঢুকাও। আর ওই রুমে থাকা বাড়াবে আর একটা রুমে যাবে। তখন মহিলাদের এমনভাবে সাজাছে গয়না গাটুরী দিয়া। তারপরে গলাতে সোনার হার, হাতের সোনার চুরি, পায়ে ঘুঙ্গরু মাজাতে সোনার বিছা মেলা কিছু অলঙ্কার দিয়া সব মহিলাকে সাজাইছে কিন্তু রানী অত রঙ ঢঙ করেনি। ফাস্টেই রানী একঘর থেকে বার হয়ে আরেক ঘরে চলে গেল। তারপর পর যে ছয়ডা মহিলা চলি গেল তারা কিন্তু আনন্দে আত্মহারা। এদিক তাকায় কুনদিক তাকায় কিভাবে হাসে মানে ওরাই নিজেকে নিজে বুঝতে পারে না। এখন মন্ত্রী বুলছে কি যে হুজুর এই যে আগে গেল যে মহিলা ওই মহিলাটাই রানী। নাতে হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক। ঠিক বলেছে মুন্ত্রী মশাই। তুমি আমার বাবার পুরাতন মুন্ত্রী আর তোমার ব্রেনের সাথে কি আর আমার ব্রেনের তুলনা হয়। আমি বললাম শুন রাজা আজকে তোমার কাছে আমার একটা কথা আছে। তো কি। দৌড়ে চিনলাম মায়ে ছায়ে ঘৌড়া, জলে চিনলাম কাঠের আগা গোড়া। আর চিনলাম রানী আর দাসী। আমার মুনে হয় তুমি রাজার ছেলে না। তুমি হচ্ছে তাজা ঘোড়ঘাসী। আমি রাজার রাজপুত্র আর আমাকে ঘোড়ঘাসী বুলল। হ্যাঁ। রাজা তো তখুনি রাগী। পাঠা জল্লাদকে ডাক আমি এখুনি ওকে সাত চাকা করি ফেলব। এতবড় আস্পর্ধা আমাকে ঘোড়ঘাসী বলে। আমি ঘোড়ঘাসীর জন্ম। জল্লাদ চলি আল ওতো থরবড়িয়ে আসি কোপ মারা কাজ। শোন রাজা, তুমি আমাকে মার আমার আফসোস নাই তবে বিচার করি মারতে হবে। বিনা বিচারে তুমি আমাকে মারতে পাবরা না। আচ্ছা তাই হবে। রাজা সাতটা দেশে থাকে সাতটা রাজাকে নিয়ে আসি বিচার হবে। সবাই বলে কিভাবে কি হল। সব বলার পর মন্ত্রীর কথা বলল আমার মনে হয় তুমি রাজার ছেলে নও তুমি ঘোড়ঘাসী ঘোড়ার জন্ম। এজন্য আমি দোষী হয়ে গেছি আর এখন আমাকে হত্যা করবে। তাই আমি বলেছি আমাকে হত্যা করতে হলে বিচার করতে হবে। "মায়ে চিনে বাপ আর মুনে জানে পাপ" আমি যে কোথায় কি করলাম আমার মন জানে। আর মায়ে জানে বাপ আমি যে কার সাথে সন্তানডা যখন গর্ভে আসল সেটা বৈধ না অবৈধ সেটা মায়ে জানে। তালে আর কি করতে হবে রানীকে ডাকতে হবে। হিন্দুদের প্রধান ধর্ম তামা আর তুলসী। এটাকে তারা ভয় করে। তো বাদশাকে বুলা হল আপনি বিচারের রায় দিবেন। রানীকে ডাকা হোক তো রানী আসল তামা আর তুলসী রানীর হাতে দেয়া হল। তো বুলছে রানীমা তুমি সত্যি করা বুল যে এই সন্তান সত্যই কি রাজার না অবৈধ। হাতে তামা তুলসী আছে তো রানী তো আর মিথ্যা কথা বুলতে পারন না। তো বুলছে দেখেন আমার যে সমতে সেইদিন আমার এই সন্তান আসবে বা হবে সেইদিন আমার স্বামী ঘরে ছিল না। সে হরিণ শিকার করতে গেছল তো আমি ঘোড়ঘাসী হলেও সে পুরুষকে আমার খুব পছন্দ আমি পুরুষকে ডাকি নিয়া আসি এ সন্তানকে রক্ষা করেছি। আর

www.pathagar.com

রাজারা তখন হাতে তালি দিয়া বুলল ঠিক ঘোড়ার জন্ম ঘোড়ঘাসীর জন্ম। তাকে বাদশা বলে মানা হবে না। তাকে বাদশার স্টেটাস থাকি বার করি দাও। মন্ত্রী বাদশা হবে রাজত্ব চালাবে। এভাবে বিচার আচার হল। এখন মন্ত্রী বলছে নাতে না। যেহেতু অবৈধভাবে সন্তান হচ্ছে হোক যখন ডিক্লেয়ার হছে রাজার রাজপুত্র ওকে রাজ্যে রাখা হোক কিন্তু রাজ্যের কোন শাসন ওকে দিয়ে হবে না। তখন ওই মন্ত্রী রাজ্য চালাতে লাগল তখন ওই দেশে ঘুরে ঘুরে যেমন কয়েদীকে খাতে দেয় তেমন খাতে পায়।[৯]

দুর্গাপুর উপজেলার লোকগল্প

১. কিচ্ছা গান : 'আলমাস কুমারের কেচ্ছা'

দক্ষিণ শহরে এক বাদশা ছিলেন। তার সাতটি ছেলে ছিল। ছেলের বয়স যখন প্রায় ৬/৭ বছর তখন সবাইকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। লেখাপড়া শেষ করে সবাই বড় হয়ে যায়। তার বড় ছেলের নাম দুলু মিঞা। সে তার বাবাকে ডেকে বললেন, আব্বাজান আপনার বয়স তো শেষ। তাই আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি হরিণ শিকারে যেতে পারি। ওর আব্বা বললেন, আচ্ছা যাও। সে হরিণ শিকারে চলে গেলেন। যাওয়ার পর সন্ধ্যা হয়ে গেল সেদিন আর হরিণ শিকার হল না। সে রাত্রে বনের ধারে তাম্বু গেড়ে থাকল। ওই রাজ্যে ছিল এক বাদশা ইমরান। হঠাৎ সে বিয়ে করে বাসর রাত্রে মারা যায়। তখন সে তার স্ত্রী খুব কান্নাকাটি করলেন যে আমি কি দোষ করেছি যে আমার স্বামী বাসর রাতে মারা গেলেন। তারপরে সে একটা প্রশ্ন মনে মনে ঠিক করলেন। প্রশ্নটা সাইনবোর্ডে লিখে রাস্তার ধারে একটা গাছে টানিয়ে দিলেন। সাইনবোর্ডে লিখেছে যে সাত সমুদ্র তের নদী পার কুকাপ শহরে (কোহেকাফ) সনোয়ার বাদশা বা গুলবিবি কি বড়াই করেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর যে রাজপুত্র দিতে পারবে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে এবং এ রাজ প্রাসাদের অর্ধেক দেওয়া হবে। আর যদি না পারে তাহলে তার মাথার মুন্ডুটা কেটে দরজায় ঝুলানো থাকবে। টাইম মাত্র দশ মিনিট। সে সময় পরের দিনই দুলু মিয়া যে রাস্তা দিয়ে হরিণ শিকারে যাচ্ছিলেন তাকিয়ে দেখে যে একটা সাইনবোর্ড গাছে ঝুলানো আছে। আর একটা ডান্ডা (বাদ্যযন্ত্র) ঝুলানো আছে। যে প্রশ্নের উত্তর পারবে সে ডান্ডায় বাড়ি দিবে তাহলে তাকে রাজপ্রাসাদের লোক এসে ধরে নিয়ে যাবে, সে কন্যার কাছে। তখন সে কন্যা তাকে জিজ্ঞাসা কবরে তুমি কি আমার প্রশ্নের জবাব দিবে। বল তুমার কি প্রশ্ন। তখন কন্যা বলবে, "সাত সমুদ্র তের নদী পার কোহেকাফ শহরে সানোয়ার বাদশা গুলবিবি কি বড়াই করেছিল।" রাজকুমার তখন ভাবতে লাগলেন আমি তো অনেক লেখাপড়া করেছি এমন প্রশ্ন শুনিনি। দেখ কন্যা আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না আমাকে ছেড়ে দাও। তখন কন্যা বলবে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না কোথায় জল্লাদ তুমি মাথাটা কেটে আমার দরজায় ঝুলায়ে দাও। তখন জল্লাদ কি করলেন। তখন জল্লাদ তাকে ধরে মাথা কেটে দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন।

এভাবে বাদশার একে একে সাত ছেলের মধ্যে বড় ছয় ছেলে তার কাছে এসে মারা গেলেন। তার ছোট ভাই ছিল আলমাস কুমার সে তখন ভাবতে লাগলেন বা কাঁদতে লাগলেন যে আব্বাজান আমার সাত ভাই ছিলাম, ছয় ভাই হারিয়ে গেল,

www.pathagar.com

আমাকে বিদায় দেন। তখন সে বাদশাও কাঁদতে লাগলেন। তোমারা সাত ভাই ছিলে, ছয়জন হারিয়ে গেলে, তুমিও যদি হারিয়ে যাও তাহলে আমি কি করে বাস করব। তখন আলমাস কুমার বললেন আব্বাজান আপনি যদি আমায় বিদায় না দেন তাহলে আমি নিজেই নিজের জীবন শেষ করে দেব। তাই তখন সে তাকে খুশি মনে বিদায় দিয়ে দিলেন। বিদায় নিয়ে আলমাস কুমার ঘোড়ায় করে ছয় ভাই যে পথে যাচ্ছিলেন সে পথেই যেতে লাগল। যেতে যেতে ওই রাস্তার পার্শ্বে বটবৃক্ষের গাছের ডালে সাইনবোর্ড ও ডান্ডা দেখতে পেলেন। তখন সে চিন্তা করতে লাগলেন আমার মনে হয় ছয় ভাই এ কন্যার কাছে এসে মারা গিয়েছে। মরণ করব সই কন্যা তোমাকে বিয়ে না করলে দেশে যাব নাই।

তাই যে ডান্ডারে বাড়ি দিলেন। তখন যে কন্যার লোকজন এসে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন। কন্যার একটা উত্তর দেওয়ার ঘর ছিল সেখানে নিয়ে গেলেন। তারপর কন্যা তখন যে প্রশ্নের কথা বললেন। প্রশ্ন শুনে যে বলল আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব কিন্তু আমাকে কিছুদিন টাইম দিতে হবে। কন্যা বললেন ঠিক আছে তোমাকে ছয় মাস টাইম দিলাম। তখন আলমাস কুমার বললেন আমাকে বিদায় দেন আমি চলে যাব। তখন আলমাস চলে গেলেন যেতে যেতে অনেক দূরে চলে গেলেন। যাওয়ার পর তাকিয়ে দেখে একটা সমুদ্র। তখন সে চিন্তা করলো সমুদ্র কিভাবে পার হব আমি। তাকিয়ে দেখে সামনে একটা বটবৃক্ষর তলার নিচে একটা মুনিঋষি ধ্যান করতেছে। তখন সে মুনিঋষিকে বললেন, দরবেশ বাবা আমি বড় বিপদে পড়েছি আমাকে উদ্ধার কর। তখন বললেন কি বল সে কথা? আলমাস কুমার বললেন আমাকে এ সমুদ্র পার হবার একটা বুদ্ধি দেখান। মুনিঋষি তখন বলল আমি তোমাকে একটা চিল পাখি করে ছেড়ে দিব তুমি চিল পাখি হয়ে উড়ে চলে যাও কোহেকাফ শহরে। সে রাজ্যে চিল পাখি হয়ে সাতসমুদ্র পার হয়ে চলে যাবে। তারপর তোমার কপালে একটা টিপ থাকবে ওই টিপটা যখন তুমি পা দিয়ে ছুয়ে দিবে তখন তুমি মানুষের রূপ ধারণ করবে। যেভাবে হোক বাদশার দরবারে চলে যাবে। সানোয়ার বাদশার মহলে যেয়ে দেখবে অনেক লোকজন সেখানে। লোকজনকে বলবে বাদশার ছেলেমেয়ে কয়টা। লোকজন তখন বলবে ছেলেমেয়ে নাই একটাও তখন বাদশাকে তিনি বললেন, আব্বা আমি আপনার ছেলে। আপনার তো ছেলে মেয়ে নাই। তাই সে বাদশাকে বললেন তুমি আমার একমাত্র ছেলে তোমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিতে চাই তুমি লেখাপড়া কর। স্কুলে যাব তখন যে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

লেখাপড়া শুরু করে দিলেন লেখাপাড়া করতে করতে একদিন সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সে বাদশা উত্তর দিলেন বাবা তুমি এ কথা শুনবে না। আব্বাজান আমার আম্মা কোথায়? তখন ছেলে বললো না আমাকে বলতেই হবে আমার আম্মা কোথায়, যদি আমাকে না বল তাহলে আমার নিজের জীবন আপনার সামনেই দিয়ে দেব। তখন বাদশা বললেন না বাবা ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গে চল। তাকে নিয়ে গেলে বাদশা এক ঘরের মধ্যে তাকে দেখাল দেখ এই যে একটা লোহার খাঁচা। এর মধ্যে তোমার আম্মা বন্দী হয়ে আছে। কেন আব্বাজান আম্মার এ অবস্থা। তখন বাদশা বললো তুমি আমার সঙ্গে এসো, দেখ আরেকটা দৃশ্য। আরেক ঘরের মধ্যে

www.pathagar.com

বাদশা তাকে নিয়ে গেল। বাদশা তাকে দেখাল এ ঘরের মধ্যে খাটের উপর একটা কুকুর শুয়ে আছে আর কাচের থালায় তাকে খেতে দিচ্ছে। এর কারণ কি আব্বাজান তখন বাদশা বলতে লাগলেন যে, তোমার আম্মা একদিন হঠাৎ করে দেখি যে, আমার পার্শ্বে সে শুয়ে আছে কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখি সে আর নাই। রাত যখন ভোর হয় তখন তোমার আম্মা দেখি ঘরে চলে এলেন। তখন আমি তাকে বললাম দেখ বেগম তুমি কোথায় গিয়েছিলে। তখন বাদশা মনে মনে অসুখের ভান করলেন। তখন বেগম বাদশাকে একটা কম্বল গায়ে দিয়ে ভাল করে শুইয়ে দিলেন। তখন বাদশা মিথ্যা জ্বরের অভিনয় করলেন। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাদশার কাছে গেলেন, বাদশার হাত ধরে যখন টান দিলেন তিনি কোন সাড়া দিলেন না। তখন তিনি বুঝতে পারলেন বাদশা ঘুমিয়ে গেছেন। বেগম তখন ভালভাবে সেজেগুজে ঘর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছেন। বাদশা তখন কম্বলের মধ্যে শুয়ে থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটু পরে দেখতে লাগলেন যে, সে বাহিরে চলে যাচ্ছেন। তোমার আম্মা যখন বেরিয়ে গেল তখন আমি ঘর ছেড়ে তার আড়ালে আড়ালে তার পিছু পিছু যেতে লাগলাম। দেখে কুকাপ শহরের পাশে সাত সমুদ্র। সমুদ্রের কাছে পুষ্পরথে উঠে পড়লেন। তখন কিন্তু আমার সঙ্গে কুকুরটা গিয়েছিল। যে লোক তখন রথে করে তোমার আম্মার রথে তিনটা থাবা মারল, তখন রথ উড়ে গেল। তখন সেখানে অদ্ভুত অনেক কিছু ঘটল। তখন কুকুরটা তার সঙ্গে সমুদ্র ঝাঁপে পার হয়ে গেল আমি তখন ছিলাম রথের চাকা ধরে। ওপাশে যখন রথ নামল তখন আমি ঝোপের আড়ে লুকিয়ে রইলাম। তখন তোমার আম্মা ও সে লোকটা রথ থেকে বের হয়ে এল। সেখানে ছিল একটা ফুল বাগান। সেখানে তারা অবৈধ সম্পর্ক করল। আমি খুব লজ্জিত হয়ে গেলাম। আমি বাদশা এ রাজ্যের, আর তার বেগম এ কাজ। তখন আমি রাগের সহিত সে লোকটাকে ধরলাম। লোকটা তখন আমাকে গলা প্যাচ দিয়ে ধরে মাটিতে পড়ে গেলেন তখন সে কুকুরটা এসে ওই লোকটাকে কামড় দিল। তখন আমি তাকিয়ে দেখি লোকটা মারা গেল। তোমার আম্মাকে নিয়ে আমি পুষ্পরথে এ মহলে চলে এলাম। আসার পর এই যে লোহার খাঁচাতে বন্দি করেছি আর কুকুরটাকে দিয়েছি কাচের থালাতে। তাহলে আম্মার নাম কি আব্বাজান। তোমার আম্মার নাম গুলবিবি আর আমার নাম সানোয়ার বাদশা। তখন আলমাস বুঝতে পারলেন কঙ্কাবতী কন্যার প্রশ্ন।

তখন সে কিছুদিন মহলে থাকার পর একদিন স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মহল থেকে গেলেন এবং যে জায়গায় কপালের টিপ খুলেছিলেন সেখানে থেকে টিপ নিয়ে কপালে পড়লেন এবং পাখি হয়ে উড়ে সাত সমুদ্র পার হয়ে মুনিঋষির কাছে গেলেন মুনিঋষির কাছে গিয়ে কপালের টিপ নামিয়ে মানুষ হয়ে গেলেন। তখন মুনিঋষি বললেন বাবা তুমি কি সে প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ হ্যাঁ। তাহলে আমাকে বিদায় দিয়ে দিন আমি চলে যাব ওই কঙ্গাবতী কন্যার কাছে। সেখান থেকে যেতে লাগলেন ঘোড়ার চড়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। সামনে দেখে বিরাট একটা মহল সেখানে উঠলেন। উঠার পর মহলের লোকজনকে বললেন আজকের রাত আমি এখানেই থাকব আমাকে থাকার জায়গা দাও। ওই মহলে বাদশার একটা কন্যা ছিল নাসিমা সুন্দরী। কন্যা তার রূপে পাগল হয়ে গেলেন। তখন তার বাবাকে বললেন এ রাজকুমারের সাথে আমার বিয়ে

www.pathagar.com

তোমাকে দিতে হবে। তখন বাদশাহ্ সে লোকটাকে ডেকে বললেন বাবা তোমার নাম কি? আলমাস কুমার। কোন রাজ্যে বাড়ি? দক্ষিণ শহরে। বাবা তোমার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। তখন সে রাজি হয়ে গেল। মেয়েটার রূপ ছিল খুব ভাল। তার সাথে তার বিয়ে হল। কিছুদিন পর সেখানে থেকে তার স্ত্রীকে নিয়ে কঙ্কাবতীর মহলে চলে গেলেন। হ্যাঁ আমি তোমার সে প্রশ্নের জবাব এখন দেব। কঙ্কাবতী তখন বললেন, হ্যাঁ তাহলে বল সে উত্তর। তখন সে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যে কথা তার বাবার কাছে শুনেছিল সে ঘটনা তার বাবার কাছে খুলে বলল। তখন কঙ্কাবতী বুঝতে পারলেন, তার প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয়েছে। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কঙ্কাবতীর সঙ্গে আলমাসের বিয়ে হল মহা ধুমধামের সঙ্গে। তখন তাকে নিয়ে বেশ কিছুদিন সেখানে কাটালেন। আলমাস কুমার দুই স্ত্রীকে নিয়ে তার নিজের বাসায় চলে এলেন। এসে তার বাবাকে বললেন আব্বাজান এই সেই কন্যা আমার ছয় ভাইকে মেরে ফেলেছে এর নাম হচ্ছে কঙ্কাবতী কন্যা। আব্বাজান এখন আমি তাকে একটা শাস্তি দিতে চায়। কিভাবে। মাটির তলে একটা গর্ত খুড়ে ওই গর্তের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়ে মারতে চায়। ঠিক আছে বাবা তুমি তাই কর। তোমার ছয় ভাইয়ের বদলা নাও। কন্যা অনেক কান্নাকাটি করল কিন্তু তার কথা শুনল না, তারে মেরে ফেলা হল। আর নাসিমা কন্যাকে নিয়ে ঘর সংসার করতে লাগলো।[১০]

গোদাগাড়ি উপজেলার লোকগল্প

১. শোলকি কিচ্ছা

গোদাগাড়ী উপজেলার শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-গরিমার মূলভূমি। মাটিকাটা ইউনিয়ন বলতে গেলে রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সমাজসেবক দানশীল জ্ঞানের মূলভাণ্ডার। এই ইউনিয়ন এমপি, মন্ত্রী ও সচিব, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সকলের বাসভূমি। লালন শাহ্, মাওলানা ভাসানী, খালেদা জিয়া সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ নির্বাচনে প্রেমতলী মোড়ে তরমুজ খাওয়া ছাড়াও বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম-এর জন্মভূমি ও রাজবাড়ি এই মাটিকাটা ইউনিয়নে অবস্থিত। তীর্থস্থান গোদাগাড়ী। প্রসঙ্গত বলার কারণ মাটিকাটা ইউনিয়নের মধ্যভাগে পিরিজপুর গ্রাম, সেই গ্রামের প্রধান বংশীয় মজুমদার পরিবারের দুই ছেলে বড় ছেলে বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (বিরু) ও ছোট ছেলে ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার (ধীরেন) বাস করত। মজুমদার পরিবারের ছোট বউ খুব সুন্দুরী ও বুদ্ধিমতি। এইটা আবার বীরুর স্ত্রী সহ্য করতে পারতেন না কারণ সে সুন্দর না মিষ্ট ভাষীও না। স্বামীকে বলে (বিরুর স্ত্রী) কিভাবে তাদের সংসার আগুন লাগানো যায় সেই বিরু ও তার স্ত্রী সব সময় সুযোগ খোঁজে। ধীরেনের স্ত্রী ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে নিজে খুব সাবধানে থাকত কিন্তু ধীরেন তার দাদা ও বউদির খুব ভক্ত তাই শত সাবধানেও ধীরেনকে তার স্ত্রী ঠিক করতে পারে না। কোন কথা দাদা বউদি বললে তাৎক্ষণিক বিশ্বাস করে নেই ধীরেন। বাড়ির পাশে বাস করত "কালু কামার" নামের এক কর্মকার। স্বচ্ছল পরিবারে এই কর্মকার সারাজীবনে যা কামাই করেছে খরচ করেছে কম কারণ তার কোনো সন্তান ছিল না। হঠাৎ কালু কামার মারা যায়। হিন্দুশাস্ত্র মতে মৃতের সব কিছু মরার পরে গঙ্গা জ্বলে ফেলে দিতে হবে নইলে রক্ষণশীল হিন্দু

সমাজে বদনাম হবে। শ্রাদ্ধ মতে সব কিছু পানিতে ফেলা হল কিন্তু পিতলের কলসিটি দড়ি দিয়ে মৃতের গলায় বেঁধে ডুবিয়ে দেয়া হল। এই ডুবিয়ে দেয়ার সময় ধীরেনের স্ত্রী কিন্তু ব্যাপারটি দেখে। পরদিন সকালে পিতলের কলস নিয়ে স্নান করতে যেয়ে যেখানে কালু কামারকে ডুবানো হয়েছিল ঠিক সেইখানেই ধীরেনের স্ত্রী ডুব দেয় আর উঠে ডুব দেয় আর উঠে। ব্যাপার ছিল মরার গলায় যে দড়ি বাঁধা কলসি ছিল সেই কলসির ডুব দিয়ে ডুব দিয়ে দাঁত দিয়ে দড়ি কাটতেছিল। এক সময় নিজের কলসি রেখে মরার কলসি বাড়ি নিয়ে আসে এবং দেখে কলস বোঝাই কাঁচা টাকা। এবার এই ঘটনা তার ভাসুর ধীরেন (বিরু) দূর থেকে দেখে ফেলেন সেখানে কালু কামারকে ডুবানো হয়েছিল সেইখানে ছোট বউ ডুব দিচ্ছে। বিরু প্রথমে তার স্ত্রীকে পরে ছোট ভাই ধীরেনকে ব্যাপারটি বলে আর যাবি কোথায় আর জানিস ছোট বউ মরা খাচ্ছিল ডুব দিয়ে ডুব দিয়ে। এই কথা যেই না বলা আর কোথাই যাবি এই সুযোগেই ছোট বউকে তাড়ানোর মোক্ষম সুযোগ, এই সুযোগ আর হাত ছাড়া করা যাবে না। ব্যাপারটি এক এক করে পাড়ার সকলেই জেনে গেল। এক পর্যায়ে ধীরেন তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বিদায় করে দিবে এবং তাই করল। কারণ মরা খেকো বউকেতো নিয়ে আর ঘর করা যায় না কখন বা আমাকে তাজা খেয়ে ফেলে। নিশ্চয় রাক্ষসী মেয়ে সকালবেলাই তাকে বাড়ি থেকে বের করে তাঁর বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। রাস্তায় কেউ কারো সঙ্গে কোনো কথা নাই। মনের দুঃখে ধীরেনের স্ত্রী কাঁদছে আর ভাবছে যার জন্য করলাম চুরি সেই বলে চোর। কষ্টে যন্ত্রণায় জ্বালায় বাকরুদ্ধ অবস্থায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলছে বহুদূর পথ। সামনে একটি মাঠ তার পর উদপুর গ্রাম সেই গ্রামের বড় বাড়ির মেয়ে ধীরেনের স্ত্রী কাঁদছে আর ভাবছে মা-বাবা-আত্মীয়-স্বজনদের কি জবাব দিব। আর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি ঝরছে। মাঠের শুরুতেই একবিঘার একটি ধানি জমির মধ্যে দিয়ে রাস্তা। ব্যাপারটি ধীরেনের দৃষ্টিতে খুব ভাল বলে মনে হল না যে ধানি জমির মধ্যে দিয়ে রাস্তা। তারপর দেখলো আর একটি জমিতে আইল এর উপর দিয়েছে ব্যারার কাটা হাটার উপায় নাই কোন রাস্তাও নাই এর পরে তিন চার বার কাটা ছির‍্যা চার পাঁচটা রাস্তা এই দেখে ধীরেন বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো কোন চুদ্দুর জমি "যেইনা কথাগুলো বলা অমনি ধীরেনের স্ত্রী মুখ খুলেছে আর শুরু করেছে বলা-

এক চুদ্দু কালু কামার
আরাক চুদ্দু ভাসুর আমার
আরাক চুদ্দু তুমি (ধীরেন)
তাহার চাইতে অধিক চুদ্দু
এই চুদ্দুরী জমি।

এবার কথাগুলো শুনে ধীরেন বলছে তুই কি বুললি আমি চুদ্দু (চুদ্দু লিমর্দ্দা/যার পৌরুষত্ব কম) তখন ধীরেনের স্ত্রী বলল এখানে বস মাথা ঠাণ্ডা করে মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোনার চেষ্টা কর। শুরু করল বলা শোনো তুমি যে আমাকে ভালবাস এইটা বউদি সহ্য করতে পারে না। আমি যে ভাল থাকি সেটাও তোমার দাদা বউদি কেউ ভাল চায় না। সবসময় তোমার আর আমার মধ্যে বিরোধ লেগে থাক তা তারা সর্বদা কামনা করে। একটু বলে রাখি (কথক) ছোটখাট বিষয় নিয়ে আমাদের ভুল বুঝাবুঝির

www.pathagar.com

মাঝে সামান্য জিনিসকে কেন্দ্র করে লোকসমাজে বা কোন পরিবারে বড় রকমের ভুল কিন্তু হতে পারে সেই ভুল না হয় তবেই এই লোক প্রবাদটি আমাদের সকলের কাজে আসবে 'কান নিয়েছে চিলে এই চিলের পেছনে না গিয়ে আগে কান দেখা দরকার' বলছিলাম সুখ সাচ্ছন্দ সকেলের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয় না যদি না ঘরে রাখতে পারা যায়। কর্ম ও টেকনিক্যাল বুদ্ধির জোরে তা রক্ষা করা দরকার যা করেছিল ধীরেনের স্ত্রী ঠিক সময় মত ঔষধ না দিলে বিষ নামতো না কেউটে সাপের। যাক সে সকল কথা ধীরেনের স্ত্রী আসল কথা বলল আমি মরা খেতে যাইনি এত বৎসর ঘর করে তুমি কি একদিনও দেখবে না আমি রাক্ষসি না ডাইনি। তবে দাদা বউদি যে বলল, তারা ঠিক বলেছে আমি কালু কামারের ডুবানোর জায়গায় ডুব দিয়েছি মরা খেতে নয় ডুবে ডুবে তার গলায় বাধা দড়ি দাঁত দিয়ে কাটছিলাম এবং কেটে কলসি বাড়ি নিয়ে এসেছি আর আমার কলসি তার গলায় রেখে এসেছি। ধীরেন জিজ্ঞাসা করছে তবে কলসিতে কি আছে? "কলসি বোঝায় কাঁচা টাকা আছে। যেই না এ কথা শোনা অমনি ধীরেন মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ার উপক্রম। তাড়াতাড়ি তাকে সুস্থ করে বাড়ি ফিরে আসে আর কলসি বোঝায় কাঁচা টাকা দেখে ধীরেন আত্মহারা হয়ে পড়ে। স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তার কারণে অল্পসময়ের মধ্যে ধীরেন বাড়ি-গাড়ি জায়গা-জমিসহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে জমিদার বনে যায়। তার সংসারে অভাব অনটন দূর হয়ে য়ায়। সন্তান-সন্ততি নিয়ে শান্তিতে বসবাস শুরু করেন। কথকের এই বর্ণনা থেকে আর বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না।[১১]

২. পান্তাবুড়ির গল্প

রাজশাহী জেলার পূর্বে কাটাখালি পৌরসভার দক্ষিণে শ্যামপুর গ্রাম। বাবা-মার এক মাত্র ছেলে আসিফ মোল্লা সংগ্রহ কাজে গ্রামে ঢুকতেই তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল শহিদুল। গল্প করতেই পাশে দাঁড়ানো আসিফ চট-পট বলে বসলো আংকেল আমি আপনাকে একটি গল্প শুনাবো। আমি তাৎক্ষণিক টেপ রেকর্ডার দ্বারা ধারণ করলাম "পান্তাবুড়ির গল্প"। আসিফকে জিজ্ঞাসা করলাম আসিফ এই গল্পটি কে শুনেয়েছে তোমাকে? আসিফ বলল দাদিমা। তোমার দাদিমা আর গল্প শুনাই না", সে বলল দাদির মন ভাল থাকলে বলে না থাকলে বলে না। দাদির মন কেন ভাল থাকে না? আসিফ বলল দাদি যখন আমাদের ভাগে পড়ে তখন আমাকে বেশি বেশি গল্প শুনাই। আমি আবার আসিফকে প্রশ্ন করলাম ভাগ মানে বুঝলাম না, ও আপনাকে বুঝানো যাবে না? আংকেল আসিফ তুমি লক্ষ্মি ছেলে একটু বুঝায়ে বল না। আসিফ বলল আমার চার চাচ্চু দাদিকে ভাগ করে খেতে দেয় আমাদের ভাগে যখন পড়ে দাদিমা আমাকে অনেক প্রকার গল্প শুনাই। শেয়াল মামা, ট্যাপা টেপির গল্প, টুনা টুনির গল্প, রাক্ষসপুরীর গল্প পান্তাবুড়ির গল্প, রাজকুমারীর গল্প ইত্যাদি ইত্যাদি। আসিফের কাছ থেকে পান্তাবুড়ির গল্পটি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করলাম।

এক ছিল পান্তাবুড়ি, সে পান্তা ভাত খেতে বড্ড ভালবাসত। তাই তার নাম পান্তাবুড়ি। রোজ পান্তা ভাত খাওয়ার জন্য রাতে ভাতে পানি দিত। পান্তাবুড়ির পান্তা এক চোর রোজ রাতে খেয়ে যেত। তাই একদিন পান্তাবুড়ি রাজার কাছে নালিশ করতে

www.pathagar.com

চলল। নালিশের উদ্দেশ্যে পান্তাবুড়ি পুকুরের ধার দিয়ে যাচ্ছিল একটা শিং মাছ তাকে দেখতে পেয়ে বলল, পান্তাবুড়ি পান্তাবুড়ি কোথায় যাচ্ছ। পান্তাবুড়ি বলল রোজ রাতে চোর আমার পান্তা ভাত খেয়ে যায়। তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি। শিং মাছ পান্তাবুড়িকে বলল ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেয় তোমার ভাল হবে। তারপর পান্তাবুড়ি বেলতলা দিয়ে যাচ্ছে একটা বেল পড়ে ছিল। সে বলল পান্তাবুড়ি কোথায় যাচ্ছ। পান্তাবুড়ি বলল, রোজ চোর আমার পান্তাভাত খেয়ে যায় তাই রাজার কাছে যাচ্ছি নালিশ করতে। যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেয়। তোমার ভাল হবে। তারপর কিছু দূর গিয়ে গোবর দেখতে পেল পূর্বের মত প্রশ্ন উত্তর করে গোবর বলল আমাকে নিয়ে যেয় ভাল হবে। তারপর কিছু দূর পথ যেতেই পান্তাবুড়ি পথের ধারে একটা ক্ষুর দেখতে পেল পূর্বের মত প্রশ্ন উত্তর করে বলল যাবার সময় আমাক নিয়ে যেয়ে তোমার ভাল হবে। পান্তাবুড়ি রাজার বাড়ি গিয়ে দেখল রাজামশায় বাড়িতে নেই তাই তার নালিশ করা হল না। ফিরে যাবার সময় পান্তাবুড়ি শিং মাছ, বেল, গোবর খুরকে বাড়িতে নিয়ে বাড়ি ফিরল। পান্তাবুড়ি বাড়ির আঙ্গিনায় এসেছে এমন সময় ক্ষুর বলল আমাকে ঘাসের উপর রেখে দাও। পান্তাবুড়ি ক্ষুরের কথামত ঘাসের উপর রেখে দিল। পান্তাবুড়ি যখন ঘরে উঠল তখন গোবর বলল, আমাকে সিঁড়ির উপর রেখে দাও। তাই রাখা হল তারপর বেল বলল আমাকে চুলার আগুনের ভিতর রেখে দাও। শেষে শিং মাছ বলল পান্তাবুড়ি তুমি চিন্তা করো না আমাকে তুমি পান্তাভাতের ভিতরে ছেড়ে দাও। সবার কথা মত পান্তাবুড়ি তাই করল। তারপর রাত্রি হল রাতে পান্তাবুড়ি খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে চোর এল। চোর প্রতি দিনের মত পান্তা ভাত হাত দিতেই শিং মাছ দিল কাঁটা ফুটিয়ে। কাঁটার ব্যথায় চোরের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। চোর কাঁদতে কাঁদতে হাত সেকার জন্য আগুনে হাত দিতেই বেল বোমার মত ফেঁটে চোরের চোখে মুখে লাগল। ভয়ে চোর ঘর থেকে ছুটে পালাতে গিয়ে সিঁড়ির গোবরে পা পিছলে ধপাক করে পড়ে গেল। উঠে ঘাসে পা দিতেই পা কেটে রক্ত পড়তে শুরু করল। চোর ও মাগো বাবাগো বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল অমনি ধর ধর বলে ছুটে এল পাড়ার লোক। চোর পাড়ার সকল লোক দেখে ভয়ে লাড়ু সাড়ু হয়ে বলল আর আমি কোন দিন পান্তাবুড়ির পান্তা ভাত চুরি করে খেতে আসব না। আমাকে আপনারা মাফ করে দিন। গ্রাম বিচার বসল। পান্তাবুড়িকে ডাকা হল। বুড়িমার হাত ধরে চোর জোড়হাত করে ক্ষমা নিল আর সাবার সম্মুখে স্বীকার করল আমি আর কখনো কোন চুরিদারি করব না সেই থেকে চোর ভাল হয়ে গেল।[১২]

৩. হাড়-কিপটা মোড়ল

এক গ্রামে এক মোড়ল ছিল। মোড়ল গ্রামের বাড়িতে হাঁস-মুরগি পুষতো। গ্রামের এক বুড়ি মোড়লকে বুলল "মোড়ল ভাই মোড়ল ভাই" আমি গরীব মানুষ আমাকে তোমার মুরগির কয়েকটি ডিম দ্যাও না। মোড়ল বুড়ির কথায় দাঁত কট-মট করে বলল কিনে খেতে পারিস না বাজারে সোভার দোকানে ডিম বিক্রি করেছে সেখান থেকে কিনে খাগা। বুড়ি বড় আশা করেছিল সোভা হয়ত দু'একটা ডিম বুড়িকে দিবে। কিন্তু বুড়ির কপালে ডিম জুটল না জুটল তিরস্কার। বুড়ি খোদার কাছে দোয়া করল "হে খোদা তুমি এ বিচার কর"।

সময়টা শীতের দিন। প্রথম দিনই শেয়াল মশায় মোড়লের সব চাইতে বড় বড় মোরগ আর মুরগি ধরে নিয়ে খেয়ে ফেলল। শুধু খেয়েই শান্ত নয়, মুরগি খেয়ে রাত্রি শেষে খাঁচার ও বাড়ির গেটে হ্যাগাছে, তারপর গরুর ন্যাদে পাছা ধুয়াছে/পানি খরচ করেছে ও শেষে আখায় পাছা সেকেছে তারপর শেয়াল তার আস্তানায়/বাড়িতে চলে গেছে। এই ভাবে মোড়লের বাড়ির সব হাঁস মুরগি প্রায় শেষের পথে।

বহুদিন পর বুড়ির বাড়ির পাশ দিয়া মোড়ল যাচ্ছিল ; এমন সময় মোড়ল সোম্ভার দোকানে যাবার আগে বুড়িক দেখতে মোড়ল যায় ; হাতে মাত্র ৪টি ডিম। মোড়ল প্রতি মাসে ২/৩ হাজার টাকার হাঁস মুরগির ডিম বেচত। বুড়ির অসুস্থ অবস্থায় দেখে মোড়ল বুড়িকে বলে বুড়িমা তুমি কিছু খাবে। বুড়ি অমনি বলে উঠল আমার ডিম খেতে ইচ্ছে করছে। মোড়লের কি মনে হল বুড়িকে ৪টি ডিম দিয়ে দিল। বুড়ি খুশি হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করল। তোর বালা মশিবত দূর হোক। বুড়ির দোয়া শুনে মোড়লের খুব ভাল লেগেছে। বুড়ির প্রতি মোড়লের একটা মায়ার আবেগ জন্ম নিয়েছে। মোড়ল দোয়া করছে বুড়ি বালা মশিবত দূর হোক। কিন্তু মোড়লের মশিবত হল শেয়ালে মুরগি চুরি করে খাওয়া দরজার সামনে পায়খানা করা ন্যাদে ছুচা আর আখাতে পাছা শুকানো। মোড়ল ভাবল মশিবত যখন দূর হবে পরে তাহলে বুড়ির কাছে বুদ্ধি নেওয়া যাক। মোড়ল পর দিনের যা ডিম হল সব নিয়ে বুড়ির বাড়িতে রওনা হল। বুড়ির পাশে তাঁর এক ইঁচড়ে পাকা নাতি বুড়ির মাথায় জ্বরের জন্য জল পট্টি দিচ্ছে। বুড়ির পাশে বসে মোড়ল করুণ স্বরে বলতে লাগল বুড়িমা, আমি একটা বিপদের মধ্যে পড়েছি যদি তুমি ইহার একটা সমস্যার সমাধান করে দিতে পারতে তাহলে আমার খুব উপকার হত। বুড়ি বলল মোড়ল আমি কি তোমার উপকারে আসতে পারি? তো বল যদি কিছু করতে পারি। মোড়ল বুড়িকে বলতে লাগল যে দিন তোকে ডিম না দিয়ে খেদিয়ে দেয় সেই দিন থেকে আমার সব হাঁস-মুরগি শেয়াল নিয়ে যায়; শুধু তাই না শেয়াল খাওয়ার পর আমার দরজার সামনে হ্যাগে ঘাসে ন্যাড়া ছেচড়ি গরুর ন্যাদে পাছা ধোয়া আর আখাতে পুটকি শুকায়। সেই না এই কথা বলা অমনি নাতি এমন হাসা হাসতে শুরু করে শেষে হাসতে হাসতে মুত্যা দেয়। যাক বুড়িমার কাছে এর উত্তর চাই এরি মধ্যে নাতি তার কাপড় বদলে একটা লুঙ্গি পরে আসে এবং নানীর পাশে বসে। নানীর মাথা নাড়তে নাড়তে নাতি নানীকে একটা চোক মারে বুড়ি বুঝতে পারে এর ঔষধ নাতি জানে। বুড়ি মোড়লকে বলে মোড়ল মশায় তুমি কিছু চিন্তা করো না তোমার সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে। মোড়ল খুশিতে আত্মহারা বুড়িমা তাড়াতাড়ি আমাকে দাও।

বুড়ি বলল মোড়ল তুমি চিন্তা করো না এর ঔষধ আমার নাতি জানে। মোড়ল পায় তো বুড়ির গলা টিপে ধরে। মোড়ল তুমি রাগ করোনা, আমার নাতি তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান। যদি এই সমস্যার সমাধান করতে পারে তবে আমি আজ আছি ক্যাল নাই আমাদের মত গরীব মানুষ গুলাকে মানুষ হিসাবে একটু দেখ। মোড়ল নাতিকে নিয়ে বাড়ি গেল। নাতি বাড়িতে গিয়ে প্রথমে গেটে হ্যাগা, ঘাসে ন্যাড়া ছোচড়ি দেওয়া ন্যাদে পাছা ধোয়া আর আখায় পাছা শেকা এই দৃশ্যগুলি মোড়ল দেখালো। শুনে সব কিছু দেখে শুনে মোড়লকে বলল মোড়ল মশায় একটা ফাঁস জাল দিনে আস ফাঁস জাল এনে খাঁচার সামনে ও দরজার সামনে রাখা হল, তারপর খাদের নিচে ব্লেড মাটিতে পুতে

www.pathagar.com

রাখল আর ন্যাদে লেবুর রস ও মরিচ গুড়া দিয়ে পানিতে রাখা হল এবং আখায় বেল পোড়াতে দেওয়া হল। মোড়লকে বলল মোড়ল আজ নাকে তৈল দিয়ে না ঘুমিয়ে আমার সঙ্গে রাত্রি জেগে শেয়ালের খেলা দেখবে। ঠিক গভীর রাত্রে একপাল শেয়াল আসল। কয়েকটি শেয়াল পাহারা দিচ্ছে আর সব চাইতে চালাক শেয়ালগুলো মুরগি চুরি করতে গিয়ে প্রথমে মুরগি নিয়ে খেয়ে পূর্বের মত কাজ শুরু করতে গেছে অমনি জালে আটকা পড়েছে। বহু কষ্টে জাল কেটে বেরিয়েছে তার পর পায়খানা করে পাছা ছোচড় দিতে গেছে অমনি ব্লেডে পাছা কেটেছে এবং পাছা ধুতে গেছে অমনি কাটা পাছা লেবু ও মরিচের ঝালে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আরেকটি শেয়াল বলল বল তাড়াতাড়ি পাছা ছেকি আর যেমনি পাছা শেকতে আখায় যায় অমনি বেল ভট্টাম করে (বোমাবাজির মত) সকলের পাছা ফেটে ফুটে রক্তাক্ত হয়ে যায়। ঐ থেকে যে শেয়াল গ্রাম ছাড়ল আর কখনও মোড়লের বাড়ির মুরগি চুরি হয় না। মোড়ল সেই থেকে বুড়ির কথামত হাঁস মুরগির ডিম বিক্রি করা টাকা গরীব দুঃখিদের মাঝে দিতে শুরু করে। এবং গ্রামের মানুষকে ডিম ও মুরগি দান করে।[১৩]

হ্যাগা=পায়খানা করা, ন্যাদ= চাড়িতে, আখা= চুলা, পাছা গরম করা= পাছায় তাপ দেওয়া, শুচা=পানি খরচ করা, ইচড়ে পাকা=অকাল পাকা, পুটকি=পাছা, ন্যাড়া ছেচড়ি= শীতের দিনে শিশির ভেজা ঘাসে মুছা এবং মুত্যা= প্রসাব করা।

৪. কূহ-কুণ্ডল পাখি

এক দেশের এক রাজা ছিল। তাঁর ছিল সাত ব্যাটা (ছেলে)। সাত সন্তানের মধ্যে ছোট ছেলে একবারে হাবাগোবা যাকে আমরা বলি পাগলা। রাজা মশায় ছয় ছেলের জন্য বাড়িতে ওস্তাজি রেখে সকল সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন কিন্তু পাগল কোন মতেই তাহার পাগলামি সারানো গেল না। রাজা মশায় খুব বিচলিত হলেন কি এমন অন্যায় করেছিলেন যে, আমার কপালে এই ধরনের একটি সন্তান প্রভূ আমাকে দিবেন। রাজার সব ছেলেই ভালভাবে রাজপ্রাসাদ দেখাশুনা করে দিনাতিপাত করে।

একদিন রাজামশায় সকলকে ডেকে বললেন। আমি বাণিজ্যে যাব। আমার বাণিজ্যে যাবার ব্যবস্থা করো। সকলকে ডেকে বললেন তোমাদের জন্য কার কি দরকার আমার উজির সাহেবের হাতে ফর্দি দাও। সকলে চাওয়া পাওয়ার হিসাব নিকাশ ঠিক ঠাকমত লিখে উজির সাহেবের হাতে দিয়ে দিলেন। রাজা মশায় বললেন আগামী শুক্রবার সপ্তডিঙ্গামটুকর নিয়ে আমি বাণ্যিজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিব।

কান্না ভরা কণ্ঠে রাজা মশায় পাগলকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বলল বাবা আমি বাণিজ্যে যাচ্ছি কয়েক দিনের জন্য তুমি বাড়িতে থাক তার পরে আমি চলে আসবো। পাগলা তা কোন মতে শুনবে না আমি তোমার সঙ্গে যাব। কোনো মতে বুঝিয়ে রানী'মা তাকে থামাল রাজা মশায় করুণ স্বরে বললে বাবা (পাগলা) তোমার জন্য বাণিজ্যেতে থেকে কি নিয়ে আসব। পাগলা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে হো হো করে হেসে বললে আমার জন্য একটি কূহ কুণ্ডল পাখি আনবে।

রাজা বাণিজ্যেতে থেকে ফেরার পথে আবার একি ঘটনা ঘটল। হাত গণনা করে দেখে সকলের বাজার সওদা হয়েছে পাগলার জন্য পাখি নেয়া হয়নি আবার নৌকা

www.pathagar.com

বাজার সওদার স্থানে পৌছুলো। পাখির দোকানে গেল পাখ্যাল বলল পাখি পাওয়া যাবে কিন্তু এক মাস দেরী হবে। কেন দেরী হবে কারণ বনের মধ্যে সবচেয়ে গহীন জঙ্গলে বাস করে এই কূহ কুণ্ডল পাখি সবে মাত্র ডিম পেড়েছে বাচ্চা ফুটবে তার পরে গা এই পাখির সন্ধান মিলবে। কূহ কুণ্ডল পাখি বাচ্চা দেবার আগ দিয়ে সাত দিন আগে থেকে শিকারি গাছের উপর চং করে বসে আছে যদি না সাপে ডিম খেয়ে নেই অথবা অন্য পাখি এসে বাচ্চা নিয়ে খেয়ে ফ্যালে এই কারণেই শিকারি সাত দিন আগে থেকে ব্যবস্থা নেয়া আর সাথে বাচ্চা এনে দিলে রাজার উপহার স্বরূপ পাবে ১টি মোহর।

বাচ্চা ফোটার দুই দিন আগে অজগর সাপ এসে ডিম খেতে গেলে শিকারি এক কোপে মাথা পার করে দিয়ে নিস্তার বাচ্চা ফোটার পর এক বাজ পাখি ছো মেরে প্রায় নিয়েই যাওয়ার কথা কোন মতে রেহায়। যাহোক বাচ্চা এনে শিকারি রাজা মশায়ের হাতে দিলেন এবং ১টি মোহর উপহার দিয়ে রাজা মশায় সপ্তডিঙ্গামটুকর রাজ্যের উদ্দেশ্যে কথা মত সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে আর বেশি দেরী নাই এমন সময় সপ্তডিঙ্গমটুকর আর চলছেনা। মাঝি কোন মতে নৌকা চালাতে পারছে না। পন্দ্রি, হ্যাল, ড্যার সব চেক করা হল কিছুই কোন অসুবিধা নাই তবুও নৌকা চলছে না। উজির সাহেব রাজা মশায়কে খবর দিতেই রাজা মশায় বেরিয়ে এসে দেখল কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু নৌকা চলছে না। বড় চিন্তায় পড়ে গেলেন রাজা। নায়েব মশায় একটু আটটু কেরামতি জানত উজির মশায়ের মাধ্যমে রাজা মশায়ের কাছে নায়েব মশায় বললেন ব্যায়াদবি নিবেন না রাজা মশায়। "জ্যোতিষিকে ডেকে হাত গণনা করে দেখলে হতো না, কোথাও আমাদের কোন ভুল হচ্ছে নাতো।" রাজা মশায় তাৎক্ষণিক জ্যোতিষিকে ডেকে পাঠালেন জ্যোতিষি হাজির। জ্যোতিষি মশায় দেখেনতো আমার সপ্তডিঙ্গামটুকর কেন যাচ্ছে না। কি কারণে এই অবস্থা হচ্ছে আমাদের।

জ্যোতিষি মশায় পূর এক ঘণ্টা হাত গণনার পর হঠাৎ বলে উঠলেন উজির সাহেবকে ডাক দিন। উজির সাহেবকে ডাকা হল। উজির সাহেব আসার পরে জ্যোতিষি মশায় বললেন উজির সাহেব আপনার ফর্দি (লিখা) গুলো বের করুন। দেখেনতো ঐ লিস্টে রাজা মশায়ের কোন ছেলের নাম ছুট পড়েছে কি না। লিস্টগুলো দেখে ছোট ছেলে মানে পাগলার কোনো চাওয়া পাওয়ার লিস্ট উজির মশায়ের কাছে নেই।

রাজা মশায় মাঝিদের বললেন নৌকা ঘুরাও রাজ্যের উদ্দেশ্যে সময় মত আবার রাজা ফিরে গেলেন বাড়িতে সবাইতো হতভম্ভ হয়ে অবাক চিত্তে বলতে লাগলেন কি হয়েছে কি হয়েছে। রাজা শুধু খুঁজছে আমার পাগলা কৈ আমার পাগলা কৈ? কিছুক্ষণ পর পাগলা বাবার কোলে উঠে কান্না শুরু করেছে বাবা তুমি কোথাই ছিলে আমি তোমাকে অনেক খুঁজেছি তুমি আমাকে ছাড়া কোথাও যেয়ো না।

রওনা দিলেন। বাড়ি ফিরে সব ছেলে আসল কেউ নিল হাতি কেউ নিল ঘোড়া যার যা আনার বাইনা ছিল সবাইকে ঠিক ঠাক দিয়ে দিল পাগলা বাড়িতে নাই খেলতে গেছে। বাড়ি ফিরে দেখে বাবা এসেছে আনন্দে ছিল্লাচ্ছে আর সকলকে বোলে বেড়াচ্ছে বাবা এসেছে আমার পাখি এনেছে, আমার কূহ কুণ্ডল পাখি এনেছে। সকাল হল সকলে রাজ প্রাসাদে আপন আপন কাজ করতে লাগল আর পাগলা পোকা-মাকড় সব এনে

www.pathagar.com

কূহ কুণ্ডল পাখিকে খাওয়ানো শুরু করল। এই ভাবে পাগলা পাখির বাচ্চা নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত এমনকি রাত্রিতে পাখিকে বুকে নিয়ে পর্যন্ত ঘুমানো শুরু করল। এক দিন-দুই দিন এই ভাবে একমাস দুইমাস ছয়মাস, বছর পার হওয়ার পর পাগলা পাখির গায়ে ভর করে উড়ার জন্য প্রথমে ১০০ গ্রাম তারপর ৫০০ গ্রাম তারপরি ৫কেজি, ১০কেজি, ১মণ দুই মণ এই ভাবে পাখিকে ওজন বহন করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি তৈরি করলেন পাগলা। পাগলা ভাবলেন এখন কূহ কুণ্ডল পাখির উপর চড়ে আকাশে উড়া যাবে।

সেই বার ছিল রথের মেলা জাকজমকপূর্ণ। রাজার প্রাসাদ থেকে মন্দির ১কি.মি. দূরে সেখান থেকে আবার রাজ প্রাসাদে ফিরে আসবে রথ যাত্রা। পাগলা কেজি দশেক মিষ্টি চুপ করে মেলা থেকে কিনে এনে কূহ কুণ্ডল পাখিকে খাইয়েছে যেহেতু প্রথম কূহ কুণ্ডল পাখির উপর চরে আকাশ পথে রথ শোভা যাত্রা দেখতে যাবে পাগলা পেট পুরে পাখিকে মিষ্টি খাইয়ে ঈশ্বরের নাম নিয়ে আকাশে উড়াল দিয়েছে পাগলা। কূহ কুণ্ডল পাখিকে জোরির মালা পাগলা রাজকুমারে পোশাক পরে আকাশে যেই না মেলার উপর যাওয়া। হৈ চৈ পড়ে গেল মেল্যার মধ্যে স্বয়ং ভগবান এসেছে এই রথ শোভাযাত্রা দেখতে।

রাজা মশায়সহ সকলেই হতবাক কারণ এই ধরনের দেবতা দেখা কখনো কারো জীবনে ঘটে নাই। স্বয়ং দেবতা মর্ত্যে আগমন এই সৌভাগ্য কার জীবনে কখন হয়েছে কি না কেও বলতে পারবে না। মেলাই উপস্থিত জনতা থেকে শুরু করে ঠাকুর বাকুর প্রহিত এমনকি রাজা মশায় পর্যন্ত বলতে শুরু করল "ঠাকুর তুমি আমাদের বর দাও ঠাকুর তুমি আমাদের বর দাও" আমাদের কৃপা কর ঠাকুর আমাদেরকে কৃপা করার কথাগুলো পাগলাসহ কূহ কুণ্ডল পাখি সব শুনতে পাচ্ছে। পাগলা আর কূহ কুণ্ডল পাখি ফিক ফিক করে হাসছে আর বলছে গুরু চাপিয়েছে আবার বলছে (কূহ কুণ্ডল পাখি) গুরু চাপিয়ে খুব পেট ব্যথা, পাগলা বুঝতে পেরে বাবার জন্য একটু ইতস্তত করছিল যেই না বাবা মন্দিরে ঢুকেছে অমনি পাগলা বলছে দোস্ততো ঝেড়ে দাও, অমনি পাইখানা শুরু করেছে। পূর্বের উল্লেখ আছে প্রায় দশ কেজির মত মিষ্টি খাওয়ানো হয়েছিল পাখিকে যা খেয়েছে সব মেলার ঝেড়েছে। উপস্থিত দর্শক কেউ ফাঁকা যাইনি স্বয়ং ভগবানের ভোগ থেকে। ছয় ভাই ফেরার আগেই বাড়িতে পৌছে গেছিল পাগলা আর কূহ কুণ্ডল পাখি নদীতে যেয়ে ভাল করে স্নান সেরে কেবল খেয়ে বলছে অমনি পাগলার ভাইয়েরা এসে বলছে পাগলা কোথাকার আজ রথের মেলায় স্বয়ং ভগবান এসেছিল তুই গেলে দেখতে পাতিক এই নে ভগবানের একটু ভোগনে যদি তোর পাগলামি ছোটে। কূহ কুণ্ডল পাখি কিক করে হেসে দিয়েছে পাগলা পাখিকে চোখ মেরেছে কারণ জানতে পারলে পাগলা ও পাখিকে ওরা মেরে ফেলবে। কিন্তু রাত্রে ঝাড়া মাল (অর্থাৎ পাখির মিষ্টি খাওয়া গু বিষ্ঠা) পাখির স্বয়ন কক্ষে ছিল পাগলা তুলতে ভুলে গেছিল। পাগলার মেজ ভাবী অত্যন্ত চালাক মহিলা আগের দিন পাখির বিষ্ঠা দেখেছিল এবং মেলায় আনা ভোগের সঙ্গে মিল আছে।

এক পর্যায়ে ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেলে ছয় ভাইয়ে যুক্তি করল পরবর্তী এই হবে আমাদের প্রাসাদের রাজা অর্থাৎ "পাগলা রাজা"। পাগলা ব্যাপারটি বুঝতে পেরে রাত্রি বারটার দিকেই কূহ কুণ্ডল পাখিকে নিয়ে দিল উড়াল। সকাল বেলায় দেখছে

www.pathagar.com

পাগলাও নাই পাখিও নাই। ছয় ভাই সারা রাজদরবার এলান করে দিল তার ছোট ভাই হারিয়ে গেছে যদি কেউ ওর সন্ধান দিতে পার তাকে ১টি মোহর উপহার দেয়া হবে (এক মোহর সাত রাজার ধন)।

পাগলা ও পাখি সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে অন্য রাজ্যে চলে গেল পাখি একটু পাখার হালানি সারার জন্য বাগানে নামলে সকাল বেলায় সারা বাগানে ফুল আর ফলে ভরে যায়। ম্যালানি কে সকাল বেলায় খবর দেয়া হয়ে ঐ ম্যালানি তোমার বাগান গো ১২ বৎসর পর ফুল ফুটেছে গো তুমি বাগানে যাও গো ম্যালানি বাগানে যাও। ম্যালানি বিশ্বাস করছে না যে তার বাগানে ফুল ফুটেছে। অবিশ্বাস নিয়ে বাগানে আসতে দেখে সত্যি সত্যি ফুল ফুটেছে। ম্যালানি বলতে শুরু করে "ও বাবা কে দেব আছ কে দানব আছ তুমি আমাক স্বয়ং দেখা দাও বাবা আমাকে দেখা দাও। পাগলা রাজ কুমার গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে এসে বললে মাসিমা আমি কোন দেব না কোন দানব না। আমি বিপদে পড়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে তোমাদের দেশে চলে এসেছি আমাকে একটু আশ্রয় দিবে। মাসিমা ডাক কত দিন শুনে নি ম্যালানি তার কোন হদিস নাই ঐ ডাক শুনা মাত্র ছেলে হিসাবে বুকে জড়িয়ে ধরে আর ঈশ্বরের কাছে দোয়া করে তুমি দীর্ঘজীবী হও বাবা বড় হও। কূহ কুণ্ডল পাখির খুব খিদে লেগেছিল মাসিমার বাড়িতে যেয়ে স্নান সেরে দুই জন খেয়ে বিশাল এক ঘুম একঘুমে রাত পার।

পরের দিন সকালে ফুল তুলে ম্যালানি মালা গাথছে এমন সময় রাজকুমার বলল মাসিমা তুমি কাজ জন্য মালা গাথছো। বাবা বার বছর হল আমি রাজার মেয়ে তোলা পতিকে মালা গেথে দেয় নাই আজ আমি নিজ হাতে মালা বানিয়ে রাজদরবারে যাব আজকে মালা প্রতিযোগিতা আছে যার মালা ভল হবে সেই ম্যালানির মালা রাজা দরবারে প্রতি দিন রাজ কুমারীকে দিতে হবে। ম্যালানি মালা বানাচ্ছে সুতা দিয়ে আর রাজকুমার (পাগলা) বলল মাসিমা তুমি আমাকে দাও আমি তোমাকে সুন্দর করে মালা বানিয়ে দিই। ম্যালানি না বাছা তুমি ঐ সব পারবে না কেন মিছা মিছি চেষ্টা করছ বাছা। কূহ কুণ্ডল পাখি আর রাজকুমার মিলে বিনা সুতার মালা গেথে রাজদরবারে ম্যালানি নিয়ে গেল। সকলের মালা বাদ দিয়ে পাগলার করা মালা দেখে রাজকুমারী পছন্দ করল। সেই থেকে ম্যালানির মালা রাজদরবারে যাওয়া শুরু হল। একটু বলে রাখা দরকার ম্যালানির মালা প্রতি দিন এক এক কলেটির মালা ম্যালানি রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যায়। আসলে মালা বানায় পাগলা ও কূহ কুণ্ডল পাখি। একদিন ম্যালানিকে রাজকুমারী বসতে বলে স্নান করতে যায় সখিদের নিয়ে সখিরা মালা দেখে আঁচ করতে পারে কিন্তু রাজকুমারীকে ভয়ে কেউ বলে না আজ একজন বলেই বসলো এ মালা ম্যালানি বানাই না অন্য কেউ বানাই ব্যাপারটি রাজকুমারীর কাছে লজ্জা বোধ মনে হয় রাজকুমারী ভাবে তাহলে কে বানাই এই মালা। ম্যালানিকে রাজকুমারী প্রশ্ন করাতেই ভয় পেয়ে বলে দেয় আমার এক ভাগ্নি মালা বানাই। একথা শুনামাত্র রাজকুমারী মনে মনে খুব আনন্দিত হয় মনে করে আর একজন সখি পাওয়া গেল। রাড়িতে এসে সব গল্প রাজকুমার অর্থাৎ পাগলাকে বলল রাজকুমার মনে করল এই কথা কি ভাবে রাজকুমারীকে বলা যায় বা কি ভাবে দেখা করা যায়। কূহ কুণ্ডল পাখি বলল। দোস্ত তোমার কোন চিন্তা নাই আমি তোমাক নিয়ে যাব রাজকুমারীর কাছে। রাত্রি বারটাই সবাই যখন ঘুমায়ে পড়েছে রাজকুমার ও কূহ কুণ্ডল পাখি রাজকুমারীর খাস কামরাই

www.pathagar.com

উপস্থিত রাজকুমার টুক-টুক করে বাড়ি দিতেই রাজকুমারী বলে কে? কে ডাকে রাজকুমার কিন্তু মেয়ে বেশে আছে অর্থাৎ ম্যালানির শাড়ি পড়ে আছে কারণ সেতো ম্যালানির ভাগ্নি তাৎক্ষণিক মেয়েলি কণ্ঠে বলে রাজকুমারী আমি ম্যালানির ভাগ্নি কলাবতি কলাবতির কথা যেহেতু আগেই নামটি বলেছিল রাজকুমারীকে এতে তাকে ঘরে প্রবেশ করতে বলল সে ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দেয় কি করছ কলাবতি রাজকুমারী ভয় লাগে প্রসাদের বাইরে যে সৈন্য যদি আমাকে ধরে ফেলে, রাজকুমারী বলল তুমি এলে কি ভাবে কলাবতি বলল সে অনেক গল্প সে কথা থাক। বাইরে কূহ কুণ্ডল পাখিকে সজাগ থেকে জাগানোর জন্য বসিয়ে রেখেছে। রাজকুমার কেউ আসলেই পা গায় পার। যাক প্রথম দিন অনেক সুখ দুঃখের গল্প করে শেষ রাতে ফিরলো বাড়িতে তোলাপতির কাছ থেকে। প্রথম রাতে তোলাপতির হাত ধরে চুমু খ্যায়ে পাগলা বাড়ি ফিরলো উভয়ের ভিতরে কান শিহরণ জাগা দেয় পরের দিন রাত্রে রাজকুমারী বুঝতে পারে এই মেয়ে নয় এক বীর্যবান পুরুষ। তোলাপতি বলে তুমি কে কুমার, রাজকুমার বলে আমি ম্যালানির ভাগ্নিগো তোলাপতি কলাবতি ঐ দিন বাইরে থেকে কূহ কুণ্ডল পাখি ফিক করে হেসে ফেলে এতে তোলাপতি বুঝতে আর বাকী রইল না। অমনি শাড়ি টেনে খুলে দেখে রাজকুমারের পৌরুষ রূপ। প্রথম দেখাতেই রাজকুমারী পাগলার প্রেমে পড়ে যায় এবং সারা রাত গল্প করে তাঁর অতীত ইতিহাসের সকল কথা বলে রাজকুমারীকে। এতে রাজকুমারী সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে এবং রাজকুমারের সঙ্গে রাত্রিতে প্রেম নিবেদন করতে হৈ না প্রেম নিবেদন করা সারা অমনি তোলাপতি দুই তোলা ওজন হয়ে যায় এই ভাবে তোলাপতির গর্ভের সন্তান যত বড় হয় রাজকুমারীর ওজন তত বৃদ্ধি হতে থাকে। এক পর্যায়ে রাজা ব্যাপারটি ধরার জন্য সারা রাজ্যে এলান করে দেয় আগামী কাল রাজদরবারে কাঙ্গালি ভোজ হবে। সকলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক কেউ না আসলে প্রকাশ্যে দিবালোকে শুলে চড়ানো হবে। এর আগে তোলাপতির ঘরে পুরা দেয়ালে সিঁদুর দিয়ে মেখে রাখে। পাগলা গত রাত্রিতে যাবার পর সেই শাড়ি খুলে রাখে আর এই শাড়ি পড়ে ম্যালানি কাঙ্গালি ভোজ খেতে যেয়ে ধরা পড়ে। ম্যালানিকে দেখে রাজা হতবাক এই কাজ ম্যালানি কখনোই করতে পারে না। কোন মতেই ম্যালানি স্বীকার করেনা ঘটানা কি। এমন সময় উজির সাহেব বলল গনক ঠাকুরের ব্যবস্থা করো গনক ঠাকুরকে দরবারে আনা হলো হাত গননা করে দেখতো গনক ঠাকুর কি ঘটনা অনেকক্ষণ দেখার পর হাত গননা করে মিলাতে পারছে না কারণ ম্যালানি বলছে তার বাড়িতে ভাগ্নি আছে আর গনক ঠাকুর পাচ্ছে সু-পুরুষ ব্যক্তি। ভাগ্নিকে হাজির করা হল। সেনাপতি কথা ও হাঁটা দেখে পাগল কে বন্দি করল এদিকে কূহ কুণ্ডল পাখিকে খাঁচায় বন্দি করে রেখে ভুলে চলে আসে রাজকুমার। যাক সে সকল কথা। সকালে দিবালোকে শুলে চড়িয়ে মারা হবে রাজকুমারীর চোরকে (পাগলাকে)। রায়ের কথা পাগলাকে বলা হল। তখন প্রায় সকাল হব হব এমন সময় জল্লাদ এসে পাগলাকে বলল পাগলা তোমার কোন মনোবাঞ্ছা আছে না কি? সাখ্যমতে বলল আমার একটা আর্জি আছে। আমি ছোট কাল থেকে মা চন্ডি দেবীর পূজা করতাম বট গাছের মাথায় চড়ে আমার আপনারা যদি পুজোটা করার অনুমতি দিতেন তবে আমি সেই পূজা সেরে আবার মরতে কোন আপত্তি নেই। রাজা মশায় পারমিশন দিল। গাছের মাথায় দুই ডালের ফাঁকে পা দিয়ে পুজো শুরু করল

www.pathagar.com

গান (কান্না ভরা কণ্ঠে)

কোথায় আছ পিতা মাতা কোথায় আমার জন
সবার আগে দেখবো তোমাদের এই আমার মরণ ক্ষণ
কোথায় আছিস ভাই কূহ কুণ্ডল পাখি ভাই
কোথায় আছিস তুইরে
তাড়াতাড়ি এসে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যা আমারে।

এই গানের কথাগুলো যেই না কূহ কুণ্ডল পাখির কানে পৌছায় অমনি কূহ কুণ্ডল পাখি খাচা ভেঙ্গে বের হয়ে এসে পাগলার পায়ের মধ্যে মাথা ভরে দিয়ে দেয় উড়াল চারি দিকে চক্রর মারে আর রাজপ্রাসাদে দেয় ধাক্কা অমনি রাজ প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় শুধু রাজকুমারীর আশ্রম বাদ দিয়ে সকল প্রাসাদে কূহ কুণ্ডল পাখি হানা দেয় নিমিশে সব তছ-নছ করে দেয় রাজার রাজদরবারের নীচ থেকে কান্নার রোল ভেসে আসে আর্তনাদ পাগলকে প্রায় সকলে এক সময় রাজদরবার থেকে রাজা মশায় ক্রোড় জোড়ে অনুরোধ করে কোন দেবতা কি চাও তুমি কি তোমার ফরিয়াদ আমাকে জানাও তোমার মনোবাসনা আমি পূর্ণ করব তুমি এই ধ্বংসলীলা থেকে আমাদের মুক্তি দাও বল তুমি কে প্রভূ আমি তোমার জন্য কি করতে পারি। এই সকল কথা শোনার পরেও কূহ কুণ্ডল পাখির রাগ থামে না তার দোস্তকে মেরে ফেলবে আবার চক্রর মারে আবার প্রাসাদে দেয় ধাক্কা নিমিশের মধ্যে সব উল্টা পাল্টা করে দেয়। এক সময় রাগ থামলে কূহ কুণ্ডল পাখি পাগলাকে বলে দোস্ত তুমি বল আমি রাজকুমারীকে (তোলাপতি) কে চায় রাজা অনেক কষ্টে একমাত্র কন্যাকে তাহার হাতে সমর্পন করতে চাইলে কূহ কুণ্ডল পাখি তার ধ্বসংলীলা থামায়। এদিকে জল্লাদ দেখে পাগলা গাছে নেই জল্লাদ না পেয়ে নিজে তড়িৎ গতিতে ঐ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে এক জাহাজের সারিন্দার চাকরি নেয়। তোলাপতির সঙ্গে বিয়ে হয় পাগলার বেশ ধুম-ধাম করে। বছর খানেকের মধ্যে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে আরাক সন্তান গর্ভে আসার পর পাগলা বলে আমি আমার নিজের দেশে ফিরে যেতে চায় আমাকে অনুমতি দেয়া হোক। রাজা পাগলাকে অনুমতি দিয়ে বিদায় দেয় বহু কষ্টে একমাত্র কন্যা তোলাপতিকে বিদায় দিলেন রাজা মশায় কূহ কুণ্ডল পাখি যা যা দরকার সব কিছু নিয়ে রওনা দিলে পৈত্রিক নিবাস পিতামাতার রাজ্যের দিকে। ছয় মাসের পথ যেতে যেতে হটাৎ পথি মধ্যে রাজকন্যার প্রসব বেদনা শুরু হলে পাগলা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে কি হবে এখন। হটাৎ সামনে একটা চর দেখতে পায় কূহ কুণ্ডল পাখিকে দোস্ত সামনে নামবো পাগলা বলে ঔষধ পানি না দোস্ত সামনে চর রাজকন্যার ধৌয্যের বাধ ভেঙ্গে গেছে সহ্য না করতে পেরে নেমে গেছে চরে। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় পত্র সন্তান লাভ করে পাগলে। কোন মতে আতরঘর থেকে রাজকন্যা বেরিয়ে এসে বড় ছেলে ও কূহ কুণ্ডল পাখির বাচ্চাটি রেখে নোংরা কাপড় চোপড়গুলি পানিতে ধুতে গেলে এক সওদাগর জাহাজ নিয়ে যাবার সময় চরের মধ্যে রাজকুমারীকে দেখে বিঘ্নিন হয়ে পরে অপহরণ করে। আর পিতা অগ্নি আনতে যেয়ে সেও ঠক বাঘের পাল্লায় পড়ে নিজে স্মৃতি সব হারিয়ে ফেলে এবং অন্য রাজ্যের রাজ শিক্ষক পদে চাকরি নেয়।

www.pathagar.com

এবার জল থেকে এক ক্ষুধার্ত কুমির আসতে থাকে বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য। এমন সময় কূহ কুণ্ডল পাখি বলে ছোট রাজকুমার যখন আসে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করব তুমি দেখবা যদি আমার জ্ঞান হারিয়ে যায় এই খুরীর কটির পানি পড়া আমার গায়ে ছিটিয়ে দিবা তাহলে আমি বেচে যাব নইলে আমি জ্ঞানহারা অবস্থায় পড়ে থাকবো। বিশাল আকৃতির কুমির ছোট রাজকুমার দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ঐ দিকে তুমুল লড়াই কারণ কূহ কুণ্ডল পাখির কাছে রেখে গেছে তোলাপতি রাজকুমারীর দুই দুটো তরতাজা সন্তান যদি কুমির খেয়ে ফেলে তাঁদেরকে কি জবাব দেবে। এক সময় কুমিরকে জব্দ করে কূহ কুণ্ডল পাখি। কিন্তু এত যুদ্ধ করে যে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ছোট রাজকুমার জ্ঞান ফিরে দেখে কুমিরও মারা গেছে কূহ কুণ্ডল পাখিও মারা গেছে কিন্তু মজার ব্যাপার কোথা থেকে এক কফল্যাশয়ী গায়/গাভী বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। পাগলা নেই রাজকুমারী অপহরণ, ছোট রাজকুমারসহ কূহ কুণ্ডল পাখি জ্ঞানহারা এই সময় নবজাতক দুধ খাওয়ার জন্য এত পরিমাণ চিৎকার করছে যে গ্রামের এবং নিসন্তান গোয়ালার কফল্যাশয়ী গায় সে আর্তনাদের শব্দে থাকতে না পেরে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে বাচ্চার কাছে পৌছায়। ছোট বাবুকে বাটে মুখ লাগিয়ে পেট পুরে খাওয়ার পরে বড় ছেলেটিকে বলে বাবু তুমিও পেট ভরে খেয়ে নাও আর একটা পাত্র আনো এই পাত্রে তুমি তোমার ভায়ের জন্য দুধ নিয়ে নাও আমি আবার ক্যাল আসবো। কথা মত তাই করল ছোট রাজকুমার। এই ভাবে একদিন দুইদিন এক সপ্তার দুই সপ্তাহ আর বেশ কিছু দিন কেটে যায় ঐদিকে ঘোষ বলে কি ব্যাপার ঘোষান তুমি কি আমার কফল্যাশয়ী গায়কে খেতে দিচ্ছ না আগের চাইতে যে অনেক দুধ কমে যাচ্ছে এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বাক-বিতণ্ড হয়ে সংসারে অশান্তি লেগে আসে এক সময় গোয়াল চিন্তা করে আমার গাভীর দুধ কেউ দোহান করে নিচ্ছে না কি হচ্ছে এই বলে একদিন সত্যি সত্যি গাভীর পিছু পিছু খোঁজ নেই ঘটনা কি? কফল্যাশয়ী গায় খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল কি করা যায় ধরা পড়লে বাচ্চাগুলো মারা যাবে তখন গাভী দুই দিন পরপর যেতে লাগল ধরতে পারে না। এক দিন গলায় ছোট রশা ধরে গাভী চরাতে থাকে এদিকে বাচ্চাদের দুধ ফুরায়ে গেছে ছোট বাচ্চাটি ক্ষিধার জ্বালায় চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠেছে আর কফল্যাশয়ী গায় পানিতে ঝাঁপ দিয়ে নদী পার হয়ে বাচ্চাদের দুধ খাওতে চলে এসেছে ছোট রাজকুমারকে বলে দিয়েছে গাভী তোমরা পেট ভরে দুধ খেয়ে নাও আমার খুব বিপদ তোমরা ঈশ্বরকে ডাক সে যেন তোমাদের মঙ্গল করেন। এদিকে নদীর ঝাঁপ দেয়া দেখে ঘোষ মাথায় হাত দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। দুধ খাওয়ানোর পড়ে ঘোষের পাশে কফল্যাশয়ী গায় হাম্বা হাম্বা করে ডাক দিতেই ঘোষ জেগে উঠে এবং বাড়ি ফিরে। বাড়ি ফিরে সব ঘটনা স্ত্রীকে জানায়। রাত্রিবেলায় দুই স্বামী-স্ত্রী যুক্তি করে কি করা যায় হঠাৎ তাঁর স্ত্রী বলে তুমি যে ঘাট দিয়ে গাভী লাফ মেরেছিল সেই ঘাটে আড়ি পেতে থাকবে যেমন গাভী পানিতে লাফ দিবে তেমনি তুমি ঐর লেজ ধরে গাভী কোথায় যায় তুমি লক্ষ্য করবে দেখবে সঠিক ঘটনা বেরিয়ে আসবে। এক দিন দুই দিন, দিন দিন আড়ি পেতে থাকে আর গাভী লক্ষ্য রাখে কখন ঘাট থেকে সরবে আমনি গাভী লাফ দিবে এদিকে বাচ্চাদের দুধ শেষ বড়টা কোন মতে সহ্য করছে কিন্তু ছোটটা অবুঝ বাচ্চা কান্না শুরু করলে ছোট রাজকুমার সহ্য করতে না পেরে বাচ্চাকে চুপানোর জন্যে গান ধরে,

www.pathagar.com

কোথায় আছ পিতা মাতা কোথায় আমার ঘর
একলা এই চরের মধ্যে রেখে সবাই হল পর।
কোথায় আছো কফল্যাশয়ী কোথায় তোমার বাস
বাবুর কান্নায় আসতে থাকতে পারিনারে আমার জীবন হলো নাশ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কান্না শোনার পরে কফল্যাশয়ী খামতে না পেরে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে আর আপনি গোয়াল উৎ পেত বসেই ছিল লেজ ধরে পানি সাতারে কিনারে উঠে যা দেখে অবাক কাণ্ড দুই দুটো সন্তান যা দেখতে চাঁদের মত ছোট টিকে কোলে তুলে আদর করে বলে বাপ তোদের মা বাবা কৈ? কফল্যাশয়ী গায় দুধ খাওয়ানোর পরে বাচ্চাসহ যা কিছু ছিল সব নিয়ে গাভীর উপর চড়ে বাড়ি আসে বাড়িতে এসে তাঁর স্ত্রীকে সব ঘটনা বলে স্ত্রীর কোন সন্তান সন্ততি না থাকার কারণে গোয়ালার স্ত্রী তাৎক্ষণিক বাচ্চাদের আদর করে এবং লুকিয়ে রাখে পরের দিন পেট ধাসা বেধে গ্রামে ঘুরে বেড়াই কারণ বাচ্চা হতে হলেও গর্ভবতী মা হতে হবে সেই কারণেই এই পথ অবলম্বন করে। কিছু দিন পরে একটি ছেলে হয়েছে বলে লোক জনকে বলে বেড়াই আমার একটা পুত্র সন্তান হয়েছে। গ্রামের লোক কানা ঘোযা শুরু করে বন্ধা রমনি কি করে ছেলে হয়। ছয়মাস পরে আবার ধাসা বাধে কারণ দুই পুত্র তাকে করতে পবে এই ভাবে করতে ধাসা বাধা বাধি করতে গিয়ে গ্রামে গ্রামবাসী কিছুটা এলামেলো বুঝে ফেলে এই নিয়েও কিছু লোকজন মহিলাদের সঙ্গে গোয়ালিনীর ঝগড়াও হয়। যাক সে সকল কথা। বাচ্চা দুইটি বড় হয় স্কুলে পড়ালেখা করার জন্য রাজ প্রাসাদের মক্তবে ভর্তি করে দেয়া হয় দুই ছেলেকে। লেখাপড়াই ভালো দুই ছেলে মাস্টার মশায় খুব ভাল বাসে ছেলে দুটোকে। একদিন রাজার ভোজ উৎসবে বণিকদের নিমন্ত্রণ করলে ভিন্ন দেশ থেকে বাণিজ্য করতে আসা বণিকেরা জাহাজ ঘাটে জাহাজ বেধ্যে রাখে এমন সময় এক বিশিষ্ট বণিক রাজদরবারে আর্জি করে আমার জাহাজ জোগানের জন্য দুই জন ছেলে দরকার রাজা শিক্ষককে বলল গুরুজি আপনার স্কুলে থেকে দুইজন শিক্ষার্থী দেন একটি জাহাজ জোগানোর জন্য। কথা মত কাজ সেই ঘোষের বাচ্চা দুটো সৎ ও চরিত্রবান ভাল ছেলে রাজামশায়ের কাছে নিয়ে গেল এবং জাহাজ পাহারা দেয়ার জন্য নিয়ে গেল। ভোজ শুরু হল সবাই খুব আসছে খাচ্ছে আনন্দ করছে, রাজপ্রাসাদ ভরপুর লোকজন পাশে জাহাজ ঘাট এক সময় ছোট ভাইটি বড় ভাইকে বলছে ভাইয়া একটা গল্প বল না। এদিকে বলে রাখি যেই সওদাগর রাজকুমারীকে অপহরণ করেছে সেই জাহাজ এই জাহাজ। ছোট ভায়ের কথা অনুযায়ী গল্প না বলে একটা গান ধরল বড় ভাই মাথায় হাত বুলাই আর বলে,

কি বুলবো ভাই দুঃখের কাহিনি
বাবা গেল অগ্নি আনতে খ্যালো বনের বাঘে
মা গেল জন আনিতে খ্যালো জলের কুমিরে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো শুনার পর তলদেশে মুখবাধা অবস্থায় রাজকন্যা তোলাপতি আর্তনাদে বুক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু মুখ বাধা থাকায় কিছু বলতে পারছে না। ভোজন শেষে অপহরণকারীর জন্য সেই জল্লাদ সারেন্দা ভাত নিয়ে এসে বলে হাত পা মুখ খুলে দেয় আর বলে রাজভোগ খেয়ে নাও। যেইনা মুখ খোলা অমনি সওদাগরকে বলে

www.pathagar.com

সওদাগর মশায় আমার একটা আর্জি আছে মেহেরবানি করে শুনুন কি আর্জি বল আপনি যে রাজদরবার থেকে দুটো ছেলে পাঠিয়েছেন এই দুটো আমাকে ন্যাই অন্যায় করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। আপনি এদের বিচার না করে আমাকে নিয়ে যাবেন না। আপনি যদি বিচার করেন তাহলে আপানর সব শর্তে আমি রাজি আছি। সওদাগর মনে করল এতদিন পরে বুলবুলির মুখ খুলেছে এবার আমরা সারা জীবনের খায়েশ মিটিয়ে সুন্দুরী তুমি যা বলবে আমি তাই করব। এই বলে দু-চার চড় মারল বাচ্চাদের বাচ্চাগুলো কাঁদতে কাঁদতে বলল জনাব আমরা কখনোই কোন কথা বলিনি বা গালি গালাজ দেয়নি ঐ মহিলা আমাদের মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে। হুজুর আমি কিছু বলিনি। যখন সন্তান দুটোকে হাজির করা হলো ইতোমধ্যে রাজশিক্ষক হাজির হল, ঘোষের স্ত্রী হাজির হল এলাকাবাসী সকলে হাজির হল মেয়ের আর্জি অনুযায়ী প্রকাশ্য দিবালোকে বিচার করা হবে। ঢোলাই দিয়ে দেয়া হল।

শুরু হল বিচার। প্রথমে কথা বলতেই নজর পড়ল রাজশিক্ষকের দিকে রাজকুমারী তোলাপতি দেখে চিনে ফেললো পাগলা অরফে শিক্ষক অমরসেনকে। বিখ্যাত রাজ শিক্ষক অমরসেন তোলাপতির কথা শুনে পূর্বের স্মৃতির কথা আস্তে আস্তে মনে পড়তে লাগল। বড় ছেলেকে মা চিনতে পারলো ছোটটা গ্যাদা অবস্থায় দেখেছে চোখে অস্রু বলতে পারছে না কিছু। প্রথমে বলল বাচ্চার মা-বাবাকে ডাকেন। ডাকা হল ঘোষ আর ঘোষানকে। বলা হল রাজা মশায় আপনি প্রশ্ন করুণ এই বাচ্চা কি ঐদের? এই প্রশ্নে জবাব আপনি নেন। যেই না এই কথা শুনা অমনি ঘোষান নাই আশার ভাবে গালি গালাজ শুরু করে। এক পর্যায়ে রাজা শান্ত হয়ে সবাইকে থামতে বলে। রাজা বলে ঘোষান সত্যি কথা বল বাচ্চা কার,ঘোষান বলে আমার, রাজকুমারী বলে আবার এই ভাবে প্রমাণ পাওয়া দায় গণক ঠাকুরকে ডাকা হল সেও মিলাতে পারছে না এর উত্তর এক পর্যায়ে কফল্যাশয়ীর গায় এসে বলল আমি জানি এর উত্তর গাভীর কথা শুনে সবাই অবাক গাভী বলল বাচ্চাটিকে নদীর ঔপারে রেখে আসেন এবং দুই মায়ের স্তন টিপিয়ে বাচ্চাদের মুখে দুধ ফেলান যার বাচ্চা তার মায়ের দুধ মুখে পড়বে। রাজা গাভীর কথা মত বাচ্চাদের ঐ পারে রেখে আসলে এবং ঘোষের স্ত্রী ও রাজকুমারীকে দুই জনের পরীক্ষা শুরু করলেন প্রথমে ঘোষানকে পরীক্ষা করতে বলা হল। সে যতই টিপে কোন উত্তর আসে না এক পর্যায়ে টিপে রক্ত বের হয়ে আসে তবুও দুধ বের হয় না। এরপর শুরু হয় রাজকুমারীর পালা কান্না ভরা কণ্ঠে ঈশ্বরের প্রতি ভরসা রেখে প্রথমেই টিপ দিতেই ছির ছিরিয়ে মুখে গিয়ে দুধ পড়ে। বিচারে রাজকুমারী বাচ্চা দুটো। ঐদিকে বণিকেরা পালাবার চেষ্টা করে ঐ সেই জল্লাদ পরে সারেন্দা সওদাগরকে আটকায় ও বন্দি করে। পাগলা স্মৃতি শক্তি ফিরে পেয়ে তোলাপতিকে চিনতে পারে এবং বুকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা দুটোকে ফিরে কান্নাভরা নয়নে চেয়ে দেখে চাঁদের মত বাচ্চা তাদেরই ফসল। ঐদিকে সওদাগরকে ধরে নিয়ে আসে রাজপ্রাসাদে পুনরায় বিচার শুরু হয় রাজদরবারে। প্রথমে তোলাপতি বলে বাচ্চা দুটো কোন গালিগালাজ আমাকে করে নাই। আর ঐ সওদাগর আমাকে অপহরণ করে নিয়েছিল কয়েক মাস আগে তার বিচার করা হোক। সওদাগরকে বন্দি করা হলো। পাগলা বলল

www.pathagar.com

আমি মহারাজা ধিরাজ সতীশ সেনের ছোট ছেলে অমরসেন। এই সংবাদ রাজার কাছে পৌঁছানো মাত্র মহারাজধিরাজ এসে হাজির কোই আমার ছেলে অমর (পাগলা) রাজা ছেলের জন্য আজ ১২ বছর পাগল হয়েছিল। ঐরে হতরছাড়া সেই গেলি আর ফিরলি না। সেই দেশের রাজাতো হতবাক। মহারাজাধিরাজ সতীশসেন আমার দরবারে। আজ আমি ধন্য ধন্য। পরে দেখছে রাজা তোলাপতি পিতা বঙ্গেশ্বর বিজয়সেন উপস্থিত তোলাপতি বাবাকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নাভরা আনন্দে নাতিদ্বয়কে তুলে দেয় দাদি ও নানীর হাতে, দুই বিহাই হাত ধরে গলা ধরে কোলাকোলি করে রাজা মশায় মনে করেন এই যেন রাজা বাদশার মিলন মেলা, পাগলা খুজছে তার কূহ কুণ্ডল পাখিকে কারণ এই ধরনের বিপদ থেকে পূর্বেও রেহাই পেয়েছে সে জানত নদী পার হয়ে দেখে কূহ কুণ্ডল পাখি না খেয়ে মরার মত পড়ে আছে নদীর চরের পাশে রাখা পানি যেই না ছিটিয়ে দিয়েছে গায়ে ওমনি জেগে উঠে বলে আমার রাজকুমার কৈ? হঠাৎ দেখে দোস্ত তাহার পাশে দাঁড়ানো। গলা ধরে হাও মাও করে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয় দুজনে পাশে রাখা বাটিতে দুধ খেয়ে কূহ কুণ্ডল পাখি সতেজ হয়ে উড়াল দেয় রাজদরবারে। রাজদরবারে নামার পর সারা দেশের লোক আসে সেই কূহ কুণ্ডল পাখিকে এক নজর দেখতে। পাগলা দরবারে ঘোষ এবং ঘোষানকে ডেকে তার বাচ্চাদের পালন করার ইতিহাস শুনেন এবং কফল্যাশয়ী গায়ের কাজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সতীশসেন ও বিজয়সেন দুই রাজা ঘোষকে গরু পালনের জন্য লাখেরাজ দান করেন। সাত দিন আনন্দ ফুর্তির পরে কূহ কুণ্ডল পাখি তার ডানাই ভর করে রাজকন্যাসহ্ সকলকে রাজদরবারে নিয়ে আসে পরবর্তীতে সতীশসেনের পরে মহা রাজা ধিরাজ অমরসেন (পাগলা) রাজা হয়। গল্পে গল্পে আমার সময় ফুরিয়ে এলো আমার কাহিনী শেষ হলো।[১৪]

৫. অলক্ষনে জুতা

রাজশাহী শহর থেকে বেশ কয়েক কি.মি. দূরে কাটাখালি পৌরসভার ভিতর শ্যামপুর গ্রাম। সে গ্রামে এক কাহিনীবাজ লোক বাস করত। নাম তার আব্দুল গফুর সে আর সেই গ্রামে থাকে না অসহায় গরীব মানুষ হওয়ার কারণে পেটের অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে শহরে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিয়েছে। সেই গ্রামের পাশের গ্রাম সমসাদিপুরের ইব্রাহীম নামের এক খেটে খাওয়া দিন মজুর যার সাথে আমার দেখা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা মাত্র সেই আ : গফুরের কথা বলতে বলতে চোখে দিয়ে পানি এসে যায়। আমাকে বলল, বাবা তোমাকে কি গল্প শুনাবো সারাদিন খেটে আসার পর রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ি গল্প বলার সময় কোথায় আর গল্প শুনার লোকটি বা কোথায় কথাগুলো শুনার পরে আমি তাঁকে আবারো বললাম গল্প কেন শুনে না সে বলল সন্ধার পরে এখন চায়ের দোকানে টিভির হিন্দি সিনেমা দেখে লোক রাত কাটায়। পাশে ছিল একটি চায়ের দোকান দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি রাত্রিতে কেন এইভাবে টিভি দেখেন? উত্তরে আমাকে বলল যত দর্শক টিভি দেখতে বেশি হবে তত আমার চা-বিড়ি বিক্রি হয়। আমি ওখান থেকে একটু দূরে সরে এসে ইব্রাহীম নামের লোকটিকে ধরে বললাম

www.pathagar.com

চাচা আপনি কি কোন একটি লোক গল্প আমাকে দিতে পারবেন অমনি বলল বাবা গফুর চাচা থাকলে আমার চাইতে ভাল গল্প বলতে পারত। আমি খুব কষ্টে তাহার কাছ থেকে একটি গল্প সংগ্রহ করলাম। সে খুব বাল্য অবস্থায় একটি অলক্ষণে বা কূ-সাহিত এর এর জুতার গল্প আমাকে শুনান।

এক গ্রামে এক কৃষকের বাড়িতে এক রাখাল বালক বাস করত নাম তার আবু। তার এক জোড়া চামড়ার জুতা ছিল। জুতাগুলো ছিল খুব ভারি। জুতা জোড়া পুরাতন নোংরা এবং ছেড়া। কোথাই জুতা জোড়া পড়ে গেলে রাখাল বালকের কোন না কোন বিপদ আপদ হতো তাই তাকে সে অলক্ষণে জুতা বলত। একদিন রাগ করে জুতা জোড়া আবর্জনার গাদায় ফেলে আসলো। আবর্জনা পরিষ্কার করতে এসে ঝাড়ুদার জুতা জোড়া আবুর দরজার সামনে রেখে যায়। সকালে ঘুম খেকে আবু জুতা জোড়া দেখতে পায়। সে (আবু) মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। তখন পাশে একটা কুকুর এসে মাটি শুকতে শুকতে তার জুতা জোড়া কামড় দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। (রাখাল বালক) আবু কুকুরের পিছু পিছু ছুটে। কুকুর দৌড়ায় আবুও দৌড়াই দৌড়াতে দৌড়াতে কুকুরের সামনে একটা দেয়াল দেয়ালে পা দিতে গিয়ে কুকুরের মুখ থেকে জুতা পড়ে যায়। কিন্তু কাঁচা দেয়ালটি ভেঙ্গে পড়ে সাথে সাথে আবু রাস্তার মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। সেখানে হৈ চৈ লেগে যায়। সবাই ছোটাছুটি করে মাথায় পানি ঢেলে আবুকে সুস্থ করে। তারপর গ্রামের মোড়ল এসে আবুর বিচারে বসে আবুকে ১০০ (একশত) টাকা জরিমানা করে। রাখাল বালক আবু কষ্টার্জিত জমানো টাকা ১০০ টাকা জরিমানা দিয়ে দেয়। টাকা পরিশোধ করার পর আবু কাঁদতে কাঁদতে জুতা জোড়া একদিন নদীতে ফেলে দেয়। সে কখনো আর জুতা পায়ে দিবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে। কারণ জুতা তার জীবনে অলক্ষণ বয়ে আনে।[১৫]

পবা উপজেলার লোকগল্প

কিস্‌সা

পবা, মোহনপুর, তানোর এবং বোয়ালিয়া থানার মধ্যে পুথি পাঠক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে মো. ইছহাক আলীর। ৬৩ বছরের এই কথক দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা পৌরসভার তেঘর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তিনি রাজশাহী জেলার বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জে পুথি পাঠ করে জন সাধারণকে আনন্দ দিয়ে লোকসংস্কৃতির ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি প্রধানত কাহিনীভিত্তিক যেমন- শহীদ কারবালা বিষাদ সিন্ধু, খয়বরের জঙ্গনামা, গোহর বাদশা বানেশাপুরী এবং কোরান-হাদিসভিত্তিক খায়রুল হাসর, ইউসুফ জুলাইখা, হেদায়তুল ফোচ্ছাক প্রভৃতি পুথি পাঠ করে থাকেন। পুথি পাঠের তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে তিনি বলেন যে, এতদ অঞ্চলের মানুষ তাদের বাড়ায় আত্মীয় স্বজনের আগমন ঘটলে পুথি পাঠের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যায় এবং আনন্দ উপভোগ করে। নওহাটা পৌরসভা থেকে চার কিলোমিটার পশ্চিমে তেঘর গ্রামটি অবস্থিত। আমি ১০.০১.১২ তারিখে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি এবং তার পঠিত পুথি সংগ্রহ করি।

www.pathagar.com

খ. কিংবদন্তি

মেহেরচণ্ডী দীঘির ইতিকথা

পিতামাতা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে মেহেরচণ্ডীর ইতিকথার পাশাপাশি মেহেরচণ্ডীতে অবস্থিত বড় দীঘির ইতিকথা শুনেছি। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে এ অঞ্চল গভীর বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বাঘসহ অন্যান্য হিংস্র প্রাণির বসবাস ছিল এখানে। লোকবসতি খুব কম ছিল। মেহেরচণ্ডী গ্রামে অনেক দীঘি ও পুকুর আছে এবং এর সাথে জড়িয়ে আছে বিচিত্র লোককাহিনী। এখানকার বড়দীঘির কাহিনীর নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নামকরণ করা হয়। একসময় এখানে হিন্দুরা বাস করতো। মেহেরচণ্ডী, রামচন্দ্রপুর, শ্যামপুর ইত্যাদি নাম হিন্দু নামানুসারে করা হয়েছে। এ অঞ্চলে বসবাসরত এক হিন্দু রাজা ৮৪ বিঘা জমির উপর বড় একটি দীঘি খনন করে কিন্তু দীঘিতে পানি উঠে না। একদিন রাজা স্বপ্নে দেখে মেহের রাজা এবং চণ্ডী রানীর বিয়ে দিয়ে ওই দীঘিতে নামালে দীঘিতে পানি উঠবে। যথাসময়ে রাজা রানীর বিয়ে দিয়ে গরুর গাড়িতে বরবউ, বরযাত্রীসহ দীঘিতে নামালে গরুর গাড়ি মধ্য দীঘিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীঘিতে পানি উঠে এবং মেহের রাজা ও চণ্ডীরানী দীঘিতে সমাধিস্থ হন। গরুর গাড়ি নামার ঘাটটি এখনো আছে।

তারপর এই জায়গাটা রাতারাতি একটা দীঘিতে পরিণত হয়েছে। এই দীঘির ভেতর তারা নাকি অনেক সময় ছিল। অনেক মানুষ এই দীঘির ভিতরে রাজারানীর ঘড় বাড়ি দেখতে পেয়েছে। এলাকায় কোন অনুষ্ঠান হলে এ দীঘিতে ফলবাসন চাইলে পাওয়া যেত; এগুলো গায়েবিভাবেই হত। এ দীঘির কাহিনী একহাজার বছরের পুরাতন। এখানে একসময় হিন্দুরা বসবাস করত। ক্যাম্পাসের ছেলেমেয়েরা পিকনিক করে দীঘির পাশে। মুসলমান শাসনামলে মল্লিক পরিবার এখানে বসবাস করতে শুরু করে। ছোটবেলা যে গাছগুলো দেখেছি যা কেটে ফেলা হয়েছে সেগুলো প্রায় ১০০/২০০ বছরের পুরানা। দীঘির পাশে পাহাড়ের মত উঁচু উঁচু জায়গা ছিল। দীঘির পরিবেশ আগে খুব নির্জন ছিল দিনের বেলায়ও কেউ একা যেতে সাহস পেত না। রাত্রে দীঘির আশে পাশে ভূত প্রেত ঘুরে বেড়াত।

তথ্যদাতা মিজান বললেন, একদিন আমি দীঘির পাড়ে পাতা কুড়াতে গেছি দুপুর বেলা। হঠাৎ দেখি ডালের ওপর একটা কালো মোটা মানুষ ঠ্যাঙের পর ঠ্যাঙ তুলে দিয়ে মাথার চুল হাঁচরাচ্ছে। ওই দেশি আমি এক চিল্লানি দিয়ে বাড়ি চলে আসি। আমি এত ভয় পেয়েছি যে তিনদিন পর কবিরাজ দিয়ে জ্বর ভাল হয়। এখনো গভীর রাতে মানুষ একাকী চলতে ভয় পায়। আর আগের বনজঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছে। পাহাড়গুলো কেটে সমতল করা হয়েছে। তারা আরো বলেন মেহেরচণ্ডী পুকুর দীঘির জন্য বিখ্যাত এখানে ২০ টা পুকুর আছে প্রত্যেকের আছে নিজস্ব নাম। যেমন : চাম্পাচা, বড়দীঘি, শুকনাদীঘি, গজারী, জোড়পুকুর ছোট দীঘি, বত্রিশবাঘা, হলদার, চৌকি। আনোয়ার হোসেন মানিক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত বিভিন্ন পুকুরের নাম বলেন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে গোদাগাড়ি পুকুর, চাঁনপদ্মা পুকুর, পদ্ম পুকুর, হাতিডোবা পুকুর, শিয়াল গাড়া পুকুর, সরবর, বিজয় সাগর, লেক পুকুর, কাজলা পুকুর ইত্যাদি। এ নামগুলো সাথে যুক্ত আছে এক একটি কাহিনি।

www.pathagar.com

ঘ. পুথিসাহিত্য

পুথির নাম : খয়বরের জঙ্গনামা

বন্দনা :

ওহে খোদা দয়াময় দয়ারও ভূপতি
দয়া করো অধমেরে ঘোচাও দুর্গতি।
তুমিতো কর্তার কর্তা সর্বদা কর্তা সাঁই
তুমি বিনে ত্রিভূবনে গতি কারো নাই।

৩৪

জরির বিছানা ছাড়ি মোহাম্মদ রাসুল
চটের বিছানা নবী করিলে কবুল।
ধন দিয়ে মন বুঝি আর বুঝি বারো ব্যাটা দিয়ে
আর ফকির কয়িা বুঝি গলে ছালা দিয়ে।

(দ্বিতীয় জেলদ)

আল্লা রাসুলের নাম ভরসা করিয়া। দোছরা জেলদ পুথি কহি বিবরিয়া খয়বরের জঙ্গনামা কেতাব যেমন। বাংলা জবানে মজা না হবে তেমন কিন্তু সকলের বড় খায়েস দেখিয়া। ফার্সীকে বাংলাতে দেই যে করিয়া কবিতা জোটান কাজ সেই বড় ভারী। পদে পদে মিল আমি করিতে না পারি তবু এক রূপ রচি করিয়া পয়ার। কোন মতে লোকে যেন পারে বুঝিবার প্রথম জেলদ পুথি হইল রচনা। দোছরা জেলদ শুরু করি যে এখন কলম সাগর মাঝে সাঁতারিয়া যায়। করীম রহীম আল্লা কিনারা লাগায় বিশেষ ভরসা করি মনে আপনা। সমাপ্ত হইবে পুথি মেহেরে তাহার তারপরে শুন সবে কিতাব বয়ান। পঞ্চ রাহা পরে যবে আলী পাহালওয়ান জুদা করে দিল পাঁচ সরদারের তরে। পাঁচ জন যায় তারা পাঁচ রাহা পরে কোন রাহে গেল কেবা রাহের উপরে। কেমনে পৌঁছিল তারা খয়বর শহরে একে একে সবকথা করিব বয়ান। মন লাগাইয়া শুন করিয়া ধেয়ান দোস্ত মোহাম্মদ কবি কহে বিরচিয়া মালেকের হাল আগে কহি বিবরিয়া

পঞ্চ রাহের পহেলা রাহে মালেক ওস্তর যায় ও
গন্ডারের হাতে জখম হইয়া কষ্ট পায় তাহার বয়ান

পয়ার

পঞ্চ রাহা হইতে মন্দ মালেক সরদার। জুদা হইয়া লস্কর লইয়া আপনার। দিন রাত রাহের পরে যায় পাহালওয়ান। তিন দিন বাদে এক দেখিল বাগান বড়ই মাকুল ঠাঁই বেহেশত সমান। সোলায়মান নবী বানাইল সে বাগান সে বাগানে শাহানা শুপির দোছরা ভাগ আবুল মাজন তরে। দোছরা রাহাতে চালাইল তার পরে তেছরা সরদার সাদ জেনহার খায়। তেছরা রাহের পরে হৈল রাহাদার চৌথা রাহের পারে পাঠাইল তারে আর যেই রাহের নবী নেশানী বাসায়। আপনি হজরত আলী সেই রাহে যায় আরবী সিপাই সাথে নিল আপনার। পাচ রাহে পাঁচ জন হৈল রাহাদার। সকলের জুদাইতে কান্দে সর্বজন। সবে বলে এই ছিল কপালে লিখন। কার কিবা হাল হবে রাহার উপর। কাহার হালের কেহ না পারে খবর এত বলি সকলেতে বিদায় হইয়া। মঞ্জিল মঞ্জিল রাহা যায় নিকালিয়া। দোস্ত মোহাম্মদ কহে করি পদবন্দ। নিরক্ষিয়া দেখ এই জামানার ফন্দ। ৩৫

www.pathagar.com

হজরত আলীর পঞ্চ রাহায় পৌছিবার বয়ান

পয়ার

সে রাতে হজরত আলী রহিল শুইয়া। খুশি খোশালিতে রাত গেল। গোজারিয়া বিহানে সেখান হৈতে রওয়ানা হইল। মঞ্জিল মঞ্জিল রাহা যাইতে লাগিল পাহাড় জঙ্গল রাহে যায় নিকালিয়া। ছয় রোজ এই মতে পথেতে চলিয়া। সপ্তম দিনেতে এক পাহাড় ময়দান। বড়ই গরম হাওয়া হাবিয়া সমান। ঘাস আর পানি নাই সেই ময়দানেতে। পরেন্দা চরেন্দা কিছু নাই সেখানেতে। দেখিয়া হজরত আলী তাজ্জব হইল। সেথা হইতে আগে বেড়ে যাইতে লাগিল। কতগুলো মুরদা আছে দেখে এক স্থান। কম বেশি হবে তাহা হাজার জওয়ান। প্রসঙ্গে ডাঙ্গিয়া শাহা পুছে সমাচার। শুনিয়া প্রসঙ্গ দিল জওয়াব তাহার। বাপ মেরা যে সময় গেল পালাইয়া। দেল আফরোজ লিয়া যারে সঙ্গেতে করিয়া। লাচারিতে এই খানে হাবাইল জান। না জানি কি হালেতে আচেন খাওরান। ইহাদের মাঝে বাদশা দেখা নাহি যায়। ভুক পিয়াসেতে লোক জন মারা যায়। সেথা হৈতে আগে যায় দুই তিন দিন। পার হইয়া গেল সেই ময়দান কঠিন। সম্মুখেতে পাঁচ রাহা হৈল নমুদার। পাঁচ রাহা পাচ দিকে গিয়াছে তাহার। সে পঞ্চ রাহার পরে একটি পাথর। ইরানী জবানে লেখা তাহার উপর। লেখা আছে পাথরেতে এই সমাচার। এই খানে যেই লোক আসিবে রাহাদার। এই পাঁচ রাহা মধ্যে এক রাহা ভাল। আফত বালাই কিছু না আছে জঞ্জাল। আর চারি রাহে আছে আফত বালাই। তাহা বাদে ঘাস পানি সেই রাহে নাই পড়িয়া হজরত আলী ভাবিত হইল। কোন মতে রাহের ঠিকানা না পাইল। ভেরা তাঁর সেই খানে খাড়া করাইল। দিন গোজারিয়া রাত আসিয়া পৌছিল। সেই ভাবনায় আলী দেলগীর হইয়া। খানা পানি খেয়ে সবে রহিল শুইয়া। খাবেতে জাহের হৈল রাসুল আমীন। আলীকে কহিল তুমি না হও গমগীন। পাঁচ ভাগ কর তুমি আপনা লস্করে। চারি চোপদার কর লস্কর উপরে। যে রাহেতে যাও এক দেখিবে পাথর। সেই রাহে যাও তুমি লইয়া লস্কর। চেতন পাইয়া শাহা সেই কাম করে। পহেলা সরদার করে মালেকের তরে। পঞ্চাশ হাজার মোট আছিল সওয়ার। এক ভাগ তারে করে রাহাদার। তারা বরাবর আগুন বাহির হয় মুখ দিয়া তার। ধুয়াতে তামাম ঘর হৈল অন্ধকার। মারিল তাহার পরে ফের জুলফিক্কার। দুই খণ্ড হয়ে গেল মুজি দুরাচার। অন্ধকারে বুড়া দেও গেল পালাইয়া। বাঘের ছুরতে ফের আইল হাঁকিয়া। এক মুস্কি মারে আলী মস্তকেতে তার। জমিনে গিয়া বাঘ হইল লাচার। গায়েব হইয়া মুজি গেল পালাইয়া। সাদের তালাশে শাহা চলিল ধাইয়া। অনেক তালাশ করে না পাইল তায়। আখেরে লাচার হইয়া ফিরে যেতে চায়। এয়ছা ওয়াক্তে আওয়াজ শুনিবার পায়। কেহ যেয়ছা কান্দিয়া করিছে হায় হায়। কেন্দে কেন্দে কহে আল্লা তুমি নেঘাবান। বিপাকে দেওয়ের হাতে হারাইনু জান রাসুলের তোফায়লেতে হও মেহরবান। এখানে পৌছায়ে দেহ আলী পাহালওয়ান। কান্দনা শুনিয়া শাহা আগু বেড়ে যায়। দ্বার বন্ধ ঘর এক দেখিবারে পায়। লোহার জিঞ্জির তালা বন্ধ তাহাতে। ধরিল জিঞ্জির হালকা আপনার হাতে। চৌকাঠ সমেত তার দিল উথাড়িয়া। সাদকে খালাস করে শিকল ভাঙ্গিয়া। তথা হইতে দুই জনে কুঙা পানে যায়। আপনা ইয়ারগণ আছিল যেথায়। ডাকিয়া কহিল শাহা ফাদ ফেলাইতে। উপরে থাকিয়া তারা পাইল শুনিতে। ফাদ লটকাইল তবে আওয়াজ শুনিয়া। সাদের কোমরে ফাসি দিল লাগাইয়া। ইশারাতে ইয়ারগণ নিল উঠাইয়া। সকলে শোকর করে সাদকে দেখিয়া। পানি বন্ধ ছিল সেই কুঙার ভিতর। পির মদ্দ করে ছিল তাহার খরব। তখন হজরত আলী কোন কাম করে।

www.pathagar.com

সেই ফাসি বান্ধে তার বাজুর উপরে। পাথরের শিলকে ধরেন সামটিয়া। বাজু আর সিনা তাতে দিস লাগাইয়া। খোদাকে ইয়াদ করি করে বড় জোর। হেলাইয়া নিকালিস সেইত পাথর। জারি হৈল মিঠা পানি দেখিতে সুন্দর। ইয়ারগণ খেতে তারে উঠায় উপর। উথলিয়া উঠে পানি সেই কুণ্ডা হৈতে। শুকনা নহরে পানি লাগিল বহিতে। গম বিচে খুশি হৈল সবাকার দেলে। খুশিতে ভুষিত সবে মিলে গলে গলে। জোলমাত করিয়া ফতে আলী নামদার। যাইতে এরাদা করে দেশের মাঝার। খুশি খোশালিতে সব লস্করেতে যায়। খয়বরের জঙ্গ দোস্ত মোহাম্মদ গায় কুণ্ডার বিচে। নামিল দেলের যখন ঠেকিল। পাও জমিন উপরে আঙ্গারেতে কিছু তার না আসে নজর থোড়া ঘড়ি বাদে ফের রৌশন হইল। বড় এক এমারত দেখিতে পাইল বোলন্দ দেউড়ি তার বড় উচা শান। চারিদিকে ছিল তার শাহানা দালান। জমরুদের তখত এক শাহানা উপর। জড়াও চমক মারে চান্দ বরাবর। এক বড়া তার পরে আছিল বসিয়া। কাল এক সাপ ছিল হাতেতে করিয়া। গোর্জ এক সামনেতে আছিল তাহার। আলীকে দেখিয়া কুদে উছে দুরাচার। হাঁকিয়া কহিল ওরে আদমের জাত। আপনার জান হতে ধুলে বুঝি হাত। দেওয়ের মাকানে কেন আইলে দেলের। এক গোর্জে নেকালিব মগজ শিরের। আলী কহে নাম মোর না শুনিলে কানে। তোমার মউতের জন্ম আসিনু এখানে। না জান আমার নাম আলী পাহালওয়ান। এক চোটে তোমাকে করিব খান২। শুনে দেও গোশ্বা ভরে গোর্জ উঠাইল। গোর্জের মাথায় আলী তলওয়ার মারিল। জুলফিক্কার গোর্জ পরে লাগিল যখন। বিজলি সমান আগ উঠিল তখন তামাম। মহল ঘর আগুনে ভরিল। সেই কুণ্ডা হইতে আগ উপরের উঠিল সায়াফ জেনহার খার আবুল মাজন। মালেক সরদার আর ছিল যত জন। আগুন দেখিয়া সবে কান্দিতে লাগিল। ধুলায় পড়িয়া সবে মাতম করিল। ভয় না করিল শের ভেবে পাহালওয়ান। আয়াত পড়িয়া ফুকে গায়ে আপনার কুদিয়া ধরিয়া নিল দেওয়ের গরদান। পাছাড়িল জমি পরে মারিয়া পটকন পটকন খাইয়া বুরা জমিনে গিরিয়া। ভয়ঙ্কর শব্দ করি ডাকে চিল্লাইয়া তাহার। চিল্লানে দেও হাজারে হাজার। আলিয়া ভরিয়া গেল গড়ের ভিতর আলীকে চিনিয়া সবে পালাইয়া যায়। জমিনে পড়িয়া। বুড়া করে হায়২ আরবার আপনার গোর্জ্জ হাতে লিয়া। হাঁকিয়া আলীকে চাহে মারে উঠাইয়া। কোমরে ধরিল তার আলী জোরওয়ার। পাছাড়িয়া ছাতির উপরে বসে তার খঞ্জর। খুলিয়া নিল হাতে আপনার। কান্দিয়া কহিল দেও শুন নামদার আমাকে ছাড়িয়া দেও করিয়া মেহের। রাহা বাতাইয়া দিব নিকটে সাদের। শুনিয়া ছাড়িয়া দিল আলী হায়দার। লিয়া গেল দেও এক ঘরের ভিতর। বলে সাদ আছে এই সিন্দুক ভিতরে। জুলফিক্কার মারে শাহা সিন্দুক উপরে আছিল আজাদাহা এক সিন্দুক ভিতর। দুই চক্ষু আসমানের আগে এক কুণ্ডা ছিল গড়ের ভিতর। মোদাম তাহাতে পানি আছিল নহর। পাথরের শিক তাতে দিল বসাইয়া। কুণ্ডা বন্ধ হইল নহর রহিল শুখাইয়া যখন যাইবে তুমি গড়ের মাঝার। বড় এক কুণ্ডা আছে ভীষণ আন্ধার। তাহাতে নামিতে হবে শুন নামদার। খালাস হইবে সাদ হুকুমে আল্লার শুনিয়া হজরত আলী বাহির আইলে। মালেককে লইয়া সাথে লস্করে পৌছিল। দেল আফরোজ দেখে যদি না আইল সাদ। কান্দিয়া আল্লার কাছে করে ফরিয়াদ। কহিল হজরত আলী বিবির লাগিয়া। দেওজাত লিয়া গেল সাদকে ধরিয়া। আন্বেসা না কর তুমি দেলে আপনার। খালাস হইবে সাদ হুকুমে আল্লার। তার পরে রাত আসি আন্ধার হৈল। খানা পিনা খেয়ে সবে আরাম করিল। কুদরত ইলাহি রাত গেল গুজারিয়া। দোস্ত মোহম্মদ কহে কিতাব দেখিয়া।

www.pathagar.com

হজরত আলী সাদকে খালাস করেন তাহার বয়ান

পয়ার

বিহানে উঠিল আলী ইলাহির শের। কোমর বান্ধিয়া যান সাদের। খাতের আবুল মাজন আর মালেক সরদার। আমীর সায়াফ আর জেনহার খায় সকলে চলিল সেই পাহাড় উপর। দাখেল হইল যাই গড়ের ভিতর বিরাণ হইয়া গড় রহিছে পড়িয়া। জঙ্গল হইয়া গেছে খারাপ হইয়া। বাঘ ভাল্লুক সেইখানে করিছে মোকাম। কোনখানে নাই তার আবাদের নাম। যেখানে শাহানা ঠাট আছিল শহরে। দেওজাত সেখানে রয়েছে জায়গা করে। আমীর ওমরাওগণ সেখানে বসিত। শাদীয়ানা নাচ রঙ্গ সেখানে হইত। দেও দুষ্ট সেই খানে ঘর করিয়াছে। সাপ অজগর সেই মাকানে ভরিছে। যে মহলে বাদশাগণ তখতে দিত বার। ফুল ফুলওয়ারি যথা আছিল বাহার। যেখানে পেটার বন হয় ঘন ঘন। ফুলের বেওয়ারি হয়ে গেছে কাটা বন। দেখিয়া আফসোস করে আলী পাহালওয়ান। ঢুড়িতে২ শেষে যায় এক স্থান। আজিম পাথর এক কুঙার উপর। চাপাইয়া রাখিয়াছে দেও দুরাচার। পাথরে মারিল হাত আলী জোরওয়ার। উঠাইয়া ফেলাইল ময়দান মাঝার। এমন জোরেতে ফেলাইল পাহালওয়ান। কাঁপিতে লাগিল তার। ধমকে আসমান ইলাহির কাছে মর্দ করে মোনাজাত। রেশমের ফাসি পরে দিল সবে হাত। বাজুতে বান্ধিল ফাসি ইলাহির শের। গহেরা মালেক তাহার সঙ্গে দোন পাহালওয়ান। হাজার হাজার দেও হারাইল জান হেনকালে শুন এক খোদার কুদরত। ভয়ঙ্কর দেও এক আজব ছুরত। ওজুদ আজদাহা যেন কাল রঙ্গ তার। এক বড়ে সাত মাথা গম্বুজ আকারসাত মুখে আগুন আহির হয় তার। ঠিক যেন দোজখের সাতটি দুয়ার মালেক দেখিয়া তারে ডারে ডরাইল। সেই জাহেদরে কাছে যাইরা পৌছিল। পীর মর্দ কহে তারে কহ বাবা জান। কি দেখিয়া পালাইলে হয়ে পেরেশান। কহিল যাবত আমি করেছি লড়াই। এমন জানোয়ার আমি কভূ দেখি নাই। পীর মদ্দ কহে তারে না করিবে ডর। ইলাহি মদ্দগার তোমা্র উপর। হিম্মত করিয়া ফের মালেক সরদার। মারিতে লাগিল দেও গিরি আরবার। ফের দেও দুরাচার যাদুর আজদাহা। ঝপটিয়া গেল যথা ছিল আলী শাহা। সাত মুখ আগুন ছাড়িল তারপর। দেখিয়া তাহাকে আলী না করিল ডর। গরদানে মারিল তার তেগ জুলফিক্কার। এক মাথা কাটা গেল সেই আজদাহার। জখম হইয়া পাপী লাগিল গার্জ্জিতে। গোশ্বায় আলীর তরে লাগিল কহিতে মুখের সম্মুখে শাহা হইল যখন। পাঞ্জারাতে এক চোট মারিল তখন। এক চোটে অজগর হইল দুই খান। ময়দানে বহিল ঝড় লছ তুফান। ফের কত জন তার পৌছিল আসিয়া। হায়দরের চারিদিকে লইল ঘিরিয়া। আজব ছুরত ছিল সেই জানোয়ার। তার শির হাতির শির এক বরাবর। বাঘের ওজুদ কারো মানুষের শির। কারো বা বাঘের মাথা বড় মনুষ্যর শূকরের। মুখ কারো শরীর সর্পের। কারো বা গধার দেহ গরদান উটের। ঘোড়া মুখ উট দেহ হাজারে হাজার। কালো রঙ্গ লম্বা চুল অজুদে সবার দুই হাতে আলী শাহা মারে তলওয়ার। টিকিতে নারিয়া দেও হইল লাচার। গোর্জ্জ মারে মস্তহালে মালেক ওস্তর। বিপদ দেখিয়া সবে হইল ফাপর পালাইল দেওজাত জঙ্গে ভঙ্গ দিয়া। মালেকের লইয়া শাহা আইল ফিরিয়া। পীর মর্দ কাছে গিয়া পুছিল তাহায়। সাদেক ধরিয়া দেও রাখিল কোথায়। পীর বলে যাও এই পাহাড় উপর। ভাঙ্গা এক গড় দেখ করিয়া নজর। সেইত

www.pathagar.com

গড়ের নাম জিন্দান সোলায়মান। সাদকে কয়েদ সেখা করিছে শয়তান। যবে নবী সোলায়মান আসে এ শহরে। ঈমান আনিতে কহে কুফর লোকেরে। ঈমান না আনে আর না মানে ফরমান। সে কারণে পানি বন্ধ করে সোলায়মান। যে রূপে গেলেন সাদ উদ্দেশ্য তাহার। যে ছুরতে পিয়াসেতে হইল লাচার। যে রূপেতে সেখা হইতে আসি পালাইয়া। একে একে কহে সব বয়ান করিয়া। আলী শাহা দেলাশা করিয়া তহাদিকে। সেখা তৈতে গেল তবে পাহাড় নজদিকে। লস্কর রাখিয়া শাহা ইলাহির শের। গর্ত্তের ভিতরে মর্দ চলিল দেলের। ভাঙ্গা তেলেছমাত যবে গেল গোজারিয়া। সালাম করিল পীর সম্মুখে আসিয়া। পীর মর্দ বলে বাবা আলী পাহালওয়ান। মহিমে হইল খাস্তা মালেক জওয়ান। দুই দিন হৈতে মদ্দ লড়াই করিয়া। পাহালওয়ানী রাজু তার গিয়াছে কমিয়া। সেতাব তাহাকে তুমি করগে মদ্দ। নহেত তাহার পরে ঘটিবে বিপদ। হায়দর শুনিয়া গেল দরিয়া কিনার। সম্মুখে আসিল এক দেও যমের দুয়ার। গোশ্বায় কাঁপিতে থাকে আলী পাহালওয়ান। এক হাঁকে মারে যেন গিরিল আসমান। খয়বর কোসায় রাজু খুলে আপনার। লহুতে রঙ্গিন হইল তেগ জুলফিক্কার। মালেক শুনিল যদি আওয়াজ তাহার। হাঁকিয়া কহিল শুন দেও দুরাচার। আইল খোদার শের আলী পাহালওয়ান। তাঁর হাতে তোমাদের না বাচিবে জান। তখন হিম্মত তার চৌগুন বাড়িল। দেওয়ের শিরেতে গোর্জ্জ মারিতে লাগিল। তার পরে বড় দেও হাতীল সওয়ার। অজগর যার হাতে সেই দুরাচর। আলীকে দিখিয়া মুজি ঝাঁপটে আসিয়া। আজদহার মুখ খান দিল প্রসারিয়া। আগুনের জিভ তাতে হইল বাহির। আসমান ছাড়িয়া পরে ওজুদে আলীর। আলী শাহা বলে থাক দেও দুরাচার। কিছু নাহি ডরি আমি হয়বতে তোমার। এ বলিয়া আল্লার নাম মুখেতে লইয়া। জমিনে থাকিয়া শাহা উঠিল কুদিয়া। জমি হইতে দশ গজ কুদে পাহালওয়ান। মারিল দেওয়ের শিতের জুলফিক্কার খান হাতির পেটের তলে গেল সান্ধাইয়া। পড়িল অধম দেও দুই খান হইয়া উঠিল নছর ফোয়ারা হাওয়া বরাবর। তুফান হইল খুব দরিয়া উপর হাতেফে আওয়াজ দিল উপর থাকিয়া। ওহে আলী পাহালওয়ান শুন মন দিয়া আপনার দেলে তুমি না রাখিবে ডর। রাখহ কদম এই দরিয়া উপর নাহিক দরিয়া এই হয় তেলেছমাত। যাদুতে পানির রঙ্গ করে দেওজাত শুনিয়া চলিল মর্দ দরিয়া উপরে। পানি নহে সাদা মাটি দেখিল নজরে কে করে শুমার। লছতে হইল লাল পানি দরিয়ার এখানে সিপাই যত ছিল উতরিয়া। আসিয়া পৌছিল লছ নহরে মিশিয়াসকলে দেখিয়া ফের করে হাহাকার। জানিল সঙ্গেতে নাহি আছেন সরদার। একেলা লড়িছে মর্দ সাথে কেহ নাই। সাদ বলে আমি তার মদদেতে যাই। এ বলিয়া ঘোড়া পরে হইয়া সওয়ায। ঢুড়িতে ঢুড়িতে যায় কিনারে গাড়ার। যেখানেতে মালেকের ঘোড়া বান্ধা ছিল। আপনার ঘোড়া সেখা বান্ধিয়া রাখিল। তলওয়ার খুলিয়া নিল হাতের উপর। গর্তের ভিতরে যায় যেন শের নর। ডাঙ্গা তেলেছমাত দেখে রাহেতে পড়িয়া। আগু বাড়াইয়া গেল তাহাকে ছাড়িয়া। পীর মর্দ কাছে গিয়া করিল সালাম। পীর মর্দ বলে মুণ সাদ নেকনাম। সেতাবি চলিয়া যাও মালেকের কাছে। দেওয়ের জঙ্গেতে মর্দ আজেজ হয়েছে। সেতাবি গেলেন সাদ দরিয়া কিনারে। তলওয়ার খেঁচিয়া দুই চারি দেও মারে। হেনকালে এক দেও ভীষণ ডাঙ্গর। দরিয়া হইতে আসে সাদ বরাবর। তাহার দাপটে যেন তুফান বহিল। সেই দরিয়ার পানি হিলিতে লাগিল। সাদের কোমরবন্দ ধরিল আসিয়া। লিয়া গেল তার তরে গায়েব করিয়া। না জানে মালেক

www.pathagar.com

কিছু তার সমাচার মস্তহালে। দেও সাথে লড়ে নামদার। এখানে লস্কর যত ছিল পেরেশান না জানে কি। হালে আছে দুই পাহালওয়ান। পানির নহর সহৈ লছতে ভরিল। এক দিন রাত সবে পিয়াসা রহিল। সকলে বসিয়া তবে পরামর্শ করে। কেমনে রহিব এই ময়দান উপরে। পানির নহর গেল লছতে ভরিয়া। পিয়াসে জানোয়ারগণ যাইবে মারিয়া। কিছু দুর আগু বেড়ে যাইয়া রহিব। নাহক এখানে কেন জান হারাইবক। যাবৎ মোরতজা আলী না আসে লস্করে। সেখানে রহিব সবে ময়দান উপরে। এ বলিয়া কুচ করে কত দুর যায়। ভাল এক ঠাঁই দেখে রহিল তথায়। রাত গোজারিয়া গেল হইল বিহান। ময়দানেতে গর্দ উড়ে ঝান্ডা ও নিশান। দেখিতে দেখিতে আসে আলী পাহালওয়ান। আবুল মাজনর আর তামাম সামান। আরবি লস্কর দেখে খোশাল হইল। সায়াফ জেনহারখা আগে বাড়াইল। সালাম করিয়া সবে বয়ান করিল। একে একে আহ্ওয়াল যত গোজারিল। তেলেছমাত দেখে সবে পাথরের শের যে রূপ। না থাকে শির পাঁচ জওয়ানের। যে রূপে মালেক গেল গর্তের ভিতর। যে ছুরতে হৈল পানি লছ বরাবর। ঢুড়িতে লাগিল সব পাহাড় উপরে। আজেজ হইল ঘোড়া পাঙ নাহি ধরে। সেই পাহাড়ের পরে এক গড়া ছিল। ভীষণ গহেরা তাহা মালেক দেখিল। এক ফোটা লছ দেখে গাড়ার কিনারে। ঘোড়ার সহিত মর্দ যাইতে না পারে গাড়ার কিনারে ঘোড়া রাখিল বান্ধিয়া। জেরার দামন মর্দ কোমরে আটিয়া পিয়াদা হইয়া মর্দ গাড়া বিচে যায়। চোখেতে মলিয়া হাত চৌদিকে তাকায় দেখে এক তেলেছমাত রাহার উপর। কালা এক দেও দেখে হাতি বরাবর দোছরা হাতির পরে আছিল সওয়ার। বড় ভয়স্কর সেই দেও দুরাচার মালেক দেখিয়া দেও হাঁকিয়া উঠিল। গর্জিয়া তাহার পরে ঝাঁপট মারিল। গুর্জ মারে পাহালওয়ান দেওয়ের উপর। খান খান হইয়া দেও হইল পাথর। সেথা হইতে আগে বেড়ে যায় নামদার। এক পীর মর্দ আইসে সম্মুখে তাহার। হাতেতে তসবি আর লম্বা দাড়ি তার। মুখেতে জেকের মিরে সফেদ দিস্তার। ঘাসের লেবাস তার ছিল পরিধান। দেখিয়া সালাম তারে করে পাহালওয়ান। জাহেদ কহিল আগে যাও নামদার। ইয়ারগণের দাদ লেহ আপনার। বড়ই মুশকিল আগে আছে পাহালওয়ান। ইলাহি মেহের করে করিবে আছান। শুনিয়া মালেক যায় আগু বাড়াইয়া। আচম্বিতে শব্দ এক পৌছিল আসিয়া। আন্ধার হইল কিছু দেখিতে না পায়। ঘড়ি এক আগে যেই অন্ধকার হয়। রৌশন হইল ফের দেখেন চাহিয়া। গর্ত ছিল তেলেছমাত গের ছাপাইয়া। কোশেদা ময়দান বিচে ভীষণ দরিয়া। উথলে তাহার পানি মউজ ফুটিয়া। আর এক তেলেছমাত দরিয়া কিনার। দেওয়ের উপরে দেও চল্লিশ হাজার। পথ ঘিরে ছিল সেই দেও তেলেছমাত। বড় এক আজদাহা ছিল তার হাত। মালেক পৌছিল যদি নজদিকে তাহার। সেই দোও তেলেছমাতে করে শোরসার। মউজ দরিয়াতে উঠে তার আওয়াজেতে। তুফান হইল বড় দরিয়া বিচেতে। দুরয়া হইতে উঠে দেও বেশুমার। পতঙ্গে পাল যেন হাজার হাজার। মালেক দেখিয়া বড় দেলে ডরাইল। কিন্তু সেথা ভগিবার রাহা নাহি ছিল। আপন জান তন সব খোদাকে শুপিয়া। মারিতে লাগিল দেও গোর্জ হাতে লিয়া। বড় জবরদস্ত সেই মালেক বাহাদুর। হাজার দেও মেরে করে চুর। মারা গেল কত দেও ছায়দর তাজ্জব হৈয়া, ঘোড়া হইতে উতারিয়া, আরাম করিল নামদর। স্বপনেতে নবী কয়, সেই আবুল মাজন হয়, এসেছিল করিতে শিকার। লড়িল তোমার সাথে বাঁচিল তোমার হাতে, কাল এসে হুইবে হাজির। ছায়দার চেতনা পায়,

www.pathagar.com

পায়, খোদার শোকর গায়, বাঁচাইল ফরজন্দ খাতির। সওয়ার হুইয়া ফের চলে ইলাহির শের, ফজরেতে কিল্লায় পৌছিল। ওখানে আবুল মাজন, করেন হিযবে পলায়া, গড়ে গিয়ে রাত গুজারিল। বিহান হইল যবে, বাহির হইল সবে, মিলে আইসে হায়দরের সাথ। কান্দে হইয়া জার ২, চুমিল কদম তার, তারপরে কহেন সববাত। দোছরা দিনেতে ফের, সাজ করে লস্করের, আলী মাজন নেকজাত। হাতিয়ার পোশাক সব, ডেরা তাম্বু আসবাস, গড়ে ছিল যত সরঞ্জাম। ঘোড়া উট লিয়া সবে, আলী শাহা চলেন তবে, আবুল মাজন সিপাই তামাম। খয়বয়ের রাহা লিয়া, যায় শাহা নেকালিয়া, বিয়াবানে মঞ্জিল করিয়া। মালেকও পাছে ধায়, দিনরাত চলে যায়, কবিকার কহে বিরচিয়া।

ঘ. পুথি পাঠ

পুথির নাম : ইউসুফ জুলেখা[১৬]

তার বাড়িও নওহাটা পৌরসভা থেকে পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে বসন্তপুর গ্রামে। আমি ১০/০১/১২ তারিখে বিকেল বেলায় তার বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। পঁচাত্তর বয়সের মানুষটি বয়সের ভারে একেবারে ন্যুজ হয়ে পড়েছে তবুও তার পুথি পাঠের যে স্পৃহা তা এতটুকু কমেনি। সে বিভিন্ন অঞ্চলে এক সময় পুথি পাঠের জন্য খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

ইউসুফ মেসেরে বাদশা হয় ও আকালেতে লোকজন পতিপালন করিবার বয়ান

পয়ার

এইরূপে কতদিন গুজারিয়া যায়। মুল্লুকের কারবার ইউসুফ চালায়। নেক পাক ইউসুফ জোলায়খা দুই জন। ইউসুফ হইবে বাদশা নির্বন্ধ লিখন। একদিন রায়হান শাহা খোশালিত দিলে। পিয়ার করিয়া বাত ইউসুফের বলে। পয়গাম্বরজাদা তুমি পিয়ার সবার। আক্কেল ওকুফ বড় দেখিনু তোমার। শাহার লায়েক তুমি নির্বন্ধ কপাল। আল্লার মকবুল তুমি ইউসুফ জামাল। আশেকে মেহের পয়দা ছুরত তাহার তাহা বিনে মনে কিছু ভাবে নাহিও। জুলায়খা বলেন ইউসুফ হৈছে কামাতুর। দেল হৈতে ঐ কাজ কর তুমি দূর। রাহার উপরে কেন কর এই কাম। আল্লাহর দরগায় তেরা হইবে বদনাম। জোলায়খার দেলে আর নাই বদি কাম। কবুল করিল বিবী ভাবিয়া ইসলাম। আশকে ইউসুফ গিয়া ধরে জোলায়খায়। ইসুফের কাছে হৈতে জোলায়খা পালায়। জোলায়খা ইউসুফে ছেড়ে যায় ভাগিয়া। আইল আপন ঘরে সেতাবি চলিয়া। ইউসুফ আশক হৈল অবশ হৈল ইউসুফ জামাল। সবে ধরে ইউসুফেরে লিল হামেহাল। লোক জন লস্কর যেই সব ছিল সাথে। ইউসুফেরে লিয়া গেল বাদশার সাক্ষাতে। রায়হান মেসের শাহা ইউসুফে দেখিয়া। ইউসুফ লোকজনে পুছে মাঙ্গাইয়া। লোক জনে পুছে বাদশা গুনছ ফরমান। অধীন ফকির কহে কেতাব বয়ান। রায়হান মেসের শাহা জোলায়খার নিকট উকিল পাঠায়। ও ইউসুফ জোলায়খার নেকা হইবার বয়ান পয়ার ইউসুফের লোকজনে পুছিল রায়হায়। আজ কেন ইউসুফের হাল পেরেশান ইউসুফের লোক কহে বাদশার

www.pathagar.com

হুজুর। জোলায়খারে দেখে ইউসুফ হৈল কামাতুর। মাহতাব জিনিয়া রূপ জোলায়খা পাইল। ইউসুফ দেখিয়া তারে আশক হইল। এই সমাচার তবে কহে সব লোকে। আউয়াল আখের সব কহিল বাদশাকে। জানিল রায়হান শাহা এ বড় মুস্কিল। জোলায়খারে গিয়া তবে কহেন উকিল। শুনগো জোলায়খা বিবি আমার বচন। তুমি আর ইউসুফ নবী নির্ব্বন্ধ লিখন। যে নারীর দুনিয়াতে নাহিক খসম। বড় অভাগিনী সেই দুনিয়ার অধম। যে নারীর মন রহে খসম খেদমতে। আখেরে তরিয়া যাবে রোজ কেয়ামতে। চল্লিশ বৎসর মম দেলে আগ জ্বলে। ঘড়িতে হয়রান ঐ সহিতে নারিলে। ইউসুফ ঘোড়ার পর জোলায়খা জমিনে। জোলায়খারে বলে থাক একিদা ঈমানে। ইলাহি আলমীন পরে আনহ ঈমান। নবীর কালেমা পড়ে হও মুসলমান। জোলায়খা শুনিল যদি এই সমাচার। নবীর কালেমা পড়ে হৈল দীনদার। একিদা করিয়া বিবি আনিল ঈমান। গরীব ফকির কহে কেতাব বয়ান

৪৩

জোলায়খার যৌবন হয় ও ইউসুফ জোলায়খার উপরে আশক হইবার বয়ান

পয়ার

জর২ ইউসুফ নবী জোলায়খার শোকে। ইউসুফ কহেন বাত জোলায়খার আগে। কি তোমার মনেতে আছে কহ শুনি বাত। মনের কি কথা আছে কহনা নেহাত। জোলায়খা কহেন আমি যেমন আওরত। পহেলা আছিল মোর যেমন ছুরত। তেমন সুরত মাঙ্গি আল্লাহর দরবারে। দোয়া মাঙ্গ দেখি আমি আপন নজরে। ইউসুফ মাঙ্গেন দোয়া আল্লাহর রাহে মতি। জোলায়খা থাকেন যদি পাক হলে সতী। তোমার করমে আল্লা ভাবনা কিসের। জোলায়খা মাঙ্কেন যাহা দেহ তুমি ফের। এয়ছাই কহিয়া শির জমিনে রাখিল। আল্লাহর করমে রূপ জোলায়খা পাইল। জোলায়খা বলেন শির উঠাও ইউসুফ। বখশিল ইলাহি মোর ছুরত সেরূপ। লানত কুফর দীনে ছিনু এতদিন। এত দুঃখ দিল মোরে ইলাহি আলমীন। এতদিন নাহি জানি কুদরত কামাল। সেই যে করিল মুঝে পাগল বেহাল। ইউসুফের মেহের নাহিক দেল পরে। ইলাহির নাম লয়ে থাকিব কারারে। ইলাহি করিল পয়দা তামাম আলম। তাহারে না ভাবি আমি বড়ই অধম। জোলায়খা দেলেতে ভাবে ইলাহি পরওয়ারে। চন্দ্রের সমান রূপ দিল যে আমারে। হুরপরী জিন রূপ দিলেন খোদায়। ইউসুফ অবশ হৈল দেখে জোলায়খায়। ইউসুফ দেখিয়া তবে বিবি জোলায়খারে। আশকে অবশ হৈল দেখিয়া বিবিরে। যে বলে ইউসুফে আমি দিব আনাইয়া। এনাম বখশিশ দেয় তাহার লাগিয়া। এই রূপে বিলাইয়া দিল যত ধন। তবু না ভুলাতে পারে ইউসুফের মন। জোলায়খা পাগল হৈল হুশ নাহি তারে। বাওড়ী হইল সেই ইউসুফ খাতেরে। জোলায়খা ইউসুফ শোকে চক্ষু হৈল কানা। ছারখার কৈল বেশ ডালিল গহনা। দাসি বান্দী লোকজন আছিল তাহার। একে২ ছেড়ে গেল হইয়া বেজার হাঁকাহাঁকি করে। সদা বনে মাঠে ঘাটে। সঙ্গে সঙ্গী নাহি কেহ কুত্তা পায়ে কাটে। যে রুপ যৌবন গেল ছারখার বেশ। ইউসুফ বিহনে তার তনু হৈল শেষ। পাগল হইয়া ফিরে বাজারে ২ যারে দেখে তারে পুছে ইউসুফের তরে। জোলায়খার এই

www.pathagar.com

দশা করিল খোদায়। তামাম লস্কর নবী নিল মাঙ্গাইয়। ইউসুফ কহেন শুন সিপাই সরদার। চলহ তামাম লোক করিতে শিকার। চলেন তামাম লোক করে ঘোড়াঘোড়ি। সেই রাহে পড়ে ছিল জোলায়খা সুন্দরী। ইউসুফ চলেন আগে সব লোক পিছে। আসিয়া পৌছিল সেই জোলায়খার কাছে। দেখিল রাহাতে পুছে জোলায়খা বেহাল। পুছিল ইউসুফ তারে কেমন খেয়াল। কোথা গেল মালমাত্তা সেরূপ যৌবন। কোথা গেল দাসি বান্দী যত লোকজন। জওয়ানি উমরে তুমি কেন হৈলে বুড়ি। চোখেতে হইলে কানা গায়ে ৪৪ উড়ে খড়ি। জোলায়খা বলেন শুন ইউসুফ জামাল। তোমার লাগিয়া মোর হইল এহাল। আশক আগুন জ্বলে দেলের ভিতরে। ধরিয়া চিবুক দেখ মেরা বুক পরে আশকে পুড়িয়া আমি হৈনু ছারখার। সাচ্চা কিনা মিছা দেখ আলামত তার। ইউসুফ চিবুক ধরে জোলায়খার বুকে। দেলের আগুন তার লাগিল চিবুকে চিবুকে। জ্বলিয়া তার লাগিল আস্তিনে। ইউসুফ হয়রান তবে তাপের জ্বলনে। জোলায়খা বলেন তবে না পার সহিতে। এয়ছাই আগুন জ্বলে আমার দেলেতে। আমার দেলেতে এই সদাই আফসোস আজিজ শরমে রহে হেটশির হৈয়া। যে যার ঘরেতে গেল শরম পাইয়া। ইউসুফেরে দিল বাদশা এনাম একরাম। উজির করিয়া তারে শুপে সব কাম। ইউসুফ উজির হৈয়া মাঙ্গায় সব রাজা। মাঙ্গায় সকল লোক যত ছিল প্রজা। অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত। যারা শুনে গায় তার বাড়ুক হায়াত।

হজরত ইউসুফের উজির হইবার বয়ান

লঘু ত্রিপদী

ইউসুফ উজির, আপনি হাজির, মাঙ্গায় রায়েত সবে। কহে বাত রাস, কর গিয়া চাষ, সকলে যে ভাগ পাবে। ভাগে যত জমি, কৃষাণেতে কমি, ক্ষেতি কামে দিব। দিয়া বন্দখানা এক২ জনা, এক সনে বুঝে লিব রায়েতে কহিয়া। নিল লিখাইয়া সকল রায়েতের ঠাঁই পাইয়া। দেলাসা চলে যায় চাষা, বিদায় উজিরের ঠাঁই ইউসুফ উজির, করিয়া রাখিল ফিকির। দেশে ২ ঢেড়া দিয়া বুঝিয়া এ কাজ, সকল আনাজ, কিনিয়া রাখিল নিয়া মৌজুদ করিয়া, রাখিল রান্ধিয়া, সুখে গেল সাত সাল। সাত সাল পরে, দুনিয়া উপরে, আইল দারুণ আকাল এই সাত সাল পড়িল আকাল, সকল দুনিয়া উপরে। আইল লোনাপানি, হইল গেরানী আকালেতে লোক মরে। বুঝিয়া এ কাজ, যতেক আনাজ, রেখেছিল জমা করি। দেখিয়া আকাল, লইয়া সে মাল, বেটে দিল বাড়ি। ২ সে সব খাইয়া, লোক রহে জিয়া। গোজারিল সাত সাল। কহেন অধীন, আইল সুদিন, সবে খোশালিত হাল।

ঙ. লোকছড়া

ছড়া লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান একটি জনপ্রিয় শাখা। পণ্ডিতদের মতে, আদিম দেব-দেবতার গুণকীর্তন ও স্তব স্তুতির জন্যই ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে এক ধরনের মন্ত্র উচ্চারিত হতো। এই মন্ত্রই কালের বিবর্তনে ছড়ায় পরিণত হয়েছে। সংস্কৃত 'ছটা' থেকে প্রাকৃত 'ছড়া' হয়ে বাংলায় 'ছড়া' শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে বলে হরিচরণ

www.pathagar.com

বন্দোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে উল্লেখ করা হয়েছে। সুকুমার সেন 'ছড়া'র দুটি অর্থের কথা বলেছেন-১. ছড়ানো, প্রকীর্ণ, বিক্ষিপ্ত; ২. গ্রথিত, গাঁথা-মালা ছড়া। তাঁর মতে, গানের মধ্যে ছড়ানো আর পর পর গ্রথিত-এটি ছড়ার বিশেষত্ব। লোকছড়াকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বিশিষ্ট লোক-সংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "যাহা মৌখিক আবৃত্তি করা হয়, তাহাই ছড়া, যাহা সুর ও তালসহ গান করা যায়, তাহাই সঙ্গীত। তবে ছড়ার আবৃত্তিতে যে সুর এবং তাল ব্যবহৃত হয়, তাহা কবিতার সুর ও তাল (rhythm), কোন কোন ছড়া সুর করিয়া গানের মত গাওয়া হয়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নগন্য। ছড়ার আবৃত্তিতে কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না; সঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হইতে পারে; ছড়ার সুর বৈচিত্র্যহীন, সঙ্গীতের সুর বৈচিত্রময়।" ফোকলোরবিদ মযহারুল ইসলামের মতে, 'ছড়া ছন্দোবদ্ধ সহজ-সরল ক্ষুদ্র কবিতা যার অবয়ব ধ্বনিময় ও তালপ্রধান শব্দগুচ্ছ নিয়ে গড়ে ওঠে এবং যার ভঙ্গি চটুল, চঞ্চলগতি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল।'

একটি ছড়ার গঠন কাঠামোয় সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। ১. সূচনা, ২. মাঝের অংশ বা বিস্তার, ৩. শেষাংশ বা সমাপ্তি। সুকুমার সেনের মতে ছড়ার প্রথম ছত্র কেউ একজন রচনা করে দিতে পারলেই হলো। বাকিটা আপনিই হয়ে ওঠে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ছড়ার শ্রেণিকরণ করতে গিয়ে নয় প্রকারের ছড়ার উল্লেখ করেছেন। যেমন- ১. শিশু বিষয়ক, ২. ছেলে খেলার ছড়া, ৩. মেয়েলি ব্রতের ছড়া, ৪. পারিবারিক ছড়া, ৫. পশুপক্ষী বিষয়ক ছড়া, ৬. নৈসর্গিক ছড়া, ৭. অতিপ্রাকৃত ছড়া, ৮. কাহিনীমূলক ছড়া, ৯. ঐন্দ্রজালিক ছড়া।

বাঘার লোকছড়া

লোকছড়া : ছড়া লোক সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ। এগুলো দেশের কোনো বিশেষ অঞ্চলের সম্পদ নয়। কারণ এমন প্রচুর ছড়া রয়েছে যেগুলোর জন্ম যেখানেই হোক না কোনো লোকের মুখে কোথাও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হলেও বিস্তার লাভ করেছে দেশের সর্বত্র। রাজশাহী জেলার বাঘা অঞ্চলে নানা রকম ছড়া প্রচলিত আছে। নমুনা স্বরূপ কিছু ছড়া তুলে ধরা হলো :

১.

মিতুল সোনা রাগ করেছে
কথা মোটেই কয় না
বায়না ধরে দিতে হবে
হিরে মোতির গয়না
রাগ করোনা মিতুল মনি
মুখ করোনা ভার।

২.

খোকা যাবে চকছাতারি
সঙ্গী হবে কে?
বনের টিয়া বলল হেঁকে
আমায় সঙ্গে নে।

www.pathagar.com

৩.
ইচিং বিচিং ঝাপিয়া ঝিঙ
ব্যাঙের মাথায় মোষের শিং
শিঙের উপর বসল টিয়ে
মাথায় সোনার টোপর দিয়ে।

৪.
উলু বনের গর্তে বাঘা
এক যে ছিল শেয়াল
দেয়াল পেলে বসে বসে
গাইত শুধু খেয়াল।[১৭]

৫.
আতালি পাতালি নিম চাতালি ঘর,
আগুন নাই পানি নাই, দাও চাট্টে ভাত
আজ আমার গবর হাত
কাল বিদ সোনার থালায়
দই দিয়ে ভাত।

৬.
কাজী বাড়ির খানা,
তিন বাগুনের ছানা।
মধ্যে একটু আলু,
চেরুৎ চুরুৎ ডাল।
সব্জি হল খাটা,
কাজী হল খাপ্পা।

৭.
ধান সস্তা পান সস্তা,
আরও সস্তা মুড়ি।
চ্যাংড়া ছোড়া লিকা করল,
চামড়া ঢিলা বুড়ি।

৮.
গাঁও গেরামের মাটির বাড়ি
মেঠেল পথে গরুর গাড়ি
পথের ধারে ধানের মাঠ
মাঠ পেরুলেই নদীর ঘাট।[১৮]

চারঘাটের লোকছড়া

১.
আমার নাম মিতা
চুলে পড়ি ফিতা

www.pathagar.com

কানে পড়ি দুল
কনক চাপার ফুল।
তাদের বাড়ি দোতালা
করে শুধু ইশারা
তাদের সাথে আড়ি
যাইনা তাদের বাড়ি।
মাগো তোমার পায়ে পড়ি
পুতুল এনে দাও খেলা করি
পুতুলের মাথায় লম্বা চুল
বেঁধে দেব গোলাপ ফুল।
গোলাপ ফুলের সুগন্ধে
বর আসবে আনন্দে
বরকে খেতে দেব কী
গরম গরম জিলাপি।[১৯]

২.

আল্লা আল্লা বল বান্দা
বল নাহি ঘরে
সোনার টুপি মাথায় দিয়া
বাগুন চুরি করে।
বাগুনের ফালা ফালা
ইলশে মাছের পেটি
রাইত পোহালো বিয়া হল
জরিনারও বেটি।
এক হাত বোল্লা
বার হাত শিং
উড়ে যায় বোল্লা
ধা তিং তিং তিং।[২০]

ধাঁধা

কাঠের বলদ, চামড়ার শিং,
যাচ্ছে বলদ পারছে নিদ। (শামক)

ইচকোনচি বিচকোনচি, কোনটি লোহার খাঁচা,
তাহার উপর বাস করে মানিক চান্দের রাজা। (কচুরী পানা)

জ্বলে আর চলে, আগুন থাকে জিভে,
সাত সমুদ্রের পানিতে নাহি নিভে। (জোনাকী)

কথক : জিয়াউর রহমান, পিতা : ইয়ার প্রামানিক, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলাঃ রাজশাহী, বয়স : ২৬, শিক্ষা : এসএসসি, সংগ্রহকাল : ৮.০৬.২০১১।

www.pathagar.com

হরির উপর হরি, হরি শোভা পায়,
হরিকে দেখিয়া হরি, হরিতে লোকায়। (পুকুরে পদ্মের উপর ব্যাঙ ও সাপ)
চারটা হারা ঘিয়ে ভরা,
ডাঠুন নাই উপুর করা।[২১] (গাভীর দুধ)

লোকছড়া

একটি মায়ের একটি বেটি
কাজ করতে পারব না
স্বামী আমি যাব না।
রানা তুমি আমার হাতের কলম
তুমি ছাড়া বাচবো না
স্বামী আমি যাব না
ঘরে আছে ছোট ননদ
তাই করিবে গঞ্জনা
স্বামী আমি যাব না।
রানা তুমি আমার গলার মালা
তুমি ছাড়া বাচবো না
স্বামী আমি যাব না।
ঘরে আছে বিধবা ননদ
সে বাড়াইবে জ্বালা
স্বামী আমি যাব না।
রানা তুমি আমার পকেটের সোনা
তুমি ছাড়া বাচবো না
স্বামী আমি যাব না।
চল চল রানা আমায় দাও গয়না
তুমি ছাড়া বাচবো না
স্বামী আমি যাব না।[২২]

গোদাগাড়ি উপজেলার ছড়া

১

টুননুনি পাখি
ল্যাচো দেখি
না বাবা ল্যাচবো না
পোড়্যা গেলে বাছবো না
বড় বুবুর বিহ্যা
শাবান শাম্প দিয়্যা
শাবান শাম্প কিনবো না
বুবুর বিহ্যা দিব না।[২৩]

www.pathagar.com

২

ঘু ঘু ঘু
প্যাটে ফু
কি ছেল্যা
ব্যাটা ছেল্যা
ব্যাটা কৈ
মাছ মারতে গেলো
মাছ কৈ
চিলে নিলো
চিল কৈ
মগডালে বসলো
মগডালে কৈ
ভাঙ্গা পড়লো
ধোবার মা বুড়ি
কাঁঠ কুড়্যাতে গেলি
আপনি মরলি জাড়ে
কলা গাছে আড়ে
কলা পড়া ধাপ ধুপ
বুড়ি খাই গাপ গুপ।
গাইলিবি না চাছুর লিবি
গাই লিলে দুহ্যা খাবি
বাছুর লিলে বাহ্যা খাবি।[২৪]

ওপেনটি বায়োস্কোপ খেলা :

গ্রামীণ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বেশ পছন্দের খেলা ওপেনটি বাস্কোপ খেলা। খেলার শুরুর সময় দুইজন খেলোয়াড় পরস্পর তাদের হাত দু'খানি উচু করে ফাঁদের আকারে দাঁড়ায়। অন্যান্য খেলোয়াড় একে একে সেই ফাঁদের ভিতর দিয়ে পার হয় এবং ছড়া কাটতে কাটতে খেলা শুরু হয়। ছড়াটি নিম্নে দেয়া হল :

৩

ওপেনটি বায়োস্কোপ ট্রেন ট্রেন টেইস্কোপ
রাজার বাড়ি যেতে পান সুপারি খেতে
পানের বাঠায় মরিচ বাটা
স্পিরিং এর চাভি আঠা
সাহেব বুলাছে যেতে পান সুপারি খেতে
যশোরের চিরনি
ভাল করে রাখনি
'আমার নাম মধুমালা
গলায় দিব পুতিরমালা।[২৫]

www.pathagar.com

৪
বাঘ দেখে ডরাই না
বাঘের দুদু খাই না
মিথ্যা কথা বলেনা
অসৎ পথে চলে না
ফুল, ফুল
ফুল ফুল্লাই।[২৬]

ঘুম-পাড়ানি ছড়া :

১. আয়রে নিন্দু আয়
কাল বাদুড়ের ছা
কালাইতে পুকা পড়ে
বাছ্যা বাছ্যা খাই।

২. ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এ্যাসো
খাট নাই পালং নাই
সাফার চোখে বসো
উড়কি ধানের মুড়কি দিব
শ্যাল্লী ধানের খৈ দিব
দুধ চিড়া ভিজিয়্যা দিব
চুপ কর‍্যা খাবে রে
শাপন বাবু আমাদের ঘুমু যাবে রে।[২৭]

৩. ইচি বিচি ধানের চিচি
ধানের ভূয়েঁ লখিন্দর
সেই লখিন্দর ধরা পড়ল
খোপ্পের ভিতর
খোপ খোপ চিয়ড়ি
খলস্যা মাছের ঝোল
সবার পাতে এখ্যান দু'খ্যান
বাবুর হাল তোল।[২৮]

বি. দ্র : সকলে হাত মাটিতে বিছিয়ে একজন হাত মুট (মোঠিন) বেঁধে সবার হাতে বাড়ি দিবে আর একে একে হাত তুলে নিবে অর্থাৎ একজন করে পেকে গেল। শেষের জন দোষি সাবস্ত হয়ে প্রথম ব্যক্তি এক হাত কানে থাকবে আর এক হাত দোষি (চোর) দুই হাত দিয়ে ধরবে আর মারবে। এই ভাবে বাচ্চারা খুব আনন্দ উপভোগ করবে।

উব, কচি কচি পেয়ারার পাতা
মাগুড় মাছের ঝোল
সব জামাই খ্যায়া গ্যাল মেজ জামাই কৈ

www.pathagar.com

ঐ অ্যাসছে জামাই লাল গামছা লিয়া
লাল গামছা লিবো না বেটির বিহা দিবনা
ব্যেটি লিবো সাজিয়ে টাকা দিব গুজিয়া
টাকার ওপর সোনার থাল
জামাই বাবু মুছলমান।[২৯]

দশ/পনের জনের মধ্যে গণনা করে বের করে খেলা শুরু করা কানামাছি, খ্যানি খেলা, ঝাল-ঝাপ্পা খেলা।

ইচিং বিচিং চিচিং চা
চৌদ্দ আনায় বাড়ি যা
ইং বিং সেপটিপিন
বাবু খায় ভিটামিন
ভিটামিনে পোকা
ডাক্তার বাবু বোকা।[৩০]
কাঠবিড়ালী কাঁটাল খায়
দাঁত গুল্যা দেখা যায়
রাজার বেটির বিহ্যা হয়
লম্বা লম্বা শাড়ি পায়
শাড়ির ভিতর ঢোড়া সাপ
দৌউড়্যা এ্যালো কন্যার বাপ
কন্যার বাপে মিচকি হাসি মারে
চামচ কিন্যা দেরে।
একট্যা চামুচ লিবো না
দাদির বাড়ি যাব না
দাদি দিল গুড় মুড়ি
খ্যাতে খ্যাতে কন্যার বাড়ি
কন্যা দিল ভাঙ্গা ঢোল
চড় বোড়্যাকে বাবা বোল।[৩১]

লোকজ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার ফিল্ডওয়ার্ক ভিত্তিক গ্রামীণ লোক সমাজের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা মেয়েলি গীত, প্রবাদ, ধাঁধাঁ, ছড়া লোকজ উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ না করলেই না। তবুও এ অঞ্চলেও এখানো অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ভার বয়সী মানুষের মধ্যে অল্প পরিসরে এখনো এগুলোর প্রচলন আছে। আধুনিকতার ছোঁয়ার সাথে সাথে দাদ-দাদি, নানা-নানীদ্বয় এ সকল গাল-গল্পের আসর তেমন সমাজে আবার প্রচলন নেই কিছু কিছু নিরক্ষর মানুষগুলো এ সকল ধারার প্রচলন অব্যহত রেখেছে।

www.pathagar.com

পুঠিয়া-দুর্গাপুরের ছড়া

পাটের ছড়া

ও দেখ ইংরাজি দিচ্ছেন ভাল উপদেশ পাটের
ও চাষ কম কর ভাই কলির শেষ
আর হায় কি মজার পাটের চাষ, পাটে করল সর্বনাশ
আর হায় কি মজার পাটের চাষ, পাটে করল সর্বনাশ
ভার লোভে পড়্যা ভিটা মাটি সব করিল চাষ গো
কি বুলব ভাই পাটের গুণ বিঘাতে হয় তিন চার মুণ
ও তাতে ধৈর্য কি আর ধরে চাষা কতই খেটে মরে গো
বাংলার সরকার পাটের আবাদ খেয়াল করে দেখল তামান
আমিন ঘুরে মাঠে মাঠে টাকার লোভে তারাই খাটে
ওদেয় বুদ্ধির করি তারিফ নল ফেলিয়া করে জরিপ গো
ষোল আনা জরিপ করে লুটিশ দিল ঘরে ঘরে
ও বুনো তিন ভাগের এক ভাগ নইলে ঘটিবে বিপদ গো
আইন যদি নাহি মান বুলব কি আর নাই সামান্য
ও সাড়ে তিনশ টাকা ফেল ন্যাহি ছয় মাসের জেল গো
ওরে চাষা বুদ্ধিনাশা ভাঙ্গা তুমরা পাটের বাসা

ওপাটে নাইখো লাভের অংশ মেলেরিয়ায় মারে বংশ গো
হায় কাঙালি খুদ বাঙালি ঘরে ভাত জুটেনা
আর তোমার ঘরে এত ফসল তবু খাতে পাওনা গো
ধান কালাই বুট মসুরি অড়ল গম আর খেসারি
ও কত জলে বোনা আমন আরও সিয়ান ডাকা মনে গো
আলু পটল কুমড়া বেগুন সুমাশ ঝিঙ্গা মনের মুতন
ওল কচু মান মুলা গাছে দেখি কাঁচা কলা
ও কতো শিম করলা পাছে কলভ ঝুলে গাছে গাছে গো
আম জাম তাল পেয়ারা নারকেল কাঁঠাল কতই ধরা
এগলা সব আমাদেরি দেখা আঙ্গুর ধরে থোকা থোকা গো
কাঠ বাদাম সফেদা গাছে কামরাঙ্গা তো ধরে আছে
ও কত আঙ্গুর জাইফল আমি বুলে জানাই সকল গো
আদা অসুন মরিচ পিঁয়াজ গোল মরিচ গুজরতি এলাচ
ও আপনি কপি লাগান সারিসারি আমি বুদ্ধির তারিফ করি
ও দেখ ইংরাজি দিচ্ছেন ভাল উপদেশ পাটের
ও চাষ কম কর ভাই কলির শেষ।[৩২]

পাটের ছড়া সম্পর্কে তথ্যদাতার ভাষ্য

ছড়া হচ্ছে, যখন আমাদের এই দেশ বৃটিশ শাসন করত সেই সময় নীল চাষ হত। তখন যার যার জমি অনুযায়ী ইচ্ছা অধীন চাষ করতে পারত না। তারপরে ওই

www.pathagar.com

ইংরেজরা খুব শাসন চালাত। তারপর বুলল পাটের চাষ করা হবে না। তোমরা পাট ভাঙ্গে ফেলে দিয়ে নীল চাষ কর। সে সময়কার এটা রচনা। পাট চাষের গান। এটা কমপক্ষে আমি শিখছি ষাট বছর আগে। মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগে। বাংলাদেশে এসে তিনি অনেক জায়গায় শুনিয়েছেন যেখানে গান-বাজনা হয়। আর যখন গানের দলে ছিলেন (ভারত) তখন গান-বাজনার জায়গায় শোনাতেন।

দুর্গাপুর উপজেলা থেকে সংগৃহীত ফোকলোর উপাদানের পরিচিতি

ঘুমপাড়ানি ছড়া-১

এক কতা (কথা) ব্যাঙের মাথা
কি ব্যাঙ সরু ব্যাঙ
কি সরু বান গরু (বান=বান্ধা)
কি বান পাঁচ বান
পি পঁচা লটি পঁচা
কি লটি ঘুড়ার (ঘোড়ার) ঘাস
কি ঘুড়া লীল ঘুড়া
কি লীল (নীল) হোপ লীল
কি হোপ কাঁঠালের টোপ
কি কাঁঠাল মিঠা কাঁঠাল
কি মিঠা পুলি পিঠা
কি পুলি দুয়ার খুলি
কি দুয়ার ভাল দুয়ার
কি ভাল বড়ের নালা
কি নালা নাকের খেল।

ঘুম পাড়ানি ছড়া-২

ছুটু (ছোট) ছুট খাজুর গাছ
এই নিয়ে আমার বারে দ্যাশ (দেশ)
এই খাজুর পাকিব
আমরা মা কাটিব
ও রসুন খালা গো
আমার মায়েক বুজাও (বোঝাও) গো
না কাটে না যেন।

তথ্যদাতা : প্রচলিত এই দুইটি ঘুম পাড়ানি ছড়া পাওয়া গেছে মোসা : হালেমা খাতুন (৮০), স্বামী : আশেক ফকির, গ্রাম : কিশেরপুর (কিশোরপুর), পোস্ট : বখতিয়ারপুর, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : রাজশাহী। এরকম অনেক ছড়া তিনি জানতেন বর্তমানে আর মনে করতে পারেন না। ছোট বাচ্ছাদের ঘুম পাড়াতেন এ ছড়াগুলো বলে। আজ থেকে ৬০/৬৫ বছর আগে তিনি এ ছড়াগুলো শিখেছেন।

www.pathagar.com

খেলার ছড়া (মতিহার থানা)

১. ইচিং বিচিং চিচিং চা
প্রজাপ্রতি উড়ে যা
ইন বিং সেপটিপিন
শাবানা খায় ভিটামিন
ভিটামিনে পোকা
মাস্টারসাব বোকা।

২. আমার নাম মিতা
চুলে পড়ি ফিতা
কানে পরি দুল
গোলাপ চাঁপা ফুল।
পাশের বাড়ির সেলিনা
তার সাথে খেলি না
তার সাথে আড়ি
যায় না তাদের বাড়ি।

৩. সরি সরি সাব নেমে
আতা হে কহি
সবি সবি সাব নেমে
আতা হেকহি
মাহি দিল মেরা হাই
মেরা দিল পেয়ার কপি।

৪. টুনটুনি পাখি
নাচত দেখি
না বাবা নাঁচব না
পড়ে গেলে বাঁচব না
বড় আপুর বিয়ে সবকো সাবান দিয়ে।
চাম্পারে চাম্পা
গলায় গামছা
কাখে কলসি
হাতে বালতি
সাজনীর ফুল
কবুল বুল
হ্যাচ কুচ কুচ কিসের পাতা

৫. দাদা দাদা ফুলবাগানে যাব
পড়া লেখা হয়েছে হয়েছে
যাও
দাদা দাদা ফুলবাগানে ভুত

www.pathagar.com

ওই ভূত তোর নাম কি?
হুতোম পেচাঁ
আমাকে একটু ধরতো?
দাদা দাদা পালাও নাহলে ধরবে।
৬. ঝা ঝু ঝি
কাভি ওপর কাভি নিচ
কাভি উল্টা কাভি সিদা
কাভি হাই কাছি বাই
কাভি হ্যাপ্সাপ।
৭. মালা আইসক্রিম
কিলস ত্রি
আলু কাটি মিচি মিচি
ই-ই-ই (২)
নদীর কূল সরিষার ফুল
নদীর কুল সরিষার ফুল
ল-ল-ল-ল (২)
আখলা বনে শাপলা কাটি
আখলা বনে শাপলা কাটি (২)
আকাশে তিনতারা
আমার নাম জাহানারা
আমি কি জানি
ঠাণ্ডা লেবুর পানি (২)
এক দুই তিন
এক দুই তিন
নেংড়া বাবু চেংড়া আলাব্বু
সিলেট গোলাপফুল (২)।
৮. চাঁন চিকড়ি শিতল পাটি
ডালে বসেছে
সোহানা ওঠো সোহানা ওঠো
চাঁন চিকড়ি .....বসেছে
সোহানা বসো বসো
চাঁন চিকড়ি .... বসেছে
জ্যোজি বস বস
চাঁচ চিকড়ি .... বসেছে
সবাই নাচ নাচ
চাঁন চিকড়ি .... বসেছে
সবাই কাঁদ কাঁদ

www.pathagar.com

৯. হ্যাঁক্কা ব্যাক্কা লেবুর গাছ
লেবু খাবে কে রে?
পারভিন ছোড়া রে
লেবুর দাম দিবে কে
পারভিন ছুড়ি রে।
১০. পেপসি ঝিলমিল
হাত ছড়া; ছাড়ব না
এক দুই তিন।
১১. নদীর ধারে বসে আছে
ছোট্ট একটি মেয়ে
ও মেয়ে ওঠো
চোখের পানি মুছো
চারিদিকে তাকিয়ে দেখো
কোনটি তোমার সাথী।
১২. ইকড়ি মিকড়ি চাঁন চিকড়ি
চাঁন্দের আড়া দক্ষিণ পাড়া
ওঠো ওঠো ভাই রে
মমের ছাতি ধর রে
ছাতি পর ঘুগরি
বসে মারে টুকরি
এলপাত বেলপাত
তুলে নাও সোনার
কপালে হাত।
১৩. একে ঋতু
দুয়ে ডবল টু
তিনে ঘোড়ায় চড়ি
চারে চারে কাটা ধিন ধিন (৩)
পাঁচে কদম ফুলের ঝুমকা পরি
ছয়ে সিগারেট খাই
সিগরেসাড়ি।
সাতে মাথা ঘুরে বন বন (৩)
আটে আসুনতো দুলাভাই
বসুনতো চেয়ারে
একগ্লাস শরবতে কিকি লাগে
সোয়া কেজি চিনি লাগে।
নয়ে বাঁশের পাতা নড়ে চড়ে
সীমার কথা মনে পড়ে
সীমাক যদি দেখতে চাও

www.pathagar.com

চিঠি লেখে পাঠিয়ে দাও
পাঠিয়ে দাও।
দশে দশে দশে হাত লাগে
বড় গায়ের দুধ লাগে
বড় ভাবীর দুধ লাগে
সেই দুধ খেতে মিঠা লাগে।
এগার এগারতে আম আম আম
কাঁচা মিঠি আম
সেই আম কিনতে গেলে
বহু টাকা দাম।
বার-তে হাসনা হেনা ফুলের ডানা
ফুল ফুটেছে দুপুর বেলা
মায়ে বলে কিসের জ্বালা
ভয়ে বলে বিয়ের জ্বালা।
তের-তে আমার নাম জুলি
ভারতের গুলি, জুলি গুলি।
চৌদ্দতে চোর
পনেরতে পূর্ণিমা
ষোলতে ষোলা
সতেরতে সুতা
আঠারতে আঠা
উনিশতে ওড়না
বিষতে বিয়া
একুশে আমাদের স্কুল
দুই তিন তালা
টিফিনে খেতে দেয়
পাউরুটি কলা
আমাদের আপামনি
আইয়ে বিয়ে পাশ
পড়া না পারলে
মারে টুসটাস
বাইশতে লতাপাতা হা হা
কাক ডাকে কা কা
মামা দুই টা ঘোড়ার ডিম।
তেইশতে রিক্সাআলা বাবাজি
একপোয়া জিলাপি
জিলাপি খেতে মিষ্টি লাগে
পয়সা দিতে কষ্ট লাগে

www.pathagar.com

আমার নাম জুব্বার
আল্লাহু আকবার।
চবিশে চোর আব্বা জাব্বা সলতি পলতি
মাজা সালাম সালাম মাজা
সলতি পলিতি আব্বা জাব্বা।

১৪. ওয়ানটু থ্রি
পড়ে পেলাম বিড়ি
বিড়িত নাই আগুন
পড়ে পেলাম বাগুন
বাগুনে নাই বিচি
পড়ে পেলাম কেঁচি
কেঁচিত নাই ধার
পড়ে পেলাম হার
হারে নাই লকেট
পড়ে পেলাম পকেট
পকেটে নাই টাকা
চলে এলাম ঢাকা
ঢাকাত নাই গাড়ি
ফিরে এলাম বাড়ি
বাড়িত নাই ভাত
পুটকি শুকা থাক।

১৫. ইচি বিচি ধানের চিচি
ধানে জল কবিতর
ওই কবিতর ধরা পল
খাঁচারই ভিতর।

১৬. ডাস, কস, সিঙ্গারা, বুলবুল, ময়দান, টিয়া।

তথ্যদাতা : ১। মোসা : সোহানা খাতুন, বয়স : ০৯ বছর, পিতা : মো. রাজ্জাক আলী, শিক্ষা : তৃতীয় শ্রেণী, ২। মোসা : শ্রাবণী খাতুন, বয়স : ০৮ বছর, পিতা : মো. বাদশা আলী, শিক্ষা : দ্বিতীয় শ্রেণী, ৩। মোসা : জ্যোতি খাতুন, বয়স : ১০ বছর, পিতা : মো. সোলায়মান আলী, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী, ৪। মোসা : তৃপ্তি খাতুন, বয়স : ০৯ বছর, পিতা : মো. বাবলু, শিক্ষা : তৃতীয় শ্রেণী, ৫। মোসা : বৃষ্টি খাতুন, বয়স : ১৩ বছর, পিতা : মো. বাবলু প্রত্যেকই এই গ্রাম এবং একই পাড়ার বাসিন্দা। তাদের গ্রাম : শ্যামপুর থান্দারপাড়া, পোস্ট : শ্যামপুর, থানা : মতিহার, জেলা : রাজশাহী, সংগ্রহের তারিখ : ২৯.০৮.২০১১।

www.pathagar.com

মোহনপুর উপজেলার ছড়া

ছড়াগান

১

টুটু সরকার গাছে ওঠা দরকার
গাছে থেকে পড়লে
ঔষধের দরকার।
ঔষধ নাই ঘরে টাকা চুরি করে
সাত দিন পরে জেল খেটে মরে।

২

হাডুডু খেলব, তবলা বাজাব
তবলার তলে মোমবাতি জ্বলে
জ্বলুক বাতি, পুড়ুক তৈল
শরিষার আগালে পাকা বেল
পাকা বেলের গন্ধ হাই স্কুল বন্ধ
হাই স্কুলে যাব না বেতের বাড়ি খাব না
বেত গেল ভ্যাঙ্গে, হেডমাস্টার কান্দে।

৩

গায়ের মেয়েরা কিতকিত খেলে
সুন্দরী ভাবী তেতুল কুড়াতে যাবি
তেতুল নিলো চোরে, বাচ্চা হলো ভোরে
বাচ্চার নাম কী তেলে ভাজা চুচ্চুড়ি।

৪

কোচি কোচি পেয়ারা কোচির কি চেহারা
কোচি যখন পাকবে পথের লোক দেখবে।
হ্যালো হ্যালো কি যে হলো, বাচ্চা হলো
বাচ্চার নাম কি? তেলে ভাজা চুচচুড়ি।
আমরা দুটি বোন ফুলের মতন
বাবা যখন বিয়ে দিবে মনের মতন।

৫

তাল তলা দিয়ে পানি যায়
পুটির মাছে গান গায়
ও দুলালির মা তোমার দুলালি বসতে জানে না
ঘরে লক্ষী থুয়ে দুঃখ দেওনা।
বাঁশের ঝাড় দিয়ে পানি যায়,
পুটি মাছে গান গায়

www.pathagar.com

ওগো আমার দোলাভাই
এখনকার ছেলে মেয়ে পাগলু জামা চাই।

৬

টুনটুনি পাখি নাচতো দেখি
না বাবা নাচবোনা পড়ে গেলে বাঁচব না
বড় আপার বিয়ে খী সাবান দিয়ে
খী সাবান নষ্ট, বড় আপুর কষ্ট।

৭

চাঁম্পাবতি দুধের সর কেমনে বাধি পরার ঘর
পরার বেটা মারল চড় হাই আল্লাহ মরণ কর
কাঙলিরে কাজলি টিকলি কেন আনিস নি,
এনেছিরে এনেছি দাদুর হাতে দিয়েছি
দাদু আমার ভাল তাল কুড়াতে গেল,
তালের পিঠা খাবনা বৌ আনতে যাবনা
বৌ এর নাম নাজমা., ঝুমুর ঝুমুর বাজনা
স্যাজন্যার পাতা, স্যাজন্যার ফুল
নাজমা তুমি কবুল কবুল।[৩৩]

চ. লোককবিতা

রাজশাহীর বাঘা অঞ্চলের প্রধান লোককবি হলেন ময়েজ উদ্দীন সা। অক্ষরজ্ঞানহীন এক অসাধারণ প্রতিভাবান লোককবি ময়েজ উদ্দীন সা ওরফে ময়েজ সা জন্মে ছিলেন রাজশাহী জেলার বাঘা থানার পদ্মাতীরবর্তী আম-জাম, কাঁঠাল কলায় ঘেরা ছায়া সুশীতল পাকুড়িয়া ইউনিয়নের কামাল দিয়াড় সিংগিরচক গ্রামে। গ্রাম্য দিনমজুর কাঠঘানি চালক ময়েজের গানে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনা, বঞ্চনা, নির্যাতন, অশান্তির বাস্তবচিত্র অংকিত হয়েছে। সুখের চিত্র ময়েজের গানে নেই। দারিদ্র্য, দুঃখ, ভূমিকম্প, বন্যার বিবরণ তাঁর গানে বাস্তব মূর্তিতে ধরা দিয়েছে। সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মের নামে ভণ্ডামী, জমিদারী অত্যাচার এবং স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গও তাঁর গানে স্থান পেয়েছে।[৩৪]

দ্যাখ বাঙ্গালীর কি দুর্দশা,
তোদের সোনার বাংলা খড়ের বাসা
তোদের পয়সা অন্যদেশে
শ্বেত পাথরের রাস্তা বাঁধা
তাদের শরীর স্বাস্থ্য থাকবে বলে
তার উপর রবাট কষা ॥[৩৫]

বাংলার বিভিন্ন রাজশক্তির পদচারণা যেমন রাষ্ট্রকে আন্দোলিত করেছে, তেমনি সমাজকেও। ব্রিটিশ শাসিত প্রায় দু'শো বছর (১৭৫৭-১৯৪৭) বাংলা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন মুখর। যদিও (১৯৪৭-১৯৭১) পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে ছিল ২৪ বছর।

www.pathagar.com

একটি দেশকে জাগাতে হলে আগেই জাগাতে হয় সমাজকে, এই সমাজ জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন আমাদের দেশের সাহিত্য জগতের রাজনীতি ও সমাজ সচেতন কতিপয় ব্যক্তি। ময়েজ সা তাঁদের অন্যতম।

লোককবি ময়েজ উদ্দীন সা জন্মেছিলেন এক দরিদ্র সা পরিবারে। কাষ্ঠঘানি চালক তেল উৎপাদনকারীদের বলা হতো সা, সাজি বা কলু। তারা বংশানুক্রমে ছিলেন তেলি সা। ময়েজের পিতার নাম ছিল ফরিদ সা। ফরিদ ছিলেন তেলি সা। কবির মা-র নাম ছিল মুক্তি বিবি। পদ্মার ভাঙনে পরিবারটি বাঘায় এসে বসতি স্থাপন করে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে। কিছুদিন পর ফরিদ সা পারিবারিক কারণে বাঘা থেকে বাস উঠিয়ে নিয়ে যান লালপুর থানার বুধপাড়া গ্রামে। সেখানে শ্বশুর বাড়িতে তিনি বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই ফরিদ সা-এবং তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। শিশুকালে পিতামাতার মৃত্যু হলে ময়েজ সা, ভাগ্যক্রমে কামাল দিয়াড় গ্রামে ফিরে আসেন এবং চাচা আমির সার আশ্রয়ে লালিত পালিত হতে থাকেন। ধুনাই সা নামে কবির এক চাচা বাস করতেন কুষ্টিয়ার ফিলিপনগর গ্রামে। বালক ময়েজ সেখানে চলে যান এবং কয়েক বছর ফিলিপনগরে বসবাস করেন। ৬ বছর বয়সে কবি চলে যান নাটোরের লালপুর থানার মাঝ পাড়ার গৌরীপুর গ্রামে তাঁর নানা সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কাছে এবং বার বছর বয়স পর্যন্ত সেখানে লালিত পালিত হন সন্তান স্নেহে।

অতঃপর ময়েজ ফিরে আসেন কামালদিয়াড় এবং নিজ গ্রামের নিরাপণ সা-র কন্যা পাঁচীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর অস্থিরচিত্ত কবি স্ত্রীকে নিয়ে চলে যান লালপুরের গৌরীপুর গ্রামের নানা বাড়িতে। সেখানে কিছুদন বসবাস করবার পর পুনরায় ফিরে আসেন কামালদিয়াড় গ্রামে পিতার বাস্তু ভিটায়। পারিবারিক ষড়যন্ত্রের কারণে কবি পিতার বিষয় সম্পত্তি হারিয়ে দুঃখ দৈন্যের মধ্যে দিনাতিপাত করতে থাকেন। জীবন ধারণের অন্য কোনো উপায় না থাকায় ময়েজ দিনমজুরি করতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ মেধা এবং দেহশক্তির অধিকারী কবি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনো প্রকারে জীবন ধারণ করেন কিন্তু লেখাপড়া শেখা সম্ভব হয়নি।

দুঃখ দৈন্যময় জীবনেও ময়েজ গান বাজনার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ছমির উদ্দীন সরকার তাঁকে স্বীয় গ্রাম কালিদাসখালিতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। এ সময় কবি দিন মজুরি ছেড়ে পিতৃ পুরুষের ঘানি ব্যবসা শুরু করেন। জীবনের এই মোড় পরিবর্তনের কালে ময়েজ গান রচনায় মেতে ওঠেন। সুকণ্ঠ কবি গান রচনা করতেন এবং গাইতেন। স্থানীয় শিল্পরসিক ব্যক্তিরা কবিকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। আর্থিক কষ্টের দিনে ছমির উদ্দীন সরকার এবং কালিচরণ সাহা কবির প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন। এঁরা কবিকে নানাভাবে পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছিলেন। বন্ধু কালিচরণের মা কবিকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। দুই পরিবারের সঙ্গে ময়েজের আমৃত্যু গভীর সম্প্রীতি বজায় ছিল।[৩৬] ময়েজ সার পিতা ফরিদ সার দুই সন্তান ছিল। প্রথম সন্তানের নাম মফেজউদ্দীন সা (১২৮৬-১২৯৫, কৈশোরে মৃত্যুবরণ করেন) এবং দ্বিতীয় সন্তান ময়েজউদ্দীন সা (১২৯০-১৩৫৫ আনুমানিক)।

ফরিদ সা-র দ্বিতীয় সন্তান ময়েজ সা-র তিন ছেলে দুই মেয়ে। প্রথম মজির উদ্দীন সা (জন্ম-১৩২৫), দ্বিতীয় মহিরউদ্দীন সা (জন্ম ১৩৩০ মৃত্যু ১৩৯৭), তৃতীয় ফুলজান

www.pathagar.com

বিবি (জন্ম ১৩৩৪), চতুর্থ গুলজান (মৃত্যু ১৩৩৬, কৈশোরে মৃত্যুবরণ করেন), পঞ্চম মসলেমউদ্দীন সা (মৃত্যু ১৩৩৮, কৈশোরে মৃত্যুবরণ করেন)।

ময়েজ সা-র বড় সন্তান মজিরউদ্দীন সার আট সন্তান। চারটি ছেলে ও চারটি মেয়ে। প্রথম শাহাদৎ হোসেন (জন্ম ১৩৫৮), দ্বিতীয় রিজিয়া খাতুন (জন্ম ১৩৬২), তৃতীয় আবু বক্কর সিদ্দিক সা (জন্ম ১৩৬৬), চতুর্থ রাজিয়া খাতুন (জন্ম ১৩৭০), পঞ্চম পাপিয়া সুলতানা (জন্ম ১৩৭৪), ষষ্ঠ ওসমান গণি (জন্ম ১৩৭৬), সপ্তম তসলিমা খাতুন (জন্ম ১৩৭৯), অষ্টম জিল্লুর রহমান সা (জন্ম ১৩৮৪)।

ময়েজ সা-র জন্ম মৃত্যুর সাল সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না, তেমনি কোন গানটি তিনি প্রথম রচনা করেছিলেন তারও হিসেব আমাদের হাতে নেই। অনুমান করা যায় ময়েজের জন্ম হয়েছিল ১২৯০/৯১ বঙ্গাব্দে। ১৩০২ মোতাবেক ১৮৯৭ বাংলায় এক মারাত্মক ভূমিকম্প হয়। সে দিন ছিল মুহর্‌রমের দিন। সে দিন ময়েজ বাঘায় মহর্‌রমের মেলা দেখতে এসেছিলেন। ঐ ভূকম্পনে বাঘা শাহী মসজিদের ক্ষতি হয় (যা মেরামত করা হয় ১৯৭৬ সালে) এবং দরগা এলাকার অনেক ঘরবাড়ি ধবংস হয়ে যায়। এ সব ব্যাপার মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। ভূমিকম্পের সময় ময়েজের বয়স ছিল ১০/১২ বছর। কবির মৃত্যুর বছর ১৯৪৮ বা ১৯৪৯ হবে। চাঞ্চল্যকর ইয়াজোল হত্যা মামলায় ময়েজ সাকে জড়ানো হয়েছিল। ইয়াজোলের লাশ মজির উদ্দীন মিয়া দেখতে গিয়েছিলেন আঁধারকোটা গ্রামে। তখন তিনি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। এই হত্যা মামলার (১৩৫৪-৫৫ রাজশাহী কোর্ট) আসামি ময়েজ যে 'জেলের গান' রচনা করেছিলেন তা তাঁর শেষ বয়সের রচনা। এবং কিছুকাল আগে তিনি রচনা করেছিলেন 'কন্ট্রোলের গান' এবং 'পাকিস্তানের গান। এ দুটি গানের বিষয়বস্তু ১৯৪৭/৪৮ সালের ঘটনাকেন্দ্রিক। এসব অনুমাননির্ভর তথ্য থেকে মনে হয় কবি ময়েজ সা কমপক্ষে ৬৫/৬৬ বছর বয়স পেয়েছিলেন- জন্ম আনুমানিক ১৮৮৩ মৃত্যু ১৯৪৯ খ্রি.।

আপনকালের যে সব সামাজিক রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও সমস্যা কবিকে আলোড়িত করতো সে প্রসঙ্গে তিনি গান রচনা করতেন। জীবনের অসঙ্গতি, মিথ্যা, অসাধুতা, ভণ্ডামি তাঁকে পীড়িত করতো। এ সব ব্যাপার তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে। কবির 'তিলক কাটা কয়েক ব্যাটা হলো মহান্ত' গানটি ব্যঙ্গাত্মক। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় তিনি 'পাকিস্তানের গান' রচনা করেছিলেন। সমকালের দুর্ভিক্ষাবস্থা এবং রেশনিং প্রথা নিয়ে কবি যেসব গান রচনা করেন তা সমাজ সচেতন কবির যোগ্য কীর্তি।

ইয়াজোল হত্যা মামলায় অকারণে সন্দেহবশে কবিকে আসামি করা হয়েছিল। পরে তিনি নির্দোষ হিসেবে মুক্তিলাভ করেন। বিচারের আগে কয়েদ খানায় থাকবার সময় খাওয়া-দাওয়া পোশাক আশাকে যে কষ্ট ছিল তা নিয়ে ময়েজ একটি উপভোগ্য গান রচনা করেছিলেন। তাঁর সে গানটি সম্ভবত কারাধ্যক্ষ সাহেব শুনেছিলেন এবং তাতে প্রীত হয়ে ময়েজের উপর কোনো জুলুম না হয় সে রূপ আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিচার এবং খালাসের ব্যাপার কোর্টের এখতিয়ারভুক্ত তাতে কারাধ্যক্ষের কিছু করণীয় থাকে না। যা হোক কারামুক্তির পর কবি খুব বেশিদিন জীবিত ছিলেন না।

www.pathagar.com

ময়েজের গানগুলো কেউ সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখেনি, তবে সঙ্গীতপিপাসু ময়েজ ভক্তদের মুখ থেকে তা সংগ্রহ করা হয়। লিখে না রাখার কারণে ময়েজের মৃত্যুর পর গানগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। জেলখানার গানটি আংশিক সংগ্রহ করা হয়েছে। ময়েজ বলেন :

ভাইরে জেলখানাতে দুঃখে আছি কে বলে
পায়খানায় যাই জল ভরে খাই এক লুটাতে সব চলে
ভাইরে জেলখানাতে দুঃখে আছি কে বলে।
আর দুটি প্যান্ট, দুটি শার্ট, দুখানা কম্বল
একটা থালা একটা লুটা করেছে সম্বল।
এক খুরা ভাত, এক খুরা ডাল
তাতে ক্ষুধার হয়না ইতি
আবার ডাল কিংবা ভাত চাইলে পুলিশ ডাণ্ডা ধ্যালে
ভাইরে জেলখানাতে দুঃখে আছি কে বলে।[৩৭]

ময়েজ সা পদ্মার ভাঙনে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। বাল্যকালে মাতৃপিতৃহীন হয়ে তিনি চাচার কাছে মানুষ হন। লেখা পড়ার সুযোগ তার জীবনে ঘটে না। বড় হয়ে দিনমজুরি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। অশিক্ষিত ময়েজ বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত সংস্কৃতি-অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং কথার মিল দিয়ে গান রচনা করে তাঁর গ্রাম এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ময়েজের উত্তরাধিকারী এবং ভক্তদের মুখ এবং খাতা থেকে সংগৃহীত কিছু গান আমরা পেয়েছি। অশিক্ষিত গ্রাম্য দিনমজুর, কাষ্ঠঘানি চালক ময়েজের ভাষা অনাড়ম্বর আপাত শিল্প বৈভবহীন, বাস্তবধর্মী, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর গানে অশ্লীল শব্দ এবং অরুচিকর চিত্র সংযোজিত। তবে অধিকাংশ গানেই গ্রাম্য জীবনের সাধারণ মানুষের দুঃখবেদনা, বঞ্চনা, নির্যাতন, অশান্তির বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত। সুখের চিত্র ময়েজের গানে নেই। দারিদ্র্য দুঃখী মানুষের বিবরণ, প্রশাসনের নির্যাতন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বর্ণনা নদী-ভাঙ্গন, ভূমিকম্প, বন্যার বিবরণ তার গানে বাস্তব মূর্তিতে ধরা দিয়েছে। জমিদারী অত্যাচার এবং স্বরাজ আন্দোলনের প্রসঙ্গ তাঁর বক্তব্যে ধরা পড়েছে। যাদের জন্য তিনি গান লিখেছেন এ গানের ভাষাও তাদের।

লোককবি ময়েজ সা নিরক্ষর হলেও তিনি ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। লেখাপড়া না জানলেও গান রচনায় ছিলেন দক্ষ। বর্তমান গবেষক কর্তৃক ময়েজ সার চল্লিশটি গান সংগৃহীত হয়েছে। এ গুলো ময়েজ সার পুত্র, কন্যা, নাতি ও এলাকার বিভিন্ন সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত।

সামাজিক সমস্যা বা গ্রাম জীবনের ঘটনানির্ভর গানে আছে ইতিহাসের তথ্য, মানব চরিত্রের জটিলতা, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ এবং হাস্যরস। 'কন্ট্রোলের গান'-এ কন্ট্রোল বা রেশনিং প্রথা ইতিহাসের সত্য। এক দিকে সাতচল্লিশের দেশ ভাগ অন্যদিকে দুর্ভিক্ষে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে এসেছিল বিশৃঙ্খলা এবং নিদারুন দৈন্য। চাল, ডাল, চিনি, তেল, লবণ সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে চলতো কালোবাজারি। কন্ট্রোল ব্যবস্থা সেদিন মানুষের যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল। ময়েজের গানে তার পরিচয় আছে। তিনি

www.pathagar.com

বলেছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চিরকাল দোকানে পাওয়া যেত কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর তা বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। চোরাকারবারিরা এ সব নিয়ে যে খেলায় মাতলো তাতে গরীবের জীবন হলো বিপর্যস্ত। ধান, চাল, কাপড়, কেরোসিন ইত্যাদি নিয়ে যে কাণ্ড ঘটতো সে সব কথা ময়েজ নির্ভীকভাবে বর্ণনা করেছেন। ফুড কমিটির সেক্রেটারি, ডিলার, পেট্রোল অফিসার ইত্যাদির কর্মকাণ্ড আর আচরণ ময়েজ সাহসের সাথে উচ্চারণ করেছেন :

ক. সেক্রেটারির কাছে যায় বিধবারা সব কাপড় চায়
বলে ঝাট কামায়ে কাপড় কি বানাবো?
সদ্য যদি কাপড় চাও, কাছে একরাত থাইকা যাও
কাল সকালে কাপড় দিবো ভালো।
...কন্ট্রোলের আইন কেন হলো ॥

খ. দেশের ধন মহাজন ভাবছে তারা সর্বক্ষণ
আমাদের ঐ ব্যবসা মারা গেল–
লাইসেন কিনিলে মাল রাস্তায় করে চৌদ্দহাল
ঘুষ দিতে লাভের অংশ গেলো।

গ. অধীন ময়েজ উদ্দিন বলে ম্যাসটেটদের বাস্ত পেলে
পাবলিক তোদের হতো ভাইরে ভালো
পুরানো যা ত্যানা ছিল পরে এতদিন গেলো
এখন দেখছি বেইজ্জত হলো...।[৩৮]

ময়েজ সা তাঁর বেশির ভাগ সঙ্গীতেই বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছেন স্বদেশ কিংবা সমাজের পটভূমি। তিনি তাঁর সঙ্গীতে আমাদের সমাজের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন। যেহেতু সঙ্গীত আমাদের জীবনের কথা বলে তাই তিনি সমাজের এ সব অসংগতি তুলে ধরার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন সঙ্গীতকে। এ ছাড়াও তাঁর সঙ্গীতে অত্যাচারী শাসক এবং ভারতের স্বাধীনতার কথাও প্রসঙ্গক্রমে নিয়ে এসেছেন এবং তাতে সঙ্গীত রচয়িতার স্বদেশ প্রেমেরই পরিচয় পাই।

সংবেদনশীল লেখক মানেই সমাজ সচেতন শিল্পী, সত্য প্রকাশে অকুতোভয় সৈনিক। লোককবি ময়েজ সা বিভাগ পূর্ববর্তী বাংলাদেশের এক প্রধান সঙ্গীত স্রষ্টা। যদিও তার সঙ্গীত চর্চার প্রয়াস শুরু হয়েছিল সেই চল্লিশের দশকে। সমাজ ও স্বদেশ নিয়ে তার ভাবনার যে ক্রম বিবর্তন তা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই বেশি প্রতিফলিত হয়েছে।

লোককবি ময়েজ সা ছিলেন সৎ ও সফল ব্যক্তিত্ব, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির গৌরবময় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল ও মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মহৎ ও হৃদয়বান মানুষ। তাঁর নিজ ধর্মের প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি ধার্মিক ছিলেন কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। কর্তব্যে নিষ্ঠাবান, সদালাপী এবং অন্যায়ের প্রতি আপসহীন এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

নিরক্ষর ময়েজ সা অনেক গান রচনা করে ছিলেন, সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়নি। অনুরাগী আত্মীয় বন্ধুরা তা মুখে মুখে জারি রেখেছিলেন

www.pathagar.com

অনেক দিন, তারপর স্বাভাবিক কারণেই অনেক গান হারিয়ে গেছে। ২০০৪ সালে বাঘা অঞ্চলের এম. ফিল গবেষক মো. আবদুল ওহাব, সে তার গান সংগ্রহ করে গবেষণা করেন। তার গবেষণার থিসিসের অংশটি ২০১১ সালে "লোককবি ময়েজ সা : জীবন ও গান" নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সুরের মাধুর্য ময়েজ সা'র সঙ্গীতকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। তার কয়েকটি গান নিচে দেয়া হলো :

১. কন্ট্রোলের গান

বল কন্ট্রোলের আইন কেন হলো
কন্ট্রোলের আইন হয়ে বিপদ ঘটে গেলো
মোদের মান পজিশন গেলো ॥
তেল, লবণ, কাপড়, চিনি, চিরদিন খায় কিনি
মুদির দোকানে পাওয়া গেলো
হাট ও বাজারে গেলে টাকা দিলে বহু মিলে
এখন আমরা পাই না কেন বলো ॥
বাড়ি বাড়ি মানুষ গুনি তেল লবণ কাপড় চিনি
যার যা লাগবে ভাংনি করে লিলো
কাগজেতে লিখাইয়া নিজের নাম সই করাইয়া
কাগজের নামে রেশন কাট পেলো।
বল কন্ট্রোলের আইন কেন হলো ॥
ত্যাল লবণ আসে যখন রেশন কাট লিয়ে তখন
কন্ট্রোলের দোকানে যেতে হলো
যা লেখা আছে রেশন কাটে বলে তা দিবে না বটে
সারির গুনাক ধমকায়ে খ্যাদালো
বল, কন্ট্রোলের আইন কেন হলো ॥
বড় লোকের রাত্রি হলে হেরিকেল লম্প জ্বলে
গরীবের কি দুর্দশা বলো
তিন ছটাক ত্যাল পাবে, রাঁধে বাড়ে খাওয়া হবে
অন্ধকারে বিছিন পাড়ে শুইল ॥
গরীবের বিপদ হলে খ্যাড়ের লুড়ো জ্বেলে
ভাল ত্যালের সলতে ধরাইলো
মনে খুব বিরক্ত হয়, কত মেয়ে গালি দেয়
বারচুদা কন্ট্রোল কোথায় ছিল ॥
চিনি চালে পরে চোখ গরম করে বলে
তোমার লাগে চিনি কি বানাবো
বড় লোক বাবু যারা চিনিগুলো পাচ্ছে তারা
মুণ্ডা মিঠাই চা খেতে লিলো ॥
ফুড কমিটির সেক্রেটারির গুণের কথা বলবো কি
ডিলারের সাথে যোগ দিল ডিলারেতে ভাগ করে লিলো

www.pathagar.com

কাপড় আইলো আশি জোড়া এবার পাবে বিধবারা
তোমাদের সব ফিরে যাওয়াই ভালো ॥
কাপড় আইলো বার খান, পাই মোরা দুইখান
আর দশখান কাপড় কোথায় গেলো
এত কাপড় ঘরে রইলো আমারে ফিরায়ে দিলো
কেবল একখান হ্যাবলের মা পাইলো ॥
বড় লোকের ঝি নারী, রংবেরং এর পড়ছে শাড়ি
গরীব লোক তাই পায়না কেন তাই বলো
গরীব লোকে কাপড় চায়, জুংলী ছিট বাচকানা দেয়
বছর অন্তর একখানা কাপড় পাইলো ॥
কাপড় লিয়ে বাড়িতে আলে মেয়ে লোক সব মন্দ বলে
এ কাপড় কে আনতে বলিল
বড় লোকের ঝি নারী রংবেরং এর পড়ছে শাড়ি
হুকমা মিনসী কোথা দাড়া ছিল ॥
ভিলেজের সেক্রেটারি যারা ফর্দ করে এনে তারা
পাবলিককে মিটিং এর সংবাদ দিলো
একখানা কাপড়ের রশিদ দিবে দুই টাকা কমিশন লিবে
কাপড়ের দাম হিসাব করে লিলো ॥
যেদিন কন্ট্রোল বন্ধ হবে ঐ দুই টাকা কেবা দিবে
কাহার উপর করবি নালিশ বলো
রশিদ খানা লিয়ে হাতে গুদ মারায়ো পথে পথে
ঐ দুই টাকা গহিন জলে পলো ॥
কন্ট্রোল ছাড়া লবণ নাই এই কথা শুনতে পাই
পাঁচ আনা সের হাটে পাওয়া গেল
মনে ভারী সন্দেহ হয় উরা লবণ কোথায় পায়
লক করে কন্ট্রোল আলা দিলো ॥
এক ব্যাটা ক্যারানী লবণ বেচিল শুনি
আরাক দোকানদার খরিদ করে লিলো
লক করে লিয়ে যাতে হোমগার্ডে ধরিল পথে
একশ টাকা ঘুষ দিয়ে বাঁচিল ॥
দেশের যত কারিগর তাহার কপালের জোর
আল্লাতায়ালা এতদিনে দিলো
তারা রাস্তা দিয়ে চলে যায় স্যান্ডেল আরও মুজা পায়
জনে জনে সাইকেল গাড়ি লিলো ॥
সেক্রেটারির কাছে যায় বিধবারা কাপড় চায়
বলে ঝাট কামায়ে কাপড় কি বানাবো?
সদ্য যদি কাপড় চাও, কাছে একরাত থা'কা যাও
কাল সকালে কাপড় দিবো ভাল।

www.pathagar.com

বল কন্ট্রোলের আইন কেন হলো ॥
দেশের ধন মহাজন ভাবছে তারা সর্বক্ষণ
আমাদের ঐ ব্যবসা মারা গেলো -
লাইসেনে কিনিলে মাল রাস্তায় করে চৌদ্দ হাল
ঘুষ দিতে লাভের অংশ গেলো।
অধীন ময়েজ উদ্দীন বলে ম্যাসটেটদের বাস্ত পেলে
পাবলিক তোদের হতো ভাইরে ভালো
পুরানো যা ত্যানা ছিল পরে এতদিন গেলো
এখন দেখছি বেইজ্জত হলো।

২. **সাবেক বাঘার গান**

ভাইরে দেখ বাঘা সাবেক জাগা, আবার যে হলো
দেখিনি চোখে বলে লোকে
তিনশষাট ঘর আয়মাদার ছিল ॥
এখন রইস্ হুজুর থাকে রামপুর
সৈয়দ মিঞা মারা গেল, হামিদ মিঞা রইল
নাজির মিঞা ছিল দেওয়ান, কিয়াম্‌ত যাত্রাগমন
ঐ চাঁদ মিঞার ভাই জঙ্গলে ভাল ॥
পয়লা জমি লিল কিনে কালীচরণ কর্মকার
লাঙ্গল গাড়ি নাই তার বাড়ি, কাজ করে সোনা রুপার,
ঐ যে মুশিদপুরে বাগান করে বাঘার বিলে আবাদ তার
ঘোড়ামারাত ঝাড়।
কত জনাক দিচ্ছে ভাগে আর কত পতিত থাকে
শুধু ভাই তার খাজনাটা সার ॥
নারায়ণপুর বাড়ি করে কালদাসখালির যত ধনী
তারা বাঘা দেশে নিচ্ছে চষে ঝাড় জঙ্গল পতিতজমি
টাকার জোরে খরিদ করে, বাগ বাগান সব ল্যায় কিনি
ওগো পীরজাদার জমি।
গকুল চাচার সাহস ভাল, প্রাচীর দখল করিল
পিয়াজ রোসন পুনকার শাগ বুনি ॥
বিপিনবাবু, নরেশবাবু, রমেশবাবু তিন ভাই তারা
দিঘির পাড়ে জঙ্গল ঝুড়ে থুলনা মেঠেল গাড়া
বিলের জমি নিচ্ছে কিনি কিষিনেরা করছে চাষ
বুনেছে ছাচি পাট।
আর ফাগুন মাসে বুনেছিল ভাদ্দুরে ধুয়েলিল
আবাদে ভাই করল ভারী যশ ॥
গোষ্ঠ খুব করছে কষ্ট দিচ্ছে জমি জংঙ্গল মেরে
লাঙ্গল গাড়ি আছে বাড়ি, দুই লাঙ্গল আবাদ করে

www.pathagar.com

পাইট চাকরে কাজ কর্ম করে নারায়ণপুরের হাটের পর
আছে দোকান ঘর।
মুদিখানার ব্যাচাকিনা, দুই বেলাই হাট ছাড়ে না
ত্যাল লবণ চিনি চড়ে গাড়ির পর ॥
হরিপদ বাবু রোদে কাবু ভদ্র লোকের ছেলে উনি
টাকার জোরে আবাদ করে কিনছে বহু জমি।
পাইট চাকরে কাজ করে সময় বাবু দেখতে যায়
ছাতি জামা গায়।
দুইপর হলে সবকাম ফেলে বাড়ি যায় চলে,
চাঁন্দ করিয়ে খায়ে যে ঘুমায়।
চারু বাবু অমুল্য বাবু ওরাই-দুই ভাই যুক্তি করে
উহার অন্ত বোঝা বিষম মজা, থাকে ভারী গম্ভীরে
নিজের নামে জমি কিনে দৈনিক বহুত পাইট খাটায়
সময় দেখতে যায়।
রমজান লিত্তি লি-খায় ভাজা ময়েজ সা সকল মজা
খানের ঘরে বসে দেখতে পায় ॥
তারা বাবুর অসীম বুদ্ধি উহার অন্ত পাওয়া দায়।
কাচারি ঘরে সদায় ঘুরে তামাকটা খুব বেশি খায়
বাড়ি ছাঁন্দা লিচ্ছে ফাঁন্দা ন্যাং সাহেবের আস্তানা
এদিক ওদিক সীমানা।
লষ্ট করল রমত পালান ওবাবুর কলার বাগান
ইচ্ছা করলে উপড়ায়ে ফেলায় ॥
ভাইরে মোটামুটি বল্লাম যত আর আমি নাম বলব কত
শিকরাম আর কদমপুর ভাই পাকড়া দেশের গিরস্থ
তারা বেনে পাড়ার পুকুর গাড়া ঝাড় জঙ্গল
থুলনাকো সব আবাদ হলো।
করছে কেউ বাতান বাড়ি, দুই বেলায় গরুর গাড়ি
যাওয়া আসার হয় ভারী কষ্ট ॥
ভাইরে এই না বাঘা ধর্মের জাগা, পীর লোকের গোরস্থান,
দৈনিক ও তা লাগতো বাজার ছিল ভাই বহু দোকান
ওগো বিরান হলো উঠে গেল জঙ্গলেরও ঘর তামাম
ছিল শুধুই নাম।
চেরুমণ্ডল যুক্তি করে বলে লগেন বাবুরে
ফের বাঘাতে বসাব দোকান ॥
ঝাড় জঙ্গল ফরসা করে পয়লাতে বসাল কাচারী
তার পরে তুললো হাট চালা।
উদপুর, কদমপুর, পাকড়া, কাদিরপুর, পানি কামড়া
দোকানদার মেলা।

www.pathagar.com

আর আড়ানীর ঐ মহাজনে চাল আনে বহু জনে
তেলের দোকান দেয় ঘেতু ভুলা ॥
আয়েন সরকার তারাবাবু এরাই হল ধনীলোক
মছরত হাজী, বিপিন বাবু এরাই শুদ্ধি দিলযোগ
বাদশা হলো রইস হুজুর তারতো বাঘা দখল ভোগ
সে তো দিলযোগ।
মওলানার ভাই দোওয়া কবুল বাঘাতে হল স্কুল তার
পাজরে হয় গভর্মেন্টের বোর্ড ॥
দেখলাম বটে বাঘা বোর্ড হয়েছে সরকারি ঘর
দেখতে পাকা দিব্যু বাঁকা বার্নিশ করা টিনের পর
রাজশাহী হতে হাকিম এসে খুশী হয় মেম্বরের পর
দেখে বিচার ঘর ॥
যার যখন নথি উঠে হাজির হয় বলে ডাকে,
রাজশাহী কোর্টের মত হয় তাহাদের বিচার
খোশ্ হলো দেখে বোর্ড।
হাকিমে তুল্লো ফটো যতলোক ছিল ঐ সভায় ॥
বাঘা বোর্ডে প্রেসিডেন্ট ভাই আগে ছিল খোকা মিঞা
ওসে পাগল হল বন্ধ রলো আর তো বিচার চলে না
রমেশ বাবু বিদ্যান ভাল আইন তার আছে জানা
ওসে মন্দো লোক ও না।
চারজনাতে যুক্তি করে মহিম সরকারের চকে
দেলজান সরকার আর রশীদ মিঞা
ছয়মাস যায়রে খাজরা গুড়ে, বাঘার হাটে আমদানি
কিনচে ফড়ে চাকি করে, আড়তদার দেশের ধনী
তারা কিনছে বটে নৌকার ঘাটে, পূবদেশে ঐ খরিদ্দার
ঢাকার জেলায় ঘর।
বিকাল বেলায় যেয়ে হাটে আড়ৎদার কিনছে বটে
বেচছে ফড়ে করে উচিত দর ॥
রাম চন্দর আর কিষ্ট ডাক্তার খিতিষ মেগু চারি ভাই
যখন নারায়ণপুরে দোকান করে বসত মোকাম কারো নাই
চকের ভিতর গাহক পত্তর গুড়ের দাদন দেনা দেয়।
খাতায় লিখে থয়।
পড়ে গেল বিলাত বাকি শেষেতে পলো ফাকি
বহু টাকার তবিলমারা যায় ॥
দুই তিন সনে এসে বানে ডুবল দেশের ধান আর পাট
গেল ধনীর ফুর্তিকমি, গিরস্থের নাই পেটে ভাত
এবার সুযোগ বোনে কুষ্টা দরের দিগ আছে ভাল

www.pathagar.com

ধান কিছু পালো।
নারায়ণপুরের কালাচাঁদ ঘোষ, উহার ভাই নাই
কোন দোষ।
ধান দিয়ে লোক রসোগুল্লা খেল ॥
ধন্য দিলাম আয়েন সরকার বিপিন বাবু দুইজনাক
পাঁচ আনির রাজা, রইস হুজুর, দুই রাজার এধর্মের জয়
তাদের হুকুম মতে একঘাটেতে বাঘ ছাগলে পানি খায়
চোক্ষে দেখা যায়।
দুইজনা তো যোগ করে বাঘা আর নারায়ণপুরে
শহর যে বানায় ॥[৩৭]

৩. **ফকিরের গান**

দ্যাকগা রাধা কৃষ্টপুরে এক ফকির এসে মুরিদ করে
ও এক ফকির এসে মুরীদ করে ॥
এসেছে এক মহেস ফকির বাড়ি তাহার মথুরাপুরে
জটুর বাড়ি আখড়া করে মেয়ে মরদ মুরিদ করে ॥
ফকিরের এক ব্যবসা ভাল সব ব্যাধি চিকিৎসা করে
নাভীর গোড়ে মাটি ঘসে তার নিচে ইনজেকশন করে ॥
হিন্দু আর ঐ মুসলমানে দুই পীরেতে মুরিদ করে
মধ্যে শুয়ায় পড়ায় কালাম, যখন যাহার দিকে ঘুরে ॥
ফকিরের ঐ গুপ্ত কালাম বুঝব আমরা ক্যামন করে
শিষ্যদের দিচ্ছে শিক্ষা বাবজি বলে ডেকো মোরে ॥
ফকিরের বাড়ি পদ্মাপারে অনেক গা আসে পাচ করে
কোন গায়ে স্থান পাবেনা, ঐ গায়ে যাই জিগির ছাড়ে ॥
পদ্মাপারের মেয়ে শিষ্য টুটকা দি লেয় বাহির করে
গঙ্গা পার হয়ে কাজ সারে, সেবাদাসী বলে তারে ॥
নয়ান বলে পরান হারান তুরা মুরিদ হসনাকোরে
খেড়ু ভাদু ময়েনুদ্দি হচেন থাকে ঈমানেক ধরে ॥
কলাবাড়ির ছিল ঝড়ি, ভাব দিখি সে গেল সরি
আব্বাস রস্কি যাবে ফসকি, মসারত সা গ্যাছে মরে ॥
ফকির যেদিন যাবে দেশে পাড়ার লোক সব ঘিরে বসে
মেয়ে লোক সব আশে পাশে ইশারাতে ভক্তি সারে ॥
ফকির যেদিন যাবে বাড়ি খই চিড়ির খাওয়া পাড়াপাড়ি
খেজরাগুড় আর গমের রুটি বেঁধে দেয় সব বুকচা ভরে ॥
এমনও অশিক্ষ্যত গাঁ আলেম মুনসী নাই একজনা
মুরদা মলে হয় জানাজা মুল্লার বাড়ি মনারপুরে ॥
যে উস্তাদে গান বাঁধছে, ফকির কি তার অন্যায় করে
মুনসী বলে ময়েজ সা-র কি দোষ ভাই গাঁয়ের ভেদিত লষ্ট করে ॥

www.pathagar.com

৪. **ডাক্তারের গান**

ছাড়া নাই কারো এবার, ব্যারাম সকল ঘরে,
বৈদ্য যারা ভাবছে তারা, ঔষধ দেয় দোকানদারে ॥
যেমন চাপিয়াছে বর্ষা রুগীর নাই বাঁচার আশা
পিত্তির ব্যাধি যৎ সামান্য, শুধুই শেলেস্মা ॥
এবার যেমন লোকের জ্বর, এমনি কবিরাজ রামেশ্বর
ভ্যাটের সত্ব, হাতে পিপল জড় মারল আদার
উনি পানের স্বত্ব আদামধু তুলসীর পাতায় জ্বর সারে ॥
নতুন মানিক সা বুড়িই, উহার নাই চুনের গুড়ি
কুনিয়ানের বোতল নিয়ে ব্যাড়ায় দৌড় পাড়ি
উহার রুগি দেখা যেমন তেমন নুন ব্যাচাতে কাম সারে ॥
কবিরাজ দাদা ঘোষ কুশী, উহার কাজ দেখে হাসি
আরাম রুগি পালে পারে, বড়ই হয় খুশি
উহার আদারীতে নাইকো ঔষধ মন বড়ি তৈয়ার করে ॥
আছে এক রাম কৃষ্টদারী, বলে কবিরাজি করি।
ঠকাস-ঠকাস করে ধাউত বুঝতে না পারি
আর সাপা ব্যাঁঙ্গা দুদিক ভাঙ্গা মিল পড়েনা শাস্ত্রেরে ॥
কবিরাজ ছিল প্রফুল্ল, ও তার বহুৎ মূল্য
সরকারি এক ডাক্তার এসে হল বাহুল্য
ওকে ডাকে না, উনি দেশ ছাড়ে ॥
ডাক্তার এল সরকারি, ওতার চাই বলিহারী
কত পিনকা-পিলা যায় পচড়া দিতেছে সারি
আবার ন্যাংড়া অতুর কানা খোড়া গরীব কাঙ্গাল দেয় সারা ॥
পানিকামড়াতে রমেশ, উহার চিকিৎসাটা বেশ
কেননা চোখ টিপাটিপ গেলনা তার এমনি বদভ্যাস
উনি নিজে দুষ্টু করে নষ্ট-ঠসার জন্য যায় সারে ॥
ডাক্তার পণ্ডিত ভগবান, শুনেন তার চিকিৎসার প্রমাণ
ডাক্তারি চিকিৎসা করে মানে গুন মান,
উহার রুগির আড়ং বাড়ির কাছে থাকে সে স্কুল ঘরে ॥
অধিক বলবো আর কত, ফাজিল পড়ায় ঐ মত
ডাক্তারি চিকিৎসা করে, কার্য্যতে পোক্ত
আবার বক্সিমের গুন বলব কি ভাই বসে আছে পাশ করে ॥
ডাক্তার হ'ল খিতিষ পাঁড়ে, ও কার ভাগ্যে কি করে
কেননা রোগ চিনেনা, ধাউত বোঝেনা রুগির হাত ধরে
আবার কোন রোগের কোন ঔষধ দিয়ে কোন রুগির দিবে কাম সারে ॥
ডাক্তার আছে দামুদর, উহার করি প্রশংসার
এক মুখেতে সুখ্যাতি আর করব কত তার
উহার রুগি দেখা যেমন তেমন ইনজেকশনে কাম সারে ॥

www.pathagar.com

ডাক্তার গোলাম রহমান, শুনেন তার চিকিৎসার প্রমাণ
রুগির কথা শুনলে পারে, কৃমির দেয় প্রমাণ
আবার চোখে না দেখিয়ে রুগিক শুধুই কিড্‌নির দোষ ধরে ॥
ডাক্তার আছে ভাই লালপুর, ওসে এমনি বাহাদুর
গর্মির রুগি পালে পারে সন্তোষ হয় তার পরে
এমন করে, ঔষধ করে, রুগি আর যাবেনা তার দ্বারে ॥
ডাক্তার আছে বিলমাড়ি, ওসে বেড়ায় না দৌড়ি,
পুয়াতি রুগি গেলে পারে, উপকার হয় তারই,
সাত দিনকার প্রসব বেদনা, সাত মিনিটে দেয় সারে ॥
কবিরাজ ফয়েজো সরকার, রুগির ছুটায় যে বেমার
নাইকো উহার চুনের গুড়ি কৌটার ভিতর
উহার রুগি দেখা যেমন তেমন ভাসান গানে কাম সারে ॥
কবিরাজ সংসারের নন্দী, দাদপুর আছে এক বিন্দি
রাজাপুরে বসত করে নাম সুমরা বিন্দি
ওসে অন্য রোগের ধার ধারে না একশিরা ভাল করে ॥
কবিরাজ ছিল ভাই ষষ্টি, ওতার গিয়াছে ফ্রষ্টি
গড়গড়িতে ডাক্তার মিঞা মিলকির গুষ্ঠী
কেবল আছে মণির ভারী গম্ভীর কুনিয়ানে কাম সারে ॥
ডাক্তার আছে আর একজন, দাদপুর লাপিত হরিমন
খুর কেচির ধার চিনে ভালো-রুগির চিনে ধন
উহার রুগি দেখা যেমন তেমন চুল কাটতে কাম সারে ॥
ডাক্তার আছে ভাই পুলিন, উহার মনটা খুব মলিন
অন্যান্য ডাক্তার আজ-কাল হয়েছে কুলিন
পুলিন মলিন বেশে থাকে বসে, ফেল্‌ রুগির আরাম করে ॥
ডাক্তার আছে ভাই কিষ্ট, ওসে রুগিক দেয় কষ্ট
ইনজেকশন সে জানেনাকো ছুঁচ ভাঙ্গায় ফাষ্ট
বিলমাড়ির ঐ ডাক্তার এসে সেই ছুঁচ বের করে ॥
বাবু বলছে বৈদ্যনাথ, তোমরা ডাক্তার জুনাজাত
অন্যলোকের যাহোক তাহোক নিমাই সারা চায়
অন্য লোকে গেলে মারা ময়েজ সা কি ভান করে ॥

৫. **বানের গান**

ভাইরে তেরশ একচল্লিশ সালে
দেশে উঠে এলো বান
বলি শুনেন তার বয়ান ॥
প্রথমে ডুবল দেশের যত পাকা ধান,
কৃষক যারা ভাবছে তারা বলে নিদারুন
বিধি ধান ডুবিল খাব আমরা কি।
কি খায়া বাঁচে মোদের মাগ ছেলি,

www.pathagar.com

বাড়ি ফেলে যাচ্ছে চলে কতজন আজিতের বাড়ি ॥
ডুবলো বাড়ি তাড়াতাড়ি আজিত লোকের বাড়ি যায়
চড়ে ভূরো টিনের লায়।
বৈঠো ঠেলে যাচ্ছে চলে লাল নিশান উড়ায়
গরু বকরী কলার ভূরো, চড়ে ভাইরে ঘাস খাওয়ায়
কেউ উচু জায়গায় বাতান করে রয়
সেখানে বিষম বাঘের ভয়।
কতজনা সন্দ মনে বসে টিন বাজায় ॥
ভিতরি দেশের যত গিরস্ত তারা বানের সুদ জানেনাতো
ধান কাটেলি কয়রা পাতি বিলের মাছ খাব
পাইটে কাটতে গেলে কাঁচা বলে, পাকা ধান কেউ কাটে না
গাতায় কাটবে গাঁয়ের দশজনা।
এই যুক্তি তাদের প্রবল
দুইতিন দিনে বান বাড়িয়ে ভাই সব করল রসাতল ॥
কুমড়ি কলা, শশা ডাটা এই আমাদের তরকারি
বানে গেল গাছ মরি।
ডুবে কচু আছে কিছু, শাক ডাটা জাগি,
মরিচ বেগুন হলদির বিছুন একেবারেই রসাতল
আখা পুনে উঠে পড়ে জল।
ভাইরে চারেদিক সব টলোমল,
বাঁশের মাচা টিনের আখা, তাতে সিদ্ধ করে চাল ॥
কত গ্রাম ডুবায় বানে, গাং দি ভাসে যাচ্ছে ঘর
মানুষ থাকে গাছের পর।
বকরি গরু গেল মরি চারেদিক সাঁতার
উচু বলে শুকনায় চলে, কার গরু ভাই কোথায় যায়।
বে-উল্লিতে কত যে হারায়।
এবার আল্লাজি বিপদ ঘটায়,
বছর ভরে আবাদ করে, গিরস্ত পচা ধান্য খায় ॥
গিরস্ত পাইছে ধানো কাটে রাস্তা দিয়ে যায় হাটি
ডান হাতে সট্‌কা লাঠি।
গামছা পরে, মাথায় জড়ে পরনের ধূতি
জোরে যায় খুব ঘাবঘুবা ঘুব
তামান সড়ক শব্দ হয়, গাড়ায় পড়ে কত আছাড় খায়
আল্লাজি বিপদ ঘটায় ভাইরে চোক্ষেতে সব দেখা যায়
বিলে যায়ে কাঁচি খুলে ভাইরে আন্দাজে হাত রায় ॥
কাঙ্গাল গরিব যারা ছিল, ডুবা ধান সব কুড়ে খালো
ভাদর মাস গেলও,
কিসে বাঁচবে তারা আশ্বিন মাসে, হাকিম বাবু এসে দেশে

www.pathagar.com

করবে মোদের সাহায্য,
দেশের লোক সব যেয়ে বোর্ডে
এখন লেখুক দরখাস্ত ॥
প্রধানেরা যায়ে বোর্ডে লেখুক এখন দরখাস্ত
রাজা করুক সাহায্য।
প্রজা মলে আর কি চলে, তাহার রাজত্ব
পুত্র বলে দয়া করে কিছু দিন দিক খোরাক
রাজা যে হ'ল প্রজার বাপ।
আরও গরিব কাঙ্গাল যত থাক
দয়া করে এতিমেরে কিছুদিন, দিক খেতে খোরাক ॥
হাকিম এল দিন ফেলাল, দেশের লোক সব চলে যায়
নাম সাকিন সব- লেখে দেয়,
একপোয়া চাল নাই তার ডাইল কিদি বল খায়,
চকছাতারী নারায়ণপুরী, আমোদপুর বাঘার মৌজা
এইদেশের লোক প্রায় সক্কলি ল্যায়,
ভাইরে চলাচলে সব চিনা যায়
ধনীমানি কেবল যায়নি তারা চুপ করিয়ে রয় ॥
আর গোপালপুরের ম্যাসিং কলের বাবু বড় পুণ্যবান
চাল চিড়া করিছে দান
দেখে চোঁখে বলে লোকে মস্ত পুণ্যবান
উনি সাধারণ এক ম্যাসিং এতে চিনি করে তৈয়ারি
মেড়ে ভাইরে কুসুর মাদ্রাজি,
ধন্য বাবুর পুণ্যের জয়, বিপদ কালে কাঙ্গালেরে
বাবু খেতে দি বাঁচায়
লালপুরের এলাকা ভরে নাই কো ধনী তার সমান
বিপদ কালে করে দান
দেখে চোখে বলে লোকে মস্ত পুণ্যবান ॥
মাদ্রাজি সেই কুসুরের ভাইরে গুণের কথা বলব কি
জানে তো ঐ বাবুজি,
বিঘাতে করাচ্ছে সাহায্য দশটাকা করিই
আগামী সেই গিরস্তের বহু টাকা দেয় দাদন
কুসুর হ'ল ফরিদ পীরের ধোন
তাইতে বাবুর পুণ্যের জয়
১৩শ ৪১ সালে গিরস্ত কুসুর নাহি খায় ॥
মুর্শিদাবাদ মালদহ পাবনা নাটোর হ'ল রাজশাহীর মহকুমা
এই পর্যন্ত বান ময়েজসা বাধলো গান
দক্ষিনে নদিয়া জেলা, চরা জমিত বসত ম্যালা

www.pathagar.com

তাদের ভাইরে ডুবলো ধান
দেখে চোখে বলে লোকে, অন্য দেশে নাই এত বান ॥[৪০]

মনসুর রহমানের লোককবিতা

১

গোপন হয়ে গেছো মুরশিদ
কোন বা ভুবনে, কোন বা ভুবনে
হৃদয় মাঝে দাও গো দেখা
আমি রইব সুমনে।।

তোমার হাতে অনেক চাবি
আসতে পথে দুলে
গভীর রাতে কয়ো কথা
মনের তালা খুলে।।

ভক্তের ভক্তি অর্ঘ নিয়ে
মায়ার দৃষ্টি দিয়ে
কঠিন মনকে সুন্দর কর
চাইগো গুপনে।।
মনসুর বলে হয় না দেখা
পাই না তাহার রেখা
আবুল বাবার কথা শুধু
শুইনাছি কুমনে।।

২

সদায় টানিও সমিরণ
সঙ্গোপনে তুমি
উঠা নামা বাঁশির সুরে
আঙ্গুল নাড়াই আমি।।
দোমটানি রঙ্গের লাইগা
সঙ্গ যাবে ছাড়ি
সুর আসিলে তারি মাঝে
এসো আমার বাড়ি
একই ঘরের মাঝে গো ভাগ
অমূল্যধন তুমি।।
সময় আশে সময়ে যায়
কত জনকে সুনাই

www.pathagar.com

মনসুরের হিসাব খাতা
ভরে আছে গোনায়
চতুর জনে শুইনা কানে
বলে সে সুর দামি।।

৩

ওগো বাবা আবুল হোসেন
তুমি আল কাদেরী
পদ্মার তীরে তোমার ঘর
মোকাম তালায়মারী।।

খাঁচায় ছিল কোন বা পাখি
বাবা তোমার দেলে
উড়লে পাখি যাইগো চলে
পাখা দুটি মেলে
মুরশিদ নামে ডাকছি সদায়
এসো আমার বাড়ি।।

সূর্য্য ডোবে সন্ধ্যা ঘনে
ধরায় আধার রাত্রে
সুজন ভক্ত হয় শক্ত
নিজ হৃদয়ে মাতে
আমার নাইরে সাধন ভজন
চাই করুণা তোমারি।।

নিগুঢ় তত্ত্ব পাইলো যারা
তোমার মনের ধারা
জ্যান্ত মরা মরল ওরা
থাকবে নাতো খরা
মনসুর আছে অনেক দূরে
সাথে নিও তোমারি।।

৪

কারণ বারি ধারণ করে
বইসা আছে তুমি
আঘরি আছো চোক্ষু বুজে
পাই না চেয়ে আমি। বাবা

পাগল করে আঙ্গুর রসে
তানরে কিবা শুনে
ভৌরব ছুটে উষার পানে রবে রবি গুণে

www.pathagar.com

পথের আলো দেখবে ভাল
সরল সবুজ ভূমি॥

নিয়ত নীতি ভাঙ্গ গোতি
সত্য সাধন সতি
ভুইলা গ্যাছো ভালই আছো
রঙ্গিলার কুমতি
মূলমন্ত্র মনসুরকে দাও
দেবে তোমায় চুমি॥

৫

আলিফ আছে সবার আগে
যাই লামের সাথে
লাম আলিফে বলছে যোগে
হে-ওয়াপেস লু।। আল্লাহু

ডাইনে লেখি ডাইনে মিলে
কোরান পড়ি ডানে
ওজু গোসল কইরা সবাই
চাও মুরশিদের পানে।।
সরল মানুষ ডাকে দোমে
ডানে হতে বামে
নিজ তরিকার নিয়ত করে
নজর রাখো বামে।।

পাগলি মায়ের আশির্বাদে
মাস্তান সুফি বাদে
মুরশিদের ঐ পথের ধারে
পারের জন্য কান্দে।।

আবুল বাবার জিন্দা কাল্ব
অন্ধকারের আলো
পুদুক নয়গো জ্বলে উঠুক
আমার মনের আলো।
মনসুর বলে সবার সাথে
বলো আল্লাহ।।

৬

ও মাঝি ভাই
ধিক ধিক করে নৌকা বয়ে
কোথায় চলে যাও

www.pathagar.com

কখন তুমি আসবে ফিরে
আমায় নিয়ে যাও।।
ঢেউ ঢেউ ভংগা গ্যাছে
দেহ নদীর তীর
করুণার সিন্ধু তুমি
কেন ভাঙ্গ নীড়
দয়া করে এসে ফিরে
নজর তুলে চাও।।
কাঙ্গালেরই হও কাণ্ডারি
ব্যথায় ভরা বুক
মনসুর ডাকে কাতর হয়ে
মনেই বড় দুক
পারের ঘাটে সহজ মনে
বহন করে নাও।

৭

গুরুবাবা লিইখা দিলেন
খেলাফতনামা
সুন্দর হবে মানুষ ভবে
হৃদয় যাবে জানা।। তোমার

লাল হলুদে পিদিম বাতি
মিড়িয়াই জ্বলে রাতি
পাইলাম কিরে হইলাম বুঝি
জন্মগুরুর জাতি
গৌরব মনে আছোরে বসে
হিয়ালি কথা খানা।। তোমার

মনছুর বলে কর মাস্তানি
করিস না ক্যাচ্চামি
নিজের মুক্তি নিও আগে
তা নাহলে বদনামি
সজ জান্তার হল নিন্দা
কাড়ে খেতাব কানা।। গুরু

৮

মুরশিদ আমার আবুল হোসেন
বাড়ি তালায়মারী
দাদা মুরশিদ আব্দুল লতিফ
তরিকা হয় কাদেরী।।

www.pathagar.com

কলকাতা আমতা থানা
ন্যারিট গাঁয়ে মাজার
পর্দা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে
দাদাজি আমার।।

পিতার নাম ইনসার আলী
এই জগতে নাই
গুরু দীক্ষা নাইরে শিক্ষা
পর পারে যাই।।

জাফু চাচা মহির বাবা
আমার সাধু সংগের সাথী
মনসুর নামে ডাকে আমায়
গায়ের মুরুব্বি
হাজার সালাম দিলাম আমি
গুরু জনের চরণে
ভুল ত্রুটি ক্ষমা দিবেন
মনমহাতের কারণে।।

৯

খোঁজ তিথি তোমায় দিবে বিধি
একটি ঝিনুক মতি
শ্যাম সাগরের তীরে পাবে
ঠিক রাখিও চলন গতি।।

কাদা জলে যার বিচরণ
কুমির পাহারা সর্বক্ষণ
সঙ্গ ছেড়ে দূরে গেলে
দেখবে হাতে কিছুক্ষণ
নিজে থেকে আসবে ছুটে
খোয়া দিয়ে রত্নবতি।।

বুক করে ধ্যাকর ধ্যাকর
দেহ করে ম্যাচর ম্যাচর
পালঙ্ক পরে উলঙ্গ শিশু
কথা শুনবি ক্যাচর ম্যাচর
হায়রে কাম সোনারদাম
কালার কেলি সঙ্গে সতি।।

www.pathagar.com

১০

নিরব নিশি সাওরে জল
সাগর পানে ধেয়ে
ঘুরপাক দিয়ে উল্টো দিকে
উজানে যাও বেয়ে।।

নাইতে এসে ভাসায় দেহ
কুলে না তাকাই
কখন আমায় ফেইলা দেবে
সাগর মোহনায়।।

একূল ও কূল দুকূল হারা
আমি কান্দি ভয়ে
পাহাড় চূড়ায় বরফ জমাট
সূর্যের তাপে গলে
স্বচ্ছ জল নিচের দিকে
ধীর গতিতে চলে
পরমগুরু উদয় হইয়া
মানব কূলে যাও লয়ে।।

১১

আমার চোখে গগজ পরা
আলোয় দেখি সন্ধ্যা
শিমুল কদম সজনে কাঠের
নৌকা ঘাটে বান্ধা।।

পরের ভুল ধরতে পারি
নাই মাসুল কড়ি
কাঁচা মূল কথা শুনা
না দেখিয়া এসে মরি
মেকি বলে গিয়াছি ঠেকি
মেষ হবে না আর কান্দা।।

সজরায় নদী গর্জয়ায় বেশ
পরের আশা শেষ
ছন্দ নামের ভক্ত আমি
ব্যথা পাইছ বেশ
কষ্ট পাথর পরখ কইরা
ঘাটে রাখে বান্ধা।।

www.pathagar.com

ছ. কবিগান

কবিয়াল ব্রজেশ্বর সরকারের লোককবিতা

মোহরপুর উপজেলা রাজশাহী জেলা শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। আমরা ৬/১২/২০১১ তাং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের প্রফেসর ড. আবুল হাসান চৌধুরী স্যারের সঙ্গে মোহনপুর থানায় ফিল্ড ওয়ার্ক করি। তারপর আমি ০৮/০১/১২ থেকে তারিখ পর্যন্ত মোহনপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে লোকজ উপাদান সংগ্রহের কাজ করি। ০৮/০১/১২ তারিখে খুব সকালে বাস যোগে মোহনপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। মোহনপুর উপজেলার সইপাড়া মোড় থেকে প্রথমে ভ্যানে চড়ে চার কিলোমিটার দূরে যাবার যায় তিন কিলোমিটার পায় হাঁটার পথ পাড়ি দিয়ে মোল্লা ডাংগি গ্রামে কবিয়াল ব্রজেশ্বর সরকার এর বাড়িতে পৌছাই। তার কাছে থেকে আমি অনেকগুলো লোকগীতি ও ভক্তিমূলক গান সংগ্রহ করি।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ রোজ বুধবার মোহনপুর উপজেলার ধামিন নওগাঁ গ্রামে পিতা সতীশ চন্দ্র সরকার মাতা নীরদা সুন্দরীর অস্বচ্ছল সংসারে জন্ম নেন কবিয়াল ও বাউল কবি ব্রজেশ্বর সরকার। মা বাবার পরম আদরের ব্রজেন। বর্তমানে নিবাস : গ্রাম- মোল্লাডাঙ্গী, উপজেলা মোহনপুর, রাজশাহী।

সোনার চামচ নিয়ে এ ধরাধামে আসেননি তিনি। কিন্তু অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছেন। অস্বচ্ছল সংসারে অনেক বিদ্যার্জন হয়নি ব্রজেনের। মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন তিনি। পড়াশুনা না হলে অনেক বড় বড় ওস্তাদের কাছে দীক্ষা নিয়ে প্রতিভার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন।

বাবা ছিলেন একজন পল্লিকবি ও গায়েন। বাবা এবং তার সুযোগ্য শিষ্যদের তত্ত্বাবধানে অল্প বয়সেই ব্রজেশ্বর গুণী গায়েন হতে সক্ষম হন। সেই শৈশব হতেই নেওয়া দোতারা পরম যত্নে আজও ঝংকার তুলে আমজনতার আত্মার খোরাক যুগিয়ে চলেছেন। তার এই দীর্ঘ জীবনে আসারে গান করেছেন, জয় করেছেন অনেক ভক্তের মন। যুগে যুগে নিভৃতচারী যে সকল গুণীজন জন্মায় ব্রজেশ্বর তাদেরই একজন। নেই কোন প্রচার, নেই কোন প্রাপ্তি আপন মনে সংস্কৃতির অঙ্গনে বিচরন করেছেন আত্মভোলা এই ক্ষ্যাপা বাউল। গান যেন তার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে ভাল নির্মল কোন কিছুই হারায় না। না থাকুক বিত্ত-বৈভব, না জুটুক কোন খেতাব অনাবিল শান্তি আর পরম তুষ্টি তার আপনার মাঝে, এ পাওয়া ও কম কিসে!

কবিয়াল ব্রজেশ্বর একদিকে যেমন দোতারায় সুর তুলে শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে রাখতে পারেন তেমনই উপস্থিত মঞ্চে কবিতা, ছড়া, ত্রিপদী পাঁচালি তৈরি করে কবিগান করেন স্বাচ্ছন্দে। কবি গানে তার খ্যাতি দেশের বাইরেও। তাঁর কবি গানের স্টাইল অন্য দশজনের মত রুচিহীনতায় বাকদুষ্ট নয় বরং মর্জিত ও রুচিশীলতার পরিচায়ক। যৌবনে কবি সরকারের বিভিন্ন প্রচারধর্মী প্রোগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সরকারের কৃষি, পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষরোপন, মৎস চাষ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনসহ বহু বিষয়ে গান রচনা ও পরিবেশন করে দেশ ও জাতির খেদমতে নিয়োজিত রেখেছেন। তার অনেক চিঠি হারিয়া গেছে। একটি চিঠির স্মারক নং এফ.পি.এফ.টি.টি/৮৪/৩৩/১(৩২) তারিখ ০৩-০৮-৮৪ ইং মহাপরিচালক, জনসংখ্যা

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর ঢাকা এর আদেশ বলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহনপুর, রাজশাহী ১৫৫৯ (৯) নং স্মারকে পত্র ইস্যু করেন তাং ২৫-১০-৮৪ ইং এতে উপদল নেতা হিসাবে তাকে অস্থায়ী নিয়োগ দেন। সম্মানি মাত্র ৩০০ টাকা।

কবিয়াল ও গায়েন ব্রজেশ্বর সরকার তাঁর এই ৭৯ বছর বয়স পূর্ণ করেছেন তাঁর মহতী কীর্তি কবি গান ও বাউল গান দিয়ে। নিজের উপস্থিত রচনা ও যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা কত যে উপাদেয় তার চলমান চিত্র ব্রজেশ্বর বয়সের ভারে ন্যুব্জ এই কবি ও গায়েন এখনও প্রাণ প্রাচুর্যে উচ্ছল। এখনও সদা হাস্য ব্রজেশ্বর বাবু যুবকের মত তাঁর পৈত্রিক সাইকেলটির প্যাডেলে ভর করে বিভিন্ন প্রান্তে কবিগান ও বাউল গানে অংশ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছেন। জীবিকার একমাত্র অবলম্বন এই সাইকেল, দোতরা এবং তার গান। তবুও তাঁর কোন বড় চাওয়ার কিছু নেই। জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে প্রচার বিমুখ নির্লিপ্ত এই কবি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার কিছু নিদর্শন রেখে যেতে চান। তাঁর কবি গানের ও অন্যান্য গানের পান্ডুলিপি ভবিষ্যৎ গায়েন ও সাহিত্যের যদি উপকারে আসে সে লক্ষ্যে কোন গবেষক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সহযোগিতা।

কবিয়াল ব্রজেশ্বর সরকারের লোককবিতা

১

মিথ্যা যখন এই ধরণী তখন হেথা কিসের ভয়
দূর করে দাও ভাবনা যত কিছুই সখা সত্য নয়।
সবাই মেকি সবই ফাঁকি যে যার মজে আপন রসে।
মানুষ নাই এই দেশে ভাইরে মানুষ নাই এই দেশে।
অর্থ ছাড়া কাজ করে না স্বার্থ ছাড়া কথা কয় না।
মুখ খানি তার বড় মিষ্ট অন্তর ভরা বিষে।
কথা বেলা বৃহস্পতি কাজের বেনা খশে
এইসব কথা বলিলে ব্রজেন
লোকে পাগল বলে উঠে হেসে।

২

আমি জানতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটি কি?
কেউ বলে ভগবান কেউ বলে আল্লাহ কেউ যিশু কেউ গড ফরমান।

আসল নাম কিবা তোমার কি প্রমাণ।
আমি জীবন ভরে তোমার খবর পাব কি
তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রলয় কারণ
তোমার জন্যে বিশ্ব চলে সর্বক্ষণ।
আমার মনের এই আকিঞ্চন
আমার ফুটায়া দাও জ্ঞানের আঁখি
আমি অবুঝ নরাধম জানি না তোমার ভজন।
কৃপাবারে যুগল চরণ-আমি একটু পাব কি?
পাগল ব্রজেনের এই ভরসা
তোমায় ছাড়া না আসে কোন ভরসা।

www.pathagar.com

তুমি আমার শেষ আশ
শেষ দিনে যেন তোমায় দেখি।
আমি জানতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটি কি?

৩

বাবার দরজা ভারি দিলেন বাড়ি দেল দরিয়ার মাঝারে।
বাবা পুত্রশোকে হয় যেমন কাঁচা বাঁশে লাগে ঘুণ।
সপ্তগুণ থাকে তার ভিতরে।
বাবাপুত্র শোকে জারে জারে কাঁদে অতি বেকারার
কুঁচের পার বিঁধে যায় পাজরে।
ছিল হামজা পালোয়ান মলো তার সাত সন্তান
সপ্তছিদ্র হয় তার কলিজার ভিতরে।

৪

ছাড়িয়া সংসার কোথা চলে যাও দীনহীন বেশ ধরিয়ে
আত্ম পরিজন কাঁদিছে এখন দেখনা তাদের চাহিয়ে
তেজি মমতা দ্বারা পুত্রগণ কোতন মহাদেশে করিছে গমন

দেহেতে সব বৈরাহ্য লক্ষণ কিভাবেতে আছে ডুবিয়ে
শুনিলেনা তুমি আমার বচন দেখিতে তুমি বুদিলে নয়ন।
বলিতেছে পাগল ব্রজেন পেলাম না উত্তর ডাকিয়ে।

৫

কর্মকুঠিতে জনমিয়া ধরাতে বাঁধা হয়ে ধরাতে ধাঁধা আর ছাড়ে না ছাড়ে না
সত্য কীট হয়ে মায়া ঘরে প্রবেশিয়ে সে সাধের ঘরখানি ভাঙ্গিতে বাসনা।
এসেছো ধরাতে বসনা বশেতে মজেছো বিষয় রসেতে
কামনা কান্তের কুনটি মলিতে কতই ঘুরেছো মনে পড়েনা পড়ে না।
অগতির গতি ভেবে অকূলেতে ভেসেছো
হাবু-ডুবু খেয়ে কত হাহাকারে কেঁদেছো
কর্ম বলে কেনারেতে ঠেকেছো।
ব্রজেন বলে এসব আর ভেবো না

৬

(আমার) দয়াল নাম কে রেখেছে সে তোমারে ঠিক চেনে না
যত দয়াল জেনেছি হে আর তো কথায় ভুলব না।
কই হে ধরা কই হে চূড়া কই হে তোমার গুঞ্জ বেড়া
মোহন বাঁশি নিলো কারা কে নিলো কালোসোনা
ত্যাজ্য করে প্রীত ধরা ভুলেছো হে পায়ে ধরা
অধরে রাধার নামটি ধরা, ধরা দেখো সরাখানা
যে করে তোমার আশা তার কি ঘটাও দুদর্শা।
তুমি আশাধারীর ভাঙ্গো বাসা ব্রজেন কে ফেলো না।

www.pathagar.com

ব্রজেশ্বর সরকারের বাউল গান

১.

এ সংসারে যতো সুখ সবি পড়িয়া রবে
জীবন জল বিম্ব প্রায় জলে জল মিশায়ে যাবে
তালার উপরে তালা তেতালায় আর কেবা শুবে

যখন সমন এসে বাঁধিবে কসে ধরণীতে লুটাইবে
সুদের সুদ গনিতেছে ভালো আট বছরে দ্বিগুন হলো
কেবা মাতা কেবা পিতা ম'লে কেবা সঙ্গে যাবে।

২.

সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর
মিছে দেহের গুমান করো গেলোনা তোর ঘুমের ঘোর
কোনদিন পাখি পালিয়ে যাবে তাওতো তুমি জান না
খালি খাঁচা পড়ে রবে ভেবে কেন দেখ না
পাগল ব্রজেন বলে দিন থাকতে গুরুর চরণ ধরো
গুরুর চরণ করো সরণ কেউ হবে না পরো।

৩.

কোন আশাতে আছো বসে আশা করো আশার পর
সবাই আশা করে ভবের পরে বাঁধতে চায় সুখের ঘর।
কত রাজাধিরাজ আশা করে আরো বড় হইবার
কত জন আশা করে হাজার বছর বাঁচিবার।
কোন দিন কারো আশা পূরণ করেনি তো সাঁই
বৃথা কেন করো আশা ঐ আশাতেই পড়বে ছাই।
তোমার আশার বাসা ভেঙ্গে যাবে মনেরে বুঝাও এবার
যে তোমায় পাঠায়েছে ভবে তার আশা করো ব্রজেশ্বর।

৪.

ভালোবাসা ভবের আশা কে কত দিন বা রবে
যে তোমারে রাখে বেঁচে তারে কোথায় পাবে
দেল দরিয়ার কপাট খুলো তারে দেখতে পাবে
পাবে বলে ঐ বিশ্বাসে ব্রজেন বসেছো কি কবে?

৫.

ও তোর মন গুরু যা বলেছে শুনরে মন পাখি
গুরু তোর ভজনের গোড়া গুরু পদে মজাও আঁখি
গুরু মুখের পদ্ম বাক্য হৃদয়ে করিও ঐক্য
গুরু যার হয় সাপক্ষ পারে যাবার ভাবনা কি।

www.pathagar.com

দিন রাতে খেতে শুতে বুঝাও তোরে কত মতে
ব্রজেনকে ধরেছে ভূতে গুরুকে দিতে যাও ফাঁকি।

উপদেশ পদ

এ সংসারে কেউ কারো নয় মিছে আমার আমার করা
সকলি রহিবে পড়ে কেউ সঙ্গে যাবে না তারা
পড়ে জীবের মায়াজালে দগ্ধ হই তার দুখানলে
ভেসে যায় নয়ন জলে কূল কিনারা পাই না তারা
ব্রজেনের তেমনি দশা হয় না যেন ভবের আশা
করি ঐ চরণ ভরসা দুঃখ নিবারণ দুঃখহারা।

মনের শিক্ষা

এ দুনিয়া ভবের বাজার মায়ায় বাঁধা ত্রিসংসার
এ দেহ ভাই মাটির ছবি মাটিতেই করবে বিহার।
আতর গোলাপ সাবান মাখো এতো যত্ন করো কার
এ দেহ তোর হবে পতন শৃগাল কুকুর করবে আহার।
পিতা মাতা ভাই বেরাদার কেউ কারো নয় আপনার
মুদিলে আঁখি সকল ফাঁকি ভেবে দেখ মন কেবা কার।
ব্রজেন বলে শুনরে ও মন ভাবো সেই নিরাকার
শেষের দিনে তারে বিনে গতি মুক্তি নাই আমার।

সংসার তত্ত্ব

যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে
অবসর কেউ তো পেল না।
যৌবনের ভোগ বিলাসেতে
সাধন ভজন হলো না।
এখন জরা ব্যাধি আদি বার্ধক্যে পড়িয়া
মাতৃ পিতৃ ঋণ না গেনু শুধিয়া।
পারিনুনা তাদের চরণ সেবিতে
আমার অন্তে দিবে কতই যাতনা।
পাগল ব্রজেনে বলে যদি পড়ে চরণ তলে
আমার চরণ ছাড়া করিতও না।
যতই যাতনা দেও তেমনি
সহিবার শক্তি দাও এটুকু করি যে প্রার্থনা।

www.pathagar.com

কবিরাজ চান মোহম্মদের লোককবিতা

কবিরাজ চান মোহাম্মদ, পিতা : মৃত আব্দুস সামাদ, গ্রাম : গাংগোপাড়া, ইউনিয়ন : বাকশিমইল থানা : মোহনপুর, বয়স : ৪০, শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণী। তিনি প্রধানত কবিরাজ হিসেবে পরিচিত। মোহনপুর থানার বিভিন্ন হাটে বা গ্রামে গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি ঔষধ বিক্রি করে বেড়ান। ঔষধ বিক্রির সময় তিনি গ্রামের সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজস্ব মেধায় রচিত কবিতা গান গেয়ে থাকেন। ঔষধ বিক্রির সময় এই গান গাইতে তিনজন সুর দিয়ে থাকেন। গানের বন্দনা একজন করেন অর্থাৎ ওস্তাদ বন্দনা দিয়ে গান শুরু করেন এবং অপর দুজন পর্যায় ক্রমে গানে সুর ধরেন। যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন গুপী যন্ত্র এবং খঞ্জরি। এই দুটি যন্ত্র দিয়ে তিনি গ্রামে গঞ্জে ঔষধ বিক্রির পরিবেশকে আরো মনোমুগ্ধকর করে তোলেন। প্রায় ২৫ বছর ধরে তিনি এই কবিতা গান গেয়ে ঔষধ বিক্রি করে আসছেন। ওস্তাদ কবিরাজ আলমগীর হোসেনের কাছে তার হাতে খড়ি। অত্র অঞ্চলের লোকের কাছে তিনি গায়েন হিসেবেও পরিচিত। বর্তমানে তিনি মোহনপুর থানার গাংগোপাড়া গ্রামে বসবাস করছেন। তার ঔষধ বিক্রির কবিতা গান তুলে ধরা হলো–

আমি লিখে জানাই কবিতায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়
বন্দি প্রভু করতার কৃপা পরওয়ার
আমি বান্দা গোনাগার সুমতি দান দাও আমার
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়
আল্লার দোস্ত রাছুলুল্লাহ ইছা মুছা কালিমুল্লা
ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ মা বলেছ্যে যারে আল্লা
বন্দি সবার রাঙ্গা পায়-
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়
এসে পড়ল কলিকাল ভেড়ায় চাটে বাঘের গাল
জুড়ান লোকের মোটা খাল ঔষধ ভাল নিমের ছাল
বিয়ে বাড়ি নারীর পাল ভাদ্রমাসে পাকে তাল
মোদের দেশে পাওয়া যায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
ফুল ভাল গোলাপ কুল নারীর শোভা মাথার চুল
হাওয়া ভাল নদীল কুল দেখতে শোভা সাড়ার পুল
আর আছে কলিকাতা
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
গরম ভাতে বিড়াল বেজার
উচিৎ কথায় বৌ বেজার জ্যোস্না হলে চোর বেজার

www.pathagar.com

বুড়া মানুষ চিড়ায় বেজার জুয়ান লোকের মজা হয়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
হাতী বন্ধ লোহার শিকলে মশা বন্ধ মাকড়সা জালে
উদুর বন্ধ কেচিকলে পুরুষ বন্ধ মেয়ের জালে৩২
লাউ কুমড়া ঘরের চালে প্রত্যেক বাড়ি পাওয়া যায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
মাছ দমন ঝাকি জালে নারী দমন রাগ করলে
বাতাস দমন হারিকেনে গরু দমন হাল জুড়িলে
সাপ দমন ঔষধ ছিটাইলে পাগল দমন কিল গুতায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
হাসি তামাসায় ছেলে পাগল কার্তিক মাসে কুকুর পাগল
ভাজা মাছে বিড়াল বুড়া মানুষ মাছে পাগল
যুবতি দেখে যুবক পাগল আরেঠারে কথা কয়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
খেওয়া ঘাটে নৌকা নষ্ট গাঙ্গের ঘাটে নারী নষ্ট
ধোপাবাড়ি কাপড় নষ্ট টাউন বাজারে পুরুষ নষ্ট
অন্ধলোকের বড়ই কষ্ট রাস্তাঘাটে দুঃখ পায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
ফুল দেখিলে ভ্রমণ মত্ত নারীর প্রেমে পুরুষ মত্ত
মুনি ঋষি ধ্যান মত্ত নামাজ রোজার আলেম মত্ত
রেশ্যারা হয় মদে মত্ত সাধু মত্ত রয় গাঁজায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়
চোরের নজর পোটলার দিকে যুবকের নজর যুবতির দিকে
বিড়ালের নজর দুধের দিকে ফকিরের নজর পয়সার দিকে
হাত বাড়াইলে পাওয়া যায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়
কাপড়ের দাম বেড়ে গেল অভাব পড়ল এই বাংলার।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
খাইতে ভাল হাজারী গুড় তামাকে ভাল মতিচুর

কলের গানের নুতন সুর ইষ্টি তাল অনেক দূর
সস্তার পক্ষে বাংলার ক্ষুর খেওড়িতে চাম পুড়ে যায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
বাক্স বন্ধ চাবি তালা তিলের খোসায় ভরলে ছালা
ধানের আশা দিলে পালা গানের আশা থাকলে গলা

www.pathagar.com

মুড়ি ভাজে ভরা কুলা খাইবার সময় মচমচায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
ছেলে ভাল মেজাজ নরম বউ ভাল থাকলে সরম
পায়ে ভাল পাতলা খড়ম ছায়া ভাল ক্ষুর কদম
শুইতে ভাল বিছানা নরম স্বামী-স্ত্রী দুইজনায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
কুলিন বউ কালো ভাল বুদ্ধিমান শত্রু ভাল
নদীর কুলের হাওয়া ভাল রেলওয়ে বুক ষ্টল দোকান ভাল
সিরাজগঞ্জ সদর জায়গায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
নদীর কুলে বসাও হাট টান জমিতে বুন পাট
ঘরে লাগাও সালটি কাঠ গন্ডগোল হয় কবির হাট
শুইতে ভাল ছাভর খাট শুয়ে শুয়ে পান চিবায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
টাঙ্গাইলের শাড়ি ভাল গাজীপুরে চিনি ভাল
মিরকাদিমের কলা ভাল গোয়ালন্দের তরমুজ ভাল
মালদহ জেলার ফজলি ভাল ফতুল্লার চিড়া ভাল
সাগরকান্দির দৈ ভাল পাতিল উপুড় করে দেয়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।

মুখের শোভা চাপ দাড়ি, বাড়ির শোভা বুড়াবুড়ি
খারাপ-চাকরি পেয়াদাগিরী, রাস্তার খোরাক চিড়ামুড়ি।
ধনী লোকের মোটা ভুড়ি, সুখে চালায় রেলের গাড়ি
নারীর শোভা টাঙ্গাইল শাড়ি, স্বামী দেখলে পাগল হয়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
নুতন ধনীর গৌরব বেশি, ঠেটা ঢেঁকির বাজনা বেশি
আলতা দিলে বউ খুশী কোঁকড়া চুলে উকুন বেশি
বিড়ি দিলে চেংড়া খুশী, পাড়াপশীর মায়া বেশি
বিপদকালে পাওয়া যায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
নুতন নূতন শ্বশুর বাড়ি, যাওরে দাদু দিন চারি
চোখে চশমা হাতে ঘড়ি, কিনে নাওগো সাইকেল গাড়ি
যাইতে পারবা তাড়াতাড়ি, মনে তখন কিবা কয়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।

www.pathagar.com

কত লোকের এই ধারা, ভাঙ্গা ঘরে বসত করা
জুতা পায় ধুতী পরা, চোখে চশমা ঘড়ি পরা
ছেলে মেয়ে ভাতে মরা সেদিক তাহার খেয়াল নাই।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা, ভালবেসে দেয় যে ব্যথা
ইব্রাহিম হাফেজ বড় দাতা, বলে না সে মিথ্যা কথা
আব্বাছ কবির বড় মাথা, নূতন সুরের গান বানায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
মেয়ে লোকের নানান মক্কর, কেউ বুঝেনা খোদার মক্কর
ঢাকার লোক বড়ই চতুর, কথা দিয়ে মাইরা নেয়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।

আম ভাল ফজলি আম, জাম ভাল কালো জাম
মুসলমানের আল্লাহর নাম, হিন্দুর ভাল হরির নাম
খাইতে ভাল হাঁসের চাম, ডালের ভাল সব জায়গায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়
ছেলের শান্তি মায়ের কোলে, নৌকার শান্তি জলে দিলে
নজর শান্তি মায়ের ফোটা ফুলে, ভদ্রের শান্তি চেয়ার টেবিলে
বৌয়ের শান্তি নাইওর গেলে, লজ্জা সরম বেচে খায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়
খেলা ভাল ম্যাজিক ভেল্কি বিয়ের শোভা বাস পাল্কি
হুক্কার শোভা নল আর কলকী, নারীর শোভা চিক ভেল্কি
ঘরের শোভা জানালা খিড়কি, শীতল বাতাস লাগে গায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
মাছ ভাল ইলিশ মাছ, কাঠ ভাল সালটি গাছ
দালান দিতে লাগে রাজ, রোগ হইলে কবিরাজ
দেখতে ভাল বানর নাচ, মেথর রানী করে কাজ
সকাল বেলা পায়খানায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
শাড়ি ভাল শান্তিপুরী, লুঙ্গী ভাল সিঙ্গাপুরী
ব্রেন্ডী ভাল ভাগপুরী, আলোয়ান ভাল রামপুরী
বৌ গেলে মায়ের বাড়ি ছেলের মনে দুঃখ পায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
মানি লোকের মান গেল, ময় মুরুব্বির সম্মান গেল

www.pathagar.com

ফসলের উন্নতি গেল, খাদ্য দ্রব্যের বিষান গেল
রোজা কর নামাজ পড়, ছোট বড় মান্য কর
খোদা আছে বিশ্বাস কর, মাতাপিতার যত্ন কর।

মিথ্যা কথা সবাই ছাড়, ঘুষের আইন বন্ধ কর।
অভাব দেশে থাকবে নয়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
পুরুষ ছেলে বেছে চুরি, সুন্দর নারী যেই বাড়ি
উঠে যায় সেই বাড়ি, কচি বৌয়ের হাত ধরি
পরায়ে দেয় নতুন চুড়ি, টিপে টিপে মজা মারি
পয়সা নিয়ে চলে যায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
অভাবে হয় স্বভাব নষ্ট, গাঙ্গের ঘাটে নারী নষ্ট
হানি ঘাষে জমিন নষ্ট, শাহী-নূর প্রেসের ছাপা স্পষ্ট
আয়নার মত দেখায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
ভাটির দেশে ফকির বেশি, নোয়াখালী আলেম বেশি
ফরিদপুরে কবি বেশি, নওগাঁতে গাঁজা বেশি
যশোহরের কোণে গোয়াল বেশি যে গোয়ালে গরু দাগায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
বাংলা ভাষা মিষ্টি ভাষা, ইংলিশ ভাষা লিখতে ভাল
উরদু ভাষা শিখা ভাল, হিন্দি ভাষায় গান ভাল
মুসলমানের আরবি ভাল, সংস্কৃত হিন্দুর ভাল
নারগী ভাষা বুঝা দায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
কলম এখন বন্ধ করি, কথাগুলি খেয়াল করি
দেখেন সবে বিচার করি, ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করি
রাখবেন সবে রাঙ্গা পায়ে।
আজিকের আমল এসে মিথ্যা কথা সদায় কয়।

ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
অনেক কথা বলতে হ'ল ঢাকার শহর দেখতে ভাল
শ্যামবাজার আড়ৎ হইল সদরঘাটের দোকান ভাল
কি চমৎকার দেখা গেল গুলিস্থানের সিনেমা হল
মির্জাপুরের হাসপাতাল নাম আছে তার সব জায়গায়।

www.pathagar.com

ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়
নারায়ণগঞ্জের চটকল ঢাকার সিনেমা হল আরো
আছে ফুলবল রং-বেরঙ্গের কত ফল অনেক রকমের
বিস্কুট আরো আছে চিড়িয়াখানা হরেক রকম
মেয়েলোক নিউ মার্কেটে পাওয়া যায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়
যোগেশচন্দ্র কবিরাজ জগত জোড়া নাম তার
লাউডস্পিকারে কাজ ট্রানজিস্টার রেডিওর কাজ
দালানেরই পাকা কাজ পাম্পার ও সাইকেলের কাজ
আরো আছে বাড়ির কাজ সিলভার পিতল
কাঁচের কাজ ঢাকায় গেলে পাওয়া যায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়
ঢাকার নবাব বাড়ি দুই বাড়ি একত্রে করি
রাওয়ালপিন্ডি আয়ূবের বাড়ি চতুর্দিকে নদী করি
গড়াইতেছে হেকমত করে হেলিক্যাপটার বিদেশ ঘুরে
মন খুশিতে রেলে চড়ে দেশ বিদেশে ঘুরে ফিরে
বেবী রিক্সা বাস চালায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।
ঢাকার হাইকোট দেখতে ভাল ফরিদপুরের জজকোট ভাল
কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল ভাল পাবনার পাগলা গারদ ভাল।

কমলাপুরের রেল স্টেশন ভাল ধার্মিকের জবান ভাল।
নেতা হইলে আরও ভাল ঠিকমত রাজ্য চালাইলে
ঘুষের আইন বন্ধ হইল চোরের মনে দুঃখ পায়।
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয়।

তথ্যনির্দেশ

১ গল্পকার : মো. আব্দুর রহিম, পিতা : আলহাজ মো. আবেদ আলী প্রামাণিক, গ্রাম : চকছাতারী, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৫৮, পেশা : ব্যবসা, শিক্ষা : ২য় শ্রেণী, সংগ্রহকাল : ০৪.০৭.২০১১।

২ পূর্বোক্ত।

৩ কথক : অনন্যা, পিতা : মো. আবদুল ওহাব, গ্রাম : চকছাতারী. পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৬ বছর, শ্রেণী : ১ম, পেশা : ছাত্রী, সংগ্রহকাল : ১৫.৭.২০১১।

৪ কথক : অনিকা মাহবুবা, পিতা : মো. আবদুল ওহাব, গ্রাম : চকছাতারী, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ১০ বছর, পেশা : ছাত্রী, সংগ্রহকাল : ১৪.৭.২০১১, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণী।

www.pathagar.com

৫ কথক : আনিকা মাহবুবা, পিতা : মো. আবদুল ওহাব, গ্রাম : চকছাতারী. পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ১০ বছর, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণী, সংগ্রহকাল : ১৪.৭.২০১১।

৬ কথক : নূরুল ইসলাম মাতুব্বর, গ্রাম : চকরাজাপুর, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৫৫ বছর, পেশা : কৃষি, সংগ্রহকাল : ২২.৬.২০১১।

৭ গল্প কথক : জিয়াউর রহমান, পিতা : ইসার প্রামাণিক, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ২৬, পেশা : ব্যবসা, শিক্ষা : এস.এস.সি, সংগ্রহকাল : ৬.৬.২০১১।

৮ গল্প কথক : আবুল কালাম, পিতা : নূর মোহাম্মদ, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৬৪, পেশা : ব্যবসা, শিক্ষা : ১ম শ্রেণী, সংগ্রহকাল : ১২.৬.২০১১।

৯. **তথ্যদাতা : মো.** হারুন-অর-রশীদ, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : পুঠিয়া, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৮০, পেশা : গৃহস্থ কৃষক, সংগ্রহের তারিখ : ১১.০৬.২০১১।

১০. **তথ্যদাতা :** মো. গোলাম মোস্তফা, পিতা : মেসের মণ্ডল, ওস্তাদ : আব্দুল জব্বার (৬০), গ্রাম : গোলাবাড়ী, থানা : দুর্গাপুর, পোস্ট : গোলাবাড়ী, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩৫, পেশা : গৃহস্থ কৃষক, সংগ্রহের তারিখ : ১৩.০৭.২০১১।

১১ মো. আনারুল ইসলাম, পিতা-মো. রইসুদ্দীন, গ্রাম-পিরিজপুর, পোস্ট-পিরিজপুর, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-নিরক্ষর, বয়স-৬০, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল : ২৯.০৭.২০১১।

১২ মো. আসিফ মোল্লা, পিতা-মো. শহিদুল ইসলাম মোল্লা, মাতা-মোসা : লাইলা বেগম, গ্রাম-সামসাদীপুর, পোস্ট-সামসাদীপুর, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৯, শিক্ষা-৪র্থ শ্রেণী, সংগ্রহকাল : ২৮.০৭.২০১১।

১৩ মো. ইব্রাহীম আলী, পিতা-মো. আ : সামাদ শেখ, মাতা-মোসা : রাবেয়া বেওয়া, গ্রাম-কাটাখালি, পোস্ট-শ্যামপুর, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৫৮, শিক্ষা-নিরক্ষর, সংগ্রহকাল : ২৮.০৭.২০১১।

১৪ মো. নইমুদ্দীন শাহ্‌, পিতা-মৃত খোদাবখ্‌শ শাহ্‌, মাতা-মৃত বাসিরণ বিবি, গ্রাম-কাঁঠালবাড়িয়া, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৮২, শিক্ষা-নিরক্ষর, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ২২.০৭.২০১১।

১৫ মো. বরজান আলী (পিন্টু), পিতা-মৃত এরফান আলী, মাতা-মোসা : মরিয়ম বেগম, গ্রাম-ডাইংপাড়া, পোস্ট-গোদাগাড়ী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৫৫, শিক্ষা-নিরক্ষর, সংগ্রহকাল : ১৯.০৭.২০১১।

১৬. সোহরাব আলী, পিতা- মো. কছির উদ্দিন মণ্ডল, বসন্তপুর, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৭৫, শিক্ষা : এস.এস.সি।

১৭ রুনা, পিতা : ডাক্তার নুরুজ্জামান ভাণ্ডারী, গ্রাম : মনিগ্রাম ভাণ্ডারী পাড়া, পোস্ট : মনিগ্রাম, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ২২, পেশা : লেখাপড়া, সংগ্রহকাল : ১৬.০৭.২০১১।

১৮ মোসা : সুরাইয়া খাতুন, পিতা : মো. আব্দুল বারী, গ্রাম : চকছাতারী, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ১৪, সংগ্রহকাল : ১৭.০৭.২০১১।

www.pathagar.com

১৯ মোসা : আনিকা মাহবুবা, পিতা : মো. আব্দুল ওহাব, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, সংগ্রহকাল : ১৭.০৭.২০১১।

২০ মোসা : রুনা খাতুন, পিতা : মো. আহসান আলী, গ্রাম ও পোস্ট : হলিদাগাছী, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, সংগ্রহকাল : ১৬.০৭.২০১১।

২১ মো. আবু সাইদ, পিতা : ইসমাইল মোল্লা, গ্রাম : মোক্তারপুর, পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৪১, পেশা : ব্যবসা, শিক্ষা : স্নাতক, সংগ্রহকাল : ১০.০৬.২০১১।

২২ মোসা : নূরেছা খাতুন, স্বামী : মো. নূরুজ্জামান জুয়েল, গ্রাম : বাটিকামারী, পোস্ট : ডাকরা, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স :৩২, সংগ্রহকাল : ১৮.০৭.২০১১।

২৩ মো. জহিরুল ইসলাম, পিতা-মৃত ইমমতুল্লাহ মণ্ডল, মাতা-মৃত দেল মননেসা, গ্রাম-মোহম্মদপুর (জটাবটতলী), পোস্ট-দ্বি গ্রাম, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-অশিক্ষিত, বয়স-৫৫, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল : ৮.০৬.২০১১।

২৪ মো. জহিরুল ইসলাম, পিতা-মৃত ইমমতুল্লাহ মণ্ডল, মাতা-মৃত দেল মননেসা, গ্রাম-মোহম্মদপুর (জটাবটতলী), পোস্ট-দ্বি গ্রাম, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-অশিক্ষিত, বয়স-৫৫, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল : ৮.০৬.২০১১।

২৫ মোসা : শামসুন্নাহার (লিমা), পিতা-মো. শামসুজ্জামান, মাতা-মোসা : জান্নাতুল ফেরদৌস, গ্রাম-বিদিরপুর, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-৫ম শ্রেণী, বয়স-১১, পেশা-ছাত্রী, সংগ্রহকাল : ১৫.০৬.২০১১।

২৬ মোসা : ঝালকী খাতুন, পিতা-মৃত আ : বারী, মাতা-মোসা : আশিয়া বেগম, গ্রাম-কাঁঠালবাড়িয়া, পোস্ট-আমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-অশিক্ষিত, বয়স-৪৫, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ২৫.০৬.২০১১।

২৭ মোসা : রাজেমা খাতুন, পিতা-মো. রমজান আলী, মাতা-মোসা : মনোয়ারা বেগম, মহল্লা ও পোস্ট-রাজশাহী কোর্ট, উপজেলা-পবা, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-৫ম শ্রেণী, বয়স-৬০, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ২০.০৬.২০১১।

২৮ মোসা : ঝালকী খাতুন, স্বামী-মৃত আর বারী, মাতা-মোসা : আশিয়া বেগম, গ্রাম-কাঁঠালবাড়িয়া, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-অশিক্ষিত, বয়স-৪৫, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ২৫.০৬.২০১১।

২৯ মোসা : ঝালকী খাতুন, স্বামী-মৃত আর বারী, মাতা-মোসা : আশিয়া বেগম, গ্রাম-কাঁঠালবাড়িয়া, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-অশিক্ষিত, বয়স-৪৫, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ২৫.০৬.২০১১।

৩০ মোসা : মর্জিনা খাতুন, স্বামী-মো. নওশাদ আলী, মহল্লা : মতিহার, পোস্ট-কাজলা, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-৫ শ্রেণী, বয়স-৪৫, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ১০.০৬.২০১১।

৩১ মোসা : মর্জিনা খাতুন, স্বামী-মো. নওশাদ আলী, মহল্লা : মতিহার, পোস্ট-কাজলা, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-৫ শ্রেণী, বয়স-৪৫, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ১০.০৬.২০১১।

৩২ মো. হারুন-অর-রশীদ, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : পুঠিয়া, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৮০, পেশা : গৃহস্থ কৃষক, সংগ্রহের তারিখ : ১১.০৬.২০১১।

www.pathagar.com

৩৩ শারমিন, পিতা : আব্দুল মালেক, গ্রাম : মাটিকাটা, ইউনিয়ন : মৌগাছি, থানা : মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ১৫, শিক্ষা : নবম শ্রেণী। তারিখ- ২০/১২/১১

৩৪ সাক্ষাৎকার : লোককবি ময়েজ সার পুত্র মো. মজির উদ্দীন সা, গ্রাম : উত্তর মিলিক বাঘা, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী।

৩৫ সাক্ষাৎকার : লোককবি ময়েজ সা-র কন্যা ফুলজান বিবি, বয়স : ৭৭ বছর, গ্রাম : উত্তর মিলিক বাঘা, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী।

৩৬ সাক্ষাৎকার : ময়েজ সা-ও নাতি সিদ্দিক সা, ঠিকানা : পূর্বোক্ত।

৩৭ সাক্ষাৎকার : আলী মুহা : হাশেম, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, শাহদৌলা ডিগ্রি কলেজ, বাঘা, রাজশাহী।

৩৮. লোককবি ময়েজ সা-ও নাতি মো. জিল্লুর রহমান সা, ঠিকানা : পূর্বোক্ত।

৩৯. নিজস্ব সংগ্রহ : লোক কবির ময়েজ সা-র ছেলে মো. মজিরউদ্দিন সা, গ্রাম : উত্তর মিলিক বাঘা, পো : ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী।

৪০. লোক কবির ময়েজ সা-র বোন মোসা : ফুলজান বিবি, গ্রাম : উত্তর মিলিক বাঘা, পো : ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

লোকশিল্পী বা কারিগরগণ তাঁদের সহজাত নান্দনিক বোধ থেকে যেসব হাতের কাজ (Handy craft) করে থাকে তাকেই সাধারণভাবে লোকশিল্প বলা হয়।[১]

ফোকলোরের অন্যান্য উপাদানের মতো লোকশিল্পের সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগ আছে। অজিত কুমার মুখার্জি তাঁর 'Folk Art of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন, ''Folk art is always traditional but all traditional art is not folk art.''[২২] তিনি যেসব জিনিসকে লোকশিল্পের আওতায় ফেলেছেন সেগুলো হলো : ১. আলপনা, ২. পুতুল ও খেলনা (মাটি, কাঠ ও শোলা নির্মিত), ৩. পটচিত্র, ৪. লোকচিত্র, ৫. দেওয়ালচিত্র, ৬. পুথিচিত্র, ৭. ধাতব ও বেতের কাজ, ৮. ঘরকন্নার হাঁড়ি-পাতিল, ৯. ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি, ১০. বাঁশ ও বেতের কাজ, ১১. সূচি ও বয়ন শিল্প, ১২. কাঁথা, ১৩. মুখোশ, ১৪. শিকা, ১৫. আমসত্ত্ব ও সন্দেশের ছাঁচি, ১৬. সরা ও ঘট।

পৃথিবীর সর্বত্রই লোকশিল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় অতি সাধারণ বস্তু যেমন- মাটি, কাঠ, কাপড়, সূতা, ধাতুদ্রব্য, বাঁশ, পাত ইত্যাদি। বিশ্বব্যাপী লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যেও মিল লক্ষ্য করা যায়। সরলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায় : ১. অবয়বের সারল্য ও সংক্ষিপ্তকরণের ফলে লোকশিল্প প্রতীকধর্মী ও অনেকক্ষেত্রে বিমূর্ত, ২. একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে লোকশিল্পে। একে মোটিফ বা মুদ্রা বলা যায়। ৩. পদ্মা, কলকা, চন্দ্র-সূর্য, ময়ূর ইত্যাদি লোকশিল্পের প্রধান মোটিফ। ৪. সাবেক মুদ্রার পাশাপাশি সমকালীন মুদ্রাও লোকশিল্প ধারণ করে। ৫. প্রাত্যহিক জীবন সম্পৃক্ত বলে এর গড়ন সংক্ষিপ্ত, ছিমছাম ও সংযমী।

বাংলা লোকশিল্পের মধ্যে সবগুলোর কদর এখন আর সমানভাবে নেই তবে দেশে-বিদেশে মৃৎশিল্পের নানা বিদর্শন ও নকশী কাঁথা ইত্যাদির সৌখিন ব্যবহার বেড়েছে। এতে লোকশিল্পের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তার ও প্রসারিত হয়েছে।

১. রেশম শিল্প

বাংলাদেশের এক পুরাতন কৃষিজাত শিল্প রেশম শিল্প। বাংলাদেশের ইতিহাসে রেশম শিল্পের এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য রয়েছে। অবলুপ্ত ঐতিহ্যবাহী মসলিনের সমগোত্রীয় এই রেশম সম্পদ সপ্তদশ শতকের দিকে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং ঐ সময় বিপুল পরিমাণ রেশমের ও রেশমজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হত। ঐ সময় বাংলাদেশ রেশমের গুদামঘর বলে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে রোগের প্রাদুর্ভাব এবং সময়মত সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে এই শিল্প ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

রেশম চাষের নিয়ম : রেশমের বছর চারটি ফসল হয়। যেমন : ভাদুরী, অগ্রহায়নী, চৈতা ও জ্যৈষ্ঠে। রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার মীরগঞ্জে বাংলাদেশ রেশম বোড অবস্থিত। এ অফিস থেকে রেশমের ডিম তৈরি করে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করে। ৭/৮ দিন পর ডিম থেকে বাচ্চা হয়। তুতের পাতা কুচি কুচি করে কেটে খেতে দেয়। বাচ্চারা তুত পাতার শুধু রস খায়। ৪/৫ দিন পর পাতার রস খেয়ে দুর্বল হয়ে নিরব হয়ে পড়ে থাকে তখন তাদের খোলস ঝরে পড়ে। এই ভাবে চার বার খোলস ঝরে পড়ার পর পলু বড় হয়ে যায়। তখন ৮ দিন তুত পাতা খায়। পরে আড়াই দিন চারপাশে প্রায় ৩৬০ গজ সুতার আবরণ তৈরি করে। ৮ দিনের দিন গুটি কেটে পলু পোকা বের হয়ে যায়। গুটি গুলো ওজন দরে রেশম বোর্ডে বিক্রি করা হয়। আর ঐ পলুপোকা স্ত্রী পুরুষ পোকা প্রজনন মিলনে ৫/৬ ঘণ্টা থাকে। এরপর নিজেরাই আলাদা হয়ে যায়। আবার কখনো কৃষকেরা আলাদা করে দিয়ে স্ত্রী পলুকে নারকেলের মালই বা অনুরূপ ছোট বাটিতে ঢেকে রাখা হয়। এক একটি স্ত্রী পলু ৩৬০ থেকে ৪০০ টি ডিম পাড়ে। ডিম থেকে ৭/৮ দিন পর বাচ্চা তৈরি হয়। এভাবেই কৃষকেরা রেশমের চাষ করে থাকেন। রেশম সুতায় তৈরি হয় পাঞ্জাবি, পায়জামা, শাড়ি, পর্দার কাপড়, জ্যাকেট, সেনাবাহিনীর প্যারাসুট ইত্যাদি। পলু পোকার পায়খানায় উন্নতমানের জৈবসার হয়। মরা পোকা মাছের দামি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়।[৩]

বাঘা উপজেলার চকছাতারী গ্রামের পলুচাষী মো. আব্দুস সাত্তার প্রামাণিক জানান : তার ৩/৪ পূর্ব পুরুষ এই পলুর চাষ করেছেন। বিশেষ করে তার বাবা আলহাজ মো. আবেদ প্রামাণিক এই পলুর চাষ করে অর্থ উপার্জন করে জমি কিনেছেন, বাড়ি করেছেন। সে সময় বাঘা চারঘাট অঞ্চলের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এই রেশমের চাষ করতেন। ১৯৭৬ সালের দিকে কৃষকেরা রেশমের গুটি অফিসের বাকিতে জমা নেয়। প্রায় চার মাস পর খুবই কম মূল্যে গুটির দাম কৃষকদের দেওয়া হয়। সেখান থেকে চাষীরা লোকসানের বোঝা বহন করতে থাকে। আস্তে আস্তে অতিষ্ট হয়ে চাষীরা রেশম চাষ পরিহার করে আম কাঁঠালের বাগান, ধান গমের চাষ করছেন।[৪]

একই গ্রামের চাষী মজের মণ্ডল জানান রেশন চাষে পরিশ্রম বেশি, কিন্তু উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এই চাষ বাদ দিয়েছে। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন সরকার যদি চাষীদের আর্থিক অনুদান দেন, পলুর জন্য উন্নত ঘর নির্মাণে সহযোগিতা করেন, মানসম্মত ট্রেনিং এ ব্যবস্থা করেন তবে চাষীরা এখন ও রেশম চাষীরা এগিয়ে আসবেন। দেশে রেশমের যথাযথ মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আর বিদেশী রেশমের উপর অধিকহারে ট্যাক্স ধার্য করতে হবে।[৫]

২. খয়ের চাষ : চারঘাট উপজেলার গোপালপুর গ্রামের প্রবীণ খয়ের চাষী মো. গিয়াস উদ্দিন মোল্লা। ছোট বেলা থেকে অর্থাৎ ১৫ বছর বয়স থেকে তিনি এই খয়ের উৎপাদন ও ব্যবসার সাথে জড়িত। তিনি জানালেন ৫০ বছর আগে অনেক খয়েরের চাষ হত এই চারঘাট অঞ্চলে। এই এলাকার অধিকাংশ মানুষ এর সাথে জড়িত ছিল। কেউ খয়ের জ্বালের কাজ করতো। আবার কেউ খয়ের কিনে নিয়ে চালান দিত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ ধনী মানুষ খয়ের চাষ করে ধনী হয়েছে। সে সময় উৎপাদিত খয়েরের অনেকাংশই পাকিস্তানে চালান হত। বর্তমানে খয়ের উৎপাদনের সাথে জড়িত মানুষ

www.pathagar.com

খুব কম। কারণ মালয়েশিয়ার খয়ের এসে বাজার দখল করেছে। দেশে খয়ের শিল্প আজ মৃত্যুর পথে।

খয়ের উৎপাদন বিবরণ দিলেন গিয়াস উদ্দিন। প্রথম বাজার বা এলাকা থেকে খয়েরের গাছ কিনতে হয়। গাছ কিনে বাড়ি এনে গাছটির চামড়া ছিলে ফেলে। এরপর গাছের কাঠকে টুকরা টুকরা করে কাটতে হয়। টুকড়া টুকড়া করে কেটে পানিতে জ্বাল করতে হয়। ৩ ঘণ্টা জ্বাল করার পর কাঠের টুকড়া ফেলে দিতে হয়। এরপর শুধু রস জ্বাল করতে হয় প্রায় ৭/৮ ঘণ্টা। জ্বাল দেওয়ার পর পানি দর হলো কিনা দেখে তাক (পরীক্ষা) করেন। দর হলে পাতিলে ঢেলে রাখেন। কাঠ ভাল বা বয়স্ক ভাল হলে রস তাড়াতাড়ি দর হয়। আর কাঠ অল্প বয়স্ক হলে দর না হয়ে লেছরা হয়ে যায়। কিছু সময় পর জ্বাল করা খয়ের আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যায়। এরপর চারঘাট বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন। খয়ের ব্যবসায়ীরা উক্ত খয়ের ক্রয় করে প্রেস মেশিন দিয়ে খয়েরকে চাপ দেন। চাপ দিলে ভিতরে যদি কোন রস থাকে সে গুলো বের করে ফেলে দেন। এরপর খয়েরকে নির্ধারিত গুদাম ঘরে চাটাইয়ের উপর ১৫/২০ দিন রাখার পর চাকু দিয়ে টুকরা টুকরা করে কাটেন। প্রতি টুকরায় নিজ নাম বা দোকানের সিল মারেন। এই অবস্থায় শুকানোর জন্য আড়াই মাস বা ৩ মাস রাখেন। এরপর মাল প্যাকেট করে ঢাকায় পাঠানো হয়। পান খাওয়ার জন্যই এই খয়ের ব্যবহার করা হয়। মালয়েশিয়ার একটি খয়ের যা মালাই খর নামে পরিচিত। এই খরটি বাংলাদেশে যে দামে বিক্রি হয়, দেশি খর উৎপাদন করতে তার চেয়ে বেশি খরচ হয়। যার দরুন খয়ের চাষীদের লোকসান হয়। আবার বেশি দামে কাঠ কিনে কম দামে খয়ের বিক্রি করে চাষীরা লোকসান দিয়ে নিরাশ হয়ে অনেকেই ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে।[৬]

একই গ্রামের খয়ের চাষী মো. সাইফুল ইসলাম ক্ষোভের সাথে জানান যে, খয়ের আগে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে চালান দেয়া হত, এখন মালয়েশিয়ার খয়ের এসে দেশের খয়ের সম্পদ ধ্বংস করে দিলো এতে দেশের সরকার ও দেশ-প্রেমী মানুষের কোনো পদক্ষেপ নাই। স্বাধীনতার পর দেশে অনেক সরকার বদল হয়েছে, কিন্তু এই ধ্বংস-প্রাপ্ত খয়ের শিল্পকে বাঁচানোর কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয় নি।[৭] উপজেলার খয়ের চাষের উল্লেখযোগ্য স্থান এই গোপালপুর গ্রাম।

২. বাঁশবেতের শিল্প

চারঘাট উপজেলায় অবস্থিত দেশের উল্লেখ্যযোগ্য একটি হস্তশিল্পের প্রতিষ্ঠান হলো "থানা পাড়া সোয়ালোজ ডেভেলপমেন্ট"। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এ অঞ্চলের অধিকাংশ পুরুষ মানুষ মারা যান। পরিবারে অবশিষ্ট থাকে বিধবা স্ত্রী ও সন্তানেরা। থানা পাড়ার বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধাদের লিডার ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র শিবলী আহত অবস্থায় পাক বাহিনীর নিকট বন্দি হন। পাকসেনারা শিবলীর নিকট থেকে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে নানামুখী তথ্য সংগ্রহের জন্য গাছের ডালে উল্টো করে ঝুলিয়ে কয়েকদিন অমানুষিক নির্যাতন চালায়। তারা শিবলীর পায়ের নখে পেরেক ঢুকায়, গায়ের চামড়া ছিলে লবণ লাগায় আর গোপন তথ্য জিজ্ঞেস করে। শেষ পর্যন্ত পাশবিক পাক সেনারা হতাশ হয়ে প্রথমে তার চোখ তুলে নেয়, তারপর হাত পা

www.pathagar.com

কেটে টুকরা টুকরা করে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ভাবে এ অঞ্চলের অধিকাংশ পুরুষ মানুষ শহীদ হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর, এ দেশের সরকার বহির্বিশ্বের কাছে সাহায্য চান। বিদেশ থেকে আগত বিভিন্ন সংস্থার জরিপে এই অঞ্চলটিকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেন। শেষে সুইডেন দেশের "সুইডেন সোয়ালোজ" একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান 'থানা পাড়া সোয়ালোজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি' সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে অত্র অঞ্চলের বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হলো অধিকাংশ কর্মচারী মহিলা। এবং কাপড়ের সব কাজ হতো। এই প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৯৫ ভাগ কাপড় বিদেশে রপ্তানি করা হয়। সুতা ক্রয় করা হয় পাবনা ও ঢাকা থেকে। মার্কিন রং এর সুতাকে প্রথমে বিভিন্ন রং করা হয়। তারপর তাতে কাপড় বুনানো হয়। সে কাপড় দিয়ে, কামিজ, ফ্রক, চাদর ও ওড়না তৈরি করা হয়। রপ্তানি যোগ্য দেশগুলো হলো ইউকে, জাপান, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া ও সুইডেন।

প্রথমে যে সব দেশের পোশাকের নক্শা সংগ্রহ করা হয়। সে নক্শা হার্ড পেপারের উপর রেখে হার্ড পেপার কাটা হয়। পরে হার্ড পেপারের উপর কাপড় রেখে কাটা হয়। কাপড় কেটে টেইলারে পাঠানো হয়। কিছু কাপড় টেইলারে যাবার আগে এ্যাম্বোটারি হয়। আবার কিছু কাপড় টেইলারে যাবার পরে এ্যাম্বোটারি হয়। দেশ ওয়ারি পোশাক প্যাকেট করে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বিদেশ সংস্থা শুরু করেন। পরে প্রতিষ্ঠিত হবার পর এ দেশের স্থানীয় পরিচালনা কমিটির নিকট হস্তান্তর করেছেন। সুতার দাম বেড়ে যাওয়ায় পোশাকে লাভের হার অনেক কমে গেছে।[৮]

টাপা, ঝাকা নির্মাণ কর্ম

চারঘাট উপজেলার চন্দন শহর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল জলিল, পিতা : গিয়াউদ্দিন প্রামাণিক, বয়স : ৫২, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণী। তিনি ২০ বছর যাবত মুরগি ঢাকার টাপা এবং ঝাকা তৈরি করে বিক্রি করেন। তিনি হাট থেকে বাঁশ কিনেন। তবে তল্লা বাঁশ হলে ভাল হয়। বাঁশ নিজে দা দিয়ে ফেড়ে নেন। বাঁশ থেকে তিন করম চটা তৈরি করেন। কারণ একটি টাপা তৈরি করিতে এই তিন রকম চটা লাগে। টাপার নিচ থেকে উপর দিকে লম্বা ভাবে যা দেওয়া হয় তাকে বলে খিল। আর মুখে দিতে হয় উশার চটা। নিজ বাড়িতে এই মুরগি ঢাকা টাপা ও ঝাকা তৈরি করে ভ্যান যোগে দোকানে দোকানে দেন এবং বিক্রি শেষে টাকা আদায় করেন। আষাঢ় মাসে দেওয়া (বৃষ্টি) লাগলেও তার নির্মাণ কাজ চলে ঘরের ভিতরে। তবে বাঁশের দাম বেড়ে যাওয়ায় লাভ কম হচ্ছে।[৯]

বাঁশের চাটাই ও ঝাটা নির্মাণ শিল্প

চারঘাট উপজেলার পল্লি বিদ্যুৎ পাড়ার নিবাসী মো. নাসির উদ্দিন (পাগলা), বয়স : ২৬, শিক্ষা : প্রথম শ্রেণী। তিনি নয় বছর যাবত বাঁশের চাটাই ও নারকেলের খিল দিয়ে ঝাটা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। হাট থেকে বাঁশ কিনে সে বাঁশ দা দিয়ে ফাড়াই করে চটা তৈরি করেন। সে চটা থেকে চাটাই তৈরি করেন। চারঘাট বাস

www.pathagar.com

স্ট্যান্ডের পাশেই তার দোকান আছে, সে দোকানে চাটাই ও ঝাটাসহ বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী বিক্রি করেন। আর নারকেলের খিল দিয়ে ঝাটা করেন। খিল আনেন যশোর থেকে, তবে নিজ এলাকা থেকে সামান্য খিল কিনে থাকেন। তার তৈরি এই চাটাই রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকায় সাপলাই দিয়ে থাকেন।[১০]

সংগ্রাহক : আবদুল ওহাব।

৩. ধাতব শিল্প

রাজশাহী বাসস্ট্যান্ড থেকে লক্ষ্মীপুর বাইপাস মোড় এবং লক্ষ্মীপুর মোড় থেকে সামান্য উত্তরে। লক্ষ্মীপুর বাইপাস সড়ক থেকে ২০০ মি. দক্ষিণে টি.বি পুকুরের পাশে ধাতব শিল্পী আলমগীরের কারখানা। প্রথমে শিল্প সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেই প্রশ্ন করে বসে আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন কোন এন.জি.ওতে চাকরি করেন। কিছু লোক জোগাড় হল আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। প্রথমে আলমগীরকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা এই পেশা কত দিন যাবৎ। সে উত্তর দিল বাপ-দাদার পেশা "তিন চার পিড়হি পর্যন্ত এই কাজের সঙ্গে ল্যাগা আছি।" শুধু আমি না আমার চাচাত ভাই ভেদু পিতা : আসগর আলী, রেলগেট ভদ্রায়, মুর্তুজা, পিতা : যুবক্ষার, রাজশাহী কোর্ট মুল্লাপাড়ায় এই ভাবে রাজশাহী শহরের বহু জায়গায় আমাদের সব চাচাত ভাই এই কাজের সঙ্গে জড়িত। ভাই আলমগীর এই কাজের মাধ্যমে আপনার সংসার ভাল চলে কি না? উত্তরে বলে কাজ হলে ভালই চলে আর কাজ না থাকলে খারাপ চলে আর বর্তমান বাজারে লোহার ও ইস্পাতের দাম বেশি আর বিভিন্ন দ্রব্যের দামের উর্ধগতির কারণে আমাদের জীবন একেবারে কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়েছে। " বাঁচার উপায় একটা; জিনিসের দাম না কমলে খ্যায়া পড়হা শান্তি নাই।" লোহা কত টাকা কেজি? সে বলল ভালো লোহা ১০০(একশত) টাকা কেজি। কি কি বানান- দা, ছুরি, হাঁস্যা, বটি, নিড়ানি, কোদাল, শাবল, পাসলি। পাসলি কি এখানে বানান আলমগীর বলল এটা রাত্রিতে বাড়িতে বানাই না হলে পুলিশ ধর‍্যা লিয়া যাবে যে? আমি বুঝতে পারলাম রাজশাহী শহরে মারা-মারি লাগলে যে সকল বড় বড় হাসুয়া, পাসলি রামদা এই সকল অস্ত্রগুলো এদের মধ্যে কেই না কেউ বানিয়ে থাকে। লোহার বাজার চড়া আর দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতির কারণে রানী বাজারে কড়া এই সকল দিক বিবেচনা করে এই শিল্প আজ বাজারে সচল অবস্থা কোন মতে টিকিয়ে রেখেছে। গ্রাম আর মহল্লা যাই হোক না কেন প্রত্যেক পরিবারে হাসুয়া একান্ত দরকার। এ কারণেই লোহা শিল্প টিকে আছে সাম্প্রতিককালে বিদেশী 'কাটাই' আসার কারণে এ শিল্পের চাহিদা সহজে লোপ পাচ্ছে। এদের দিকে নজর রাখা এবং এ শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। কোন এন.জি.ও কোন ব্যাংক লোন ছাড়াই আলমগীর তার বৃদ্ধ মা-বাবা স্ত্রী পুত্র-সন্তান নিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে এখনো জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে কষ্ট করে হলেও সন্তান-সন্ততিকে ভাল স্কুলে লেখাপড়া করিয়ে মানুষের মত মানুষ করতে চায় আলমগীর। পূর্বের মত রোজগার না হওয়ায় আলমগীর পরবর্তী জেনারেশকে যেন এ পেশায় না যায় কঠোরভাবে দৃষ্টি নির্দেশ করছে কারণ দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির জন্য তার জীবন অতিষ্ট হয়ে গেছে। লেখাপড়া করে সন্তান-সন্ততি বড় কিছু হবে এই তার প্রত্যাশা।[১১]

www.pathagar.com

গোদাগাড়ী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম খেতুর। সেই গ্রামরে ঐতিহাসিক রাজ কুমার নরোত্তম ঠাকুরের তীর্থকেন্দ্র 'খেতুরী ধাম'। বাংলা নয় সারা ভারতবর্ষের বৈষ্ণব সাধকের তীর্থস্থান এই প্রেমতলী যেখানে রয়েছে ৩৬ জাতির বাস কারণ নরোত্তম ঠাকুর ব্রাহ্মণ হয়েও সব জাতির মহাপ্রভূ ছিলেন। আর এই ২০টি সিডিউল কাস্ট এর মধ্যে কানাই লাল কর্মকার ছিলেন একজন। গোদাগাড়ী উপজেলা থেকে ৮/৯ কি.মি. পূর্বে বাইপাস (বসন্তপুর) থেকে ২/৩ কি.মি. দক্ষিণে পদ্মা নদীর পাড়ে ঘেসে রয়েছে এই কর্মকারের বাড়ি। স্বাধীনতা যুদ্ধে খান সেনারা তাদের পৈত্রিক নিবাস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার কারণে এখনো পর্যন্ত মাজা সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি পুরো পরিবার। মা-বাবার বড় ছেলে কানাই কর্মকার ছোট ভাই বোন মানুষ আর বিয়ে সাদি দিতে বাড়িঘর পর্যন্ত করতে পারেনি কানাই। কানাইয়ের ছোট ভাইচণ্ডি কর্মকারের কাছে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে জানতে চাইলে কানাই কান্নামগ্ন অবস্থাই বলতে লাগে দাদা আগের মত ব্যবসা বাণিজ্য নাই লোহার যে দাম বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে সংসারে ঘানি টানতে টানতে আমারও বয়স হোল কিন্তু আমাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হোল না। আগে মানুষ জমি চাষ করতে হাল-ঋষের কাইদা-কান্তায়ের ব্যবহার সকল কৃষকের ছিল। বর্তমানে হ্যারো হওয়ার কারণে মানুষ আর জমি লাঙ্গল দিয়ে আবাদ করে না তাই গরুর গাড়িও নাই লাঙ্গলের ঋষের ব্যবহার নাই ইতোমধ্যে একেবারে ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছিল। এখন একটু ভাল কারণ মানুষ বাড়িতে গাভী পালন করছে হাসুয়ার খুব অর্ডার হচ্ছে। প্রশ্ন করি কি কি তৈরি করেন কানাই দাদা উত্তরে বলেন হাসুয়া, বঠি, দাওলি, কান্তাই, শবাল, খুন্তি, কচ্চুল, হাতা, ছাকনা, ছুরি ইত্যাদি। সারা দিনে কত টাকার কাজ করেন। কাজ বেশি হলেই ভালই হয়, না কাজ থাকলে বসে থাকতে হয়। এভারেজ প্রতিদিন কত টাকা রোজগার হয়। সে বলে ১০০/১৫০ টাকার কাজ প্রতিদিন হয়। এতে আপনার সংসার চলে কোন রকমে ডাল ভাত খেয়ে ছেলে মেয়েকে নিয়ে বেঁচে আছি।

আপনারা কোন এন.জি.ও বা কোন ব্যাংক-এ লোন পান না বা সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পান না। একবার গ্রামীণ ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আমার যা শিক্ষা হয়েছে আর লোন করিনি ইনকাম হলে খরচ করি, ইনকাম হয় না সেই দিন কোন রকমে চালাই নেয়। আর সরকারি কোন সুযোগ-সুবিধা, স্বাধীনতার ৪০ বছর যাবৎ কত লোক ছবি সাক্ষাৎকার নিল কেউ কোন দিন কোন সাহায্য সহানুভূতি আজ পর্যন্ত পাই নাই। কোথাও সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন? না। এই অসহায় গরীব লোহা শিল্পী তাহার করুণ পরিণতির কথাগুলি অত্যন্ত দুঃখের জীবনের মাঝে এই শিল্পটিকে বংশ পরম্পরা আজও লোক সমাজে ঠিকিয়ে রেখেছে আমাদের এই ধাতবশিল্প। তার শিল্পমনের নান্দনিকতা লক্ষণীয় আফর, হাতুড়, বাটাম, চিমটা, লোহার বড় হাতুড়ির মাধ্যমে লোহার দ্রব্য সামগ্রী তৈরির অপূর্ব কৌশল এখনো গ্রাম বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।[১২]

তথ্যনির্দেশ

১. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা :) বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, (কলকাতা : অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স- ১৯৯৫), পৃ. ৩৯৮

www.pathagar.com

২. Ajitkumar Mukherjee, Folk Art of Bangal (University of Calcutta- 1939) preface
৩. মো. আশ্রাফ আলী, পিতা : মো. আতাহার আলী সরকার, রেশম পরিদর্শক, মীরগঞ্জ রেশম বীজাগার, বয়স : ৫৫ বছর, সংগ্রহকাল : ১২.৭.২০১১।
৪. মো. আব্দুস সাত্তার প্রামাণিক, পিতা : আলহাজ মো. আবেদ প্রামাণিক, গ্রাম : চকছাতারী, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৬২ বছর, পেশা : কৃষি, সংগ্রহকাল : ২৮.৬.২০১১।
৫. মো. মজের মণ্ডল, পিতা : নইমুদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম : চকছাতারী, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৬৫ বছর, পেশা : কৃষি, সংগ্রহকাল : ২৯.৬.২০১১।
৬. মো. গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, পিতা : নূর মোহাম্মদ, গ্রাম : গোপালপুর, পোস্ট ও থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৬৫, পেশা : খয়ের চাষী, শিক্ষা : নিরক্ষর, সংগ্রহকাল : ১৮.৬.২০১১।
৭. মো. সাইফুর রহমান জুয়েল, পিতা : মো. শফিউদ্দিন শেখ, গ্রাম : মিয়াপুর, পোস্ট ও থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৫৬, পেশা : খয়ের চাষী, শিক্ষা : এস.এস.সি, সংগ্রহকাল : ১৮.৬.২০১১।
৮. মোসা : রেহেনা খাতুন, পিতা : আব্দুল জব্বার, গ্রাম : থানাপাড়া, পোস্ট ও থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ২৫, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণী, সংগ্রহকাল : ০২.৭.২০১১।
৯. মো. আব্দুল জলিল, পিতা : জিয়াউদ্দিন প্রামাণিক, গ্রাম : চন্দন শহর, পোস্ট ও থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৫২, পেশা : টাপা তৈরি, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণী, সংগ্রহকাল : ২০.৬.২০১১।
১০. মো. নাসির উদ্দিন, পিতা : মো. রফিক উদ্দিন, গ্রাম : পল্লী বিদ্যুৎ পাড়া, পোস্ট ও থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ২৬, শিক্ষা : ১ম শ্রেণী, সংগ্রহকাল : ২২.৬.২০১১।
১১. মো. আলমঙ্গীর, পিতা-জয়নুদ্দীন কর্মকার, মহল্লা-লক্ষ্মীপুর টিভি পুকুর, পোস্ট-জিপিও, থানা-রাজপাড়া, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৫৮, শিক্ষা-নিরক্ষর, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ০৩.০৮.২০১১।
১২. শ্রী কানাই লাল কর্মকার, পিতা-যষ্ঠী চরণ কর্মকার, মাতা-নন্দ রানী কর্মকার, গ্রাম-ডুমরিয়া, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৬১, শিক্ষা-নিরক্ষর, পেশা-লোহা ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ২৯.০৭.২০১১।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

লোকসংগীত অবস্তুগত ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত বাক্‌কেন্দ্রিক একটি উপাদান যা লোকসমাজে মুখে মুখে জন্মলাভ করে এবং মুখেমুখেই প্রচারিত হয়। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "যাহা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোকগীত বলে।"[১]

১. প্রখ্যাত লোকসংগীত বিশেষজ্ঞ ও গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে, ব্যক্তিসৃষ্ট গানেও যদি লৌকিক সুর ও রচনাভঙ্গি অপরিবর্তিত থাকে আর তা যদি লক্ষ লোকের মনকে আলোড়িত করে এবং জনগণ যদি তা নিজের বলে গ্রহণ করে তাহলে তা লোকসংগীতের পর্যায়েই পড়বে।

২. আবার জসীমউদ্‌দীন লোকগীতের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এভাবে : "লোকগীতির একটি সংজ্ঞা এই যে, ইহার কথা ও সুর দিনে দিনে পরিবর্তত হইয়া চলে। তাই ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়। ইহা সমস্ত জাতির রচনা।"

৩. ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত পরিষদ (International Folk Music Council) যে সংজ্ঞা, নির্ধারণ করে তাতে লোকসংগীতের তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লিখিত হয়। যেমন- ১. Continuity which links the present with the past; 2. Variation which springs from the creative impulse of the individual or the group. 3. Selection by the community which determines the form or forms in which the music survives.

লোকসংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. লোকসংগীতের সৃষ্টি এবং গায়নরীতি শেখার জন্য বিশেষ কোনো টেকনিক বা পদ্ধতি নেই।

২. বংশানুক্রমিক ধারায় শ্রুতিপরম্পরায় এটি প্রচার লাভ করে।

৩. এর রূপবন্ধ (form) তৈরিতে লোককবিদের কোনো সচেতন প্রয়াস থাকে না। এমনকি তাদের মনেও সচেতনভাবে কোনো শৈল্পিক তত্ত্বজ্ঞানও কাজ করে না।

৪. লোকগীতি গীত হতে হতেই অগ্রসর হয় কখনো গানের বিষয়বস্তু বা জনপ্রিয় পংক্তিও কোনো একটি বিশেষ গানে ঢুকে পড়ে তাতে নতুনত্ব আনে।

৫. লোকসুরে অভিনবত্ব তেমন কিছু নেই। এ সুর দুঃসাধ্য অনুশীলনেরও বিষয় নয়।

৬. এতে কথার চেয়ে সুরই বেশি গুরুত্ববহ। কেউ কেউ অবশ্য কথা ও সুরের সমান গুরুত্ব দিয়েছেন।

৭. লোকগীতির ভাষা ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয় বিশেষ ধরনের সুরের খাঁজ, গলা ভাঙার কায়দা ও বিশেষ স্বরে বিশেষ ধরনের সুরের ধাক্কা প্রয়োগ।

www.pathagar.com

৮. আঞ্চলিক ভিন্নতার কারণে এতে ব্যবহৃত কণ্ঠস্বরও ভিন্ন হয়। তাই একজন ভাওয়াইয়া গায়নের পক্ষে ভাটিয়ালি গাওয়া কষ্টসাধ্য।

৯. লোকগীতির কথা ও সুরের সুন্দর সংমিশ্রণে লুকিয়ে-থাকা মাধুর্য কেবল তা গাওয়ার সময়েই প্রকাশ পায়।

১. বাউল গান

বাউল কবি মো. ফারুক আহমেদের গান

বাঘা উপজেলার আমোর পুর গ্রামের বাউল কবি মো. ফারুক আহমেদ। ফারুকের বাবা ফরিদ আহমেদ ও নানা শাহবাজ বাউল গানের বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। ফারুকের রচিত গানের সংখ্যা প্রায় দুইশ। ফারুক তার নানার কাছ থেকে সংগীতের দীক্ষা নেন। এছাড়া তিনি প্রায় পাঁচ বছর ওস্তাদ গনেশ মণ্ডল ও মো. হাতেম আলীর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নেন। ছয় বছর বয়স থেকেই তিনি পিতার সঙ্গে মঞ্চে গান গাওয়া শুরু করেন। বাবার সাথে গান গাইতে যেয়ে বিচার গানে যোগ দিয়েছেন। গানের পিঠে গান দিয়ে জবাব দেওয়ার প্রয়োজনেই ফারুক গান রচনা শুরু করেন। তার নিজের রচিত সংগৃহীত বাউল সঙ্গীত।

১.

আব আতস খাক বাত দিয়ে মানব দেহ হয় তৈয়ার।
দয়া বুদ্ধি ভয় বচন নুরেতে করল প্রচার ॥
দেহে আছে বত্রিশ কোঠা চার রঙে ছড়ায় কিরণ
দশম কোঠায় পদ্মা লোচন, মোক্তা রয় পঞ্চ কোঠার ভিতর ॥
গোস্ত পোস্ত পশম হাড় খাকেতে সব হয় তৈয়ার
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা হায়, আতুমে হয় গুণ তৈয়ার ॥
মল পচিনা লৌহ মনি আবেতে গঠন জানি
কথা হসি মুনা লিখন গঠন আবার হয় বাতের ॥
অধম ফারুক বলছে বানী, শোনেন সবে জ্ঞানীমনি
এই সমস্ত দেহে আছে সোনা রূপার সমাচার।

২.

কোন বরজখ ধরে নামাজ পড়লে খোদার সাথে দেখা হয়,
সেই বরজখের নাম কি হবে বরজখ শব্দে কি বোঝায় ॥
কয়টা বরজখ নাইকো জানা, শুনি বরজখ ছাড়া নামাজ হয় না।
কোরানে বরজখ কত খানা, কোন বরজখের নাম কি হয়
বলে দিবা কথার মরম, কোন বরজখে জন্ম মরণ
সর্বদা রত কোন বরজখে, কোন বরজখে ফকির কয় ॥
কোন বরজখ সাধ্য হলে শিক্ষা দিক্ষার গুরু বলে,
কোন বরজখে শিষ্য হয়ে সর্বদা গুরুকে দেয় ॥
অধীন ফারুক সদায় ব্যাকুল

www.pathagar.com

কোথায় পাইবো আল্লা রসুল
দিনে দিনে ফোরাইল দিন
বুঝি অন্তিম সময় এসে যায়।

৩.

আমি তরী বেয়ে কুল পেলাম না দয়াল মায়া নদীতে
আমি জ্যান্তে মরা দিশেহারা, পাড়ি জমায় কিমতে ॥
মায়া নদীর ঘোলা জলে ডুব দিলে তলা না মিলে,
কোন সাধ্য সাধানার বলে, যায় বল ঐ পারেতে ॥
ডুবারুগণ কি সন্ধানে, সেই অতল হতে মুক্তা আনে
ডুব দিয়া রূপ পায় দর্শনে, আমি যাব সেই মতে ॥
ফারুক আছে পারের আশে
কখন যেন জোয়ার আসে
যেন ধাক্কা খেয়ে তরী না ফাঁসে,
মুর্শিদ মোর নেক সাথে ॥

৪.

সকাল সন্ধায় ভক্তি দিয়া খায় ফকিরে চাউল পানি
সর্ব প্রথম কেবা দিল কে খাইল নামটি তাহার বল শুনি ॥
কতটুকু পানি লইয়া চাইল খাও কি বলিয়া
চাউল ছাড়া অন্য কিছু খাইলে কি হবে ফকির শুনি ॥
কোন দিন ভাক্তির হয় উৎপত্তি, প্রথমে কে দেয় কার ভক্তি
কয় ভক্তিতে ভক্তের মুক্তি, কিবা ভক্তির মন্ত্রখানি ॥
ধুপ জ্বালাও সঙ্গে আগর বাতি, কোন দিন হতে এই রীতি নীতি
সুন্দর ভাবে কর উক্তি, ফারুক কয়, তবে তোমায় সাধু জানি।[২]

বাউল কবি মো. কলিম উদ্দিন মিঞার গান

বাঘা উপজেলার খয়ের হাট গ্রামের বাউল কবি মো. কলিম উদ্দীন মিঞা। তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকে গান, কবিতা ও ছড়া লেখা শুরু করেন। স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ ও গান গেয়ে প্রথম হয়ে পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ১৯৭৮ সালে কুতুবুল আলম গাউসে রাব্বানী গাউসুল আজম হযরত সোলায়মান হোসাইনের নিকট বয়ান হন। তিনি পীরের নিকট থেকে শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারিফতের জ্ঞান লাভ করেন। উক্ত জ্ঞানের নির্যাসে মারফতি, মুরশিদি ও ভক্তিমূলক গান রচনা করেন। তার সাধনালব্ধ বিষয় সম্পর্কে বলেন : 'সাধন তত্ত্ব' লেখনী দ্বারা সাধারণ জনকে বেশি কিছু বোঝানে সম্ভব নয়। এই সম্পদ লাভ করতে হলে গুরুর কৃপা লাভ একান্ত প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক সাধনায় মানুষ যখন কামিয়াবি হয়ে যায়, তখন সে আর সাধারণ মানুষ থাকে না। পরম মানুষের সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক হয়ে যায়। সেই আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে তিনি অনেক দেহতত্ত্ব গান লিখেছেন। তার গানের সংখ্যা প্রায় চারশ। তার রচিত গানের নমুনা :

www.pathagar.com

১

তোরা দেখে যারে পদ্মা তীরে
বাঘাতে এসে একবার
শাহ্ আব্বাস, শের আলী, হামিদ
শাহ্ দৌলার মাজার
হেথা আছেরে ভাই শাহী মস্‌জিদ
অপূর্ব তার কারুকাজ,
নিপুণ হাতে গড়া সেতো
নানা রংয়ের নানা সাজ
ও তার পুবদিকেতে প্রকাণ্ড দিঘি
চৌদিকে শোভা ভাণ্ডার
বাঘায় বিয়াল্লিশ মৌজার ভূমিদান
করেছিলেন শাহজাহান
গৌড় বাদশা নূস্‌রত শাহ্‌র
মস্‌জিদ আর দিঘির নির্মাণ
সবইতো ভাই আউলিয়াদের
গুন প্রকাশের হয় কারবার ॥

২

বড় কষ্ট সাধ্যে আল্লা মিলে
বড় কষ্ট সাধ্যে রাসূল মিলে
তারে এ ভবে না পাইলেরে মন
এ জনম যাবে বিফলে ॥
যেমন পাতিলে দুধ জ্বাল করিলে
ভেসে উঠে স্বর,
সেই স্বর মাড়িলে ননী মিলে
হইয়া রূপান্তর
আবার সেই ননী ঘি হয় তখনি
যখনি তাপ দেয় অনলে ॥
হালাল খানায় সে রক্ত মাংস শোধন করে দিনে দিনে
যার লোভ লালসা হিংসা ঈর্ষা থাকে না মনে প্রাণে
আরাম বিরাম হারাম করে
করিলে সাধন
কামেল পীরে দিবে তারে
অমূল্য রতন
হায়রে তবেইতো অপরূপ আল্লাহ
আসন লয় মানব দিলে ॥

www.pathagar.com

৩

ভবে মানব জরম সোনার জনম
এমন জনম আর হবে না,
তুমি আত্মাতে পরমাত্মার মন
করবে যোগ সাধনা ॥
তুমি যতই হও মন টাইটেল ধারী
ভবে আলেম ফাজেল হাফেজ ক্বারী
তবু হবেনা হায় মোকাম জারী
কামেল পীর স্মরণ বিনা ॥
ভবে গাউস কুতুর আব্দাল মাখদুম অলিকুল সকলে
তারা স্বসীমেতে পরমাত্মার অসীম নিয়ে খেলে
দেখ চার মোকামের নুরী তাঁরা
কভু সহজে মন দেয় না ধরা
হায়রে সুপথের সাধনা ছাড়া
যায়না রে তাঁদের চিনা ॥

৪

চলরে মন গুরুর বাজারে
ভবে গুরুর বাজার এমন মজার
মরা গাছে ফুল ধরে ॥
যত আওলিয়া পীর ঋষি মণি
হইলো ঐ বাজারেই ধনের ধনী
দেখ সকল জ্ঞানের তাঁরাই গুণী
ত্রিভূবনের মাঝারে ॥
দেখ ঐ বাজারে প্রেম করে যারা কভু দেয়নাতো ধরা
ওরা বড়ই চতুর বাজার চোরা জিন্দাতে মরা।
তাঁরা ডুব দিয়ে হায় প্রেম দরিয়ায়
কত হীরা মণি লুটছে সদায়
হায়রে দিবা নিশি মহানন্দে
প্রেমের সুধা পান করে ॥[৩]

বাউল কবি ডাক্তার নূরুজ্জামান ভাণ্ডারি

বাঘা উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের মনিগ্রাম দক্ষিণ পাড়ার অধিবাসী বাউল কবি ডাক্তার নূরুজ্জামান ভাণ্ডারী। ১৯৮৪ সালে তিনি এলাকার যুব সম্প্রদায় নিয়ে 'হীরক নাট্যগোষ্ঠী' ও 'সুর তরঙ্গ শিল্পী গোষ্ঠী' নামে দুইটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি রাজশাহীর রানী বাজারের ওস্তাদ হরিপদ দাসের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সঙ্গীতের তালিম নেন। তিনি আরো তালিম নেন হরিপদ দাসের সন্তান অনুপকুমার দাসের নিকট। বর্তমানে তিনি একজন পল্লি চিকিৎসক ও গানের মাস্টার।

www.pathagar.com

তিনি ভাণ্ডারী তরিকার একজন সাধক। তার গুরু নাটোরের লালপুরের মো. কামাল উদ্দিন ভাণ্ডারী। নিজ বাড়িতে খানকা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই খানকায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার শিষ্যরা গানের চর্চা করেন। তিনি একজন ভাল গায়ক। তিনি মারফতি গানও রচনা করেছেন। তার রচিত গানের সংখ্যা প্রায় একশ। গানের নমুনা স্বরূপ কয়েকটি গান দেয়া হলো :

১

কোথায় হতে এলাম ভবে
যাব বা কোথায় আমার কি হবে উপায়
দয়াল তুমি বিনে আপন কেহ নাই ॥
ভবে এসে ভুলে গেছি দয়াল তোমারে
তোমার দয়ায় ছিলাম আমি মাতৃ জঠরে
মহামায়ায় মত্ত হয়ে ভুলেছি তোমায় ॥
পলে পলে পার হল দিন সময় বেশি নাই
কখন জানি এই অধমের হইবে বিদায়
দয়াল তোমার চরণ তলে হয় যেন মোর ঠাঁই ॥

২

সুখের দিনের বন্ধু তুমি দুঃখের দিনের সাথী
অহর নিশি তোমার স্মৃতি বুকে ধরে রাখি ॥
তোমার সাথে ছিল আমার আত্মায় মাখামাটি
আত্মা প্রেমের তত্ত্বরসের তুমি মহারতি
স্বতির রতি হরণ করে দিলে মোরে ফাঁকি ॥
দগ্ধ চিত্ত হয় না শান্ত তপ্ত অনল জ্বলে
বিরহিনীর অন্তরালে পুড়ে তিলে তিলে
পুড়ে অঙ্গার সর্ব অঙ্গ কাঁদে প্রাণ পাখি ॥

৩

ওরে মন ভুল ভাঙ্গিলে ওরে তোর সংশয় কাটিলে
অমৃত এক ফল মিলিবে খেদমতে গেলে।
ফলের গাছ অতি সুন্দর তারে দেখতে মনহর
ডালপালায় ধরে না সে ফল রয় গাছের ভিতর
অমূল্য ধন দান করিলে ফল মিলে তার কপালে।
ওসে সফেদ রঙ্গের ফল রসে করে টলমল
রসিক বিনে কেউ জানেনা ফলের কত বল
মহাব্বতে মিলে সে ফল মুর্শিদের দয়া হলে।[৪]

৪

কোথায় হতে এলাম ভবে
যাব বা কোথায় আমার কি হবে উপায়
দয়াল তুমি বিনে আপন কেহ নাই ॥

www.pathagar.com

ভবে এসে ভুলে গেছি দয়াল তোমারে
তোমার দয়ায় ছিলাম আমি মাতৃজঠরে
মহামায়ায় মত্ত হয়ে ভুলেছি তোমায় ॥
পলে পলে পার হল দিন সময় বেশি নাই
কখন জানি এই অধমের হইবে বিদায়
দয়াল তোমার চরণ বলে হয় যেন মোর ঠাঁই ॥

৫

দয়াল তোমার নিলা খেলা বুঝতে পারলাম না
কেউবা ধনী কেউবা গরিব সুখ দুঃখ আর বেদনা ॥
পাঠাইলে যদি দুনিয়াতে ক্ষুধা কেন দিলে পেটে
দিলে কেন প্রেম পিরিতি ভালবাসার যন্ত্রণা ॥
অর্ধ শত থাকলে হাতে বন্ধু মিলে সব জাগাতে
অভাব যখন দাঁড়ায় এসে কেউত ভাল বাসে না ॥
চাই না কিছু তোমার তরে তুমি আছ এ অন্তরে
ভরসা কেবল তোমার পরে এইত আমার শান্ত্বনা ॥

মহসিন আলী আল চিশতির গান

বাঘা উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের বলিহার গ্রামের বাসিন্দা হযরত খাজা মহসিন আলী আল চিশতি। ছোট বেলা হতে তিনি গান প্রিয় ছিলেন। পালাগান, যাত্রাগান, বাউলগান শোনার জন্য ১০/১৫ মাইল দূরেও তিনি পায়ে হেঁটে সারারাত গান শুনে ভোরে বাড়ি ফিরতেন। এজন্য তিনি বাবা মায়ের বকুনিও খেয়েছেন। নিজে গান শিখে গান গাইতে থাকেন। নিজ গ্রামে গানের আসর বসিয়ে গান গেয়ে গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ফকিরী লাইনের সাধনায় নিয়োজিত আছেন। ১৯৯০ সালে তিনি তার গানের সহকর্মী শাহবাজের কুষ্টিয়ার উদিবাড়ি যান। উদিবাড়ির পীর মনছুর রহমানের নির্দেশে শাহবাজের নিকট চিশতিয়া তরিকা অনুযায়ী বয়াত হন। তার দেওয়া সবক অনুযায়ী সাধনা করতে থাকেন এবং সাধনার বিষয় নিয়ে গান লেখতে থাকেন। তার বাউল গানের সংখ্যা প্রায় একশ। তাঁর রচিত গানের নমুনা :

১

অচিন পাখি ধরবি যদি, দমের সাধন করো,
দেহের মাঝে আট কুঠরা, দেখো মহল থরে থর ॥
হাওয়াতে যে উঠে বসে চুপ করে রয় কালারবেশে,
কালাকে ভজলে বাঁচবি শেষে, বুঝো কেবা আপন কেবা পর ॥
মণিপুর হয় মদন জ্বালা, হায়রে মুর্শিদ রূপের খেলা,
খেললে দেখবি নুরের আলা, জমে তোরে করবে পর ॥
বুঝে দেখো ভবের ঘরে, এই দমেতে যে উঠে পড়ে
আলেপ হে আর মিম দালেতে রূপের গুণ দেখায় তার ॥

www.pathagar.com

২

নিরঞ্জন গোপনের গোপন
ঘর ছাড়া বাইরে খুঁজলে পাবে না তার দর্শন ॥
বানাইয়া রং মহল সদায় করে চলাচল
পাখি রূপে ঘুরেফিরে ধরবি কিসে বল
ঘরের বস্তু খুঁজছে ঘরে মিলবেরে রতন ॥
বাইতুল মামুরে গিয়া আদম রূপে প্রকাশ হইয়া
লাহুত, নাছুত, মালকুত, জাবরুত করল সেথায় স্থূল
আবার হাহুতের ঘরে বসিয়া করছে নিরূপণ ॥
যখন ছিল আলেফ আকার ছিল বিন্দু বাহার মাঝার
বিন্দু ছুটি ডিম্ব আকার, সেই নুরে হয় নবীর গঠন
মহসিনের জনম বৃথা কি করতে কি করি এখন ॥

৩

বরজক বিহনে খোদা কভু পাবি না
সাজ সরঞ্জাম লয়েরে মন যতই সাজনা ॥
হইবে যদি খোদা প্রাপ্ত, খুঁজো আগে আপ তত্ত্ব
না বুঝে মন হলি মত্ত মনে জ্ঞানে চেয়ে দেখনা ॥
খোদার নাম এই দুনিয়াতে, মুহম্মদ রয় তারই সাথে,
চলে যাও দেল মদিনাতে, দেলকাবা কর ঠিকানা ॥
আঠার চিজের দ্বারা, আঠার মোকামে জোরা
তার ভিতরে আছে খাড়া, করো রূপের ঠিকানা ॥
মহসিন বলছে রে মন, খুঁজো তারে সারা জনম,
ঠিক না করলে গুরুর আসন, পাবি না তার নমুনা ॥

৪

শুনো বলি নামাজের কথা
একিন দেলে পড়লে নামাজ, নামাজেই হইবে দেখা ॥
বিশ্বাসেতে বস্তু মিলে, তর্কে আঁধার হয় যে দেলে
দেল কাবার ভেদ না জানিলে, শুধু সেজদা মাথা ঠুকা ॥
লাহুত নাছুত মালকুতের ঘরে, দেলকাবা দেখ নড়ে চড়ে,
গুরুর চরণ না সাধিলে, দেলে আধার থাকবে সেথা ॥
আলেফ আকার তার চেহারা, মুর্শিদ রূপে লাগাও পারা,
মহসিন হল কর্মহারা, ভবে রইল সে যে সর্বহারা ॥

৫

নক্‌শা ছাড়া হয় না নামাজ মুনা ভাই
নক্‌শা বিনে নামাজ পড়লে সমাজ রক্ষা তাতে হয় ॥
নক্‌শা যাহার নাইকো দেলে, নামাজ তাহার যায় বিফলে
দেখো না মন কুরআন খুলে, আকিমুচ্ছালাত কয় ॥

www.pathagar.com

নামাজেতে হইলে খাড়া, মন বেড়ায় যে পাড়া পাড়া
পীর মুর্শিদের কদম ছাড়া, নক্‌শা তুমি নাহি পাবা ॥
মুর্শিদ পদে যে মজেছে, দিব্য গুণি সে হয়েছে
কুবৃক্ষে সুফল ফলেছে, অন্য কিছু নাহি চায় ॥
মহসিন কেন্দে বলে সাধের জনম যায় বিফলে
মুর্শিদ পদে না ডুবিলে, মানব জনম যায় বিফলে ॥

৬

মনে মন মিশাইল যারা পাইল সে রতন
মণিমুক্তা ঝিকিমিকি দেয় আলোর কিরণ
এক মনের দুইটি ধারা সুজন কুজন দেয় পাহারা
সুজনেরই ভাবুক যারা, তারা হবে মরণহারা
মন মিশায়ে মনছুর হাল্লাজ, খুলে ফেলে শরারই তাজ
ওমর কাজী পাইয়া লাজ করে আত্মসমর্পন
একটি দমের তিনটি ধারা, বুঝে ভাই রসিক যারা
তিনটি ধারা যে দেয় পাহারা সে পায় মওলার দর্শন
মহসিন হয়ে দিন কানা পাইল না সুপথের ঠিকানা
ভেবে বলে পাগল মনা তোর গতি কি হবে এখন ॥[৫]

বাউল কবি দেওয়ান নুরুল ইসলামের গান

বাঘা উপজেলার খরের হাট গ্রামের কবি দেওয়ান নূরুল ইসলাম একজন বাউল সাধক ও বাউল গানের রচয়িতা। ছোট বেলা থেকে তিনি ধর্মীয় বই পুস্তক পড়তেন। তিনি শরিয়তে থেকে পাঞ্জেগানা পড়ে সত্যের সন্ধান পাননি। আধ্যাত্মিক গুরুর সন্ধানে সারা বাংলা ঘুরে বেড়ান। অবশেষে তিনি বয়াত হয়েছেন কুষ্টিয়ার উদিবাড়ির মনসুর রহমানের নিকট। গুরু তাঁর রচিত কয়েকটি বই দিলেন। বইগুলো অনেক বার পড়লেন। সেখান থেকে ভাব নিয়ে গান লেখা শুরু করলেন। তার রচিত বাউল গানের সংখ্যা পনেরশর উপরে (সব গান গুলো বর্তমান সংগ্রহকারীর সংগ্রহে আছে)। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি গান দেওয়া হলো :

১

আদমের আসল হলো নিজ দম,
সেই দম আর এই দম নাহি জান কম,
আহম্মদ আদমে হয় আহাদের দম,
আহাদ হতে জাহের আহাম্মদ আদম।
আহাদের নিজ নূরে জানো আহাম্মদ
আহাম্মদের নুরে বাবা হইল আদম।
চিন আদম জাত সেই খাস নুর
আহাদ, আহাম্মদ, আদম হয়ে জহুর।

www.pathagar.com

হীন নূরুল রচে অধীন খাকছার,
দিলাম খবর কোবানের পর ॥

২

সেই নূর চিন ভাই
সে নূরে আল্লা নবী পাওয়া যায়।
নূর নূর বলে সবাই, কোথায় আছে সেই নূর
দেহের মাঝে আছে সেই নূর।
পীর ধরে জানতে হয়, ঐ নূর কোথায় রয়।
নূরুল কানা নূর চিনে না
মনসুর বলে অদেখা নূরের কাছে যেয়োনা হায় ॥

৩

সাত তালা এই দেহ মস্‌জিদে,
দশ দরজা দেখ তার ভিতরে।
নয় দরজা খোলা আছে, এক দরজা বন্ধ,
দুইটি ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে তার ভিতরে।
দুইটি রেডিও আছে তার মধ্যে
দুই চাকায় চলছে গাড়ি
দুই হেন্ডেল ঠিক রাখে ঐ গাড়ি
দুই ব্রেক আছে ঐ গাড়ির সাথে।
একসিডেন্ট না হয় ঐ গাড়ির যাতে ॥

৪

আমার সোনার পাখি হায়,
সে কোন বনে ঘুরে বেড়ায়, কোন মহিমায়।
স্বপনে দেখি জাগলে নাহি পাই।
বল পাখি বল মোরে, কোথায় পাব তারে,
আলিফ, লাম, মীম যালিকাল কেতাব ধরে।
আলিফ, লাম, মীম জানো মিজান কোথায়
সেইতো লুকায়ে আছে তোমারই ভিতরে,
পাখি বলে, আছি আমি নিজ মহীমায়

৫

ধ্যান সাধনায় যারা করেনা মুর্শিদের চেহারা,
তারে কয় বাতিল ফের করে বেহারা।
না জেনে পারের মর্ম, কি করে বাঁচে ধর্ম?
পীর নহে খোদা, আবার নহে জুদা,
আসল খোদা না ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
ইহা যে বুঝে না সে বেল্লিল্লাহ।

www.pathagar.com

ইহা ছাড়া এবাদত করে যারা,
শেষে ফল পাবে কাঁচা কলা তারা ॥

৬

বাবা সেজদা দিবে কোন খানে,
মনের মানুষ লুকিয়ে আছে যেখানে
বাবা আদমকে করলে সেজদা,
সে সেজদা পায় খোদা।
বাবা নূরুল সেজদা করে,
মনসুরের পায়ের পরে সবখানে ॥

৭

বেহেস্তে যেতে যার বাসনা,
ব্যক্তি মালিকানা সে রেখো না।
যদি যেতে চাও বাবা বেহেস্তে,
তবে চলে যাও দাসত্বে।
আগে ছাড় দুনিয়ার রাজত্ব,
পরে ছাড় দুষ্ট নিজের দেহত্ব।
মনসুর ডেকে বলে নূরুলকে
এই হল তোমার এবাদত কেন বুঝ না ॥

৮

জেকের ছাড়া নামাজ হয় না,
অনেকেই এ জেকের জানে না।
পড়ে শুনে কেহ হয় দিন কানা,
তারা নিজের ভেদ জানে না।
অদেখা যেমন স্মরণে আসে না,
নাম ও গুণ জপিলে ক্ষুদা যায় না,
চক্ষু ভিন্ন স্মরণ হয় না।
মনসুর বলে, নূরুল কোরান দেখ না ॥

৯

প্রথমে এক নুক্তা হতে হয়েছে তিন নুক্তারে,
তিন নুক্তা হতে হয়েছে পাঁচ নুক্তারে।
পাঁচ নুক্তার খবর, তাতে নাই যের ও যবরে,
পাঁচ নুক্তা না হলেরে, হত না কিছুরে।
দেখ, পাঁচ নুক্তার সাথে, খেলছে দুই জন সাথীরে,
তাদের দেখা শুনা হচ্ছে এই দুনিয়ায়, এসেরে।
নূরুল কানা নুক্তার ভেদ জানে না,
মনসুর যে, সে ভেদ জানাইয়া দিল নূরুলেরে ॥[৬]

www.pathagar.com

মরমি কবি হযরত খোরশেদ আলী চিশতির গান

বাঘা উপজেলা চকছাতারী গ্রামের মরমি কবি হযরত খোরশেদ আলী চিশতি। তার পিতার নাম মো. জয়নাল আবেদীন ও মাতার নাম ওজিমন। তিনি বিশ বছর বয়সে খাজা জিয়াউদ্দিন চিশতির নিকট বয়াত হন। তিনি রুহানি জগতের খাঁটি প্রজ্ঞাদাতা সুফি সাধক। তিনি একজন সত্যের সৈনিক। সত্য, ন্যায় ও স্পষ্টবাদিতার কারণে অধিকাংশ মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করত। চরিত্র বলই ছিল তার এক মহাশক্তি। আল্লাহর নৈকট্য ও রাসুলের প্রেম লাভই ছিল তার জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তিনি ১৩৮৮ সনে দেহ ত্যাগ করেছেন। নিজ বাড়ির, আঙ্গিনায় তার মজার ও খানকা রয়েছে। তার অনেক ভক্ত ও মুরিদ আছে। তিনি অনেক মরমি গান লিখেছেন। তার গানের সংখ্যা ৩০০টি। নিচে তার রচিত গানের নমুনা দেয়া হল :

১

তোয়াফ কর মন কাবাখানা যার কারিগর সাঁই রাব্বানা
মানব জনম সফল হইবে পূর্ণ হবে মনস্কামনা ॥
কাবাকে পাষাণ ভেবনা কেবলা জান সর্বক্ষণ
ফল্গু নদীর উপরে শুকনা নিচে নহর রইছে অনুক্ষণ
কররে মন ভজন সাধান কেবলা কবায় করে নিশানা ॥
১৪ ভুবনের নকশা আটা ঘরের বিচিত্র গঠন
১৮ হাজার আলমে করে ব্যবসা আচরণ
শুক সারি গাইছে সদা কারিগরের বন্দনা ॥
ভক্তের আশা পুরাইতে কাবার হইল পত্তন
খুশি হলে কাবাকুলে বিরাজ করেন নিরঞ্জন
ঘরের মাঝে আসওয়াদ পাথর চুমা দিলে পাপ থাকে না ॥
চূড়াতে রেখেছে বারি কহিনুরের রৌশন
সেই আলোতে দেখা যায়রে বিধুর বদন
আলী বলিছে ওরে আশরাফ কেন আলো জে্বলে ওমুখ দেখলি না ॥

২

দম কলেতে শুমার ধরে দেখ না মানুষ নীরের ঘরে
মতির খাটে আসন পেতে দিচ্ছে কিরণ ভুবন জুড়ে ॥
অটল গতি ধনকতবেব খাড়া প্রহরী আছে দ্বারে
রতি পতি না হইলে সেথা যেতে নাহি পারে ॥
উপর তলায় কোট কাচারি নিচ তলাতে রায় প্রচারে
মধ্য তলায় কাম আচারী এনাম দেয় রূপ নজরে ॥
বরন নিতি শুন্যে ঝুলে ফকির দরবেশ দেখতে পারে
মক্কায় গিয়ে ধাক্কা খেয়ে কত হাজি যায়রে মরে ॥
কুল ধর্ম মর্ম স্থূলে পাক মাদানী শহরে
হাওয়া কারে আসা যাওয়া স্বরূপ দেখায় হৃৎমন্দিরে ॥

www.pathagar.com

৩

দম থাকতে ওমন দেহের সন্ধান করলি না
দম ফুরালে দেল দরদী পাবি না ॥
অটল মানুষের সঙ্গ কর দমের ঘরে শুমার ধর
কামনদে পড়িবে ভাটা খরধারা আর বইবে না ॥
লাহুত, নাছুত, মলকুত, জবরুত হাহুতে হাক্কুল মজুদ
বারহুতে লাদুন্নি ময়া জাগায়ে কর সাধনা ॥
লাল, জরদ, ছিয়া, ছফেদা, নীল, কমলা আর হলুদা
সাত রঙ্গের বিচিত্র খেলা সাত দরিয়ায় খুজনা ॥
ফানা ফেল্লা যাহারে বলে লহু দরিয়ায় সাধিলে মিলে
প্রেম হিল্লোলে উপচে বিন্দু সিন্ধু মাছে তার স্থাপনা ॥
আলীশা বিচারী বলে স্বরূপ সাধিলে সে ধন মিলে
অমাপা অমাজা চিজে মুর্শিদ ভজতে ভুল না ॥

৪

মদিনা মক্কা আজব শহর আরব দেশের সেরা
মেওয়া মিলে বেহেস্তি সেথা সেবা করে হুরেরা ॥
জান্নাতে বাকায় শরাব তহুরা আছে ভাণ্ড ভরা
ভাগ্যবানে পান করিয়ে হয়রে জিন্দামরা ॥
খানা ইব্রাহিম জমজম কুয়া পাথরেতে গড়া
বায়তুল মামুরে সাধন খানা দেখতে পায় না টেরা ॥
কথাতে মন নেচে উঠে কর্মে দিশেহারা
নিকটেতে আরশি নগর পড়শি খুজি পাড়া পাড়া ॥
আলীর হলনা নিশানা ঠিক তুই আশরাফ বেয়ারা
আখি মাক্কি বিনা যোগেতে শিকার যায় না মারা ॥

৫

এই দেহে বিদেহ আছে দেখলে জনম সফল হয়
গুরু রঞ্জন লাগাও নয়নে নুরীতন সামনে পাবে ॥
সেতো রূপের খনি সর্ব যিনি পাপিয়ার পরান বল্লভ
দেখিলে মহুয়া মুখ দূরেতে যাইবে দুখ কামনা পুরবে ॥
হাহুতে ঘণ্টা বাজিল মলকুতে সাড়া পড়িল সময় ফুরাল
পর কর না ঘরের মানুষ কোন সময় ফেলে যাবে ॥
আরাফাতে নিশান উড়িল শীঘ্র চল হজ ললাটে ঘটবে
মদীনা জিয়ারতে হজ পূর্ণ আসলেতে লাব্বায়কা দেলেতে পড়বে ॥
পর পিরীতে দিন গেল আশরাফ আপন দেখবি কবে
আলী বলে নিদান কালে পরকাল হয়ে কাটবে ॥[৭]

www.pathagar.com

বাউল সাধক আমজাদ হোসেনের গান

চারঘাট উপজেলার সারদা ডাকঘরের শাদীপুর গ্রামের বাউল সাধক আমজাদ হোসেন হায়দারী। ছোটবেলা থেকেই গান বাজনা ও ইসলামী বই পুস্তক পড়ার প্রতি তার প্রবল ঝোঁক ছিল। বড় হয়ে আধ্যাত্মিক সাধানায় নিয়োজিত হন। শাহসুফি সৈয়দ হোসেন হায়দারী এর নিকট চিশতিয়া তরিকা অনুযায়ী বরাত হন। সৈয়দ হোসেন হায়দারীর আবাস কমলাপুর স্টেশনের কর্মচারী কোয়াটারে। গুরুর দেওয়া সবক অনুযায়ী সাধনা করতে থাকেন। ১৯৮৯ সালে তিনি পির মাতার নিকট থেকে খেলাফত লাভ করেন। বর্তমান তার ভক্ত মুরিদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। তার নিজস্ব খানকা বানেশ্বর খুঁটি পাড়ায় 'দি হায়দারী দরবার শরীফ' এ প্রতি বছর ১ নভেম্বর তারিখে বার্ষিক ওরশ মোবারক পালন করা হয়। এছাড়া প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার রাতে যেকের আজকার, আলোচনা সভা, মিলাদ, দোয়া ও তাবারক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এবং সাধনার বিষয় নিয়ে গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় ১০০টি। তার গানের নমুনা স্বরূপ কয়েকটি গান নিচে দেওয়া হল :

১

ভবে আল্লা খেলছে খেলা
আদি আদমের মাঝে
আদমের কলবে খোদ খোদা বিরাজে ॥
জাল্লে সাইয়িন নামটি ধরে
আসন নিলো হাওয়ার পরে
জীবে তারে চিনতো নারে
ভুল করে ভবো ঘুরে ॥
লাহুত নাছুত মালকুত জাবরুত
হাহুতে এসে করিয়া যোগ
ভাবের ভাবুক হইয়া সে যে
আহম্মদ নাম প্রকাশে ॥
হায়দারী কয় শুনরে আমজাদ
জ্ঞান না পেয়ে হইয়া বেবুঝ
সময় থাকতে করলে না হুঁশ
সত্যটা যাচাই করে ॥

২

বাবা আমার খেলছে খেলা রূপ লীলা
স্বরূপ রূপে রূপ ধরেছে
কৃষ্ণ করিম কালা
হরিত দ্বারে রূপ ধরিলো
জীবের মাঝে প্রকাশিলো
রূপ ভারায়ে দেশ বেড়ায়ে

www.pathagar.com

করছে খেলা নিরঞ্জন।
কখনো হয় গজমতি
কখনো হয় সরস্বতী
চলে সে যে উর্দ্ধগতি
যেখানে পায় প্রেম লীলা ॥
হায়দারী কয় অবোধ ছেলে
নিশ্বাসেতে প্রেম করিলে
আমজাদ তুই দেখতে পাবি সেই দিনেতে
ঘর হবে তোর উজালা ॥

৩

জেনে শুনে পথ চলিয়ো
হুছোট খেয়ে পড়ো না
অন্তর চক্ষু কানা হলে
প্রাণেতে আর বাঁচবে না ॥
চাতক সভাব নিয়ে মনে
নিহার করো গুরুর সনে
জ্ঞান চক্ষুতে খুললে তালা
অন্ধকার আর থাকবে না
তালা লাগাও কামের ঘরে
চন্দ্রউদয় হবে দেহের মাঝে
কুপথ তোমার যাবে সরে
দেখবে সাঁইয়ের বারাম খানা ॥
সত্য পথের সাধু যারা
অন্তর চক্ষু খুলে তাঁরা
পাগল আমজাদ হইলো জন্ম কানা
জ্ঞান চক্ষু আর খুললো না ॥

৪

শারার নামাজ পড়তে গিয়ে
নিজের নামাজ কই হলো
নিয়ত বেঁধে দাঁড়ায় নামাজে
মন থাকে না সেইখানেতে
সুরা কেরাত সব পড়িলে
অজায়গায় সেজদা দিলে ॥
না জেনে ভাই নামাজ পড়া
ভিজা ঢিলে ঘুঘু মারা
সঠিক মানুষ জেনে শুনে
জেনে নাও আইন কানুন ॥

www.pathagar.com

জুব্বা পরে মাথায় টুপি
নাম রেখেছে মোল্লা কাজী
হাদিস কোরান কিছু পড়ে
বেহেস্ত দিলে পার করিয়ে
হায়দারী কয় পাগল ছেলে
নামাজ পড় রবজখ ধ্যানে
আমজাদ পলো হাহুতাসে
নামাজ পড়ার সময় গেলো ॥[৮]

২. মেয়েলি গীত

মেয়েলি গীত তার সৃষ্টিগুণের স্বকীয়তায় লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্যের গৌরবে সমুজ্জ্বল। কথার সারল্য আর সুরের মাধুর্য এর অন্যতম দিক। বাঘা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মেয়েলি গীত :

১

আমার বাগানের মাঝখানে ওহে নশায় হারিয়ে গিয়াছে
সে তার মানান টায়রা নারে কে ॥
শাশুড়ির নুন্দা বেচা টাকা নশায় কিনিয়া দিবে
সে তার মানান টায়রা নারে কে ॥
জাম বাগানের মাঝখানে ওহে নশায় হারিয়ে গিয়াছে
কানের মানান ঝুমকা নারে কে ॥
শাশুড়ির ডিম বেচা টাকা নশায় কিনিয়া দিবে
কানের মানান ঝুমকা নারে কে ॥
লিচু বাগানের মাঝখানে ওহে নশায় হারিয়ে গিয়াছে
গলার মানান মালা নারে কে ॥
শাশুড়ির দুধ বেচা টাকা নশায় কিনিয়া দিবে
গলার মানান মালা নারে কে ॥
কলা বাগানের মাঝখানে ওনে নশায় হারিয়ে গিয়াছে
হাতের মানান চুরি নারে কে ॥
শাশুড়ির মুরগি বেচা টাকা নশায় কিনিয়া দিবে
হাতের মানান চুরি নারে কে ॥
আম বাগানের মাঝখানে ওহে নশায় হারিয়ে গিয়াছে
পায়ের মানান নুপুর নারে কে ॥
শাশুড়ির গরু বেচা টাকা নশায় কিনিয়া দিবে
পায়ের নুপুর নারে কে ॥

২

মা-লিল রেশমির শাড়ি আমাক দিল ধুতি,
ধুতি পইড়া খসমস করে নাড়ির বেদনায় মরি।

www.pathagar.com

মা-লিল রসগোল্লা আমাক দিল মুড়ি খাতে
খসমস করে গলার বেদনায় মরি।
মা-লিল দালান কোঠা, আমাক দিল খেরি,
খেরি ঘরে শুইয়া থাকি ভিজে মরি আমি ॥[৯]

৩

ছিকির ওপর তুলিয়া থোও
ঢাকুন দিইয়া ঢাইকা থোও
বাপজান আইলে ঢাইলা দিবে
দুধরে আনন্দের বাঁশি।

৪

ও ধান বানিরে ঢেকিতে পাড় দিইয়া
ঢেকি নাচে আমি নাচি
হেলিয়া দুলিয়া ও ধান বানিরে
ধান বালিবো চিড়ি কুটিবো
যামু বাপের বাড়ি
ও ধান বানিরে, ও ধান বানিরে।

৫

আলো আতোবের র‍্যাহ্ন্যা ছিরে খেরেসা
সোনার পালকে বাড়ি এলাম খেরেসা
খেরেসা খাইয়া লওগো খরেসা
মায়ে ডাকে খাইয়া লওগো খেরেসা ॥[১০]

৬

বেহাই বাসনা বাঁশের বাঁশি বেহাই
তরুল্লা বাঁশের আগলা বেহাইরে।
বেহাই আমার লাইগা আনবেন,
তেরা সেতার টাইরা বেহাইরে
বেহাই না সকালে বেহাই
কালই না ফরজে বিহাই
ঘুরিয়া দেখাবো নাচ বিহাইরে।

৭

গঙ্গা দিয়া ভাসা গেল গেন্দা ফুলের লা
মাঝি হে কোন বা ঘাটে লাগবো ফুলের লা।
যেনা ঘাটে পাঁচমেল সাহেব খেলে
যেনা ঘাটে মুকবেল সাহেব খেলে
মাঝি কোন কোন ঘাটে লাগাবো ফুলের লা।

www.pathagar.com

৮

উত্তরেন ই আইল বিয়া বাঁশ কাটারি হইয়ারে
ছন্নার তলে দিল দরশন হায় রে।
দেও দামাদেক জায়গা পানি
দেও দামাদেক বিছানা।
দেও দামাদেক দাদি শাড়িক দান।
কি করে দাদি শাড়িক বাজারে পিদাবরে।
কোলের ছেলে পালির দেশে যায়
কি করিব নানী শাড়িক রে ॥

৯

এপারে ওপারে কুসুমের আড়া
মধ্যে বেজো পাড়ারে সখি মধ্যে বেজো পাড়া।
এত রাতে বাজনারে বাজে বিয়া হচে সখিরে
কারে বিয়া হচে কারে
সাতও ভাইয়ের বহিনরে যারা
বিয়া হচ্ছে তারে ॥
এত রাতে ধাপুর ধুপুর ধানও বানে কারারে সখি
সাতও ভাইযের বহিনরে যারা
ধানও বানে তারারে সখি
ধানও বানে তারা ॥[১১]

১০

এমন মজা হয় না, গায়ে সোনার গয়না
বুবু মনির বিয়ে হবে, বাজবে কত বাজনা
আজকে বুবুর গায়ে হলুদ, কালকে বুবুর বিয়ে
বর আসবে পালকি চড়ে বকুল তলা দিয়ে
ও বুবু তোর দুলা ভাইয়ের কত বড় দাড়ি
তারই সঙ্গে চলে যাবি মজার শ্বশুর বাড়ি।

১১

লাল মনের মায়ের জোড়া জোড়া নাকের ফুলরে লাল মন ॥
লাল মনের মায়ের সিথির টাইরা দোলেরে লালমন ॥
রাস্তা ছেড়ে দাও দরজা খুলে দাও
নাচনি যাবে ঘরে রে লাল মন ॥

১২

আল্লা মেঘ দে পানি দে
ছায়া দেরে তুই আল্লাহ
মেঘ দে ॥

www.pathagar.com

খালে বিলে নাই পানি
ধানের ভুইয়ে নাই পানি
আমার ভাইজান কান্দেরে
লাঙ্গল ঘারে কইরা রে
আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
ছায়া দেরে তুই আল্লাহ
মেঘ দে ॥

১৩

দুলাভাই খানতো বাটার পান
সাইকেল পাবেন দান এই বাটার পান খাইলে
দুলাভাই খানতো বাটার পান
ঘড়ি পাবেন দান এই বাটার পান খাইলে
দুলাভাই খানতো বাটার পান
রেডিও পাবেন দান এই বাটার পান খাইলে
দুলাভাই খানতো বাটার পান
এই বাটার পান খাইলে
শালি পাবেন দান ॥[১২]

বাঘা অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য লোকশিল্পী : অমরপুর গ্রামের ফারুক আহমেদ, নিশ্চিন্ত পুরের বাউল মফিজ, মনিগ্রামের ডাক্তার নূরুজ্জামান ভাণ্ডারী, আলাইপুরের গোলাম পাঞ্জাতন, তেপুকুড়িয়ার মোস্তাক আহমেদ, চানপুরের মাতোয়ারা নাইস, শান্তের রিপন কুমার সরকার, মিলিক বাঘার নূরুল ইসলাম, উত্তর মিলিক বাঘার উর্মি, সোনাদহের মকবুল হোসেন নবাব, দীঘার রেজাউল করিম, অমরপুরের কামাল হোসেন প্রমুখ।

বাউল কবি মুজাহিদুল ইসলাম দুলালের বাউল গান

চারঘাট উপজেলার থানা পাড়া গ্রামের বাউল কবি মো. মুজাহিদুল ইসলাম দুলাল। তিনি একজন বাউল সাধক। দৈববাণী শুনে তিনি বয়াত হন ঢাকার বাড্ডা এলাকার হয়রত সৈয়দ হোসেন হায়দারীর নিকট। তার সাথে যোগাযোগ হত এলহামের মাধ্যমে। তার সমস্যার সমাধান গুরু স্বপ্নে এসে বলে যেতেন। হযরত মুহম্মদ (সা:) এরপর হযরত আলীই তাদের আদর্শের প্রতীক। মহানবীর তিরোধানের ওসমান থেকে এজিদ পর্যন্ত সবাই গোত্রীয় বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা চরিতার্থ করতে আদি কোরানের সর্বাঙ্গে এতো বেশি অস্ত্রোপচার চালিয়েছে তার ফলে, প্রকৃত কোরানের মূল দর্শন একেবারে হারিয়ে গেছে জগত থেকে। যে জীবন্ত কোরানের মাথাটিকে কারবালায় ধড় থেকে কেটে এজিদ বাহিনী আলাদা করে ফেলেছিল হাজার বছর পর সেই মহাবীর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের ধর্ম। গুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গান লেখেছেন। তার গানের সংখ্যা ৮০০। নমুনা সরূপ কয়েকটি গান দেওয়া হল :

www.pathagar.com

১

আসল রূপ মিশেরে তোর নকল রূপ ঘুচা
নকল রূপে থেকে গেলে হবি চিরদিনের মিছা
তোর নকল রূপ ঘুচা
ন্যায় সত্য সুন্দর তোর চিরদিনের ভূষণ
নকল খোলস ফেলে আসলে মিশে যা
নয়তো সবই হবে বৃথা
প্রেমের রং মেখে সুন্দরে মিশে যা ॥
এ পুড়ে জলে ডুবে যেতে হয় যেথা
প্রেম ভেলায় আজই ভেসে যা
হোসনে তুই কচড়া পোড়া ওরে পচা
হোসেন হায়দারীর প্রেমের রং মেখে নে
হৃদয় দেহ বুকে
ওরে কানা চোরা, মরিসনা ধুকে ধুকে
সামনে মরণ সন্ধ্যা, জীবন বাঁচা ॥

২

হৃদয় কোষে বিশ্বের ছবি
তার মাঝে জগত পতি
সাথে মোহাম্মদ, রাসুলুল্লাহ
কে দেখবিরে দেখতে তায় খোদার নুরে প্রেমের পুতুলা বানায়
হয়েছে সে কি প্রেমময়।
আল্লাহ রসুল কোন পুরে?
কে দেখবিরে আয় ॥
আল্লাহ নররূপ কখনো অরূপ
প্রেমের চুম্বক টানে ধায়
আবার মোহাম্মদ রূপে
কি অপরূপ বিধায়।
আল্লাহ মিশে দাতার বেশে
মোহাম্মদ (সা :) সে রূপ ধরেছে
তাই পাক মোহাম্মদ (সা :) হলেন আল আমিন রহমতুল্লাহ
ওলিগণ মিশে অর্জিল দিশে,
সৈয়দ হোসেন কহেন একথা হেসে,
এক বিনে নাই।

৩

যে মিশে ছিল সে আছে মিশে
একের আওয়াজ কণ্ঠে এসে
এক হয়ে কি প্রকাশিছে?
যে মিশে ছিল সে মিশে আছে ॥

www.pathagar.com

যে যার তারই আছে
তারই হয়ে থাকবে
ভালবাসার বাবা যে, সে থাকবে ॥
জাতে জাত মিশে অজাতে অজাত
এই দেখ কার সাথে কে আছে মিশে ॥
কোন জাত বুকে জাত মিশেছে ॥
পানিতে পানি মিশে বায়ুতে বায়ু
কে মিশে কোন প্রাণে হলো কার আয়ু?
দেখ কে এসেছে?
কে মিশিছে? কে মিশে আছে কোন বুকে?

৪

আসিলে রূপ ভয়ংকরে
সর্প রূপটি তুমি ধরে
চিনলাম কণ্ঠ শুনে
এ রূপেও তুমি থাক দেখলাম যেমনটি করে
জগতের সব রূপ যদি তোমার হয়
পাগল ভাবে কোনটি তোমার নয়?
তবে কেন দেখি না সকলে?
কোন ধিয়ানে যায় গো দেখা আপন করে।
সকলই তোমার পাত্র, আমি অপাত্র শুধুই
তাইতো কি দাওনা দেখা পাপী তরে,
বল বাবা বল আজি সত্য করে ॥
মরে যদি যাইগো দয়াল
কেমন করে তোমায় চিনবো?
কোন রূপটি ধরে থাকবে সে দিন
বল হোসেন হায়দারী, দুলালের এই মিনতি ॥
আকাশে কত শত চন্দ্র হাসে দয়াল
পেয়ে তোমার আশ্রয়
এ তোমার প্রেমের পরিচয়
দয়াল তোমার প্রেমের পরিচয় ॥
আরো হাসে সহস্রকোটি তারা
আত্মহারা হয়ে
আমি হাসি পড়ে ভূতলে
ঠাই হলোনা যখন আমার ॥
দিবে ডাক কবে আমার?
সে দিন হবো তোমার আমি
ছুটবো বেহুশ বেগে বলে
আমি হাজির, আমি হাজির

www.pathagar.com

ওগো দয়াল প্রেমের রূপকার ॥
সৈয়দ হোসেন হায়দারী
পাক রকেট মেলে
সে দিন সব ছেড়ে ফেলে
উম্মত প্রেমে ছুটবে দুলাল
এক পায়ে খাড়া
হও দয়াল হওগো আমার ॥[১৩]

সবুর উদ্দিনের বাউল গান

সবুর উদ্দিন চারঘাট উপজেলার সারদা ডাকঘরের শাদীপুরের বাউল সাধক। কর্মজীবনের পুলিশের চাকরি করে অবসর নিয়েছেন। কামেল পীরের সন্ধানে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। অবশেষে ১৯৯৫ সালে পাবনার আটঘড়িয়ার সারোটিয়া গ্রামের আব্দুল কাদের ওয়ায়েসীর নিকট বয়াত হন। রংপুর জেলায় চাকরির সময় সাধনার বিষয় নিয়ে গান লেখা শুরু করেন। সেখানের 'সাপ্তাহিক দাবানল' পত্রিকা গান গুলো পর্যায়ক্রমে ছাপাতো। তার বাউল গানের সংখ্যা প্রায় ৬০টি। গানের নমুনা স্বরূপ কয়েকটি দেওয়া হলো।

১

ওভাই কি চমৎকার রত গড়েছে
আজব কারখানাই ॥
ও তার দুইটি চাক্কা অর্ধেক ফাঁকা সাড়ে তিন হাত লম্বা পাই,
মনোরে কলকব্জা তার আছে সারি
৭২ হাজার তার দেয় মিস্ত্রী।
আবার তারে তারে সংযোগ দেয়া
মাঝখানে বয়লার বসাই
বয়লারেরও চতুর পাশে
কাঁচে ঘেরা চেরাগ আছে
আবার দিবারাত্রি জ্বলিতেছে তেল মবিলের দরকার নাই ॥
দুইটি ফানুষ ঝরকা কাটা
নাম দিয়েছেন মালকুত ব্যাটা
উপরে নিচে আছে পাট্টা
আঁখি বলে জানে সবাই।
নুরুল্লাহ নামে সে রথ
স্বর্গ নরক দুয়েরি পথ
শাহকাদের কয় সবুর সোনা সে রথ তোমার চেনা চাই ॥

২

অসীম সালাম আদম ওজুদ ॥
আহ্ছান তাক্বিম্ তোমাই কর রে

www.pathagar.com

আহ্ছান তাক্‌বিম্ কুরআন কয়
তোমার মাঝে বিরাজ করেন আপে আপো পাক খোদায় ॥
সৃজিয়াছেন সেই পরোয়ারে,
১৮ হাজার আলোমেরে
সবার মাঝে আদর করে
আদম নাম দিয়াছেন সাঁই ॥
আদম নামে এত শক্তি
ফেরেস্তা তোমাই করে ভক্তি
সকল বসউতর নাম শিখিয়ে
জপতে পাঠান দুনিয়ায় ॥
কেন তুমি আছো ভুলে
কালুবালা বলেছিলে
আল আস্‌তাবি রাব্বিকুম বলে?
শপথ নিয়েছেন রব্বানাই ॥
দেহ তোমার সুন্দর ভারী
শাহ্ কাদের কদের কয় ঐ তো তরী
দায়েমী ছালাত কর খাড়া
সবুর তোমার অন্তরায় ॥

৩

কুল মাখলুকাত আছে দেখ দেহের মাঝে
তোরা কেউ থাকিস না আর দূরে বসে ॥
যদি তুই থাকিস দূরে,
পথ পাবি না একূল ওকূল দোন কূলে,
আবার অন্ধ করে তুলবে তোকে হাশর মাঠে
যদি চাও বাঁচিবারে, ওয়ায়েছি তরিক ধরো শক্ত করে
আবার তরিক নিয়ে বসে আছেন শাহ্ কাদের
ওয়ায়েছি তরিকাতে জ্যান্ত হাদিস কুরআন আছে
দেহের ঘরে।
আবার যে গিয়াছে সেই মজেছে ভেদ সাগরে
চারঘান থানার সবুর দানা
পাইছে সন্ধান ওয়ায়েছি খান্দান সারোটিয়াই
আবার দৌড়ে গিয়ে পথ ধরেছে চৈত্র মাসে
তোরা কেউ থাকিস না আর দূরে বসে ॥

৪

দেহ তোমার ক'র খাড়া
হয়ে তুমি হুশিয়ার রে হয়ে তুমি হুশিয়ার

www.pathagar.com

জগতে তোমাই দেখে বলবে মারহাবা কী বাহার ॥
যদি খাড়া করিতে পারো থাকবে না আর কোন ডর
আরোশ কুরছি লোহ্ কলম
সবই দেখি একাকার ॥
দেহ রাজ্য ভ্রমণ কর, গুরুর চরণ আঁকড়ে ধর
রূপেতে নিরিখ রাখ
দূর হইবে অন্ধকার ॥
যদি খারা করিতে চাও ওয়ায়েছি পথে দাঁড়াও
দেখতে পাবে দেহের তরে
কয়টি মোকাম কোন জায়গায়।
শাহ্ কাদের কয় সবুর দুলা থেকেনা আর হয়ে ভোলা
বায়ুর ভরে হয়ে খাড়া
রওশন কর ঘর খানা ॥[১৪]

চারঘাট অঞ্চলের মেয়েলি গীত

১

কত দূরে বিয়া দিলা বাপজানরে
খিদা লাগিবে রাস্তার মাঝে
খিদা যদি লাগে বিটি জানরে
হোটেল বসাবো রাস্তার মাঝে।
কতদূরে বিয়া দিলা মা জানরে
তৃষ্ণা লাগিবে রাস্তার মাঝে
তৃষ্ণা যদি লাগে বিটি জানরে
টিউবয়েল বসাব না রাস্তার মাঝে ॥[১৫]

২

আরে যেই না ঘাটে রাজা শিয়ান করে,
সেই না ঘাটে মেহেদির পাতা ভাসে
আরে কালো মেহেদি বাড়ির খবর কি
আরে তোমার মা জান খায়না দানাপানি,
আরে তোমার বাপজান করে না গৃহস্থালি
আরে তোমার বোন জান যায়না শ্বশুর বাড়ি,
আরে তোমার ভাবীজান যায়না রান্না ঘরেরে ॥
আরে তোমার মাঝে বুলগা খাক দানাপানি
আরে তোমার বাপকে বুলগা করুক গৃহস্থালি,
আরে তোমার বোনজানকে বুলগা শ্বশুর বাড়ি
তোমার ভাবিক বুলগা যাক রান্না ঘরে
আরে মায়ের আনিবো লক্ষ টাকার শাড়ি

www.pathagar.com

আরে বাপের আনিবো হুকা খাওয়ার কলকি
আরে বোনেরে আনিবো খেলারও সখি,
আরে ভাবির আনিবো কৌটা ভারা সিঁদুর।
আরে ছিড়া গেলো লক্ষ টাকার শাড়ি,
আরে ভেঙ্গে গেল হুকা খাওয়ার কলকি,
আরে ভাসে গেল খেলারও সখি,
আরে থাকে গেল কৌটা ভরা সিদুর।[১৬]

৩

ও দরদের বিটিরে যাবার কালে
আব্বা ডাক দিয়া যাইয়ো নারে
ও দরদের আব্বারে যাবার কালে
আব্বা ডাক ভাল লাগে নারে ॥
ও দরদের বিটিরে যাবার কালে
আম্মা ডাক দিও নারে
ও দরদের আম্মারে যাবার কালে
আম্মা ডাক ভাল লাগে নারে ॥
ও দরদের বিটিরে যাবার কালে
দুধভাত খাইয়া যাইয়োরে
ও দরদের আম্মারে অবুঝ কথা বলহে
যাবার কালে দুধভাত ভালো লাগে নারে হে ॥

৪

পান লাগাইলাম সারি, লতা গেল বিলে
ওইনা পান তুলিতে বকুল বরে পড়িল ধরা,
খবর আলী খবররে দাওগে সজীব ছোঁড়ার আগে,
পান রহিল বারো আর বারতে,
ঐ না পান বেঁইচা হে সজীব
পারুলকে করিল খালাস ॥[১৭]

৫

হাসান ঘরের দুয়ারে ধুতোরার গন্ধ, গন্ধ করে গমগো,
তারইনা তলে আয়শা ছুড়ি বিয়ার সাজন ভাল সাজে।
আসিবে বিয়া বসিবে বৈঠকে, পাউডারের কৌটা ক্যানে নাই,
পাউডারের বদলে ভাউজকে রেখে যাও দামানরে।
আমারই ভাউজ গানেরই ছকড়া পবনে হিলে তার মাজারে,
আসিবে বিয়া বসিবে বৈঠকে, চুনুর কৌটা ক্যানে নাই।
চুনুর বদলে বোনকে রেখে যাও দামানরে,
আমারই বোন নাচের ছুকরা পবনে হিলে তার মাজারে।[১৮]

www.pathagar.com

৬

আমো রসে জামো রসে মধুরসে বিয়ে
বরের বাবারা দিল নারে মালা
হলো না বাছার বিয়া
আমরা দিবো গয়না টাকা
হয় যাক বাছার বিয়া ॥
আমো রসে জামো রসে মধুর রসে বিয়া
বরের বাবা দিল নাকো কাপড়
হলো না বাছার বিয়া
আমরা দিবো কাপড়ের টাকা
হয়ে যাক বাছার বিয়া ॥
আমো রসে জামো রসে মধুর রসে বিয়া
বরের বাবা দিলো নারে হাতে বালা
হলো নারে বাছার বিয়া
আমরা দিবো হাতের বালা
হয়ে যাক বাছার বিয়া রে ॥[১৯]

৭

আজ কন্যা তোর গায়ে হলুদ
কালকে তোর বিয়ে
যেইনা পাখি উইড়া যাবি
কোন দেশেতে চলে
বাপে কান্দে মায়ে কান্দে
কপালে হাত দিয়া
ভাই বোন আর সাথীরা কান্দে
তারই স্থিতি লইয়া
বাপের কান্দন যেমন তেমন
মায়ের কান্দন দেখরে
ভালো করে থাকিস কন্যা
ভুলিস না আমারে ॥

৮

চল যাই চল আয়শা বাগুন তুলিতে
ওযা ওইনা বাগুন তুলিতেরে,
ওযা হাতে ফুটলো কাটারে,
সেই না কাটা তুললো রে
ওযা সাহেবের বেটা রে ॥[২০]

৯

হলুদ বাটো মেহেদি বাটো
লাগাও কন্যার গায়ে

www.pathagar.com

সেই না দেখে গনুমোল্লা
ভাই খুশিতে নাচে।

১০

কুয়ার পাড়ে গুয়ার গাছটি
গুয়া ধরে থুকা হে
কারগা লাগালাম গুয়া হে
রাজা ধরে গুয়ার থোকা
রানী ধরে ঝাকা হে
কারগা লাগালাম গুয়াহে।

১১

খির খাইতে বইসা টুনি মনেমনে ভাবে,
হায় আল্লা আমার সাথে কেউ নাইরে।
পাশ থেকে কন্যার বোন বলেরে,
ও বোন আমি, আছি তোর সাথে।[২১]

১২

কন্যার বাপের হ্যাংকে প্যাংকে,
বরের বাপে ছাগল চড়ে।
তাকে দিনুরে ভাত,
ভাতে দিনুরে ওরের শানা।
ওলের শানায় ধরিল গলা
বান্দি থওগ্যা তেতুল তলা
তেঁতুলের গাছটি লড়ে চড়ে,
বরের বাপের পয়জার পড়ে।
পয়জারে পয়জারে ধরিল মাথা
তাও ছাড়ে না চর বড় মানষি কথা।

১৩

হলুদিয়া বরন আমার চেয়ে সুন্দর
বাবা মায়ের চেলে
তাকে দেওগো আমার নাকের বেসর।
হলুদিয়া বরন কি ওহে দামান
চাচা-চাচীর ছেলে,
তাকে দাওগো আমার কানারে পাশা।

১৪

আলতা পড়ে বানেরা
কপালে মারে পিট রে বানেরা। নারে কে।
অত জামাই আসছে,

www.pathagar.com

দুধের সাগরে মারে
ফুলের সাপরে।
আলতা পড়ে বানেরা
কপালে মারে পিট রে বানেরা নারে কে।

১৫

বাংলা ঘরে বইসা হে দামান বাংলা লিখন লেখে।
আরবি ঘরে বসে হে দামান আরবি লিখন লেখে।
আরবি লেখন লেখতে হে দামান, ঘামিল তার সর্বশরীর।
বাংলা লেককন লেখতে হে দামান, ঘামিল চন্দ্রমুখ।
একটু হাওয়া কর বিবি শুকাবে সর্বশরীর।
একটু হওা কর বিবি শুকাক চন্দ্রমুখ।
কেমনে হাওয়া করিব হে দামান, আব্বাজান রইল সামনে
কোমনে বাতাস করিব হে দামান আম্মাজান রইল সামনে
কাটিব লড়ি, চাছিব ছড়ি, ফেলিব চোকের লজ্জা
কাটিব লড়ি, চাছিব হে ছড়ি ফেলিব চোখের সরম।

১৬

মাছ কুটি মাছ কুটি হাইসার নাইরে ধার
ভাঙবো হাতের সেকা ছিরবো গলার হার
ওমা জালা নাগরের মাছ, ও মাছ ইলশারে
আষাঢ় শাউন মাসে নদী ভরা পানি
জ্যালির ব্যাটা জাল ফেলে করছে টানাটানি।

পুঠিয়ার মেয়েলি গীত

১. খেরেসা খাওইয়া গেরেদা লাগিয়া কতই নিন্দ্রা যাও
বাপে ডাকে ওঠরে বানেরা উঠিয়া খেরেসা খাও
সোনার খাটে মাথারে বানেরা রূপার খাটে পা।
খেরেসা কাওইয়া গেরেদা লাদিয়া কতই নিন্দ্রা যাও
বাপে ডাকে ওঠরে বানেরা উঠিয়া খেরেসা খাও।

২. পশ্চিম থাকা আলরে ডালা (২)
ডালা সবুজ বরণী নামাও রে।
ডালা নাইমুর কে
ডালা নীল বরণী নামাও রে
ডালা নাইমুর কে
ওই না ডালা দেইখারে বরের মা (২)
হাসে মনে মেন রে
ডালা নাইমুর কে

www.pathagar.com

পুবে থাক্যা আলকে ডালা (২)
ডালা উড়িয়া ফ্যাকাম ধরে রে
ডালা নাইমুর কে (২)
ওই না ডালা দেই কারে
কনের মা (২)
কান্দে জারে জারে রে
ডালা নাইমুর কে (২)

৩. মেহেন্দি তুমি কোন খানে জনম হে (২)
আমার জনম বড় ঘরের কাণ্ঠাতে (২)
মেহেন্দি তুমি কোন কোন কাজে লাগ হে (২)
আমি লাগি ছেলে আরশের হাতে তে (২)
মেহেন্দি তুমার কোন খানে জনমহ (২)
আমার জনম সঞ্চাতে কাঞ্চিতে (২)
মেহেন্দি তুমি কোন কোন কাজে লাগ হে (২)
আমি রঅগি জালি আরশের হাতেতে
আমি লাগি ছেলে আরশের হাতেতে।
মেহেন্দি তুমার কোনখানে জনম হে
আমার জনম ছোট ছেলের ঘরেতে
আমার জনম ক্যাঁচা ছেলের ঘরেতে।
মেহেন্দি তুমি কি কি কাজে লাগ হে
আমি লাগি ছেলে আরশের হাতেতে।

৪. চালের বাতা বালি ধরিয়া চালের বাতা বলি ধরিয়া
কান্দন কানছে বালি নদীর আফাল দেখা নারে কে (২)
বাবা বড় আমার নিদারুন বিভা দিলেন বাপজান কি কারণ
বিভা দিলেন বাপজান নিজ্য খলিফার সঙ্গে নারে কে
কেচি দিতে খলিফার দেরী হয়
ধাইয়ে ধাইয়ে খলিফা মারতে যায়।
সখন পল আমার নয়ন চখের পানি নারে কে (২)
মনে বলে একবার টিয়া হই
মনে বলে একবার কাগা হই
উড়িয়া দেখি আকরার মা জননীর মুখ নারে কে।
উড়িয়া দেখি একবার বাপ জননীর মুখ নারে কে।

৫. পশ্চিম থাকা আল বিছা (২)
ঝমকে বাজিয়া রে (২)
কন্যা বড় অকামিয়া
বিবি বড় অকামিয়া
ছিটিয়া ফ্যালাল রে (২)

www.pathagar.com

দামাদ বড় গরিবের ছেলে (২)
কুড়িঢা পরাল রে (২)
উত্তর থাকা আল বিহা (২)
ঝমকে বাজিয়া রে (২)
রানী বড় অকামিয়া
বিবি বড় অকামিয়া
ছিটিয়া ফ্যালাল রে (২)
দামাদ বড় পরিবের ছেলে (২)
ধরিয়া পরাল রে (২)

৬. দুধের খিরি খাওহে নওশা (২)
দুধের খিরি নাইখো দোষাও
এবের খিরি খাব আমি
বাবা মায়ের রাজাই পাব
দুধের খিরি .... (২)
এবের খিরি খাব আমি
মা জননীর বাদশাই পাব
দুধের খিরি ....দোষাও (২)
এবের খিরি খাব আমি
বাপ জননীর বাদশাই পাব (২)

৭. ডাল ভাঙ্গে কে রে মালঞ্চী বনে কে (২)
আমার হাতে দে মালঞ্চী বনে কে (২)
কন্যারই হাতে বাসী মেন্দী লাগে (২)
আমার হাতে .... কে (২)
ডাল ভাঙ্গে কে রে ...... (২)
বরেরই হাতে বাসী মেন্দী লাগে (২)
আমার হাতে দে...... (২)

৮. বাড়ির কাছে জোড়া গাড়া ফতে মাগীর ধর প্যাড়া (২)
আমিতো জানি না রে পাহুরা আসিছে (২)
ধুয়া ধায়া ফেল চালে
চিতল মাছ সান্ধাবে খালে (২)
আমি তো জানি না ..... (২)
বাড়ির কাছে জোড় গাড়া কুলসন মাগীক ধর প্যাড়া
আমি তো .... (২)
ধুয়া ধায়া ফেল চালে
ধুম্বা সান্ধাবে খালে (২)
আমি তো জানি ..... (২)

বাড়ির কাছে ফতেমা মাগীক ধর প্যাড়া (২)
আমি তো জানি .... (২)
ধুয়া ধায়া ফেল চালে
গরু সান্ধাবে খালে (২)
আমি তো জানি ..... (২)

রাতে যখন ভাড় ডাঙ্গা। তখন মেয়েদের ডেকে মুখ করে আর গান করে। মেয়েদের ডেকে নিয়ে আসে গান গাওয়ার জন্য। এসময় রং খেলে আর ঢেঁকি সান্দাবে মজাক করা আত্নীয়দের বলে।

৯. আদা কুটে চাকা চাকা রে (২)
তেতলে মারে পাক (২)
তে কাইজ্যা মানুষ ডাকা আন (২)
এতডি মানসের চপট দেখারে
বহু মানসের চপট দেখা রে
কাইজ্যা নাড়ীত পল হাত (২)
রে কাইজ্যা মানুষ ডাক্যা আন (২)
আদা কুটি চাকা চাকা রে (২)
এতডি মানসের ....
..................দেখা (২)

১০. নাচ করহে সেরেদাবালী (২)
সেরেদাবালীর সুয়ামী (২)
সে হাইকোটের চাকর রে
নাচ কর হে সেরেদাবালী ....সুয়ামী (২)
সে জজকোটের চাকর রে
নাচ কর হে.....সুয়ামী (২)
যে ম্যাস্টেটের চাকরি রে
নাচ কর হে .... সুয়ামী (২)

বিয়ের গান—বউ নিয়ে আসার পরে

১১. উড়কি ধানের মুড়কি রে
বীর বোলা খই
খই খায়া নাচ নাচে
কলিয়া সোনা রে।
ও তুই কার গৈরবে
নাচ নাচিস কলিয়া সোনা রে।
আমি শ্বশুরের গৌরবে নাচ নাচি
কালিয়া সোনা রে।

www.pathagar.com

উড়কি ধানের ....সোনা রে।
কার গৈরবে নাচ নাচিস কালিয়া সোনা রে
আমি স্বামীর গৈরবে নাচ নাচি
কলিয়া সোনারে।
আমি বাবার গৈরবে নাচ নাচি
কালিয়া সোনারে।

তথ্যদাতা মোসা : আমেনা বেগম (৭৫), স্বামী : মৃত সমসের আলী মণ্ডল, গ্রাম ও পোস্ট : শ্যামপুর, থানা : মতিহার, জেলা : রাজশাহী, ২ছেলে, ৮মেয়ে (সবাই বিবাহিত)। ১০ বছর বয়স থেকে আমেনা বেগম বিয়ের গান করেন। বর্তমানে ১০০টি গান মনে আছে পূর্বে ২০০টি গান জানতেন। ১০০টিরও বেশি বাড়িতে বিয়ের গান করেছেন। আমেনা বেগম ও সালেহাকে (কাশিয়াডাঙ্গা, রাজশাহী) মানুষ বিয়ের গান গাওয়ার জন্য হার করে নিয়ে যেত। আমেনা বেগম গানের সাথে সাথে নাচতে জানেন। প্রত্যেকটি গানের নাচই জানা আছে। বাবা-মা গরীব হওয়ায় লেখাপড়া করতে পারেনি নাম সই জানেন।

৩. বিষহরির গান (মতিহার থানা)

মো. আনসার আলীর গান

মো. আনসার আলী (৫০), গ্রাম : শ্যামপুর, পোস্ট : শ্যামপুর, থানা : মতিহার, জেলা : রাজশাহী, পেশা : বারপাঠী কাজ করেন, ভরা মৌসুমে পদ্মায় মাছ ধরেন, শিক্ষা : নিরক্ষর, ওস্তাদ : নিমাই ঘোষ (গানের), ওস্তাদ : মোবার আলী সরকার (বিষহরির) তিনি ৩০ বছর থেকে সাপের ও বিষহরি গান করছেন। সাপে কামড়ালে তিনি ও তার দল মিলে বিভিন্ন গাছ গাছালিও গান গেয়ে বিষ নামান। তিনি বলেন এ গানের অস্তিত্ব বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি যেসব রোগীর চিকিৎসা করেন তাদের কতক ভাল হয় কতক হাসপাতালে যায়। অনেক হাসপাতালে গিয়েও মারা যায়। আর বিষহরি গানও সাপের গান তাবে তাল সুর আলাদা। কেউ মানত করে যে আমার এ অসুখ সারলে বিষহরি গান দেব এভাবে আনসার আলী ও তার দল ৩০ বছরে প্রায় ৫০০টি বিষহরি গানের পালা করেছেন। এক পালায় ৬/৭ রাত পর্যন্ত হয়। বিষহরি গানের ৩৬০টি ধুয়া আছে আর প্রত্যেকটির আবার ৫০/৬০/৭০টি করে পয়ার আছে। আর সাপের গানের ১০০টির মত ধুয়া আছে পয়ার আছে ৪০/৫০টি করে। তিনি নয় করম সুরে বিষহরির গান গান ট্যাহর, টেকগা, ঝুমর, প্রেরণ ইত্যাদি।

১. ও আমার মনসা দেবী মা
এ কোন গাঙ্গায় ভাসইলিরে আমাকে (২) ধুয়া
কান্দিতে কান্দিতে বালি বেলা ছিল ছেড়ে আমার
ও আমার মনসা দেবী মা ....আমাকে।
মাগো নমগো মনসা মাতা নাগের জননী
আমার মনসা ....আমাকে

www.pathagar.com

২. অ্যালবোরা জলরে বোরা বোরা গুহে নাম
কেছা বোরা আনিল বিষরে রাখিল সামনে
আনিল বিষ মোহাম্মদ ওই নামরে পাতালে
কেশতেরে হ্যাচ বিষরে কেশ কেন জ্বালে
কেশ হইতে ঝাড়া নামাই পাতাল নগরে
আল বোরা জল ....পাতালে
মস্তকের হ্যাচ বিষরে মস্তক কেন জ্বলে
মস্তত হইতে ঝাড়া নামাই পাতাল নগরে
গলতের হ্যাচ বিষরে গল কেন জ্বলে
গল হইতে ঝাড়া নামাই পাতালে নগরে
অ্যাল বোরা জন বোর ....পাতালে।

বাঁশবোল্লা বিশ তোল্লা এক শক্তি :

৩. ও সাগর বান্ধে রাম কান্দে গো
রণ করিব গিয়ে (২)
আর কেশরে হ্যাচ বিষরে কেশ কেন জ্বলে
কেশবন্ধন ছাড়িয়া বিষরে রামাব পাতালে
ও সাগর বান্ধে .... গিয়ে (২)।
আর মস্তকের হ্যাচ বিষরে মস্তক কেন জ্বলে
আর মস্তক বন্ধন ছাড়িয়া বিষরে নামাব পাতালে।
ও সাগর বান্ধে .... গিয়ে (২)
আর কওপালের হ্যাচ বিষরে কওপাল কেন জ্বলে
আর কওপাল বন্ধন ছাড়িয়া বিষরে নামাব পাতালে
ও সাগর বান্ধে .... গিয়ে (২)
হে চক্ষতের হ্যাচ বিষরে চক্ষ কেন জ্বলে
আর চক্ষ বন্ধন ছাড়িয়া বিষরে নামাব পাতালে
ও সাগর বান্ধে .... গিয়ে (২)
এভাবে কেশ থেকে পায়ের তুলু পর্যন্ত নেমে যাবে।

৪. **বিষহরি : সুর তারল আলাদা, জুড়ি, খোলা, ক্যাসিও, হারমোনিয়াম তেহড় সুর।**
ওর মুন কন্যা বিদ্যাধরি
ওরে তোমারে জিজ্ঞাসা করি
ওরে কি নাম তোমার শশুর সওদাগরের আরে ও ও।
ওরে শশুর হয় মোর গুরুজনা
ওরে তাহার নাম করিতে মানা
ওরে শশুরের নাম না করিতে হয় ও .... ॥

৫. **ঝুমুর তাল :**
রাম নামে বান্ধে ভেলা রে

www.pathagar.com

ওকি হরি নামে বান্ধ ভেলা রে
এই নাম গো তারিনি তারে
নম নারায়ণ ....

৬. ওবিষ নাই, ওবিষ নাই, ও বিষ নাই
বিষে করে টলমল ধলাতে নুটায়
ওবিষ নাই, ওবিষ নাই ....
আর কেশতের হ্যাচ বিষরে কেশ কেন জ্বলে
আর কেশবন্ধন ছাড়িয়া বিষরে নামাব পাতালে
ও বিষ নাই, ও বিষ নাই .... ।

৭. এড়া গরু বাইন্ধা নিলাম পাহাড় নগরে
ষোলা ডুবে পাথর ভাসে আজব কারবার
শুন হিমের বিষে ঝিমে মরি এড়া গরু টাইনা আনি।

কেশেতর

৮. ও বাছা কাগার ছাও রে
এই কথাটি আমার মারে বলিওআরে
এই নমগো তারে মাতা
নম নারায়ন ও বাছা কাগার ছাও রে
এখানে ৪০/৫০টি পয়ার আছে ওস্তাদ দিয়েছে ১/২টি।

জগৎজীবন মনসামঙ্গল গানের পালা

সঙ্গীত বাঙালির প্রাণের স্পন্দন। ধর্মসাধনা থেকে শুরু করে লোকচিকিৎসা, ঘুম পাড়ানি গান, বিবাহ, অনুষ্ঠানাদি, ক্ষেতে-খামারে, নৌকায়, নদীতে, সমুদ্রে, সর্বত্র গান আর গান। অন্তরের অব্যক্ত যন্ত্রণা, প্রেম, ভালবাসা সুরে আর কথায় আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। লোকচিকিৎসায় সঙ্গীতের ব্যবহার বাঙালির অতি পরিচিত একটি দৃশ্য। বিভিন্ন চিকিৎসায় বিভিন্ন মন্ত্র, গান ব্যবহার করেন লোক চিকিৎসকেরা এর ব্যপ্তিকাল কখনো কখনো ১ দিন, ৭ দিন এভাবে ১৫দিন ১ মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে। রাজশাহী জেলায় লোকচিকিৎসার অংশ হিসেবে মনসার গানের প্রচলন দেখা যায়। রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার ডাশমারি গ্রামের মোসা : হাসিনা বেগম (৫০), স্বামী : মো. আজাহার আলী (৬০) নিরক্ষর মানুষ তারা চিকিৎসার জন্য গান দিয়েছে। হাসিনা-আজাহার দম্পত্তির ৬ ছেলে, ১ মেয়ে। হাসিনা বেগম ও আজাহার আলী ওপার বাংলার মানুষ। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে আসে। আজাহার আলীর মা প্রায় ৬০ বছর আগে মনসার গানের মানত করে পরিবারের মঙ্গল কামনায় কিন্তু তিনি মনসার গান দিয়ে যেতে পারেনি। দরিদ্র আজাহার আলী দীর্ঘদিন গান দিতে পারেনি। ছেলেরাও দরিদ্র মনসার গানের জন্য তারা অর্থ সাহায্য করতে পারেনি। এদিকে হাসিনা বেগম ও আজাহার আলী প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়েন। গায়ে জ্বালাপোড়া করে; গোটা শরীরে ফোসকা পড়ে যায়। নদীর ধারে ছনের বাড়ি তাদের। বাড়িতে সাপ আসে, রাতে উভয়েই ভয় পান। হাসিনা বেগম ও আজাহার আলীর দৃঢ় বিশ্বাস মনসার

www.pathagar.com

গান দিলেই তাদের সব সমস্যার সমাধান হবে। এবং মনসার গান দেয়নি বলেই বাড়িতে সাপ আসে এবং অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। আজাহার আলী রিক্সা চালায় মনসার গান দেওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত কিস্তির ১০ হাজার টাকা তুলে এবং ৫ হাজার টাকা ধার-বাকি করে মনসার গান দিয়েছে। ৭ রাত মনসার গানের জন্য গানের দলকে ১০ হাজার টাকা দিয়েছে এবং ৭ দিনের খাবার ও অন্যান্য খরচের জন্য কিছু টাকা রেখেছেন। হাসিনা বেগমের সমস্যাই বেশি হয়। রাতে স্বপ্নে সাপ দেখে। এজন্য হাসিনা বেগম ২ বার মিলাদ ও ৩বার মহফিল দিয়েছেন। দরিদ্র ক্লিষ্ট পরিবার ৭ রাতের খরচ জোগাড় করে মনসার গান দিচ্ছে এরই মাঝে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম একটি ধারা নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত হচ্ছে। হাসিনা বেগমের বাসায় ১৩.০৬.২০১২ তারিখে শুরু হয় মনসার ভাসান বা বিষহরির গান এবং ২০.০৬.২০১২ তারিখ রাতে শেষ হয়। প্রতিদিন বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত গান হয়। গায়েনেরা প্রায় সবাই দিন মজুর। সারাদিন কাজের পরে সন্ধ্যার দিকে গান শুরু করেন।

২০ তারিখ রাত ৮টার সময় বাবা, চাচা, ফুপু, ভাই, বোনদের নিয়ে মনসার গান দেখার জন্য রওনা হয়। বাগান, কাঁচা রাস্তা পার হয়ে পদ্মা নদীর ধারে হাসিনা বেগমের বাসায় পৌছায়। দূর থেকেই ঢোল তবলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। দল ধরে লোকজন গানের আসরে যাচ্ছে। ৬টি বাঁশের খুটির উপর ৭টি টিন তুলে তার নিচে অস্থায়ী গানের আসর বা লোকনাটকের মঞ্চ বানানো হয়েছে। একপাশে গানের যন্ত্রীগণ হারমোনিয়াম, ক্যাসিও, বাঁশি, ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাজাচ্ছে বাকি তিন দিকে দর্শক গাদাগাদি করে বসে আছে। পদ্মা নদী থেকে ঠাণ্ডা বাতাস দর্শক শ্রোতার ক্লান্ত শরীরের ক্লান্তি দূর করছে। বাজনার সাথে সাথে অসুস্থ হাসিনা বেগম ধূপ হাতে আসরে প্রবেশ করে। ধূপধুনা দেওয়া হচ্ছে বাজনার তালে তালে। ধূপধূমি দিয়ে আসর শুরু হয় এরপর মনসা দেবীর বন্দনা গান ও গোল হয়ে ঘুরতে থাকে এভাবে গানের আসর শুরু হয়। ওস্তাদ আনসার আলীর পেছনে পেছনে দলের সবাই বন্দনা গান গায়। প্রথম দিন ৩টি বন্দনা গান লাগে এরপর প্রতিদিন গান শুরুর আগে-মনসার বন্দনা করে গান শুরু হয়। ১ম বন্দনার নাম 'চামর বন্দী বন্দনা'। ওস্তাদের হাতে থাকে চামর। চামর হাতে নিয়েই ওস্তাদ আনসার আলী বান্দনা গান শুরু করেন এরপর গায়েনেরা ওস্তাদের সাথে গান ধরে। চামর বন্দি বন্দনার কিছু অংশ :

'ও চামর বন্দী মনসার চরণে
ডাকি গো মা এসো তুমি আসরে...'

২য় বন্দনার নাম মনসার জন্ম বন্দনা। মনসার জন্ম বন্দনার কিছু অংশ :

'ও শ্রী বন্দে মাতা মনসার চরণে।
বন্দে দেব গণপতি মাতা যাহার পার্বতী
পিতা যাহার ভোলা মহেশ্বর।
জরত কারও মণির নাড়ি, পিতা যাহার ভোলা মহেশ্বর।
গগণে উঠিল ধূল, ফুটিল কমলফুল
গেলেন ভুলা কমল বনেতে...।'

www.pathagar.com

তৃতীয় বন্দনার নাম মনসার জন্ম বন্দনা। মনসার জন্ম বন্দনা গানের কিছু অংশ :

'ও রাম জানকি সহিতে এস চরণ বন্দিব প্রভু রাম হে...।'

এরপর প্রতিদিন বন্দনা দিয়ে গানের আসর শুরু হয় : মনসার বন্দনা গানের কিছু অংশ :

পরথমে[২২] বন্দিলাম আমি ধর্ম নিরঞ্জন
তারপরে বন্দিলাম দশেরই চরণ
এসো গো মা সরস্বতী জীবভায়[২৩] কারোরা
গলে দাও মা সুরের ধ্বনি।...।

এরপর শুরু হয় মনসা মঙ্গলের কাহিনী। এটা লোকনাট্যের ঢঙে গান এবং কাহিনী বা কথোপকথনের মাধ্যমে অভিনীত হয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। বেহুলা-লক্ষিন্দর-মনসা-চাঁদ সওদাগরের কাহিনী মূলত এ গান। কাহিনীর শুরুতে রাজা মশাই চাঁন সওদাগর প্রকৃত নাম অসীম এবং রাজার ল্যাংড়া মন্ত্রী প্রকৃত নাম মজিত এর কথোপকথন। চাঁন সওদাগর কুমার লক্ষিন্দরের বিয়ে দিতে চান। এদিকে মনসার অত্যাচারে রাজার ৬টি পুত্র সন্তান মারা গেছে লক্ষিন্দরকে বিয়ে না দিলে চাঁন সওদাগরের বংশ রক্ষা করবে কে। এজন্য ল্যাংড়া মন্ত্রি চলিল উজান নগরে বিশ্বকর্মার কাছে। এভাবে রাজা মন্ত্রীর কিছু কথোপকথনের পরে গান : 'আহারে চলিল ল্যাংড়া উজান নগরে...' কামেলা শহরে বিশ্বকর্মার বাড়ি বিশ্বকর্মার তোতলা ছেলে তেতু প্রকৃত নাম সালাম এবং বিশ্বকর্মার প্রকৃত নাম ফাইজুল ঘোষ ও ল্যাংড়া মন্ত্রীর কথোপকথন। এরপর আবার গান, 'জয়রাধা কৃষ্ণের নামরে ভজ এ পদ পাবার আসে...।' বিশ্বকর্মার সাথে রাজার কথোপকথন। রাজা কুমার লক্ষিন্দরের বিয়ে দেবার জন্য লোহার বাসর ঘর তৈরি করতে বলেন যাতে হাওয়া বাতাস এমনকি পিঁপড়াও ঘরে না ঢুকতে পারে। এরপর মনসা দেবীর সাথে বিশ্বকর্মার ধাক্কা লাগে। মনসা বিশ্বকর্মাকে বাধা দেয়। তেতুকে পাখা দিয়ে মারে। মনসা দেবী ও বিশ্বকর্মার সাথে কথোপকথন হয় মনসা বলে, 'বলি বিশু আজ তুমি কোথায় যাচ্ছ' এভাবে কিছু কথোপকর্থন আছে এর পর গান। গান ও লোকনৃত্য একই সঙ্গে চলে। দৃষ্টিনন্দন অভিনয় দর্শকদের বিমোহিত করে রাখে কখনো আনন্দে উল্লসিত; কখনো বেদনায় ভারাক্রান্ত করে। লোহার বাসরঘর নির্মানের পর তাতে ১০ মন ধূপ জালিয়ে দেওয়া হয়। আনসার আলীর গানের দলে ১৫ জন সদস্য আছে কিন্তু এ পালায় অনেক চরিত্র এক এক জন্যকে ১৫-২৫টি পর্যন্ত চরিত্রের অভিনয় করতে হয়। দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্য অতি সাম্প্রতিক সময়ের গানও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন- 'নিথুয়া পাথারে নেমেছি বন্ধুরে, ইত্যাদি গান। মনসার এই গানকে বিষহরি গানও বলা হয়। বর্তমান দর্শকশ্রোতার দিকে বিবেচনা কোরে অনেক নতুন বিষয় যোগ হয়েছে। এগুলোর অনেকগুলোই বিষহরির গানের সাথে যায় না। অতিরিক্ত রং, তামাশা, কৌতুক মনসা দেবীর ধর্ম প্রচার কিংবা সতী সাধ্বী বেহুলার কষ্টকে অনেকটাই ম্লান করে দেয়। বেহুলা লক্ষিন্দরের কাহিনী কথোপকথন ও মাঝে মাঝে নৃত্য ও গানের মাধ্যমে শেখ হয়। গান শেষের দিন কলার ডাগারের ভেলা, দুধ, কলা, ডাব, ধূপ ইত্যাদি দিয়ে আসন সাজানো হয়েছে।

www.pathagar.com

গানের দলের পুরুষ সদস্যরা সাদা ধুতি ও রঙিন কাপড়ের ফতুয়া-ওড়না পরিহিত ছিল এবং ছেলেরাই সুনিপুণভাবে শাড়ি-ব্লাউজ মেয়েলি মেকাপ নিয়ে মনসা, বেহুলা, সনকা, বিশ্বকর্মার বউ ইত্যাদি অভিনয় করেছে। ওস্তাদ আনসার আলী ও তার দল অন্যান্য বিষহরির গানের দলের চেয়ে পুরাতন। অন্যান্য দলের মধ্যে ওস্তাদ গৌর চন্দ্র রানীনগর রাজশাহী; সেলিম, শ্যামপুর, রাজশাহী ও ওয়াসিম, সাতবাড়িয়া, রাজশাহী অন্যতম। ওস্তাদ আনসার আলী ও তার গানের দলের সদস্যদের নাম ও তাদের চরিত্র দেওয়া হল।

মো. আনসার আলী ও তার বিষহরি গানের দল

গুরু/ওস্তাদ : মো. আনসার আলী (৬০); পিতা : মৃত মো. বাহার শেখ; ওস্তাদ : নিমাই ঘোষ (কাজলা, রাজশাহী); গ্রাম+পোস্ট : শ্যামপুর; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী; শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর করতে পারেন; পেশা : বারপাঠী কাজ করেন; গান পরিচালনা করেন বাহক এবং চন্দ্র সওদাগরের অভিনয় করেন। অভিনেতা কম হলে শিব কিংবা অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন।

মাস্টার : মো. আবদুল হান্নান (৩৫); পিতা- মৃত মো. ছাত্তার আলী; গ্রাম : ডাশমারী; পোস্ট : বিনোদপুর; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী; শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর জ্ঞান; পেশা : কাঠমিস্ত্রি; ক্যাসিও (কীবোর্ড) বাজায়।

বান (বাদ্যকর) : মো. সুজন আলী (৩০); পিতা- মো. ইনসার আলী; গ্রাম : ডাশমারী; পোস্ট : বিনোদপুর বাজার; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী; শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই; পেশা : অটোভ্যান/রিক্সা চালায় খোল বাজায়, বিন্দু নাথ, নেতানীর ছেলের পার্ট করে।

দলের নায়ক : মো. মোর্তুজা আলী (৪০); পিতা : মো. সাকামুদ্দীন; গ্রাম : চর শ্যামপুর; পোস্ট : শ্যামপুর; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী; শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাম সই পারে; পেশা : ভ্যান চালায়; লক্ষিন্দরের পার্ট করে। প্রয়োজনে অন্য পার্টও করেন।

নায়িকা (বেহুলা) : মো. সিদ্দিক আলী (৪৫); পিতা- মো. ফজর আলী: গ্রাম : চরশ্যামপুর; পোস্ট : শ্যামপুর থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী; শিক্ষাগত যোগ্যতা : ...., পেশা : ভ্যান চালায়, ব্যবসা করে।

জুড়ি/মন্দিরার বান (বাদক) : শ্রী আনন্দ দাশ (৩৮); পিতা- শ্রী বীরবল চন্দ্র দাশ; গ্রাম : চরশ্যামপুর; পোস্ট : শ্যামপুর; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী; শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই; পেশা : মুচির কাজ করে; বীর গুধার ছেলের পাঠ (জোকারী পার্ট)

মো. ফাউজুল আলী (৪৫); পিতা- মো. তমেজ উদ্দীন; গ্রাম : সাতবাড়িয়া; পোস্ট : বিনোদপুর বাজার; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী; পেশা : ঘোষ দুধের ব্যবসা করে; নেতা (ধোপানী), জোকারী, দুধার চুলকাটা, বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। সব অভিনয়ই পারে। বিশ্বকর্মার পার্টও করে।

www.pathagar.com

মো. কোরাইশিন আলী (১৭); পিতা- মো. নাজমূল উদ্দীন; গ্রাম : চরশ্যামপুর; পোস্ট : শ্যামপুর; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী; বিশ্বকর্মার বৌ-বিমলা'র পার্ট করে গানের ছুকরী; শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণী; পেশা : ছাত্র।

মো. সনি আলী (১৭); পিতা- মো. বাবলু; গ্রাম : শ্যামপুর; পোস্ট : শ্যামপুর; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী; শিক্ষাগত যোগ্যতা : এস.এস.সি পাস। এইচ. এস. সি পরীক্ষা দিয়েছে; চন্দ্র সওদাগরের বৌ সনকা। তিনি লক্ষীধরের মায়ের পার্ট করে। এই গানে মনসার পার্টটা সনিই করেছে। কুরাইশিনও মনসার পার্ট করে।

মো. ছালাম আলী (২৫); পিতা- মো. গাজী; গ্রাম : সাতবাড়িয়া; পোস্ট; বিনোদপুর বাজার; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী; বেহুলা যখন ভাসে যায় তখন সুনা ব্যাঙ'র অভিনয় করে। বেহুলার স্বামীর হাড়হুড্ডি সুনা ব্যাঙের কাছে রেখে যায়।

দর্শক শ্রোতাদের সাথে কথা বলে জানা যায় তাদের বেশির ভাগই মুসলমান। তবে তারা শুধু নিছক আনন্দের জন্য আসেনি তারা বেহুলার করুণ কাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই এসেছে। রাজুবালা (৮০) স্বামী : হরিবোলা, গ্রাম : মহেন্দ্রা, পোস্ট : আমগাছি, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : রাজশাহী এবং সাবিত্রী (৭০), স্বামী : বিপদো, গ্রাম : চরশ্যামপুর, পোস্ট : শ্যামপুর, থানা : মতিহার, জেলা : রাজশাহী, জানালেন সনসা পূজা হয় শাওন (শ্রাবণ) মাসে মনসার গান দেখাকে তারা পুণ্যের কাজ মনে করে। নিজেরা মনসাপূজা করতে না পারলেও অন্যের বাড়িতে তারা মনসার গান শুনতে যান।[২৪]

মনসামঙ্গল পদ্মাপুরাণ

১. বন্দনামূলক গান

ওগো মা ভজন সাধন তোমার জানি না (২)
মাগো পশ্চিমে বন্দিয়ে নিলাম দেব জগনাথ
ওগো মা ভজন সাধন তোমার জানি না
প্রসাদ বলিয়া বিকায় বাজারেতে ভাত
ওগো মা ভজন সাধন তোমার জানি না
তিনার চরণে আমার সহস্তে প্রণাম
ওগো মা ভজন সাধন তোমার জানি না
মাগো দক্ষিণে বন্দিয়া নিলাম ক্ষীর নদীর সাগর
ওগো মা ভজন সাধন তোমার জানি না
সেই সাগরে চালায় তরী সাধু সওদাগর
ওগো মা ভজন সাধন তোমার জানি না
তিনার চরণে আমার সহস্তে প্রণাম
পূর্বেতে বন্দিয়া নিলাম ভানুরই চরণ
ওগো মা ভজন সাধন তোমার জানি না
মাগো একদিকে হয় উদয় ভানু চৌদিকে দেয় আলো
ওগো মা ভজন সাধন তোমার জানি না।
ভানুর চরণে আমার সহস্তে প্রণাম।

www.pathagar.com

মাগো উত্তরে বন্দিয়া নিলাম হিমালয় পর্বত
ওগো মা ভজন সাধন তোমার জানি না।
সেই দেশের হিয়ালে কাঁপে এ দেশের পাথর।
ওগো মা ভজন সাধন তোমার জানি না।
(সংক্ষেপিত)

২. বন্দনামূলক গান

নেমে আয় মা দেবী মায়ের চরণ পূজিব পদ্মফুলে গো মা
আস্তিক মনির মাতা ভাগনি বাসকিস তথা জরুত কারু
পনির পত্নী মনসা দেবী নমস্তে নমস্তে।
নেমে আয় মা দেবী মায়ের চরণ পূজিব পদ্মফুলে গো মা
মাগো স্বর্গে তোমার উৎপত্তি মর্তধামে ডাকি আমি
দয়া করে দেওগো দরশন।
নেমে আয় মা দেবী মায়ের চরণ পূজিব পদ্মফুলে গো মা
অষ্ট নাগ সঙ্গে করে পূজাস্থলে বস গিয়ে সেবেকের কর নিস্তারন
নেমে আয় মা দেবী মায়ের চরণ পূজিব পদ্মফুলে গো মা

৩. লক্ষিন্দরের গান

(পিতা বলছে পুত্র বসর ঘরে যাও; পুত্র লক্ষিন্দর যাবে না তাই গান।)
আমি যাব না গো পিতা লোহাময় বাসর ঘরে
ওই বাসরে গেলে পিতা গো পিতা ফিরে না আসিব
আমি যাব না গো পিতা লোহাময় বাসর ঘরে
হস্ত ধরি পায়ে পড়ি পিতা দিবেন না ওই বাসর ঘরে
আমি যাব না গো পিতা লোহাময় বাসর ঘরে
ওই বাসরে মরিছে পিতা গো ওপিতা আমার ছয়টি দাদা।
আমি যাব না গো পিতা লোহাময় বাসর ঘরে
ওই বাসরের কথা শুনলে পিতা গো পিতা আত্মা যায় শুকে
আমি যাব না গো পিতা লোহাময় বাসর ঘরে

৪. মনসার নাগের গান

(মনসার নাগ বাসর ঘরে প্রবেশ করল...)

ও প্রভু রাম আমি কোন খানে মারিবরে দন্তের ঘায়।
কেশেতে করিব ডংশন[২৫] বালার গো সেথায় ঝুনা নারীর কেশ।
ও প্রভু রাম আমি কোন খানে মারিবরে দন্তের ঘায়।
কপালে কবির ডংশন বালার গো সেথায় বিধাতার লিখন।
ও প্রভু রাম আমি কোন খানে মারিবরে দন্তের ঘায়।
চোখেতে করিব ডংশন বালার গো সেথায় সরজেরি তারা।
ও প্রভু রাম আমি কোন খানে মারিবরে দন্তের ঘায়।

www.pathagar.com

মুখেতে করিব ডংশন বালার গো সেথায় বলে রাম রাম।
ও প্রভু রাম আমি কোন খানে মারিবরে দন্তের ঘায়।
বুকোত করিব ডংশন বালার গো সেথায় রামের সিংহাসন।
ও প্রভু রাম আমি কোন খানে মারিবরে দন্তের ঘায়।

(সংক্ষেপিত)

৫. লক্ষিন্দরের গান

(নাগে ডংশন করে চলে গেল এবার লক্ষিন্দরের উঠে বিষের জ্বালা... লক্ষিন্দর সন্দেহ করছে বেহুলা... নাগ নিয়ে আসছে।)

'বিষের এত জ্বালা ও কি ওরে বিষের।।
বিষের এমন জ্বালা
সহিতে পারে না বালা
সেই ত বালা করে ধর পর
'বিষের এত জ্বালা ও কি ওরে বিষের।।
বালির বাপের দালান কোঠা
দান করিল পানের বাটা
তাহার মধ্যে ছিল পদ্মা নাগ।
'বিষের এত জ্বালা ও কি ওরে বিষের।।
তাহার মধ্যে নাগ ছিল আমার অঙ্গে
প্রবেশ করলো বাসরেতে করলো দন্তের ঘায়।
'বিষের এত জ্বালা ও কি ওরে বিষের।।
বালির (বেহুলা) বাপের জমিদারি
দান করিল জলের ঝরি
তাহার মধ্যে ছিল পদ্মার নাগ
'বিষের এত জ্বালা ও কি ওরে বিষের।।
বালির বাপের লীলা ঘোড়া
দান করিল বসবার মোড়া
তাহার মধ্যে ছল পদ্মার নাগ।

(সংক্ষেপিত)

৬. বেহুলার গান

(লক্ষিন্দর মারা যাবার পর সতী কন্যা বেহুলা উঠে গান গায় একই গানে চার রকম সুর আছে। বেহুলার গান)

তোরা দেক[২৬] লো দিদি গোহিনী
কেবা কাইড়া নিল রে সোনার লিলমণি।
কাল হয়েছে আমার গো বিয়ে সিতার সিন্দুর দিয়ে
তোরা দেক লো দিদি গোহিনী
কেবা কাইড়া নিল রে সোনার লিলমণি।

www.pathagar.com

কেমন করে যাব আমি হিন্দু পাড়া দিয়ে
হিন্দুর মেয়ে বলবে বেহুলা কলঙ্খিনী বলে
তোরা দেক লো দিদি গোহিনী
কেবা কাইড়া নিল রে সোনার লিলমণি।
কাল হয়েছে গো বিয়ে ঢাক ঢোলক দিয়ে
ঢুলির মেয়ে দিবে গালি বেহুলা কলঙ্খিনী বলে
তোরা দেক লো দিদি গোহিনী
কেবা কাইড়া নিল রে সোনার লিলমণি।

৭. বেহুলার গান

(এবার বেহুলা গাছ তুলতে যাবে সাপের বিষ নামানোর জন্য ঔষধি গাছ লাগবে।)

পতি আমার বিষে তনু জড়িল কাল সমনে
ডান হস্তে মোর মোমের বাতি গো
বাম হস্তে মোর খন্তি
পতি আমার বিষে তনু জড়িল কাল সমনে
ছোট চান্দা বড় চান্দা গো
আরও ঈশ্বর মূল
গাছ তুলিয়া সতী গো
সতী পতির মুখে দিল
কোথায় হইতে শঙ্খ চিল এসে গো
পতির গাছ ফেলিয়া দিল।
পতি আমার বিষে তনু জড়িল কাল সমনে

(সংক্ষেপিত)

৮. বিনোদ রোঝার গান

(বেহুলা আবার বিনোদ রোঝার[২৭] কাছে যাচ্ছে। বিনোদ রোঝা আসার পরে বিষ ঝাড়ছে।)

কোন কোন সাপের বিষ
উজান উজান যায় রে।
তালুতে না ছিল বিষ
করিল গমন হেটু ভুবনে
বিষ দিল দরশন।
কোন কোন সাপের বিষ
উজান উজান যায় রে।
হাটুতে না ছিল বিষ
করিল গমন মাজা[২৮] ভুবনে
বিষ দিল দরশান।

www.pathagar.com

কোন কোন সাপের বিষ
উজান উজান যায় রে।
মাঞ্জাতে না ছিল বিষ
করিল গমন বুক্ষ[২৯] ভুবনে
বিশ দিল দরশন।
কোন কোন সাপের বিষ
উজান উজান যায় রে।
বুকোত না ছিল বিষ
করিল গমন মুক্ষ[৩০] ভুবনে
বিষ দিল দরশন
কোন কোন সাপের বিষ
উজান উজান যায় রে।
এতক্ষণ লক্ষিন্দর ছিল তাজা
এবার বুঝি মল রে।
কোন কোন সাপের বিষ
উজান উজান যায় রে।

(সংক্ষেপিত)

৯. বেহুলার গান

(চান সওদাগরের বউ সনকা ও চান সওদাগর বাসর ঘরে যাবে)

শাশুড়ি বলে বাসর খোল, আমি বসর ঘরে যাব...
বেহুলা : তোমায় ডাকি গো মা এসো বাসরে
বেহুলা : সিতার সিন্দুর চুরি হল মা
লোহার বাসর ঘরে
সনকা : হারাক মা তোর সিতার সিন্দুর
মা কিনে দেব ভোরে।
তোমায় ডাকি গো মা এসো বাসরে
বেহুলা : সীতার সিন্দুর সিতায় রইল
মা বেসর হইল চুরি।
তোমায় ডাকি গো মা এসো বাসরে
সনকা : হারাক মা তোর লাকের বেসর
মা কিনে দেব ভোরে
তোমায় ডাকি গো
মা এসো বাসরে
বেহুলা : লাকের বেসর লাকে রইল
মা হাতের শঙ্খ হল চুরি
তোমায় ডাকি গো মা এসো বাসরে
সনকা : হারাক মা তোর হস্তের শাখা কিনে দেব ভোরে।

www.pathagar.com

বেহুলা : বুঝাইলে যে বুঝে না মাতা কি দিয়ে বুঝাব
তোমার ছেলে আমার স্বামী মাগো মরেছে বাসরে।
তোমায় ডাকি গো মা এসো বাসরে।

১০. বেহুলার ভগবানের কাছে প্রার্থনামূলক গান

(বেহুলা নদীর জলে চার মাস ভাসল। এখানে বিভিন্ন আক্রমণ আছে। ত্রিবেণীর ঘাটে বেহুলা। এবার সতী কন্যা দেখল একটা নদীর তিনটি ধারা তাই দেখে সতী কন্যা দিশাহারা। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা।)

ভগবান তুমি কেন নিষ্ঠুর হলে
চেয়েছিলে ফুল তুমি দিয়ে ছিলাম পূজা
হায়গো হরি দারুণ বিধি এই ছিল কপালে
ভগবান তুমি কেন নিষ্ঠুর হলে
সন্ধ্যারাতে হল বিয়ে গেলাম বাসর ঘরে
বাসর ঘরে খেল পতি পদ্মার কালি নাগে
ভগবান তুমি কেন নিষ্ঠুর হলে

(সংক্ষেপিত)

১১. বেহুলার গান

(মনসা সন্ন্যাসী রূপ ধরে বেহুলার কাছে গেলে বেহুলা বলছে কোন ধারায় যাব। সন্ন্যাসী সাদা নদীর ধারায় যেতে বলেছে...)

সখী কাল জলে পান[৩১] গেল রে
সখী কাল জলে।
ও আমার পান গোবিন্দ
কোথায় রাখি যাব রে।
একটি নদীর তিনটি ধারা
কোন ধারাতে যাব গো।
ও আমার পান গোবিন্দ
কোথায় রাখি যাব রে।
লাল ধারাতে গেলে পারে
আক্কসে[৩২] ধরি খাবে গো
ও আমার প্রাণ গোবিন্দ
কোথায় রাখি যাব রে।
নীল ধারাতে গেলে পারে
দেহ পচে যাবে গো
ও আমার প্রাণ গোবিন্দ
কোথায় রাখি যাব রে।
সাদা ধারায় গেলে পারে গো
দেবপুর পহাচানো[৩৩] যাবে গো।

www.pathagar.com

ও আমার প্রাণ গোবিন্দ
কোথায় রাখি যাব রে।
মাসে মাসে জোয়ার আসে গো
চলে উজান ভাটি গো
ও আমার প্রাণ গোবিন্দ
কোথায় রাখি যাব রে।

(সংক্ষেপিত)

১২. বেহুলার গান

(৭টা ভাই তার মধ্যে ছোট ভাই ল্যাংড়া সেই সাধু। বাকি ৬ ভাই ডাকাত। তারা আসে সতী কন্যাকে নদীর মাঝে ডাকাতি করার জন্য। সতী কন্যা এক অঞ্জলি জল হস্তে তুলে কিছু মন্ত্র পড়ে ও দাদাকে ৬টি নলখাগর কোরে দিল। এবার সাধু তাকে ধরলো আমার ছয়টি দাদাকে মানুষ কুলে জীবন দাও।)

মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
একে তো যৌবনের জ্বালা
সঙ্গে নাই মোর চিকন
কালা মন রহে না ভেলারই উপর।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
তুমার বাঁশির এমনই টান
যমুনার জল রয় গো উজান
মন রহে না ভেলারই উপর।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
বিন্দা বনের কাল শুশী[৩৪]
যে বাজাত মোহন বাঁশি
বাঁশির সুরে গোধন[৩৫] চরায়।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
বিন্দা[৩৬] বনের কাল শুশী
সে বাজাত মোহন বাশী।
বাঁশির সুরে রাধা পাগল হয়
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।

১৩. সাধুর গান

(বেহুলা প্রশ্ন করছে তোমার বাঁশির জন্ম কোথায়? বাঁশি কে বাজাচ্ছিল? কী বাঁশের
বাঁশি আর বাঁশির ছিন্দ্র কয়টি।
এবার সাধু উত্তর দিচ্ছে...)

www.pathagar.com

মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
যাবা তল্লা বাঁশের বাঁশি
বললাম আমি সত্য করি
বাঁশির সুরে রাধা পাগল হয়।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
বিন্দাবনে জন্ম হল প্রণাম করে সাধু মাথায় নিল।
গেল সাধু দেবের নগরে।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।

(সংক্ষেপিত)

১৪. সাধুর গান

(এবার সাধু বুলছে বাঁশির ছিদ্র ১০টা; ১টি ছিদ্র হল বন্ধ; আর ৯টি ছিদ্র হল খুলা।)

পথম[৩৭] ছিদ্রতে বাজে
ঘাটে এস রায় বুলিয়ে।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
ছিদ্রই বুলে ঘাটে আস রায়।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
দ্বিতীয় ছিদ্রতে বাজে
নুনী দে মা খায়
বলিয়ে ছিদ্রই বলে মা
নুনী দে মা খায়
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
তৃতীয় ছিদ্রতে বাজে জটিলা কুটিলা
কলাঙ্খিনী বুলে ছিদ্রই বাজে কলঙ্খিনী রায়।
মোহন বাঁশির সুরে
চোতীয়[৩৮] ছিদ্রতে বাজে যমুনার জল উজান যাবে।
ছিদ্রই বাজে উজান রয়ে যায়।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
পঞ্চম ছিদ্রতে বাজে
নন্দী ঘোষ বাথানে যাবে।
ছিদ্রই বাজে বাথানেতে যায়।

www.pathagar.com

মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
ছবম[৩৯] ছিদ্রতে বাজে
ধেনুগণ পাষাণ বহে
ছিদ্রই বাজে পাষাণ বয়ে যায়।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
সপ্তম ছিদ্রতে বাজে
ধেনুগণ উর্ধমুখী চায়।
ছিদ্রই বাজে উর্ধমুখী চায়।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
অষ্টম ছিদ্রতে বাজে
মৃত্যুগণ মঞ্জুরিত হয়।
ছিদ্রই বাজে মঞ্জুরিত হয়।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
নবম ছিদ্রর কথা নাহি বুলা যায়।
মোহনও বাঁশির সুরে আকুল করিলি
তোর বাঁকা নয়নে।
নবম ছিদ্রতে বাজে
একা আসি একা যায়।

১৫. পূজার গান

ও মা মনসা পুজিব রে
ভালো ভালো ফুল দিয়ে পূজা করিব
ও মা মনসা পুজিব রে
ভালো ভালো ধুপ ধুনা দিয়ে পূজা করিব
ও মা মনসা পুজিব রে
ভালো ভালো দুধ কলা দিয়ে পূজা করিব
ও মা মনসা পুজিব রে
ভালো ভালো ডাব নারকেল দিয়ে পূজা করিব
ও মা মনসা পুজিব রে

১৬. পূজার গান

মায়ের চরণ পুজিব পদ্ম ফুলে গো
প্রথমেতে দিল পূজা চন্দ সওদাগর
সে হইতে হল পূজা পৃথিবীর ভিতর

www.pathagar.com

মায়ের চরণ পুজিব পদ্ম ফুলে গো
তারপরেতে পুজিল পূজা সনকা সুন্দর
সে হইতে হল পূজা পৃথিবীর ভিতর
মায়ের চরণ পুজিব পদ্ম ফুলে গো
তারপরেতে পুজিল পূজা বালা লক্ষিন্দর
সে হইতে হচ্ছে পূজা পৃথিবীর ভিতর
মায়ের চরণ পুজিব পদ্ম ফুলে গো
তারপরেতে পুজিল পূজা বেহুলা সুন্দর
সে হইতে হচ্ছে পূজা পৃথিবীর ভিতর।

(সংক্ষেপিত)

১৭. বেহুলার গান

(বেহুলা সতী চালুনে করে জল আনতে যাচ্ছে। সতীর পরীক্ষার জন্য...)

ওমা গঙ্গা এবার বুঝিব
তোমার নামের মহিমা গো মা
সর্ব রাজার বংশ
বোমভার শাপে হল ধবংস
আঙ্গুরা আসিল অবশেষে
ওমা গঙ্গা এবার বুঝিব
তোমার নামের মহিমা গো মা
সূর্য বংশে ভাগীরথ
আগে না দেখাল পথ
আঙ্গুরা আসিল অবশেষে
ওমা গঙ্গা এবার বুঝিব
তোমার নামের মহিমা গো মা
সতী নারী যেজন থাকে যদি গঙ্গা
বলে ডাকি তবু গঙ্গা চালুনে
ভর কার
ওমা গঙ্গা এবার বুঝিব
তোমার নামের মহিমা গো মা
কাউর যদি মরা মরে
চান করে বাসায় ফিরে
মলে করে দিন দুয়ো শোগ[৪০]
ওমা গঙ্গা এবার বুঝিব
তোমার নামের মহিমা গো মা

(সংক্ষেপিত)

স্থান : শিল্পীর বাসভবন[৪১]

www.pathagar.com

৪.
গম্ভীরা

গোদাগাড়ীর গম্ভীরা

গোদাগাড়ী উপজেলা থেকে প্রায় ৮/৯ কি.মি. পূর্বে সেকের পাড়া গ্রাম মরহুম সুন্নত মণ্ডলের ছোট ছেলে আব্দুস সালাম প্রথমে পিরিজপুর সুর-সপ্তক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী দলে গানে হাতে খড়ি, পরে বা.বি. থেকে পাস করে মাটিকাটা কলেজে অধ্যাপনা তখন নিজেই বেতার টিভির গায়ক নাটকের নায়ক এবং গানের মাস্টার। আমার অনেক জায়গায় গম্ভীরা গান এবং নাটক দেখার সৌভাগ্য হয়েছে সালাম ভাইয়ের কাছ থেকে। পিতা মারা যাবার পরে সালাম ভাই সংসারের হাল ধরেছে। আমি পর পর দুই দিন যেয়ে তাঁকে পায় নাই একদিন গেলাম পেলাম না গেছে কলেজে, পর দিন পেলাম না, গেছে মাঠে। এই ভাবে মাঠ আর ঘাট করতে করতে গেল তিন দিন, বুদ্ধি করে তার স্ত্রীর কাছ থেকে মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে কন্টাক্ট করি। একদিন মিলল এই শিল্পীর দেখা। সালাম ভাই হাইটে ছোট দেখলে এখনো মনে হবে ক্লাশ টেনে অথবা ইন্টার মিডিয়েটে ছাত্র বুঝাই যায় না যে বয়স কত।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

স্থান : চৈতন্যপুর গোদাগাড়ী

এই অনুষ্ঠানে আস্যা ওহে নানা
আনন্দেতে ভর্যাছে হাঁরগে মনখানা
এই দিনে সবাইকে আজ নবর্ষের
জানাই শুভ কামনা। – নানা হে।

নতুন সালের নতুন মাসে
চিন্তা করতে হবে
সকল কিছু ঝেড়ে ফেলে
দাড়াইতে গৌরবে। – নানা হে।

হিসাব করা কড়া ক্রান্তি
ছিল যত ভুল ভ্রান্তি
দ্যাশ ও জাতির কল্যান মন্ত্র
জুড়াতে কেও ভুলোনা।– নানা হে।

আরো কত কথা আছে
বলি হামরা কাহার কাছে
বিশেষ বিদস পালন করে
সবভুলে যায় পাছে। – নানা হে।

লোক দেখানো এমন কাজে
কি লাভ হবে এ সমাজে

www.pathagar.com

এমন দুঃখ রাখি কোথায়
ভাব্যা কি দেখতে পায় না হামরা সকলে। – নানা হে।

গ্রামে গঞ্জে এই সকল গম্ভীরা, আলকাপ, পালাগান এক সময় খুব হতো। সময়ের তালে আর ডিস-এন্টেনার জালে গম্ভীরা শিল্পী সালাম সব ভুলে বসেছে। ভ্যাগি্গস গানের খাতাটি উই পোকায় খায়নি নইলে এটাও হয়ত পাওয়া যেত না। সালাম ভাইকে গানের বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এই পেশায় আরত পেট চলে না। আর লোকও বেশি শোনে না। "আমি এখন আর গান বাজনা করি না আমার ভাস্তা শ্যামল করে শুনেছি ও নাকি ভাল নাতির পাট করে।" আমার মত সংসারের জালে আটকা পড়লে গান ছেড়ে লাঙ্গল ঘাড়ে মাঠে যাবে শ্যামল। পরবর্তী জেনারেশন গম্ভীরা, আলকাপ, পালা গান ছিল এ'কথা তাদের কাছে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার মত গল্প মনে হবে। সুতরাং এইগুলিকে সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করে রাখা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব মনে করছি। সুতরাং এগুলো হারিয়ে গেলে লোকজ সংস্কৃতির নিদর্শন বলতে ও বাঙ্গলীর জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে। জাতির সংস্কৃতি কিছুই থাকবে না।[৪২]

বিয়ের গান

হলদ্যা কাপড় পোইর‍্যা শিউলি ঘাটে নাম্যাছেরে
আহারে সোনার জাদুরে ॥

ষাট ষাট বুল্যা আজাদ কোলে তুল্যাছেরে
আহারে সোনার জাদুরে রে ॥

হলদ্যা কাপড় পোইর‍্যা শিউলি ঘাটে নাম্যাছে রে
তাইনা দেখে আজাদ ছোড়া কোলে তুল্যাছেরে
আহারে সোনার জাদুরে ॥
হলদ্যা কাপড় পোইরা শিউলি ঘাটে ন্যাম্যাছে রে
হলদ্যা পাখি বুল্যা আজাদ বাটুল ম্যারাছেরে
আহারে সোনার জাদুরে ॥

হলদ্যা কাপড় পোইরা শিউলি ঘাটে ন্যাম্যাছে রে
হলদ্যা পাখি বুল্যা আজাদ তীর ম্যারাছেরে
আহারে সোনার জাদুরে॥[৪৩]

বিয়ের গান

লাটুয়া তুলিতে গেলাম বিলে ॥
সিতার মানান লিয়া গ্যালো চিলে
বাছা লাটুয়ারে মাজা ক্যানে হিলে না রে ॥

গলার মালা লিয়া গেল চিলে
বাছা লাটুয়ারে মাজা ক্যানে হিলে না রে ॥

www.pathagar.com

কানের পাশা লিয়া গেল চিলে
বাছা লাটুয়ারে মাজা ক্যানে হিলে না রে ॥

হাতের বালা লিয়া গেল চিলে
বাছা লাটুয়ারে মাজা ক্যানে হিলে না রে ॥
লাখের ফুল লিয়া গেল চিলে
বাছা লাটুয়ারে মাজা ক্যানে হিলে না রে ॥

কমরের বিছ্যা লিয়া গেল চিলে
বাছা লাটুয়ারে মাজা ক্যানে হিলে না রে ॥

পায়ের তোড়া লিয়া গেল চিলে
বাছা লাটুয়ারে মাজা ক্যানে হিলে না রে॥[৪৪]

রাজশাহী জেলা থেকে প্রায় ত্রিশ (৩০) কি.মি. দূরে গোদাগাড়ী উপজেলা। ঘনবসতি এই উপজেলার মানুষ খুব সুখী এবং সমৃদ্ধশালী। গোদাগাড়ী উপজেলার ১০/১২ কি.মি. পূর্বে প্রেমতলী গ্রাম। সেই গ্রামে এক বাড়িতে বিয়ের গান বা বিয়ে গীত সংগ্রহ করতে গেলাম। বিয়েটা আমাদের বাড়ি পাশে আশিয়া খালার ছেলে প্রেম করে বিয়ে করেছে কবে খালা জানে না কিন্তু খালার ইচ্ছে ছোট ছেলের বিয়ে ধুম ধাম করে দিবে। ঘটকের মাধ্যমে উভয় বাড়ির কর্তাকে ঠিক করে আনুষ্ঠানিক বিয়ের ব্যবস্থা করা হল। রাত্রিতে আমি গান সংগ্রহ করতে গেলাম প্রথমে হলুদ মাখা, থুবড়া খাওয়া তারপরে টাকা তোলা এই ভাবে নেচে গেয়ে সারা রাত্রি ধরে গানের আশর হল। রাত্রি গভীর হয়ে আসল এক সময় বোন, ভাবী, বান্ধবী টাইপের কিছু মেয়ে এসে আমাকে ঘিরে ধরে বসল এবং গীতের ছলে কি ভাবে টাকা আদায় করতে হয় সেই গানটি আমি আমার টেপ রেকর্ডারে বন্দি করলাম। গানটি ঠিক যে ভাবে নেচে গেয়ে আমার সামনে বলল ঠিক সেই ভাবে আমি বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। প্রথমে বরের মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানী (যদি বেচে থাকে) খালা-খালু, ফুপা-ফুপু, দুলাভাই, ভাবী, ভাই-বোন বন্ধু বান্ধবি সকলকে নিয়েই গানটি বলে টাকা তুলবে।

বরের মা বড় বক্ষিলরে
উন্যা ঝুনা মোর নাচে না।
টাকা না দিলে ছাড়বো না রে
উন্যা ঝুন্যা মোর নাচে না।

বরের দাদা-দাদি বড় বক্ষিলরে
উন্যা ঝুনা মোর নাচে না।
টাকা না দিলে ছাড়বো না রে
উন্যা ঝুন্যা মোর নাচে না।

বরের নানা-নানী বড় বক্ষিলরে
উন্যা ঝুনা মোর নাচে না।

www.pathagar.com

টাকা না দিলে ছাড়বো না রে
উন্যা ঝুন্যা মোর নাচে না।

বরের দুলাভাই বড় বক্ষিলরে
উন্যা ঝুনা মোর নাচে না।
টাকা না দিলে ছাড়বো না রে
উন্যা ঝুন্যা মোর নাচে না।

মেয়েরা মাজায় ফ্যাসার বেঁধে হেলে দুলে নেচে গেয়ে মুগ্ধ করে টাকা নেবে। দুলাভাই আবার মাঝে মধ্যে বলবে (বোন বা শালী সম্পর্কর মেয়েদেরকে) এই শালী ভাল করে না নাচ দেখালে টাকা দেব না? এবং শালীরা ভাল করে নাচের মাতং শুরু করে। যদি কখন নাচ দেখে টাকা দিতে দেরী করে বা নাচনে আলীদেরকে টাকার ব্যাপারে দুর্ব্যবহার করে তখন গানের ছলে বলে।

বরের দুলাভাই বড় বক্ষিল রে
টাকা না দিলে নাচবো না রে।
নাচ দেখে টাকা না দিলে
বরের দুলাভাইয়ে পাছায় নুড়্যা ভর্য়া দে
তাদে ঝুমকা নাচাছে।
হ্যাঁসার লোকনা ভরাদে
তাতে ঝুমকা নাচাছে।
বাঁশে ফ্যালা ভরাদে
তাতে ঝুমকা নাচাছে।

এই ভাবে টাকা না পাওয়া পর্যন্ত তাকে অশ্লীল ভাষা করে করে যতক্ষণ টাকা না পাবে ততক্ষণ অ্যাকা জোঁকের মত দুলা ভায়ের সঙ্গে লেগে টাকা না নেয়া পর্যন্ত গান চলতে থাকবে। আমাকে (কথককে) পর্যন্ত ছাড়েনি যতই আমি দেরী করছি ততই তাদের মুখের ভাষা অশ্লীলতা কথা বলে হেস্ত নেস্ত করে টাকা আদায় করছে। আমি তাঁদেরকে তাড়া তাড়ি টাকা দিয়ে ভালই ভালই কেটে পড়ি[৪৫]।

১. গীদ = বিয়ের মেয়েলি গান।
২. ফ্যাসার = কোমরে শাড়ির আঁচল ভাল ভাবে বেঁধে নেয়া।
৩. মাতং = মহববতের সহিত নাচে নেমে যাওয়া।
৪. নুড়্যা = শিলটি পাটার বাটনা।
৫. লোকনা = চিকন হাসুয়ার মাথা।

লোককান্না

মর্যাছে মুড়ল্লের মা
ধান দিবে কি পাতান দিবে
দিবে কি দিবে না রি মা
হু হু হু ....

www.pathagar.com

চর এলাকার গোদাগাড়ী থানা থেকে ঠিক দক্ষিণ দিকে একেবারেই ভারতের সীমানা বরাবর এই গ্রাম। বৃদ্ধর কয়েক মাস হল মারা গেছে। বৃদ্ধা বেঁচে আছে। বৃদ্ধার তিন কুলের কেও আপন বেচে নাই। যারা কেও আছে তারা অনেক দূরে বাস করে কেই মারা গেলে কমপক্ষে দুই/তিন দিন সময় লাগবে। হঠাৎ করে মোড়লের স্ত্রী মারা যায়। তখন বাড়িতে আপন জন না থাকলে কান্নাকাটি কে করবে। তখন আরাক মোড়ল দুই বৃদ্ধাকে ডেকে এনে কান্নাকাটি করার জন্য আবেদন জানায় তারা কান্না করবে কিন্তু বৃদ্ধের বাড়িতে থাকা কিছু জিনিস তাদেরকে দিতে মোড়ল সেই শর্তে রাজি হয় কারণ না কান্না করলেতো বাড়িতে লোকজন আসবে না। মৃত ব্যক্তির বাড়ির উঠনে ধান ঘরে চাউল গরীব বৃদ্ধা দুই জন মহিলা আশা করে মোড়ল বেশ ভালই কিছু দিবে। দুই বুড়ি মরার পাশে আরাক বুড়ি এসে কান্নার শুরুতেই দুই বুড়িকে উদ্দেশ্য করে বলে।

বুবু (বুড়ি)

মর্‌্যাছে মুড়ল্লের মা
ধান দিবে কি পাতান দিবে
দিবে কি দিবে না রি মা
হু হু হু ....

মোড়ল কথাগুলো শুনে ইশারাই বলে জোরে। আর তিনজন বুড়িতে জোরে জোরে কেঁদে বাড়ি বোঝায় করে দেয় নিমিষের মধ্যে লোকে।[৪৬]

গ্রামের নাম উছ্যা কান্দর গোদাগাড়ী উপজেলা থেকে ৭/৮ কি.মি. পূর্বে বসন্তপুর গ্রাম। বসন্তপুর থেকে ৫/৬ কি.মি. উত্তরে গো গ্রাম ইউনিয়ন সেই ইউনিয়ন পরিষদে বয়স্ক ভাতা নিতে/ফ্রি সেলে চাল গম নিতে এসে না পেয়ে বৃদ্ধা বাড়ি গিয়ে সুর করে করে কান্না করে তা বর্ণনা লোক কান্না নিম্নে প্রদত্ত হল।

ব্যাটা যদি মরত ভাতার যদি বাঁচত।
আবার ব্যাটা হতক রি মা
হু হু হু ....

বৃদ্ধের যৌবনকালেই বিয়ের কয়েক মাস পরেই স্বামী বিয়োগ হয়। গরীবের মেয়ে ঝিয়ের কাজ করতে করতে তার সারাটা জীবন চলে যায় বৃদ্ধার ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সাহায্য সহানুভূতি না পাওয়ার কারণে কখনো কখনো চেয়ারম্যান মেম্বারদের "ভাতার খাকির পুত" বলেই গালি গালাজ করে। কষ্টের বহিঃপ্রকাশ আর যে পাওয়ার যোগ্য সে না পাওয়ার কারণে এই সকল গালিগালাজ লোকজ সমাজ আমাদের গ্রামীণ মহিলারা দিয়ে থাকেন।[৪৭]

পবা-র মেয়েলি গীত

পবা উপজেলা লোকসংগীত

পবা উপজেলা থেকে নওহাটা পৌরসভা প্রায় পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। আমি ২০/১২/২০১১ থেকে ২৪/১২/২০১১ পর্যন্ত অত্র পৌরসভায় লোকজ উপাদান সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিই। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভ্যান যোগে তিন কিলোমিটার দূরে বাগসারা ও দুয়ারী গ্রামে যাই। সেখানে দুই এক জন লোকের সাথে পরিচয় হই।

www.pathagar.com

তারপর মেঠোপথ ধরে বেশ কয়েকটা বাড়িতে তারা আমাকে মেয়েলি গীত সংগ্রহের জন্য নিয়ে যাই। প্রথমে তারা মেয়েলি গীত গেয়ে শোনাতে আপত্তি জানালেও পরে আমি তাদেরকে যখন আমার মেয়েলি গীত সংগ্রহের কারণটি বুঝিয়ে বললাম তখন তারা গান শোনাতে চাইল। তাদেরকে প্রশ্ন করলাম এ অঞ্চলের বিয়েতে মেয়েলি গীত পরিবেশনের প্রচলন রয়েছে কি না? তারা আমার উত্তরে জানালো আগের মতো এখন আর তেমন ভাবে মেয়েলি গীত বিয়েতে যাওয়া হয় না। কারণটি জানতে চাইলে তারা বলে বর্তমানে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের মাধ্যমে হিন্দি বা ভিন্ন রকম গান বাজিয়ে বিয়ে অনুষ্ঠানকে আনন্দমুখর করে তোলে।

১

ট্যাকা খাক্যার ময়্যাতে বিয়া দিলি মা দূরেতে
আইসতে যাইতে ঘাটাত হয়রান হবো যে

আইসতে যাইতে রাস্তা হয়রান হোব যে।
ও বিটি মাওরে চিঠি প্যাঠায়োরে
রাস্তার মাঝে গাড়ির বাইনা দিবো যে-২বার
ট্যাকা খাক্যার ময়াতে বিয়া দিলি মা দূরেতে
আইসতে যাইতে তিসস্যায় হয়রান হোব যে।-২বার
ও বিটি মাওরে চিঠি প্যাঠায়োরে
রাস্তার মাঝে ললকূপের বাইনা দিকে যে-২বার
ট্যাকা খাক্যার ময়্যাতে বিয়া দিলি মা দূরেতে
আইসতে যাইতে খিদ্যায় হয়রান হবো যে।-২বার
ও বিটি মাওরে চিঠি প্যাঠায়োরে
রাস্তার মাঝে হোটেলের দুকান দিবো যে-২বার
ট্যাকা খাওয়ার লোভেতে বিয়া দিলি মা দূরেতে
আইসতে যাইতে রোইদে হযরান হবো যে।-২বার
ও বিটি মা ওরে পাঠায়োরে
রাস্তার মাঝে ছাতার দুকান বসাবো যে।-২বার[৪৮]

২

বরের বহিন বরের বহিন বড় বক্ষিলরে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।
পঞ্চাশ ট্যাকা দিতে চায়্যা দিলো নারে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।
দশট ট্যাকা দিয়্যা সারিলো রে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।
বরের ভাইজান বরের ভাইজান বড় বক্ষিলরে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।

www.pathagar.com

একশো ট্যাকা দিতে চায়্যা দিলো নারে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।
বিশটা ট্যাকা দিয়্যা সারিলো রে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।
বরের দুলাভাই বরের দুলাভাই বড় বক্ষিলরে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।
দেড়শো ট্যাকা দিতে চায়্যা দিলো নারে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে
পাঁচটা ট্যাকা দিয়্যা সারিলো রে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।
বরের ভাবী বরের ভাবী বড় বক্ষিলরে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।
দুইশো টাকা দিতে চায়্যা দিলো নারে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।
দুইটা টাকা দিয়্যা সারিলো রে
উন্যা ঝুন্যা মন বাজিলো রে।[৪৯]

৩

বাজি বাজে বাপজান আসমানে, বাজি বাজে বাপজান জমিনে
বাজি বাজে বাপজান নিমু কমলার সনে আরে কে।
বাপজি আমার হিদারন, বিয়া দিয়াছেন বাপজান কি কারণ?
বিয়া দিয়াছেন বাপজান হুকা খোরের সনে নারে কে
সাহারাতি বাপজান হুকা সাজ্যাতে সাজ্যাতে বাপজান পরান যায়।
সুনার যোইবন আমার হয়্যা গেল কালি আরে কে
হুকা সাজ্যাতে সাজ্যাতে বাপজান দেরি হয়

ধাইয়্যা ধাইয়্যা বাপজান মারতে যাই।
ঝরিয়া পইড়লো আমার নয়ন চোখের পানি আরে কে
ঝরিয়া পইড়লো আমার ডাব্বা চোখের পানি নারে কে।
মুনে বলে বাপাজান টিয়া হই মুন বলে বাপজান পাখি হই
উড়িইয়া পড়িবো আমি ভাই জননীর আগে নারে কে।[৫০]

৪

হাস্যাল ঘরে রান্দন বাড়ন, হাস্যাল ঘরে রান্দন বাড়ন
চাল দিয়া উঠেরে ধুমা
আরে আগুন লওয়ার ছলনা কইর‍্যা মাধব
আরে আগুন লওয়ার ছলনা কইর‍্যা মাধব।
গালে দিলো চুমা ওকি হায় পরানের মাধবরে।
এক ছওয়ালের মা রসিক ভালো

www.pathagar.com

দেখতে ভালোরে যুবতি নারী।
খাইতে ভালো চাউল ভাজা
দেখতে ভালো মুড়ি।
আমের পাতা চারল-চিরোল
বাঁশের পাতারে সুর।
বাইছ্যা বাইছ্যা কইরো পিরিত
যাহার মাঞ্জারে সুর।[৫১]

৫

মেহেদী তোমার কুন খানে জনম হে্
আমার জনম রাজরো ভিট্যাতে নারে কে।
মেহেদী তুমি কুন কুন কাজে লাগো হে

আমি লাগি নতুন কন্যার হাতে নারে কে।
হলদি তোমার কুনখানে জনম হে
আমার জনম আগারে পাগারে নারে কে।
হলদি তুমি কুন কুন কাজে লাগো হে
আমি লাগি নতুন বরের গায়ে নারে কে।
আমি লাগি নতুন কন্যার গায়ে নারে কে।[৫২]

৬

আমের জামের রে বাছা রান্ধ্যাছি ক্ষির
শুভোন থালে রে বাছা বাড়্যাছি ক্ষির
বাপে ডাকে উঠরে বাছা উঠ্যা খাওরে ক্ষির
মায়ে ডাকে উঠরে বাছা উঠ্যা খাওরে ক্ষির
আমের জামের রে বাছা রান্ধ্যাছি ক্ষির
শুভোন থালে রে বাছা বাড়্যাছি ক্ষির
ভাউঝে ডাকে উঠরে বাছা উঠ্যা খাওরে ক্ষির
ভায়ে ডাকে ঠরে বাছা উঠ্যা খাওরে ক্ষির।[৫৩]

৭

অংপুর শহরে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে
ময়ূরের খেলা তো খেলিব না।- ২বার
এ্যামন ত্যালো অ্যানাছো দেওরা
পহুরের পানি তবে পরিব না।- ২বার
অংপুর শহরে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে
ময়ূরের খেলাতো খেলিব না।- ২বার
এ্যামন ব্যাসর অ্যানাছো দেওরা

তামা-পিতল আমি পরিব না।- ২বার
অংপুর শহরে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে

www.pathagar.com

ময়ূরের খেলা তো খেলিব না।- ২বার
এ্যামন দুলো অ্যানাছো দেওরা
পিতল আমি পারিবনা।- ২বার
অংপুর শহরে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে
ময়ূরের খেলা তো খেলিব না।- ২বার
এ্যামন মালা অ্যানাছো দেওরা
তামা পিতল আমি পরিব না।- ২বার
অংপুর শহরে ঘিয়ের বাতি জ্বলছে
ময়ূরের খেলা তো খেলিব না।- ২বার
এ্যামন চুড়ি এ্যানাছো দেওরা
রেশমী আমি পরিব না।- ২বার।[৫৪]

৮

উঠোরে নসা মিয়্যা দুদের খেরেশা খাও
রাতি ভোর হইলো রে, নিশি সকাল হইলো রে
থাল ভরে খেরে আরে খেরেশা, কোটোরা ভরা দুদ।
মায়ে ডাকে উঠোরে নসা মিয়্যা, দুদের কোটোরা খাও
রাতি ভোর হলো রে, নিশি সকাল হলো রে।[৫৫]

৯

সাতো দরিয়ার মাঝে হে জাল্যা
ও জাল্যা ঘুরিয়া ফ্যালো হে জালো
ও জাল্যা ফিরিয়া ফ্যালো হে জালো।

খাশি ক্যাটা ভাতো হে রানবো,
ও জাল্যা ভুজন কর্যা যায়ো তুমি।
আমি ভুজন করলে হে রানী
ও রানী মারে মরিবাহে তুমি,
ও রানী গ্যালে মরিবাহে তুমি।
শ্বশুড় অ্যালে ক্যান্দ্যা হে বুলবো
ও শ্বশুড় খায়্যাছে শিয়ালে,
ভাসুড় অ্যালে ক্যান্দা হে বুলবো
ও ভাসুড় খায়্যাছে বিড়ালে।[৫৬]

১০

দামান তুমি ছাগল চর্যানো ছাড়নি
তাইতো তুমার গায়ের ছিরি উঠেনি।
দামান তুমি গরু চর্যানো ছাড়নি
তাই তো তুমার গায়ের ছিরি উঠেনি।

www.pathagar.com

দামান তুমি পাড়া বেড়্যানো ছাড়নি
তাই তো তুমার গায়ের ছিরি উঠেনি।
দামান তুমি বিল বেড়্যানো ছাড়নি
তাই তো তুমার গায়ের ছিরি উঠেনি।
দামান তুমার আছে দাদি জননী
তাও তো তুমার গায়ের ছিরি উঠেনি।[৫৭]

১১

মায়ে ডাকে উঠো রে বানেরা
উঠিয়া ক্ষেরেসা খাও।

ক্ষেরেসা খাইয়া, গেরেদা লাগাইয়া
কতই ঘুমো যাও,
কতই নিদ্র যাও।
বাপে ডাকে উঠো রে বানেরা
উঠিয়া ক্ষেরেসা খাও॥
ক্ষেরেসা খাইয়া, গেরেদা লাগাইয়া
কতই নিদ্র যাও।
ভায়ে ডাকে উঠো রে বানেরা
উঠিয়া ক্ষেরেসা খাও॥
ক্ষেরেসা খাইয়া, গেরেদা লাগাইয়া
কতই ঘুমো যাও,
কতই নিদ্র যাও।
ভাবী ডাকে উঠো রে বানেরা
উঠিয়া ক্ষেরেসা খাও॥
ক্ষেরেসা খাইয়া, গেরেদা লাগাইয়া
কতই ঘুমো যাও,
কতই নিদ্র যাও।
বোনে ডাকে উঠো রে বানেরা
উঠিয়া ক্ষেরেসা খাও॥
ক্ষেরেসা খাইয়া, গেরেদা লাগাইয়া
কতই ঘুমো যাও,
কতই নিদ্র যাও।
রাস্তা ঝম ঝম কইতোরের জোড়া
সামশুলের আঙিনায় ঘুরিতেছে
সামশুলের ভাই কান্দন রে কান্দে

স্বর্ণকারের দোকানে বসিয়া
একটা পাশা দেরে ভাই স্বর্ণকার

www.pathagar.com

আমার ভাইয়ের লাগিয়া
আমার ভাই পাগল রে হইয়াছে
সীমা ছোকরিক দেখিয়া।
রাস্তা ঝমঝম কই তোরের জোড়া
সামশুলের আঙিনায় ঘুরিতেছে
সামশুলের বোন কান্দন রে কান্দে
স্বর্ণকারের দোকানে বসিয়া,
একট মালা দেরে ভাই স্বর্ণকার
আমার ভাইয়ের লাগিয়া
আমার ভাই পাগল রে হইয়াছে
সীমা ছোকরিক দেখিয়া।
রাস্তা ঝমঝম কই তোরের জোড়া
সামশুলের আঙিনায় ঘুরিতেছে
সামশুলের ভাবী কান্দন রে কান্দে
স্বর্ণকারের দোকানে বসিয়া
একজোড়া চুড়ি দেরে ভাই স্বর্ণকার
আমার দেওরের লাগিয়া
আমার দেবর পাগল রে হইয়াছে
সীমা ছোকরিক দেখিয়া।[৫৮]

১২

আখড়া যয়ের ছাতু খ্যায়া ধর্যাছি দুয়ার,
আমরা রাজার দুয়ার।
সোনা দিয়্যা ব্যান্ধা আছে রাজার দুয়ার
আমরা রাজার দুয়ার।
পিতল দিয়্যা ব্যান্ধা আছে রাজার দুয়ার
আমরা রাজার দুয়ার।
পাঁচশো টাকা হলে পরে ছাড়িব দুয়ার
আমরা রাজার দুয়ার।[৫৯]

১৩

গায়ে হলুদ মুখে পান,
আসছে রে তোর বিয়ের দামান,
ওগো আজ সে রানী লগন মানালো না।
ওগো আজ সে নতুন বিবি মানালো না।
বড় বৌয়ের এমনই রাগ,
টায়রা খুলিয়া মারিল পাক,
ওগো আজ সে রানী লগন মানালো না,
ওগো আজ সে নতুন বিবি মানালো না।

www.pathagar.com

গায়ে হলুদ মুখে পান
আসছে রে তোর বিয়ের দামান
ওগো আজ সে রানী মানালো না।
ওড়ো আজ সে নতুন বিবি মানালো না
মেজো বৌয়ের এমনই রাগ,
বেশর খুলিয়া মারিল পাক
ওগো আজ সে রানী লগন মানালো না।
ওগো আজ সে নতুন বিবি মানালো না।

আসছে রে তোর বিয়ের দামান,
ওগো আজ সে রানী লগন মানালো না।
ওগো আজ সে নতুন বিবি মানালো না।
ছোট বৌয়ের এমনই রাগ,
পাশা খুলিয়া মারিল পাক
ওগো, আজ সে রানী লগন মানালো না।
ওগো, আজ সে নতুন বিবি মানালো না।[৬০]

১৪

মায়ে রান্দিল ক্ষির, মায়ে বাড়িল ক্ষির।
বাপে অ্যাইসা ঢ্যালা দিল দুধরে আনন্দের বাণী।
ছিকার উপর র‍্যাখা দেওগা দুধরে আনন্দের বাণী।
তেলকাটাতে চ্যাটা খ্যালো দুধরে আনন্দের বাণী।
ভাবী রান্দিল ক্ষির, ভাবী বাড়িল ক্ষির।
ভাইয়ে অ্যাইসা ঢ্যালা দিল দুধরে আনন্দের বাণী।
আলমারীতে র‍্যাখা দেওগা দুধরে আনন্দের বাণী।
ধড়্যা এন্দুরে চ্যাটা খ্যালো দুধরে আনন্দের বাণী।
চাচী রান্দিল ক্ষির, চাচী বাড়িল ক্ষির।
চাচা অ্যাইসা ঢ্যালা দিল দুধরে আনন্দের বাণী।
টাকছার উপর র‍্যাখা দেওগা দুধরে আনন্দের বাণী।
গ্যাছা এন্দুরে চ্যাটা খ্যালো দুধরে আনন্দের বাণী।[৬১]

নওহাটা পৌরসভা থেকে বড়গাছী ইউনিয়ন প্রায় সাত কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। আমি ২৭/১২/২০১১ থেকে ২৯/১২/২০১১ তারিখ পর্যন্ত বড়গাছী ইউনিয়নে লোকজ উপদান সংগ্রহের কাজ করি। সকালে ভ্যানে চড়ে সেই ইউনিয়নে পৌঁছাই। তারপর চার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে বাগিচা পাড়ায় পৌঁছাই। সেখানে গিয়ে কয়েক জন কৃষিজীবী লোকের সাথে আমার লোকজ উপাদান সংগ্রহ সম্পর্কে জানাই। তারা আমাকে উক্ত গ্রামের কয়েকটি বাড়িতে নিয়ে যাই এবং কয়েক জন মহিলাকে মেয়েলি গীত শোনানোর জন্য বলে। আমি মেয়েলি গীত সংগ্রহকালে যে সমস্যার মুখোমুখি প্রায়শই হয়েছি তা হলো গ্রাম্য মেয়েরা তাদের বাড়ির কর্তার অনুমতি ছাড়া গান গাইতে চাইত না।

www.pathagar.com

১৫

এপারে বুনিলাম বেদেনার গাছটি বুবু
ওপারে মেল্যা গ্যালো ডাল মাঝিল সদাগর।
লাউতো ডুবুডুবু তরীতো ডুবুডুবু ক্যামুনে হয়্যা যাবো পার
সিঁরের টাইর‍্যা মাঝিকে দিয়্যা সখি হয়্যা যাবো পার
মাঝিল সদাগর।
এপারে বুনিলাম বেদেনার গাছটি বুবু
ওপারে মেল্যা গ্যালো ডাল মাঝিল সদাগর
লাউতো ডুবুডুবু তরীতো ডুবুডুবু ক্যামুনে হয়্যা যাবো পার
মাঝিল সদাগর।
কানের পাশা মাঝিকে দিয়্যা হয়্যা যাবো পার
মাঝিল সদাগর।[৬২]

১৬

টাইরোতে আন্যাছো দামান ব্যাসর ক্যানে আনোনি
তাতে হারমোনিয়ার বাজনা ক্যানে আনোনি
তাতে টাকডুমাডুম বাজনা ক্যানে আনোনি।
ব্যাসরতো আন্যাছো দামান পাসা ক্যানে আনোনি
তাথে হারমোনিয়ার বাজনা ক্যানে আনোনি
তাথে টাকডুমাডুম বাজনা ক্যানে আনোনি।
পাসাতো আইন্যাছো দামান মালা ক্যানে আনোনি

তাতে হারমোনিয়াম বাজনা ক্যানে আনোনি
তাতে টাকডুমাডুম বাজনা ক্যানে আনোনি।
মালাতো আন্যাছো দামান বালা ক্যানে আনোনি
বালাতো আইন্যাছো দামান তুড়া ক্যানে আনোনি
তাতে হারমোনিয়াম বাজনা ক্যানে আনোনি
তাথে টাকডুমাডুম বাজনা ক্যানে আনোনি।[৬৩]

১৭

একটা নেমু ছিঁড়িতে আরেকটা নেমু ধরিতে
মুনে পইলো আমার মা দরদীর কথা ও আরে কে
মুনে পইলো বাপ দরদীর কথা ও আরে কে।
ক্যানে নারী রোদে রইল্যা?
একটা নেমু ছিঁড়িতে আরেকটা নেমু ধরিতে
মুনে পইলো আমার ভাই দরদীর কথা ও আরে কে
মুনে পইলো আমার বোন দরদীর কথা ও আরে কে
ক্যানে নারী রোদে রইল্যা?[৬৪]

www.pathagar.com

১৮

গাঙ্গরই না ধারে মারে জোড় খেজুরের গাছও হায়
ওই না গাছের ডাল ওরে মারে কেবা ভাঙ্গিল হায়
ওই না গাছের পাতারে মারে কে বা ছিঁড়িল হায়।
ওই না গাছের ডাল ওরে মারে আসলাম ভাঙ্গিল হায়
ওই না গাছের পাতারে মারে আসলাম ছিঁড়িল হায়।
আইলো আইলো দারোগার হুকুম ধইরে লিয়ে গেল হায়
আইলো আইলে সিপাইয়ের হুকুম ধইরে লিয়ে গেল হায়

জোড় হস্ত ধইরোরে মিতা সামুনে দাঁড়াইলো হায়
আর মাইরেন না মাইরেন না জোড় ব্যাতে বাড়ি হায়
আর মাইরেন না মাইরেন না পিস্তল ব্যাতের বাড়ি হায়
বাবার বাড়ি গয়না বেইচ্যা স্বামী খালাস কইরবো হায়।[৬৫]

১৯

আষাঢ় মাসে বাঁশের কুড়া
শাউন মাসে পিরের খেলা দেখতে যাব।
বাড়িত আছে বুড়্যা শ্বশুর
তারাই করে মানা রে আমায়।
দেখতে যাব আষাঢ় মাসে বাঁশের কুড়া
শাউন মাসে পিরের খেলা দেখতে যাব
ঘরে আছে শিরের স্বামী
তারাই করে মানা রে আমায়।
আষাঢ় মাসে বাঁশের কুড়া
শাউন মাসে পিরের খেলা দেখতে যাব।[৬৬]

২০

পুখরেরি চারি রে ধারে
ঐ যে সামশুল লাগায় গ্যান্দার গাছো
নাই মোর কে।
ঐ না গ্যান্দার বাহার রে দ্যাখা
ঐ যে সীমা উড়িয়া আহার করে
নাই মোর কে।
সীমার আম্মা কান্দন রে কান্দ

আমার সীমা গিয়াছে কার বা হাউলে
নাই মোর কে।
সীমার আব্বা বোঝান রে বোঝায়
তোমার সীমা গিয়াছে সামশুলের হাউলে
নাই মোর কে।[৬৭]

www.pathagar.com

২১

তুমার শ্বশুরের দ্যাশে
গিয়াছিলাম সুনাম বোলবোল।
তুমার শ্বশুরের পিরিতি ক্যামোন
আমার শ্বশুরের পিরিতি, সুনার মাঝি।
ক্ষ্যাত্তা কুকুর করে য্যামোন।
তুমার শাশুড়ির দ্যাশে
গিয়াছিলাম সুনার বোলবোল।
তুমার শাশুড়ির পিরিত ক্যামোনে
আমার শাশুড়ির পিরিতি, সুনার মাঝি।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝড় বহে য্যামোন
তুমার জায়ের দ্যাশে
গিয়াছিলাম সুনার বোলবোল।
তুমার জায়ের পিরিতি ক্যামোন
আমার জায়ের পিরিতি, সুনার মাঝি
বৈশাখ মাসে আমের টক য্যামোন
তুমার ননদের দ্যাশে
গিয়াছিলাম সুনার বোলবোল
তুমার ননদের পিরিতি ক্যামোন।

আমার ননদের পিরিতি, সুনাম মাঝি
চৈত মাসে রোদ যে য্যামোনে।[৬৮]

২২

তুমি যাছো দূরের বাণিজ্যে
আমার ঝুরে হিয়া
একগাল ভাত খায়া যায়ো
খোপের খাসি দিয়্যা।
বড় দয়া লাগে প্রাণের বাঁশিরে
বড় মায়া লাগে প্রাণের বাঁশিরে।
আমি খাবো খোপের খাসি
তুমি মরব্যা গালে
শ্বশুড় আলে কয়্যা দিবো
খায়্যাছে শিয়াল।
বড় দয়া লাগে প্রাণের বাঁশিরে
বড় মায়া লাগে প্রাণের বাঁশিরে।
তুমি যাছো দূরের বাণিজ্যে
আমার ঝুরে হিয়া
একগাল ভাত খায়্যা যায়ো

www.pathagar.com

মাছের মাথা দিয়্যা।
বড় দয়া লাগে প্রাণের বাঁশিরে
বড় মায়া লাগে প্রাণের বাঁশিরে।
আমি খাবো মাছের মাথা
তুমি মরব্যা গালে
শাশুড় আলে কয়্যা দিবো

খায়্যাছে বিড়ালে।
বড় দয়া লাগে প্রাণের বাঁশিরে
বড় মায়া লাগে প্রাণের বাঁশিরে।[৬৯]

২৩

ওমা ডুলির বিবি তো আস্যাছে পিঁপড়ার সারি ধর্য়া
ওমা ডুলির বিবিখে বুঝাবো নাশতার থালি দিয়্যা।
ওমা বর্য়াত তো অ্যাসছে ডাহার সারি ধর্য়া
ওমা বর্য়াতকে বুঝাবো পান শরবোত দিয়্যা।
ওমা হাতি তো অ্যাসছে লদোর বদোর কর্য়া
ওমা হাতিকে বুঝাবো কলার গাছ দিয়্যা।
ওমা ঘোড়া তো আস্যাছে খটোর মটোর কর্য়া
ওমা ঘোড়াকে বুঝাবো বুটের দানা দিয়্যা।
ওমা সামশুল তো আসছে হাওয়ার গাড়ি চড়্যা
ওমা সামশুলকে বুঝাবো নতুন বিবি দিয়্যা।[৭০]

২৪

ল্যাহোর য্যাতাম রে বাড়ির মণ্ডল শ্বশুর রে
ল্যাহোর য্যাতে কি দিত্যাম রে
ল্যাহোর য্যাতাম রে।
আমি কি জানি বহু তোমার ল্যাহোর আছে
যায়্যা বলো গা তোমার শাশুড়ির আগে
ল্যাহোর য্যাতাম রে।
বাড়ির গিথ্যান শাশুড় রে
ল্যাহোর য্যাত্যে কি দিত্যাম রে

ল্যাহোর য্যাতাম রে।
আমি কি জানি বহু তোমার ল্যাহোর আছে
যায়্যা বলো গা তোমার ভাসুড়ের আগে
ল্যাহোর য্যাতাম রে।
বাড়ির পোরধান ভাসুড়েরে
ল্যাহোর য্যাতে কি দিতাম রে
ল্যাহোর যাত্যাম রে বাড়ির কিষ্যাণ স্বামী রে

www.pathagar.com

ল্যাহোর য্যাতে কি দিতাম রে
ল্যাহোর য্যাতাম রে।
কান্ঠার পিছে কাছোটির গাছ
ব্যাড়া ভাঙবো মাগী ল্যাহোরের ঠাঁট
ল্যাহোর য্যাতাম রে।[৭১]

২৫

আমে জামেরে বাছা, রান্দ্যাছি ক্ষীরো
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা,বাপের হাতের ক্ষীরো।
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা,মায়ের হাতের ক্ষীরো।
বাপের আছেরে বাছা, শষ্যা ব্যাচা ট্যাকা।
মায়ের আছেরে বাছা, জুয়ার পঞ্চ ট্যাকা।
আমে জামেরে বাছা, রান্দ্যাছি ক্ষীরো
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা,ভাইয়ের হাতের ক্ষীরো।
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা,ভাবীর হাতের ক্ষীরো।
ভাইয়ের আছেরে বাছা, চাকরি করা ট্যাকা।
ভাবীর আছেরে বাছা, মুরগি ব্যাচা ট্যাকা।
আমে জামেরে বাছা, রান্দ্যাছি ক্ষিরো

খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা,চাচার হাতের ক্ষীরো।
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা, চাচীর হাতের ক্ষীরো।
চাচার আছেরে বাছা, গম ব্যাচা ট্যাকা।
ভাবীর আছেরে বাছা, খাসী ব্যাচা ট্যাকা।
আমে জামেরে বাছা, রান্দ্যাছি ক্ষীরো
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা, ফুপার হাতের ক্ষীরো।
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা, ফুপুর হাতের ক্ষীরো।
ফুপার আছেরে বাছা, গরু ব্যাচা ট্যাকা।
ফুপুর আছেরে বাছা, জুয়ার পঞ্চ ট্যাকা।
আমে জামেরে বাছা, রান্দ্যাছি ক্ষীরো
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা, খালুর হাতের ক্ষীরো।
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা,
খালার হাতের ক্ষিরো।
খালুর আছেরে বাছা,মাছ ব্যাচা টাকা।
খালার আছেরে বাছা, হাঁস ব্যাচা টাকা।
আমে জামেরে বাছা, রান্দ্যাছি ক্ষীরো
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা, মামার হাতের ক্ষীরো।
খাওয়ো খাওয়ো-রে বাছা, মামীর হাতের ক্ষীরো।
মামার আছেরে বাছা, বাগান ব্যাচা ট্যাকা।
মামীর আছেরে বাছা, জুয়ার পঞ্চ ট্যাকা।[৭২]

www.pathagar.com

২৬

গগনে উড়িল পয়রা রে
কুনঠে করা সওদাগর রে
ও সওদাগর ঘাটে বান্দো নৌকা রে।

গগনে উড়িল পয়রা রে।
ওদিক সরিয়া বান্দো নৌকা রে
জল ভরিয়া নিবো রে
গগনে উড়িল পয়রা রে।
একো ঢেউ ও, দুইয়ো ঢেউও রে
তিনো ঢেউয়ের বেলা রে
ও সওদাগর নৌকায় তুল্যা নিলো রে।
আস্তে ধীরে মারো বৈঠা রে
ও সওদাগর শ্বশুরের কান্দনো শুনি রে।
আস্তে ধীরে মারো বৈঠা রে
ও সওদাগর শাশুড়ির কান্দনো শুনি রে।
আস্তে ধীরে মারো বৈঠা রে
ও সওদাগর স্বামীর কান্দনো শুনি রে।
আস্তে ধীরে মারো বৈঠা রে
ও সওদাগর ছ্যাল্যার কান্দনো শুনি রে
গগনে উড়িল পয়রা রে।
ছিকায় আছে ভাতের থালি রে
ও স্বামী শাশুড়ির কাছে দিও রে।
গগনে উড়িল পয়রা রে
তাকে আছে হুকা তামাক রে
ও স্বামী শ্বশুড়ের হাতে দিও রে
গগনে উড়িল পয়রা রে।
ছিকার উপর দুধের বাটি রে
ও স্বামী ছ্যালার মুখে ধরো রে
গগনে উড়িল পয়রা রে।

বাক্স ভরা আছে শাড়ি রে
ও স্বামী আবার কইরো বিয়্যা রে
গগনে উড়িল পয়রা রে।
সুটকেস বোঝায় আছে টাকা রে
ও স্বামী আবার কইরো বিয়্যা রে
গগনে উড়িল পয়রা রে।[৭৩]

www.pathagar.com

২৭

রাজশাহীরই বাটা সপুরারই লিখন রে
বাটা খুলিল কে?
সেই না বাটায় আছে বিবির সীতার টায়রা রে
বাটা, খুলিল কে?
সপুরারই লিখন রে
রাজশাহীরই বাটা সপুরারই লিখন রে
বাটা খুলিল কে?
সেই না বাটায় আছে বিবির নাকের বেশর রে
বাটা খুলিল কে?
রাজশাহীরই বাটা সপুরারই লিখন রে
বাটা খুলিল কে?
সেই না বাটায় আছে বিবির কানের পাশা রে
বাটা খুলিল কে?
রাজশাহীরই বাটা সপুরারই লিখন রে
বাটা খুলিল কে?
সেই না বাটায় আছে বিবির গলার মালা রে
বাটা খুলিল কে?

রাজশাহীরই বাটা সপুরারই লিখন রে
বাটা খুলিল কে?
সেই না বাটায় আছে বিবির হাতের চুড়ি রে
বাটা খুলিল কে?
রাজশাহীরই বাটা সপুরারই লিখন রে
বাটা খুলিল কে?
সেই না বাটায় আছে বিবির মাজার বিছ্যা রে
বাটা খুলিল কে?
রাজশাহীরই বাটা সপুরারই লিখন রে
বাটা খুলিল কে?
সেই না বাটায় আছে বিবির পায়ের তুড়া রে
বাটা খুলিল কে?[৭৪]

২৮

বর আইলো বৈরাতি আইলো মারে
এরফান আইলো লিতে কিনা।
কেমুন তেলো অ্যানেছে এরফান দামান
বিবির কেশে দিতে হয়রান কিনা।
এমন তেলো অ্যানেছে এরফান দামান

www.pathagar.com

শিশি ফুকিয়া মারি কিনা।
বর আইলো বৈরাতি আইলো মারে
এরফান আইলো লিতে কিনা,
কেমুনে ব্যাসোর অ্যানেছে এরফান দামান
বিবির লাকে পরাইতে হয়রান কিনা।
ব্যাসর ফুকিয়া মারি কিনা।
বর আইলো বৈরাতি আইলো মারে
এরফান আইলো লিতে কিনা,
কেমুন শাড়ি অ্যানেছে এরফান দামান
বিবিক পরাইতে হয়রান কিনা।
এমন উইশ্যা লাগে গো এরফান দামান
শাড়ি ফুকিয়া মারি কিনা।[৭৫]

২৯

খনচাতো অ্যানেছো দামান বাজনা ক্যানে আনোনি
তাথে টাক ডুমাডুম বাজনা ক্যানে আনোনি
তাথে হারমোনিয়া বাজনা ক্যানে আনোনি
ডালাতো অ্যানেছো দামান কাপুড় ক্যানে আনোনি
তাথে পটকা ক্যানে আনোনি
তালে বাজনা ক্যানে আনোনি।[৭৬]

৩০

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডালে বসে
কাজলা ময়না বলেক যে
তুই আসবি কবে?
সুনার ময়না বলেক যে
তুই আসবি কবে?
ময়নার আম্মা কি কাজ করে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া রান্না করে।
ময়নার আব্বা কি কাজ করে?
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ি থাকে।
কাজলা ময়না বলেক যে
তুই আসবি কবে?
সুনার ময়না বলেক যে
তুই আসবি কবে?[৭৭]

৩১

হাতে আশা, পায়ে খড়ম, কমোরে জিঞ্জির
ওরে মালা বাবার বিয়া কুনখানে বসাবো

www.pathagar.com

বাবাহারে আচিপাচি ভাঙ্গিয়া ফেলাবো, রে মালা
উসটাইয়া ফেলাবো, বাবার বিয়া সেইখানে বসাইবো।
হাতে আশা পায়ে খড়ম কমোরে জিঞ্জির
ওরে মালা বাবার বিয়া কুনখানে বসাবো
বাবাহারে দালান কুঠা ভাঙ্গিয়া ফেলাবো রে মালা
উসটাইয়্যা ফেলাবো বাবার বিয়া সেইখানে বসাইবো।[৭৮]

৩২

ঐ-ভিটা চোষপো আমি সোনার নাঙলে
ওগো মুড়ের লাঙলে
জুড়ালো হলদি।
ঐ হলদি লাগাবো আমি সোনার ভিট্যাতে
ওগো মুড়ের ভিট্যাতে
জুড়ালো হলদি।
ঐ হলদি তুলবো আমি সোনার কুদালে
ওগো মুড়ের কুদালে
জুড়ালো হলদি।
ঐ হলদি সিদ্দ করবো সোনার কড়ইতে
ওগো মুড়ের কড়ইতে
জুড়ালো হলদি।
ঐ হলদি শুকাবো আমি সোনার পাটিতে
ওগো মুড়ের পাটিতে
জুড়ালো হলদি।
ঐ হলদি কুটপো আমি সোনার ঢিঁকিতে
ওগো মুড়ের ঢিঁকিতে
জুড়ালো হলদি।
ঐ হলদি লাগবে আমার ভাইয়ের বিয়্যাতে
ওগো বোনের বিয়্যাতে
জুড়ালো হলদি।[৭৯]

পবা উপজেলা থেকে হুজরীপাড়া ইউনিয়ন ও দর্শনপাড়া ইউনিয়ন প্রায় পনের কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এ অঞ্চলে ০৫/০১/২০১২ থেকে ০৯/০১/২০১২ পর্যন্ত লোকজ উপাদান সংগ্রহের কাজ করি। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নসিমন নামের বিশেষ ধরনের যানবাহনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে আমাকে পায়ে হেঁটেই কাজ করতে হয়েছে। কম জনবসতি এই ইউনিয়ন দুটিতে লোক সংগ্রহের কাজ করতে আমাকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটি গ্রাম থেকে আরেকটি গ্রামের অবস্থান অনেকটা দূরে হওয়ায় এবং বিশেষ কোন যোগাযোগবাহন না থাকায় পায়ে হাঁটা পথ পাড়ি দিয়ে কাজ করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

৩৩

জোড় জোড় পিড়্যাত বস্যা,
কি মোরগের পিড়্যাত বস্যা,
কি ওরে নিলুফা সীতার যওন করে।
কি ওরে নিলুফা নাকের যওন করে।
ডাইনে ধরবো হস্তক,
কি বামে ধরবো হস্তক,
কি ওরে ফজলু টায়রা আ-দায় করবো।
কি ওরে ফজলু বেশর আ-দায় করবো।
জোড় জোড় পিড়্যাত বস্যা,

কি মোরগের পিড়্যাত বস্যা,
কি ওরে নিলুফা কানের যওন করে।
কি ওরে নিলুফা গলার যওন করে।
ডানে ধরবো হস্তক,
কি বামে ধরবো হস্তক,
কি ওরে ফজলু পাশা আ-দায় করবো।
কি ওরে ফজলু মালা আ-দায় করবো।
জোড় জোড় পিড়্যাত বস্যা,
কি মোরগের পিড়্যাত বস্যা,
কি ওরে নিলুফা মাজার যওন করে।
কি ওরে নিলুফা পায়ের যওন করে।
ডানে ধরবো হস্তক,
কি বামে ধরবো হস্তক,
কি ওরে ফজলু বিছ্যা আদায় করবো।
কি ওরে ফজলু তোড়া আদায় করবো।
জোড় জোড় পিড়্যাত বস্যা,
কি মোরগের পিড়্যাত বস্যা,
কি ওরে নিলুফা গায়ের যত্তন করে।
ডানে ধরবো হস্তক,
কি বামে ধরবো হস্তক,
কি ওরে ফজলু কাপড় আদায় করবো।
কি ওরে ফজলু ছায়া আদায় করবো।[৮০]

৩৪

হলদিয়া বরণ,
কি ওহে দামান হলদিয়া বরণ,
ওই যে কাচাবরণ দুটি চোখের আংটি।
আমাক চ্যায়া সুন্দর,

www.pathagar.com

কি ওহে দামান চাচা চাচীর ছ্যালা,
ওই যে তাকে দ্যাওগা আমার সীতার টায়রা।
হলদিয়া বরণ,
কি ওহে দামান হলদিয়া বরণ
ওই যে কাচাবরণ দুটি চোখের আংটি।
আমাক চ্যায়া সুন্দর,
কি ওহে দামান বাবা মায়ের ছ্যালা,
ওই যে তাকে দ্যাওগা আমার নাকের বেশর।
হলদিয়া বরণ,
কি ওহে দামান হলদিয়া বরণ
ওই যে কাচাবরণ দুটি চোখের আংটি।
আমাক চ্যায়া সুন্দর,
কি ওহে দামান নানা নানীর ছ্যালা,
ওই যে তাকে দ্যাওগা আমার কানের পাশা।
হলদিয়া বরণ,
কি ওহে দামান হলদিয়া বরণ
ওই যে কাচাবরণ দুটি চোখের আংটি।
আমাক চ্যায়া সুন্দর,
কি ওহে দামান দাদা-দাদির ছ্যালা,
ওই যে তাকে দ্যাওগা আমার গলার মালা।
হলদিয়া বরণ,
কি ওহে দামান হলদিয়া বরণ
ওই যে কাচাবরণ দুটি চোখের আংটি।
আমাক চ্যায়া সুন্দর,
কি ওহে দামান ফুপা-ফুপুর ছ্যালা,
ওই যে তাকে দ্যাওগা আমার হাতের চুড়ি।
হলদিয়া বরণ,
কি ওহে দামান হলদিয়া বরণ
ওই যে কাচাবরণ দুটি চোখের আংটি।
আমাক চ্যায়া সুন্দর,
কি ওহে দামান খালা-খালুর ছ্যালা,
ওই যে তাকে দ্যাওগা আমার মাজার বিছা।
হলদিয়া বরণ,
কি ওহে দামান হলদিয়া বরণ
ওই যে কাচবরণ দুটি চোখের আংটি।
আমাক চ্যায়া সুন্দর,
কি ওহে দামান ভাই-ভাবীর ছ্যালা,
ওইযে তাকে দ্যাওগা আমার পায়ের তুড়া।[৮১]

www.pathagar.com

৩৫

দুদের ক্ষিরি খাও রে আরশ
দুদের ক্ষিরিত নাইখো রে দুষো
তেবে খাবো রে দুদের ক্ষিরি
পীর সাহেবের সালাম রে পাবো।
দুদের ক্ষিরি খাও রে আরশ

দুদের ক্ষিরিত নাইখো রে দুষো
তেবে খাবো রে দুদের ক্ষিরি
বাবা মায়ের সালাম রে পাবো।
দুদের ক্ষিরি খাও রে আরশ
দুদের ক্ষিরিত নাইখো রে ক্ষিরি
ভাই ভাউঝের আদর রে পাবো।
দুদের ক্ষেরেশা খাও হে আরশ
দুদের ক্ষিরিত নাইখো রে দুষো
তেবে খাবো দুদের ক্ষেরেশা
দাদা দাদির সালাম রে পাবো।[৮২]

৩৬

আলো আতোব খানছারে দুদে ক্ষেরেশা পাকাইল্যাম হে
কতিগেলো বরের বাপো ক্ষেরেশা খিলাও হে।
আলো আতোব খানছারে দুদে ক্ষেরেশা পাকাইল্যাম হে
কতিগেলো বরের মায়ো ক্ষেরেশা খিলাও হে।
আলো আতোব খানছারে দুদে ক্ষেরেশা পাকাইল্যাম হে
কতিগেলো বরের ভাইয়ো ক্ষেরেশা খিলাও হে।
আলো আতোব খানছারে দুদে ক্ষেরেশা পাকাইল্যাম হে
কতিগেলো বরের ভাউজো ক্ষেরেশা খিলাও হে।
আলো আতোব খানছারে দুদে ক্ষেরেশা পাকাইল্যাম হে
কতিগেলো বরের বহানাই ক্ষেরেশা খিলাও হে।
আলো আতোব খানছারে দুদে ক্ষেরেশা পাকাইল্যাম হে
কতিগেলো বরের বহিন ক্ষেরেশা খিলাও হে।[৮৩]

৩৭

পান দেলো বরের চাচি পান দেনা খাইলো
এতো রাইতে যাইস পাইন্যার বাড়ি
পাইন্যা মিনস্যা হারামজাদা কাছে শুইতে চাইলো।
চুন দেলো বরের মা, চুন দেনা খাইলো
এতো রাইতে যাইস চুইন্যার বাড়ি

www.pathagar.com

চুইন্যা মিনস্যা হারামজাদা কাছে ডাইক্যা লিলো।
সুপারি দেলো বরের বোইন, সুপারি দেনা খাইলো
এতো রাইতে যাইস সুপারির বাড়ি
সুপারি মিনস্যা হারামজাদা সাথে আইসতে চাইলো।
খর দেনা বরের ভাবি, খর দেনা খাইলো
এতো রাইতে যাইস ব্যাইনেকির বাড়িত
ব্যাইনেকি মিনস্যা হারামজাদা, কাছে শুইতে চাইলো।[৮৪]

৩৮

একও ঘাটে ভাসে মেহেন্দির পাতা
আর ঘাটে রাজা গোসল করে রে
আরে বল মেহেনদি বাড়ির খবর কিও
আরে কহ মেহেনদি বাড়ির খবর কিও?
আরে তুমার আম্মাজান খায়না দানাপানি
আরে তুমার আব্বাজান করে না গিরোস্তালি
আরে তুমার ভাবিজান যায় না রান্না ঘরে
আরে তুমার বোহিন যায় না শ্বশুর বাড়ি।
আরে মায়ের আনিব ঢাকা মেলের শাড়ি
আরে বাপের আনিব পিস্তল বান্দা হুকারে

আরে ভাউজের আনিব কোইট্যা ভরা সেন্দুর
আরে বোনের আনিব খেলারও সাথি রে।
আরে ছিইড়্যা যাবে ঢাকা মেলের শাড়ি
আরে থাইক্যা যাবে পিস্তল বান্দা হুকা
আরে থাইক্যা যাবে কোইট্যা ভরা সেন্দুর
আরে ভাইঙগ যাবে খেলারো না সখিরে।[৮৫]

৫. ভক্তিমূলক লোকগীতি

মো. আব্দুল আলিম ফকির একজন পল্লি কবি। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১লা তারিখে জন্মগ্রহণ করেন রাজশাহী জেলার তানোর থানার চান্দুড়িয়া ইউনিয়নের জুড়ানপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মো. কসিমুদ্দিন ফকির, মায়ের নাম ময়মন বিবি। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় নওহাটা ইউনিয়নের দুয়ারী মাদ্রাসায়। সেখানে ছয় বছর অধ্যয়ন করে মোহনপুর থানার সাঁকোয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এ সময় তাঁর গানে হাতে খড়ি হয় ওস্তাদ আব্দুল মান্নানের কাছে। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন ও ওস্তাদ হরিপদ দাসের নিকট। এ ছাড়াও তিনি দর্গাপাড়ার আব্দুল জব্বাবের নিকট আধুনিক গান, নজরুল গীতি ও দেশাত্মবোধক গানের চর্চা করেন। তিনি রাজশাহী জেলা আনছার অ্যাডজুটেন্ট এ.কে. এম আব্দুল আজিজের নিকট পল্লিগীতি, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া শেখেন এবং পাবনার আব্দুল মান্নানের নিকট শেখেন জারি, সারি ও বাউল সঙ্গীত। আধ্যাত্মিক সাধক কবি আলিম ফকির মূলত তাঁর পল্লিগানে পল্লির মানুষের হৃদয়ের আকুতি প্রেম

www.pathagar.com

বিরহই প্রকাশ করেছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনা, প্রেম, বিরহ ও দরিদ্র অসহায় মানুষের মানবেতর জীবন যাপন দেখে তাঁর মনে বেদনা জেগে উঠে। এই বেদনা বোধ থেকেই তিনি রচনা করেন অসংখ্য পল্লিগীতি। এছাড়াও তিনি রচনা করেন মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি ও বাউল সঙ্গীত। বর্তমান তিনি রাজশাহী জেলার বিভিন্ন থানায় লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং লোক কবি হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। নিম্নে তাঁর রচিত গান তুলে ধরা হলো :

১.

ও তোর মাটির দেহ মাটিতে খাবে রে মন
পড়ে রবে এ ঘর বাড়ি
সে দিন যাবি সকল ছাড়ি।।
বরই পাতার গরম জলে, গোসল দিবে আদর করে রে,
তোর সাদা কাপুড় আতোর গোলাপ রে মন,
সাদা কাপুড় আতোর গোলাপ
দিবে তোরে যতন করি।।
চার হাতখানি ঘরের মাপ
কাঁচা বাঁশের দিবে ছাদ রে
ওরে ভাই বেরাদার বন্ধু যারা রে মন,
ভাই বেরাদার, ভাই বেরাদার বন্ধু যারা
জানাজা দিয়ে শুয়াইবে ধরি।
স্ত্রী পুত্র কন্যা যারা এতিম হবে জনম ভাইরারে
সেই দিন কবর ঘরে, হিসাব নিবেরে মন, কবর ঘরে
কবর ঘরে হিসাব নিবেরে মন ফেরেস্তারা তোরে ধরি।

২.

তোমার নাম লইয়া দয়াল ভাসাইলাম তরী
রাখো মারো যাহা কর তাও ভরসা তোমারি।।
অনন্ত নামের ধ্বনি,

কোন নামে ডাকিব আমি
দিশা পাইনা ওগো স্বামী,
ভবে মায়ার জালে পড়ি।
একে আমার জীর্ণ তরী,
মাল্লা ছয়জন সল্লা করি,
তুমি দয়া না করিলে
কেমনে ভিড়াই তরী।

৩.

যাবার সময় হোল রে বুঝি
বেলা দেখি নাই

www.pathagar.com

আমার দিনের সুরুজ ডুবে গেল
বেলা বেশি নাই।
কড়াল করি আসি ভবে
পড়িয়া কি মায়ার ফান্দে
আসল হারাই নকল পেয়ে
ভবের লালসায়।
এতো সাধের জোত জমি ধন
সোনা দালান বাড়ি
কোথায় যে তোর রবে পড়ে
ভবের বাহাদুরি রে মন
সাধের মায়ার বাড়ি।
আসবে সমন বাঁধবে কষে
দয়ামায়া রেখে পিছে
কাল সমনের চিঠি এলো
দাড়ি চুল সব পাকিল
না দেখি উপায়।

৪.

দয়ালরে তোর নামের ভরসা করি
ভাসাইলাম মোর নাও।
ভব নদীর তুফান ভারি

মাল্লা ছয় জন সল্লা করি
ভিড়ায় তরি তাড়াতাড়ি
বুঝি কিনারায়।।
একে আমার জীর্ণ তরী
গোনার ভারে হইল ভারি
চারিদিকে তুফান তারি
কেমনে পারে যায়
একে আমার জীর্ণ তরী
দয়াল তুমি হও কাণ্ডারি
ত্বরা করি ভিড়াও তরী
নইলে প্রাণ যায়।

৫.

ছাড় রে মন রঙের খেলা
ভিলকি বাজি দুনিয়ার মেলা
কিবা রঙে মজিয়া রইলি হেথায়
ওকি হায়রে মোর ঘরবাড়ি
ছেড়ে যাবে সুন্দর নারী

www.pathagar.com

দুনিয়াদারি শুধু রঙের খেলা।
দুনিয়া যে আপন জানে
ভুল করে সে আপন মনে
আলোকে যে মন আঁধারে টানে
ওরে না জেনে ভবের খেলা
খেলানা মন ওরে ভোলা
ভুলে ভুলে শেষ হবে তোর খেলা।

৬.

হাড়ের খাঁচায় অচিন পাখি
সদায় থাকে বিদ্যমান
মহা মহাজন চিনলি না সে অমূল্য রতন।
হিংসা ভরা হৃদয় নিয়ে
মানুষরূপী যারা দিল চক্ষু

অন্ধকারে ঘুরে বেড়াই তারা,
সেই অন্ধকারে জ্বলবে আলো,
করিলে সাধন ভজন।
ছায়াবিহীন কায়ারুপে, ঘুরে এ সংসারে,
সাধন ভজন সিদ্ধি হয় যার, সেই ধরিবে তারে
আলিম ফকির কান্দে পথে
পাবে কি তার দরশন।

৭.

সাদা কাপুড় পইরা তুমি যাওরে নিজের বাড়ি
কাঁচা বাঁশের পালকি লইয়া যাইরে সারি সারি।
আতর গোলাপ অঙ্গে মাখায়,
সাথীরা সব রাখিয়া যায়।
চাইর হাতের এক ঘর বানাইয়া
কাঁচা বাঁশের ছাদ বিছাইয়া রাখবে তোমায় ধরি।
ভাই ভাতিজা বন্ধু স্বজন, কাঁন্দে সদায় করি রোদন
উপায় নাইরে ভাই, আগে পিছে সবাই যাইবে
কি জানি কি ভাগ্যে হবে, এই ভাবনা সদায়
আমরা সেই ভাবনা করি।

৮.

দয়াল বন্ধুর ভাবে পড়ে পরাণ বুঝি যায়রে
আমার পরাণ বুঝি যায়।
কি হতে কি হবে আমার এ ভব মাজার
দয়াল দাতার কথা শুনে আঠার হাজার এ ভূবনে,
খুঁজি তারে রাত্র দিনে কোথাও দেখা নাহি পাই।

www.pathagar.com

ভবে যে সুখ দিলা দয়াল
তাতেও দুঃখ নাই পরকালে বাসর ঘরে
তোমার দেখা পাই, যেন তোমার দেখা পাই
সে যদি মোর হয় সহায়,
পরকালের রবে না ভয়

তাহার আশা পথে
শুধু আমি দিন কাটাই।

৯.

দয়াল পার কইরো সেই কঠিন বিচারে
কোন নাম ডাকিলে তোমায়
দেখা পাব হাসরে।
আমরা হাওয়া আদমের সন্তান বটে
কেউ ঢুকি মসজিদে কেউবা ঢুকি মন্দিরে
তোমার খেলা তুমি খেলো দেখে ভয় হয় অন্তর।
কেউ বলে জগতের বারী
কেউ বলে গড ইশ্বর হরি এ ভব সংসারে
যারে বলি ফাতেমা বিশ্ব কুলে করে মা
তারে পাঠালে তুমি কেউ বলে মা ভগবতী
কেউ বলে মা জগধাত্রী ভব সংসারে
তোমার লীলা তুমি করো
দেখে ভয়ে যাই দূরে।

আঞ্চলিক পল্লিগীতি

তানোর থানার জমির ধান
মোহনপুরের বরের পান
বাটা ভরা সুপারি আছে গো বন্ধু
খাইয়া যাও পান।
মোহনপুরের কেশরহাটে
ধনে মহুরি চুন যাউন আছে
মৌগাছির হাটে বন্ধু
সস্তা দামে মিলবে পান।
চারঘাটের চারকোণা খরে
খাইলে সবার মন ভরে
আমজাদ পাতি জরদা বন্ধু,
রাজশাহী থেকে এনে দেন।
তানোর থানার জমির ধান।

www.pathagar.com

পল্লিগীতি

শোনেন গো ভাই বন্ধুগণ
জলদি কইরা করেন সবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ
জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিলে, যাবে অভাব অনটন।
অধিক সন্তান হলে পরে, কষ্ট পাবে ভাত কাপড়ে
অশান্তি হয় ঘরে ঘরে, অধিক সন্তানের কারণে।
ভেবে দেখেন আপন মনে, অভাব আসে কি কারণে,
আয়ের চাইতে খরচ বেশি, উন্নতি হয় না তখন।
জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে সুখী পরিবার তোলেন গড়ে এখন।

দেশাত্মবোধক পল্লিগীতি

১.

বসত করি সোনার বাংলাদেশে, সবাই মনের সুখে
আবাদ করি সোনার বাংলাদেশে।।
ভাইরে ভাই..........
ফুলে ফলে ভরা এ দেশ
সবাই করো মনোনিবেশ
তবে দেশের বাড়িবে সম্মান
চাষী যারা ফসল ফলাও
শ্রমিক যারা শিল্প বাড়াও
তবে আরো সুখ আসিবে দেশে।
ভাইরে ভাই..........
চাষীর ছেলে শিখব পড়া
শিখব ক্ষেতে আবাদ করা
আরো দেশের উন্নতি সাধন
মিলে মিশে কাজ করিব
কারো ধার না ধারিব
এসো ভাগ্য ফলায় জমি চষে।

২.

ফুলে ফলে ভরা এ দেশ, আমার জন্মভূমি,
পাখীর গানে, পরাণ টানে
আকুল হয় পরাণী রে, আকুল হয় পরাণী।

নদীর পাড়ে গাছের ডালে, নানান পাখীর বাসা,
গরুর পাল ছাড়িয়া রাখাল,
কত করে আশা রে কত করে আশা
বাঁশের বাঁশী বাজাই বসে, আর কয় কাহানি রে।
নদীর বুকে নৌকায় বসে মাঝি করে গান

www.pathagar.com

কলসি কাঁখে গাঁয়ের কন্যা নদীর ঘাটে
যান রে নদীর ঘাটে যান
জলের ঘাটে নদীর তটে জুড়াই বসে প্রাণখানি।

৩.

বাঁশের বাঁশি বাজাইয়া
মন প্রাণ মোর হরিয়া মন চুরা মন চুরি করে
কোথায় গিয়ে লুকাইলা।
এ জ্বালা এত ব্যথা কেউ বুঝেনা আর
হৃদয় মন চুরি করে হইয়া গেল পর
বন্ধু হইয়া গেলি পর, তোর কারণে জ্বইলা
বুইড়া লোকে বলে পাগলি।
মনে করি কত আশা
বাধবো বুকে সুখের বাসা
ঘূর্ণিঝড় ভেঙ্গে দিল মোর পিরিতের বাসা
হায়রে মোর পিরিতের বাসা।

৪.

ঐ শুনা যায় বন্ধুর বাঁশী, শুনতে কানে পাই
বন্ধুর বাড়ি যাইতে পথে কাঁটা বিধে পায়।
বন্ধুর বাড়ি যাইতে পথে জুয়াখালী নদীর ঘাটে গো
সব সখিরে জল আনিতে বারণ কইরা যাই
পিছ ধরিয়া যায় সখিরা কি করি উপায়।
শাশুড়ি ননদির জ্বালা সইতে নারি
আমি অবলা, ঘরে জ্বালা বাইরে জ্বালা সহা নাহি যায়
পথে পথে বাধা আমার মনে ব্যথা পাই।

৫.

তোর পিরিতে বন্ধু হইলাম দিওয়ানা
তোর পিরিতে বন্ধু হইলামরে দিওয়ানা।
ও তুই ঘর ছাড়ালি দেশ ছাড়ালিরে বন্ধু
এই ছিল তোর বাসনা।
স্বাদে হাউসে কইরা বিয়া, বাপের বাড়ি
রাইখা দিয়া, ধিকি ধিকি কাঁদাও বন্ধু
কাঁদাও বন্ধু একি তোর বাসনা।
মায়া ভরা কথা দিয়া, মন প্রাণ সব কাইড়া নিয়া
আমার সোনার দেহ ছাই করিল্যারে বন্ধু প্রাণে জ্বালা সহে না।

৬.

শুধু মুখের কথায় প্রেম কি মিলে
দু জনার মন এক না হলে।

www.pathagar.com

প্রেম পিরিতে পরাণ যাবে
আশায় আশায় জ্বলে পুড়ে।
পুরুষ জাতির এমন ধারা
যেমন কাঁচা বাঁশের ঘুনে যারা গো
জানলে প্রেম আর না করিতাম না (আমি)
বন্ধু যাবে আমায় ছেড়ে।
বন্ধু সনে প্রেম করা
যেমন ভাঙ্গা ঘরে বসত করা গো
ফুলের মধু খেয়ে ভ্রমর
দুদিন পরে যাবে চলে।

৭.

ভালোবাসার লাগি গেল প্রাণ
বন্ধুয়ার প্রাণসখি
প্রাণ গেল প্রাণ গেল সখি
রাখিয়া তার কুলমান।।
বন্ধুর সনে ছিল কথা
চির জীবন থাকবো বাঁধা

এমন প্রাণ সোনায় যৌবন
দিলাম তারে দান।।
বন্ধু যদি থাকত আমার, এই না ধরাধামে,
দুখের কথা কইতাম আমি বসিয়া
বিজনে, সখি কইতাম আমি বসিয়া
বিজনে, সখি বসিয়া বিজনে
আমার লাগি বন্ধুর এ প্রাণ
অকাতরে মারে কোন জন
জন্মের মত গেল ছাড়ি
আমায় দিয়া
গেলা বন্ধু দুঃখের জ্বালাতেন।

৯.

আশা দিয়া কন্যা তুমি লুকাইলা কোথায়
তোমার লাগি সব হারাইয়া মনে ব্যথা পাই।
তোমায় আমি ভালবাসি
তুমি শুধু দূরে থাকি
তোমার লাগি সব হারাইয়াও
কাংগাল হইতে চাই।
কাজল বরণ আঁখি দুটি
নয়ন বাকা মধুর হাসি

www.pathagar.com

মনে বলে দেইখা আসি
মনে বাধা পাই।

রাজশাহীর আঞ্চলিক পল্লিগীতি

খট খট খট শব্দ করে
চলে টমটম গাড়ী
আমপুরা শহরে গেলে আসুন তাড়াতাড়ি
ভাইরে রাজশাহী বাজারত গেলে আসুন
তাড়াতাড়ি ভাইরে আসুন তাড়াতাড়ি।
নওহাটাতে চড়লাম গাড়িত
রেলগেটে নামবে সোয়ারি

সেখান থেকে ভাড়া পাইলে যাব গোদাগাড়ী।
কাঁঠাল বাইড়া, আলুপট্রি সামনে মাসকাটা দীঘি
সেখান থেকে ভাড়া পাইলে
যাব পারিলা খড়খড়ি।
ধোপাঘাটা দাওকান্দি
পান কিনি ভাই গাদির গাদি
বড় গাছির হাটে গিয়ে ফিরবো সবে বাড়ি।

৬. জারিগান

বাংলা ভাষার জারি

আল্লা আল্লা বল ভাইরে আল্লার নামে সার
আল্লা ছাড়া ত্রিভুবনের বন্ধু নাইরে আর
সেই আল্লার উপর ভরসা করি আমরা সবাই,
বাংলা ভাষার জারি গাইয়া সবাইকে শুনাই।
বাংলা ভাষার লাগি ভাইরে অনেক দেশের জনগণ।
বুকের রক্ত করেছিল দান, তারা করেছিল দান।
১৯৫২ সালে ঢাকা জেলার পথে অকাতরে দিল প্রাণ,
বাংলা ভাষার কারণ।
সালাম, বরকত, রফিক, শফিক পথের দিশা
দেয়রে সঠিক
কাজ কর্মে এদিক ওদিক যায় নারে ভাই
সোনাধন।
১৯৫৭ সালে গোল টেবিল বৈঠক করে
বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা থাকবে মোদের চিরকাল
এই বলে দাবী তুলিল কাগজে কলমে
লিখা ছিল কাজে কর্মে নাহি দেন।
১৯৭০ সালে বাংলা ভাষার ছায়া তলে
দেশে যখন ভোট দিলে শোনেন সবে দিয়া মন

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার রাখতে মান ছালাম, বরকত,
রফিক, হইতে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ
সবি দিয়াছে বাংলা দেশের লাগি ভাইরে প্রাণের
রক্ত ঢেলে দেন তবু তারা রাখে মান।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ আলাদা হলে
বাংলা ভাষার কাজে কর্মে অনেক এগিয়ে যান
স্বাধীন দেশে পরম সুখে থাকব মোরা দিনে রাতে
তবে শহীদের বাড়িবে মান।
এখন বাংলাদেশের বাইরে যারা আছে
তাদেরকে কি বলে ডাকতে হবে
তোরা আয়রে ভাই বাংলাদেশে আয়
সোনার দেশের সোনার মানুষ বাংলাতে গান গাই,
মোরা বাংলাদেশী ভাই।।
পাঠান, মঙ্গল, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান আছে যত
বাংলা মায়ের একই সন্তান বাংলাদেশে থাক
তোরা আয়রে আয় ভাই।
সাঁওতাল বুনা পাহাড়ীয়া গাড়ো মুঙ্গলা জাতি
বাংলাদেশে বসত করি মোরা বাংলা ভাষায় কথা বলি
গড়ে ৩৭ প্রকার জাতি
আলিম ফকির লিখে জারি ভাবিয়া রাব্বানা,
এই দুঃখের দিনে করুণ সুরে করি ভাই প্রার্থনা
তোরা আয়রে ভাই দেশ গড়ি সবাই
সোনার দেশের সোনার মানুষ
বাংলাতে গান গাই তোরা আয়রে আয়
তোরা আয়রে ভাই।

অধিকার ও বাল্যবিবাহের জারি

শোনেন দেশবাসী ভাই
অল্প বয়সে ছেলে মেয়ের বিয়া দেয়া ঠিক নয়।
অল্প বয়সে দিলে বিয়া দুঃখ ছাড়া শান্তি নাই
২৪ বছর বয়স হইলে মেয়ের বিয়ের ঘটক আইলে
২৬ বছর ছেলের বয়স হইলে বিয়া দেয়া চাই।
এ দুনিয়া ঘুরি ফিরি দেখলাম গ্রাম গঞ্জ ঘুরি
ছোট কালে করলে বিয়া বিশ বছরেই বুড়ি হয়।
মা বাপের শরীর গঠন না হবে রে ভাই যখন

মায়ের শরীর পুরা হইলে পুষ্ট বাচ্চা তখন পাই।
বয়স বাড়লে করলে বিয়া সন্তান হইবে পুষ্টি ভরা

www.pathagar.com

আদর সোহাগ যত্ন করা মায়ের জন্য কঠিন নয়।
অল্প বয়সে করলে বিয়া সুখ শান্তির খায় মাথা মুড়াই
তাদের ঘরের ছেলে মেয়ে অপুষ্টিতে ভুগে সদায়
যাহার নিজের শিক্ষা নাই, সে যেন বিয়া না করে ভাই
ছেলে মেয়ের লেখাপড়া শিখার কোন আশা নাই
আগে তুমি শিক্ষা শিখ জ্ঞান বুদ্ধি আলা বউ দেখ
সুশিক্ষিত বিয়া করিলে ছেলে মেয়ে শিক্ষিত হয়।
স্বাস্থ্য সকল কাজের মূল এই কথাটা হয় না যেন ভুল।
জ্ঞানীর কথা মেনে চল ও স্বাস্থ্য ভাল রবে ভাই।

বিয়ে ও পুষ্টির জারি

বয়স পুরা না হইলে মেয়ের বিয়া দিবা না
ভাল মন্দ হইলে মেয়ের ভেবে কুল পাবা না।
লেখা পড়া শেষ করে ওগো ভাইজান
বিয়া শাদির কথা চিন্তা করিও তখন
কেন না মা হবার বয়স মেয়ের হবে
তখন বিয়া দিলে শান্তি জনম ভরে রবে।
অল্প বয়সে যদি বিয়া দেয়া হয় ভাই
ছেলে মেয়ের যত্ন করার বয়স হয় না তার
নিজের ভাল মন্দ নিজে বুঝিতে পারে না
সে কারণে অল্প বয়সে বিয়া ভাই দিওনা।
ছেলে মেয়ের আদর যত্ন কখন করা চাই
এ বিষয়ে সেই সময় জ্ঞান হয় না তার
সেই কারণে আমার দেশের জ্ঞানী গুণী যারা
পুরা বয়সে বিয়া দিবার পরামর্শ দেয় তারা।
গর্ভে সন্তান আইলে মায়ের খাদ্যের প্রয়োজন
এ বিষয়ে পুরাপুরি জ্ঞান হয় না মায়ের তখন
শাক সবজি মাছ মাংস ভিটামিন খাবার চাই
সময় মত খাওয়া দাওয়া মায়ের দরকার ভাই।

শিশু ছেলের ৬টি রোগ মারাত্মক আকার হয়
সময় মত টিকা দিলে খাওয়ানো হলে ভয়ের কিছু নাই
এ সকল জ্ঞান যখন মেয়ের হইবে ভাই
সেই সময়ে বিয়া দিলে ভয়ের কিছু নাই।

দেশ-উন্নয়নের জারি

আল্লাহর নাম স্মরণ করে বিসমিল্লা বলিয়া
সরকারের সাফল্যের কথা শুনেন মন দিয়া

www.pathagar.com

এক বছর পূর্ণ হইলো এই সরকারের দেশে কাম
সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে করে উন্নয়ন।
দূষণমুক্ত রাখতে হবে দেশ বাসিক ভাই
কাল ধুয়া আলা গাড়ি বন্ধ করে তাই
পলিথিন বন্ধ করা আরো একটি ভালো কাম
সারা দেশে দূষণমুক্ত সরকার করতে চান।
সেই কারণে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে ভাই
সারি সারি গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও
রাস্তা ঘাট কলেজ স্কুলের হইতেছে উন্নতি
আগামীতে ঘুছে যাবে সকল কাজের ঘাটতি।

শিশুর অধিকারের জারি

শিশুর জন্য হ্যাঁ বলুন দেশের যত ভাই বোন
বিশ্ব জুড়ে বৈষম্য শিশুর করবো নিবারণ।
প্রতিটি শিশু ছেলে মেয়ের সমান অধিকার ভাই,
মর্যাদার দাবিদার সকল শিশুরাই ভাই
অধিকার নিয়ে জন্মায় শিশু
আমাদের শিশু ধন।
বিশ্ব জুড়ে বৈষম্য শিশুর মানা যাবে না ভাইরে
মানা যাবে না
শিশুদের প্রতি বৈষম্য আর যেন কইরো না
তোমার আর যেন কইরো না
এ জন্য সবাই আমরা করি ভাল আচরণ।
আমরা গড়ে তুলতে পারি শিশুদের উন্নতি,

ভাই শিশুদের উন্নতি
বাদ যাবে না কোন শিশু ব্যক্তিত্বের উন্নতি হইতে,
ব্যক্তিত্বের উন্নতি হইতে
রং লিঙ্গ ভাষা ধর্ম শিশুর ভাল আবরণ।
শারীরিক উন্নয়ন শিশুর বুদ্ধি হবে বৃদ্ধি, ভাইরে
বুদ্ধি হবে বৃদ্ধি
সমান সুযোগ করো তোমরা সকল দেশবাসী,
ভাই সকল দেশবাসী
বাংলাদেশ সংবিধানে আছে সকল শিশুই আপনজন।

শাহমখদুম বাবার জারি

রাজার দেশে রাজশাহীতে বসাইছে মেলা
আল্লা নবীর খুইলা দোকান খেলাইছে খেলা

www.pathagar.com

শাহমুখদুম খেলাইছে খেলা।
ফকির দরবেশ ওলি আওলিয়া, তাহার প্রেমে
মাসগুল হইয়া
বেচা কেনা করে যাইয়া, মুখদুমের দরগায়
বাবা মুখদুমের মেলায়।
পাপী তাপী ভক্ত যারা আহার নিদ্রা তেজ্য কইরা
বাবার মাজার ঘুইরা ফিরা
জিয়ারত করে রোদন কইরা।
রহমতের আশায় আল্লাহ্‌র রহমতের আশায়
মুক্তির আশায় তারা মুক্তির আশায়।
তারে আপন যে কইরাছে
আল্লা নবীর ভেদ পাইয়াছে
নিগুড় তথ্যের ভেদ জানিয়া
মরার আগে সে মরিয়া
অমর হয় আশায়
সে অমর হয় আশায়।

ফসলের জারি গান

আল্লা আল্লা বল ভাইরে আল্লাহর নাম সার
আল্লাহর নামের মাঝে আছে সৌভাগ্য সবার
এই সমস্ত বলতে গেলে লাগবে অনেকক্ষণ
শহর পল্লির কথা বলি তাই করেন শ্রবণ।
দেখেন শহরবাসী ভাই
কেমনে মোরা পল্লি গাঁয়ে সোনার ফসল পায়।
পতিত জমি আবাদ করি, ভরাট পুকুর আমরা খুড়ি
আবার মনের সুখে মাছ ধরি ভাই আত্মীয় পরকে দিয়া খায়।
বাংলাদেশের ডাক পড়েছে থাকবো না কেহ ঘরে বসে
তিগুণ ফসল ফলে যাতে সেই কাজে লাগি সবাই
উৎপাদনের ডাক পড়েছে কাজ কর সবে মিলে মিশে
কলের জলে ফলাই ফসল ধানের গোলা ভরি ভাই।
আমরা চাষীর ছাওয়াল শিখবো পড়া
শিখবো ক্ষেতে আবাদ করা,
এই জমিতে সোনার ফসল আমরা পায় ভাই।
আমার বাড়ির আশে পাশে শাক সবজিতে ভইরা আছে
নানান জাতের ফলের গাছে বাড়ির শোভা করে ভাই।
মাটির বাড়ি বেড়ার বাড়ি কলা গাছ ভাই সারি সারি
খেজুর গুড়ের রসের পিঠা খাইতে বড় মজা পাই।
নাইলোটিকা তেলাপুইয়া রুই কাতলা মাছের অন্ত নাই।

www.pathagar.com

পল্লি গাঁয়ে বাস করি ভাই রং বেরঙের গাছ ও লাগাই
জলপায় আতা কাজু বাদাম শীম বিলাতীর অভাব নাই।
ভুলি এবার দলাদলি খাটবো সবাই অন্তর খুলি
দেশের সুখে হইয়া সুখী সুখ শান্তিতে দিন কাটায়।
আলিম ফকির লিখে জারি আল্লা রাসুল স্মরণ করি
নিজের কাজ নিজে করি লজ্জা সরম নাইরে ভাই।

দেশ-গড়ার জারি গান

সরকার মোদের ডাক দিয়াছে ওরে দেশের ভাই
নিজের ভাগ্য ফিরাইব কাজ করে সবাই।

সরকারের কর্মসূচি মানিয়া যদি যাই
আশার আলো পাইবো মোরা দেশবাসী ভাই
সুখ শান্তিতে থাকবো আমরা অন্য কেহ নয়।
থানা হইলো উপজেলা উন্নতির কারণে
কোর্ট কাচারি চালু হইল জনগণের জন্যে
সবার মুখে একই কথা হবে সবার সুখ
শহরে যেতে আর হবে না গেল সকল দুঃখ।
উকিল মোক্তার পল্লি গাঁয়ে যারা ভাইরে ছিল
উপজেলা হইয়া তারা কাজের সুযোগ পাইল
উপজেলা সরকার যদি না করিত ভাই
সহজে এসব সুযোগ তারা পাইত নাই।
তাছাড়া অনেক অফিসে অফিসার হইল
বহু দিন যাবৎ কেহ বেকার হইয়াছিল।
বেকার ছেলে মেয়ের এখন কোন অভাব নাই
সরকারের কারণে সুখে দিন কাটিয়া যায়।
থানায় থানায় চুরি ডাকাত কমিয়া গিয়াছে
আরামে সকল মানুষ সুখে ঘুমাইতেছে।
এর আগে যে মানুষ পল্লি গ্রাম ছাড়িয়া
শহরে বাড়ি বানাইত সুখের লাগিয়া।
তারা আবার ফিরে এল বাপ দাদার ভিটাতে
হাল চাষ করিয়া খাই মনের উল্লাসে
এই ভাবে সবাই ভাই কাজ করিয়া খাই
জমি জমা চষে চার গুণ ফসল ফলাই।
স্যালো মেশিন বসাই কেহ ঋণ নিয়া জমিতে
ঋণের টাকা শোধ করিবে ধান ফলাইয়া ক্ষেতে
কোন কিছু নিয়া যদি বিবাদ কারো হয়
জেলার বিচারকের কাছে বিচার করা যায়

www.pathagar.com

বছর বছর মামলা লইয়া ঘুরতো যারা ভাই
কয়েক মাসে জেলায় সেই মামলা শেষ হয়।[৬১]

নিরক্ষতার জারি

আল্লার নাম স্মরণ করে বিসমিল্লা বলিয়া
গণশিক্ষার জারি বলি শুনেন মন দিয়া।
নিরক্ষরতা দূর করতে সবার কাছে আছে প্রয়োজন
আবাল বৃদ্ধ ছেলে মেয়ে সকল ভাই বোন।
লেখাপড়া শেষ করে ওগো ভাই বোন
জ্ঞানের কথা গ্রাম গঞ্জে কর আলাপন
একাধিক লোকেক যদি জ্ঞান দেওয়া যায়
সকল লোককে লেখাপড়া করতে হবে ভাই।
ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে হবে
দাদা দাদি নানা নানিক সহি দিতে হবে
আগের মত টিপ সহি চলবেনা রে ভাই
যে কোন প্রকারে এদের শিক্ষা দেয়া চাই।
কৃষিপ্রধান দেশ এটা শোন ভাইগণ
কলে কৌশলে করতে হবে কৃষির উন্নয়ন।
এর সঙ্গে মাছের চাষ সবার করা চাই
মাছের পোনা চাষ কর পুকুর ও ডোবায়।

বাড়ির আশে পাশে পতিত জমি যত আছে
আম,জাম, লিচু কলার গাছ লাগাও তাতে
পরিবেশ দূষণমুক্ত গাছে করে ভাই
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গাছে অক্সিজেন দেয়।
সরকার হইতে নির্দেশ দিচ্ছে ওরে দেশের ভাই
পরিবার পরিকল্পনা সবারি দরকার
ছেলে হোক মেয়ে হোক দুইটার বেশি নয়
এর বেশি হইলে দুঃখ যাতনা বাড়ায়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে জারি গান

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হবে ভাই ও বোন
প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে জাগো সর্বজন।
আবাল বৃদ্ধা যুবকগণ বোন ভাবী সামিল হন
মিলে মিশে করবো আমরা দেশের উন্নয়ন।
অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্বে দ্রুত বিশ্বায়ন
এই দেশকে আগাইতে সবার প্রয়োজন
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কর মনোনিবেশ

www.pathagar.com

তবে বিশ্ববাসীর কাছে পাইবে সম্মান।
অঙ্গিকার বাস্তবায়ন কর্ম সংস্থায়ন
বাইড়াইতে হবে দেশে শোন বন্ধুগণ
যোগাযোগ বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে লাগাও মন
দারিদ্র বিমোচন করতে সরকার দেশে চান।
বিদ্যুৎ সংকট নিরশনে পদক্ষেপ ন্যায় সেই কারণে
পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাই
কৃষি শিল্প ব্যবসা মানুষের কল্যাণ আশা
সকল ক্ষেত্রে কাজ করে বাড়াও জীবনের মান।
সুশিক্ষিত আছেন যারা দেশের কাজে দিয়া সাড়া
উন্নত দেশের মত উন্নতি করা চাই
ফুটুক সবার মুখে হাসি দেখে বিশ্ব হবে খুশি
কর্মেতে উন্নতি হয় বলে সর্বজন।
কম্পিউটারে অনলাইন শিক্ষা চালু করা যায়

স্কুল কলেজে না গিয়ে লেখাপড়া সহজ হয়
মোবাইলের মাধ্যমে ট্রেনে গেল স্টেশনে
টিকিট বুকিং করা যাবে শোন বন্ধুগণ।
ভিডিও কনফারেন্স সমিতি সভা করেন
হাজীর না থেকেও সভার ভাষণ শোনা যায়
ছবিসহ দেখা যাবে সকল ভাষণ শোনা যাবে
সেই কারণে এ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
মোবাইল ট্রেকিং দ্বারা অপরাধি সন্ত্রাসী যারা
দুস্কৃতিকারীদের ধরা যাবে ভাই
ডিজিটাল পদ্ধতিতে এসব কাজ করিয়া দেশে
সরকারের সাফল্য আসেব শোন ভাই ধন।
গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ধারা ভাই ও বহিন
যে কোন জায়গার তথ্য জানতে পাওয়া যায়
অনলাইন ব্যাংকিং মাধ্যমে নিরাপদ অর্থ লেনদেনে
অর্থ হারানোর ভয় থাকে না ভাইজান।
কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে অফিস আদালতে যাবে
অফিস থেকে রিটার্ন রিপোর্ট পাঠানো যায়
কম সময়ে রিপোর্ট যাবে লোকের দরকার নথি হবে
ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ কর জনগণ।
উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়া বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়া
দ্রুত গতিতে আমরা কাজ করিতে চাই
বাঙ্গালির মন বল না হয় যেন দুর্বল
সেই কারণে আলিম ফকির করে নিবেদন।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের জন্ম ও পরিবার বিষয়ে জারি গান

আগে আল্লা পরে নবী স্মরণ করিয়া
বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও পরিবারের কথা শুনেন মন দিয়া,
এ সমস্ত বলতে গেলে লাগবে অনেকক্ষণ
বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কথা বলি ভাই এখন।
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতিতে যুক্ত হন,
সাহেরা খাতুন মা জননীর গর্ভে জন্ম হয়
শেখ লুৎফর রহমান পিতার নাম শোনেন ও সবাই
আদরের দুলাল ছিল মুজিবুর রহমান
জ্ঞানে গুণে সকল ক্ষেত্রে ছিল বুদ্ধিমান।
তার জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চে
গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গি পাড়া গ্রামেতে
শেখ মুজিবুরের স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা
শেখ জামাল শেখ হাসিনা আদরের বিটি ব্যাটা।
শেখ রেহেনা শেখ কামাল শেখ রাসেল
আদরে ভরিয়া রাখতো মা বোন তাদের
রাজনীতির কারণে শেখ মুজিবুরকে ভাই
সময় সময় পাকিস্তানিরা কারাগারে পাঠায়।
বেগম ফজিলাতুন নেছা অনেক কষ্ট করে
ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখায় যত্ন করে
তাছাড়া রাজনীতির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সাথে
বেগম ফজিলাতুন নেছা বুদ্ধি ও সাহসে।
সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে সাহস দিত তারে
স্বামী স্ত্রী মিল থাকলে সব হইতে পারে
সেই সাহস জুগায় তো ফজিলাতুন নেছা
সাহস পেয়ে মুজিবুর রহমান খুশি থাকত সদা।
বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করাই
ছয়দফা আন্দোলনের প্রস্তাব করিয়া সদায়
শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সূচনা কালে
বঙ্গবন্ধু উপাধি পায় বাঙালি নেতা বলে।
শিক্ষা দীক্ষায় ছিল যেমন জ্ঞানে গুণে ভরা
কাজে কর্মে যোগ্য ব্যক্তি পেয়েছি আমরা
যুদ্ধ ক্ষেত্রে নির্ভীক সৈনিক মুজিবুর রহমান
দয়া করে আল্লাহ দিয়াছে সম্মান।

www.pathagar.com

নিপীড়িত নির্যাতিত বাঙ্গালি জাতি

তার আহ্বানে সাড়া দিত ভাই সত্যি
তাহার ডাকে বাঙ্গালি জাতি স্বাধীনতা পাই
বাঙ্গালি জাতির পিতা উপাধি বঙ্গবন্ধু পাই।
আলিম ফকির লিখে ইহা ভাবিয়া রাব্বানা
যাহা ইচ্ছা তাহাই করো আল্লা বুঝিতে পারি না
কোটি কোটি বাঙ্গালি থাকবে বাংলাদেশ জুড়ে
যুগে যুগে থাকবে বঙ্গবন্ধু সকলের অন্তরে।

শিশুদের দেশাত্মবোধক জারি

লেখাপড়া শিখে আমরা
দেশের করবো উন্নয়ন
শিক্ষা ছাড়া জাতির হয় মরণ।
বিজ্ঞানের যুগে জন্ম নিয়া
থাকি যদি অজ্ঞান হইয়া
দেশও জাতির কাছে জবাব দেওয়া যাবে
ভাই বোন আইরে তোরা
শিক্ষা করি লেখাপড়া
শিক্ষাই সবার মূলধন।
চাষীর ছেলে শিখবো পড়া
শিখবো ক্ষেতে আবাদ করা
সুন্দরভাবে চলবো আমরা
এ করিব পণ
আলিম ফকির লিখে জারি আমাদের কারণ।

মহরমের জারি

আল্লা আল্লা বল ভাই আল্লাহর নাম সার
আল্লার নামের মাঝে আছে সৌভাগ্য সবার
সব সময় নিলে ভাই আল্লা নবীর নাম
দুনিয়াতে আখেরাতে পাবে পরিত্রাণ।
এই সমস্ত বলতে গেলে লাগবে অনেকক্ষণ
মহরমের জারি বলি তাই করেন শ্রবণ
মহরমের চাঁদ উঠেছে আবার দুনিয়াতে

আকাশ বাতাস কান্দে ইমাম হোসেনের শোকেতে।
ইমাম বংশ ধ্বংস হইলো এজিদের জ্বালায়
ফাতেমা জননী কান্দে হইয়া জারে জার
আকাশ বাতাস কান্দে সবে হইয়া বেকারার

www.pathagar.com

দিনের আলো নিভে গেল বুঝি করিয়া আঁধার।
এদিকে এজিদ তখন কি করিল হায়
ফুরাত নদীর পানি ঘিরতে তার সৈন্যকে কয়
যদিও এজিদের সৈন্য দলে ছিল ভারি
পানি বন্ধ করে তারা হোসেনের ভয় করি।
পানি যদি না পাই এরা পিইতে এখানে
আমরা জয় হইয়া যাবো এজিদ ভাবে মন
এজিদের কথা মত হায়রে এজিদের সৈন্য যত
ফুরাত নদীর পাড় ঘিরে সৈন্য শত শত।
এদিকে ইমাম চলে দুল দুলে চড়িয়া
কারবালার ময়দানে ঘোড়ার পা যায় পুতিয়া
ঘোড়া হইতে নামে ইমাম এলাহি ভাবিয়া
ঘোড়ার পায়ে লাল রক্ত দেখে তাকাইয়া।
তখন নবীর কথা তাহার মনে পড়ে গেল
দীনের নবী আমার নানা আগেই বলেছিল
তোমরা মরণ সেই খানে ভেবো মনে প্রাণে।
চারিদিকে দেখে তিনি নজর করিয়া
এজিদের সৈন্য ঘিরে নদী দেখে তাকাইয়া
কিছু সংখ্যক ছেলে মেয়ে তার সঙ্গে ছিল
পানির জন্য তারা তখন বেকার হইয়া গেল।
ইমাম হোসেনের ছেলেমেয়ে যারা ছিল হায়
কাফেলা গাড়িল তারা ভাবিয়া আল্লায়
তার পরে পানির লাগি গেল নদীর পাড়ে
পানি নাহি দেয় কেহ আসিল তাই ফিরে।
তারপরে দুধের শিশু পানির লাগিয়া
মারা গেল ইমাম হোসেনের দেখেন আল্লাহর লীলা[৬৭]
আল্লা চাহে অনেক যুদ্ধ হইল সেখানে
বহু সৈন্য গেল মারা এজিদের সেই স্থানে।
মার খেয়ে অবশেষে পালাইলো সবাই
পানিতে নামিয়া ইমাম পানি হাতে লয়
সেই পানি পান না করে দিল তা ফেলিয়া
যে পানির লাগিয়া দুধের শিশু গেল মারা।
পাগলের মত সে লাগিল ঘুরিতে
একটি তীর মারে সিমার বহুদূর হইতে
বুকেতে বসিল সিমার এসে অবশেষে।
বুকে বসে চালায় খঞ্জর সিমার যখন ভাই
একটিও পশম নাহি কাটে তার গলার
ইমাম কহিল সিমার না কর আর দেরি

www.pathagar.com

উপুড় হয়ে শুয়ে আমি তখন চালাও ছুরি।
তবে যদি যুদা হয় দেহ হইতে মাথা
আদর সোহাগ করে নানা গলায় দিত চুমমা
তাহার কারণে বুঝি না কাটে মোর মাথা
নুরের ছায়ায় হীরার দার সবই যায় চইট্যা
তার পরে উপুড় হইল ইমাম হোসেনের সেথায়
খুশি হয়ে সিমার চলে মাথা হাতে নিয়া
এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পাবার আশায় লইয়া।
আলীম ফকির লিখে ইহা ভাবিয়া আল্লায়
সুখ শান্তিতে রাখেন আল্লা হাসরের মাজার
যাহার ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়েনা
সেই ছাড়া মুসলিম জাতির কেহ নাই আপনজনা।

বৃক্ষরোপণের জারি

আল্লা আল্লা বল ভাইরে আল্লাহর নাম সার
আল্লা ছাড়া ত্রিভুবনে বন্ধু নাইরে আর
সেই আল্লার উপর ভরসা করি আমরা সবাই
বৃক্ষরোপণের জারি গাইয়া সবাইকে শুনাই।
বৃক্ষরোপণ করিতে আজ সবে ভাই করি পণ

দ্বিগুণ ফলন বাড়াইবো আমরা বাংলার জনগণ।
বাড়ির আশেপাশে পতিত জমি যার আছে
সারি করে গাছ লাগাও ভাই সুন্দর পরিবেশে
একদিকে গাছের ফল খাওয়া যেমন যায়
অন্যদিকে জ্বালানির অভাব তাও মিটানো যায়।
আম জাম লিচু কলা সুপারির বাগান
তাল খেজুর এপিল এপিল শাল আর সেগুন
পল্লিবাসীর দুঃখ অভাব এ গাছ হইতে বাঁচে
সেই ব্যবস্থা করতে হবে বাঁচার ভাই তাগিদে।
অধিক খাদ্য ফলাইবো তাই করিব পণ
অনাহারে না থাকে যেন বাংলার জনগণ
বিজ্ঞানের জগতে ভাই কেহ অজ্ঞান ভাই থেকো না
উফশী ধানের চাষ করিতে তোমরা ভুলো না।
ফল জাতের গাছ লাগাতে তোমরা ভুলো না তাই
আমরা যদি গাছ গাছালি না লাগাই ভাই
রান্নার কাজে রান্নার খড়ি শেষ পাবো নাই
চিন্তা করে দেকেন ভাই গাছের কত দাম।
খাট চৌকি ঘরের খুঁটি গাছের অবদান
আলিম ফকির লিখে জারি ভাবিয়া রব্বানা

www.pathagar.com

সুখে শান্তিতে থাকি ভাই আমরা সব জনা
এই আশা বুকে ধরে করি ভাই প্রার্থনা।

সারি গান

নাও ছাড়িয়া দে দেরে পাল উড়াইয়া দে
কল করিয়া চলুকরে নাও পদ্মা নদী দিয়ারে-
পদ্মা নদী দিয়া।
দরগা পাড়ার ঘাটে চইড়া উজান বাকে যাব বাইয়ারে
ঝড় তুফান দেখিলে বুলনপুরের ঘাটে ভিড়াইয়োরে
আল্লা নবীর লইয়া নাম বইঠা হাতে মুখে গান
ঠিক সময়ে ভীড়বে তরী পদ্মার পারে যাইয়ারে
পদ্মার পারে যাইয়া।

পশ্চিমে উঠিল মেঘ আসমান কাল কইরা
উত্তর হইতে আসে ঝড় উথাল ও পাথাল করিয়া
হরিপুরের কিনার দিয়া ধীরে ধীরে যাইও বাইয়ারে
পীর মুর্শিদের লইয়া নাম সবাই মিলে মারব টান
ঠিক সময়ে ভীড়েব তরী পদ্মার পাড়ে যাইয়ারে
পদ্মার চরে যাইয়ারে
পদ্মার চরে যাইয়ারে।

৭. মুর্শিদি গান

১.

সময় গেলে আসবে না আর
সময় থাকতে ভজ গুরুর পদে।
গুরুর সঙ্গে সঙ্গ হতে,
অনেক বাধা দ্বন্দ্ব পথে,
আহার নিদ্রা অবশেষে,
যাই বিফলে কালে কালে,
সে ধন কি সবারি মিলে।
শিষ্য যায় সেই গুরুর বাড়ি
আযাজিল তার পথে পড়ি
ধোকা দিয়া ফিরায় বাড়ি
হাতে পায়ে লাগাইয়া বেড়ি
আলিম ফকির বলে
সেলিম ফকিররে তোর
সুবুদ্ধি হলো না দেলে
আছোটে মানিক ছিটাবি সে ধন পেলে।

www.pathagar.com

২.

মন গুণে দেয় নিরঞ্জন
ওরে খেপা মন
নিজের মনে নিজে বড়
চিনলাম না মুর্শিদ কি ধন।
লাহুত নাসুত মালকুত জবরুত
মুকামো মুঞ্জিল হাহুত

লা শব্দে খুলছে তালা
দেখ ঐ সোনার মানুষ
সাধন ভজন সিদ্ধি হইলে
জ্ঞান চক্ষু যাবে খুলে
আয়ু থাকতে দুনিয়াতে
একটু ভেবে দেখ মন।
তালা লাগাই কালে বেতে
চাবি লই মুর্শিদ হাতে
আশোকি মুর্শিদের যারা
দেখা পায় আঁধার রাতে
দেখা পায় আঁধার রাতে
যে দিকেতে ফিরাই আঁখি
সেই দিকে মুর্শিদকে দেখি
আলিম ফকির কান্দে পথে
মুর্শিদ দেয় না তার মূলধন।

৩.

পড়েছি এই ঘোর বিপদে
দরদী নাই এ সংসারে
দয়া কর মোরে আমায় দয়া কর মোরে২
আল্লাহু তরাইয়া লও মোরে।
বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন
তাদের জ্বালায় হয় না মরণ
সারা জনম জ্বইলা জ্বইলা দেহ
পিঞ্জর ভেঙ্গে পড়ে।

www.pathagar.com

ভবের এই সাঁঝ সকালে
বন্দি হইলাম মায়ার জালে।
মায়ার ডুরী ছিন্ন করে
তুলি লও মোরে, দয়ার তুলিয়া লও মোরে
পার হব যে নৌকোতে
নয় ছিদ্র দিয়া পানি ঢুকে
কেমনে ছেচিব পানি
থালা বাটি নাই মোর তরে।
তরাই লও মোরে।

৪.

অকূল দরিয়ায় ভাসে দয়াল, আমার ভাঙ্গা নাও,
অকূল দরিয়ায়।
একে আমার ভাঙ্গা নাওখানি, ঝলকে ঝলকে উঠে পানি,
দয়া কর আমায়,
তোমার দয়ার দেয়া দেয়াল, ভাসে রঙের নাও।
দয়া যদি কর বারি, তবে তো যাইতে পারি
নইলে কি বা সাধ্য হয় আমার,
আলিম ফকির কেন্দে বলে, দয়াল পার কর
আমায়, অকুল দরিয়ায়
অকূল দরিয়ায়া ভাসে দয়াল, আমার ভাঙ্গা নাও,
অকূল দরিয়ায়।

৮. মারফতি গান

১.

হাতে দড়ি পায়ে বেড়ি
আসবে যখন সমন জারি
ছাড়তে হবে বাড়িরে মন
ছাড়তে হবে বাড়ি।
চার কালেমা নামাজ ধরো
কেবলা মুখে সেজদা কর।
চার তরিকার তরিক ধইরা, দিও ভব পাড়ি,
নামাজ রোজা সঙ্গে সাথি
এ হবে তোর গোরের বাতি,
নামাজে তরাইয়া লইবে
যদি নামাজ পড়তে পারি।

www.pathagar.com

পতিত জমির খাজনার দায়,
দেহ্ জমি নাখ রাজ হয়,
দুদিক থেকে দু ফেরেস্তা, নিবে নিলাম করি

চোদ্দো পোয়া দেহ জমি, যাইতে হবে ছাড়ি
আলিম ফকির কয় সেই, পাবের বেলায়
পালায়ে কি বাঁচতে পারি।

২.

ভবের হাটে বইশা আছ,
ওরে আমার মন ব্যাপারি
একুল ওকুল দুকুল যাবে
মরবি ও তুই জলে ডুবি।
ফাতেমা জোহরা বিবি,
নূরের কায়া নূরের ছবি
গিয়াছেন এ ভব ছাড়ি
করেনিতে ছল চাতুরি।
মোহাম্মদ মোস্তফা নবী
উম্মতের ও করবে দাবী
তখন হবি প্রেম ভিকারি
তখন হবি প্রেম ভিকারি।
সাক্ষ্য দিবে তুই ফেরেস্তা
হজ্জ্ব যাকাত আর নামাজ রোজা
নামাজ বিনে পুল সেরাতে
পার হইবি কেমন করি
নামাজ বিনে পুল সেরাতে
পার হইবি কেমন করি
ওরে আমার মন ব্যাপারি।

৩.

নিদয়া নিঠুর রে পাখি
ছাইড়া যাবি বাসা
জন্মের মত ছাইড়া যাবি
দিয়া ভালোবাসা, পাখি দিয়া ভালবাসা।
পিঞ্জিরা ছাইড়া দিয়া ফাঁকি
কোথায় গিয়া লুকাই নাকি

শূন্য করে সোনার বরণ খাঁচা
নানান জাতের ফল খাওয়াইলাম
না পাই যেন দিশা পাখি পাইনা তুবু দিশা।

www.pathagar.com

আশা ছিল ভরসা ছিল
ছিল ভালবাসা
জনম ভইরা থাকবে পাখি
আমার মনের আশা
দেহ খাঁচা পইড়া রইলো
মনের আশা মনেই রইলো
ছাইড়া গেলি বাসা পাখি
ছাইড়া গেল বাসা।

৪.

আমি পারের আশায় বইসা আছি
মাঝি দেখা যায় না রে
দৃষ্টি চোখে দেখা যায় না, দিব্বো চোখে চিন্তারে।
দয়া মায়া কাটাইয়া,
পাহাড় জংগল ঘুইরা ফিরা, না পাই যে তারে,
আমার হিট পিঞ্জরে বসত করে, চিনলেও চিনা
দেয়না রে।
দুনিয়াদারীর গোলক ধাঁধা
যে করে সে পাবে মজা, ভবে মজিলে
ওসে ভবের খেলায় মত্ত হইলে
সব যাবে তার বিফলে

৫.

কেবা কার কারবা তুমি
কান্দ কিসের লাইগা
সঙ্গে শুধু বসন যাবে
কর কিসের লাইগা।
টাকা পয়সা বাহাদুরি
পইড়া রবে এ ঘরবাড়ি

সঙ্গে যাবে না
সঙ্গে শুধু কাফন যাবে
নইলে সব হবে বেকার।
এসে ভবে রইলি বমে
ভূতের বেগার খেটে
আমার আমার বইলা ভবে
জনম গেলে কেটে
এসে ভবে খাটরিরে মন
কিসের আশায় লাইগা।

www.pathagar.com

৬.

আজব এক নৌকা আল্লা,
বানাই কি কারণে, ভবে বানাই কি কারণ।
চাইরট্যা ডাড়ে বিষটা বইঠা
করে কাজ কে কেমন।
দেখি নায়রে ছিদ্র নয়টা
আশা যাওয়ার রাস্তা সোজা
নয় মুকামের সুজন যারা
দেখাই শুধু চমক তারা
আজব নুরে জগৎ গড়া
না হইলে ঘুরতো না তারা দেখাই কিরণ।
সাধন ভজন করে যারা
অমর হয়ে থাকে তারা
মরিয়া মরেনা সে আশার কারণ।
এই নৌকার মালিক যে জন
তারে না চিনার কারণ
আলিম ফকির অধম জনা
জীবনে তার সুখ হইলো না
আল্লা নবীক না চিনার কারণ।

৭.

ভেদের ঘরে তালা মারা
ভাব করবে কি কেউ তোমরা
আসল নকর জেনে শুনে
করে লও ঘর উজালা।
ভাবেতে ভাবক মিশিলে
তালা দেয় সে নিজে খুলে
অনন্তকাল জ্বলে পুড়ে
সোনা হয়ে যায় তারা।
পূর্ব দিকে সূর্য উঠে
পশ্চিমে চন্দ্র উঠে
পূবেতে মিশাইয়া যায়
জন্ম নিলে মৃত্যু হবে,
স্মরণ রাখে যারা
না মরে তারা।
লোভ লালসা দিয়ে বিসর্জন
ভাব দেখি মন
আপন ঘরে থাকে তবু দেয় না দরসন

www.pathagar.com

আপনাকে চিনে যে জন
আলোর জ্যোতি দেখে ঝলক মারা।

মোহনপুরের মেয়েলি গীত

মোহনপুর উপজেলা রাজশাহী জেলার উত্তরে অবস্থিত। আমি ০৮/১২/২০১১ তারিখে সকাল বেলায় মোহনপুর উপজেলার মৌগাছি ইউনিয়নের মাটিকাটা, গোপালপুর ও নন্দনহাট গ্রামে লোকজ উপাদান সংগ্রহের জন্য রওনা হই এবং সেখানে বিয়েতে যে মেয়েলি গীতগুলো এখনও পরিবেশন করা হয় তা সংগ্রহের চেষ্টা করি। দুই একজন পরিচিত লোকের সহযোগিতায় সে অঞ্চলের মেয়েদের কাছ থেকে মেয়েলি গীতগুলো রেকর্ড করি। নিম্নে মোহনপুর অঞ্চলের কিছু মেয়েলি গীত তুলে ধরা হলো :-

১

একটা নেমু দুইড্যারে নেমু
নেমু জামির রে রসে
ঐ না নেমু তুইলতে রে আব্বাজান
ক্যানছেন জারে রে জারে।
আর কান্দোনা ও দরদের আব্বাজান
তুমরাই হব্যা রে পরো।
যারাই দিবে সীতার মানান টায়রা
তারাই হবে রে আপুন।
একটা নেমু দুইড্যারে নেমু
নেমু জামির রে রসে
ঐ না নেমু তুইলতে রে আম্মাজান
ক্যানছেন জারে রে জারে।
আর কান্দোনা ও দরদের আম্মাজান
তুমারাই হব্যা রে পরো।
যারাই দিবে নাকের মানান বেশর,
তারাই হবে রে আপুন।
একটা নেমু দুইড্যারে নেমু
নেমু জামির রে রসে
ঐ না নিমু তুলিতেরে ভাইজান
ক্যানছেন জারে রে জারে
আর কান্দোনা ও দরদের ভাইজান
তুমারাই হব্যা রে পরো
যারাই দিবে কানের মানন পাশা

তারাই হবে রে আপুন।
একটা নেমু দুইড্যারে নেমু
নেমু জামির রে রসে

www.pathagar.com

ঐ না নিমু তুলিতেরে বুবুজান
ক্যানছেন জারে রে জারে
আর কান্দোনা দরদের বুবুজান
তুমরাই হব্যা রে পরো,
যারাই দিবে গলার মানান মালা
তারাই হবে রে আপুন।[৮৬]

২

তেল হলিদি মাইখ্যা ওকি দামান রে শহরে বারাইলো
ওকি দামান রে শহরে বারাইলো।
শহরে বারাইয়া ওকি দামান রে ব্যাইছা লিলো টাইরা
ওকি দামান রে ব্যাইছা লিলো টাইরা।
ওইও টাইরা যাবে ওকি দামান রে কন্যা আরোশের ঘরে
ওকি দামান রে কন্যা আরোশের ঘরে।
বিবি বড় জনয্যাইলা বিবিরে ছিটাইয়া ফেলাইলো
ওকি দামান রে ছিটাইয়া ফেলাইলো।
দামান বড় রশিক্যা দামান রে বুঝাইয়া পরাইলো
ওকি দামান রে বুঝাইয়া পরাইলো।[৮৭]

৩

গলা হেনি সানো আমার
গলা ঘ্যাড় ঘ্যাড় করে হে।

পান হইতে ভাঙলো গলার সানো হে।
কোতি গ্যালো বরের বহানায়
নেংটি ধর্‌য়া আনো হে।
পান হইতে ভাঙলো গলার সানো হে।
নেংটি ধর্‌য়া আন্যা তারে
টিঁকির সঙ্গে বান্দ্যা তারে
টিঁকি সুজন করো হে
পান হইতে ভাঙলো গলার সানো হে।[৮৮]

৪

উত্তর থাইক্যা আইলোরে ডালা-২বার
ডালা আলোম যতনের মাঝে হে
ঐন্যা ডালা দেখ্যারে বরের বাবা হাসছে মুনে মুনে
ডালা নাইমোরকে।
দক্ষিণ থাইক্যা আইলোরে ডালা-২বার
ডালা আলোম যতনের মাঝে হে
ঐন্যা ডালা দেখ্যারে বরের মা হাসছে মুনে মুনে

www.pathagar.com

ডালা নাইমোরকে।
পুব থাইক্যা আইলোরে ডালা-২বার
ডালা আলোম যতনের মাঝে হে
ঐনা ডালা দেখ্যারে বরের ভায়ো হাসছে মুনে মুনে
ডালা নাইমোর কে।
পশ্চিম থাইক্যা আইলোরে ডালা-২বার
ডালা আলোম যতনের মাঝে হে

ঐনা ডালা দেখ্যারে বরের বহিন হাসছে মুনে মুনে
ডালা নাইমোরকে।[৮৯]

৫

নওহাটারি রাস্তা আসে রাস্তা জামাইরে-২বার
জামাই ঘুইর্‌য়্যা অ্যাসো আপুন শ্বশুরের বাড়ি আরে কে-২বার
তুমার শ্বশুরের সংসার করা টাকা জামাই রে-২বার
কিন্যা দিবে চইড়্যা ব্যাড়ানো সাইকেল নারে কে।-২বার
নওহাটারি রাস্তা আসে রাস্তা জামাই রে-২বার
জামাই ঘুরিয়ে অ্যাসো আপুন শ্বশুরের বাড়ি আরে কে-২বার
তুমার শাশুড়ির বোকরি ব্যাচা ট্যাকা জামাই রে-২বার
কিন্যা দিবে চোখের মানান চশমা নারে কে।-২বার
নওহাটারি রাস্তা আসে রাস্তা জামাই রে-২বার
জামাই ঘুরিয়ে অ্যাসো আপুন শোমুন্দির বাড়ি আরে কে-২বার
তুমার হাতের মানান ঘড়ি নারে কে।-২বার[৯০]

৬

বাবারে দুয়ারে ডালিমের গাছটি-২বার
কতুই ডালিম ধরে আরে কে-২বার
একটা ডালিম ছিঁড়তে ওরে আব্বাজান-২বার
কতুই গালি দিল্যা আরে কে-২বার
আধার অঙ্গ জ্বলে আরে কে-২বার
অ্যাজতোনা যাছি ওরে আব্বাজান-২বার
শ্বশুরের দুলালী হইয়্যা আরে কে-২বার
আধার অঙ্গ জ্বলে আরে কে-২বার

রাধার অঙ্গ জ্বলে আরে কে
এখুন ক্যানে কাইনছো ওরে আব্বাজান
রযুর বদনা ধইর্‌য়্যা আরে কে-২বার
আধার অঙ্গ জ্বলে আরে কে
বাবারি দুয়ারে ডালিমের গাছটি-২বার
কতুই ডালিম ধরে আরে কে-২বার

www.pathagar.com

একটা ডালিম ছিঁড়তে ওরে ভাইজান-২বার
কতুই গালি দিল্যা আরে কে-২বার
আধার অঙ্গ জ্বলে আরে কে-২বার
এখুন ক্যানে কাইনছো ওরে ভাইজান-২বার
কাপুড়ের গাদি ধইর্যা আরে কে-২বার[৯১]

৭

সিঁত্যা ভরা টায়রা রে, ঝমাক ঝমাক বাজে রে।
ভাই সুয়াগী ননদী না, দিন বুঝি হবে রে
পালং বুঝি সবে রে।
ভাই সুয়াগী ননদী না, দিন বুঝি হবে রে
নাক ভরা বেশর রে, ঝমাক ঝমাক বাজে রে।
কান ভরা পাশা রে, ঝমাক ঝমাক বাজে রে
গলা ভরা মালা রে, ঝমাক ঝমাক রে।
ভাই সুয়াগী ননদী না, দিন বুঝি সবে রে
পালং বুঝি সবে রে
ভাই সুয়াগী ননদী না দিন বুঝি হবে রে।
হাত ভরা চুড়ি রে, ঝমাক ঝমাক বাজে রে
ভাই সুয়াগী ননদী রে, দিন বুঝি সবে রে।[৯২]

৮

বাসর তুলো কি ফ্যালো রে, আল্লা নবীর নাম।
ঐ বাসরে ল্যাখা আছে, জালাল ভানুর নাম।
বাসর তুলো কি ফ্যালো রে, আল্লা নবীর নাম।
বাসর তুলো কি ফ্যালো রে, ওলী আলীর নাম।
ঐ বাসরে লিখা আছে, জালাল ভানুর নাম।
বাসর তুলো কি ফ্যালো রে, ওলী আলীর নাম।[৯৩]

৯

এমন দেশে বিয়্যা দিয়্যাছো বাবাজান রে
আমি ত্যালেরও লালানি, মোহন মালারে।
উড়িয়া উড়িয়া পরবো, মোহন মালারে।
আমি তেলিরও দুকানে, মোহন মালারে।
ঠুঁটে কর্য অ্যানবো মোহন মালারে
আমি ক্যাশেতে পরাবো, মোহন মালারে।
এমনে দেশে বিয়্যা দিয়্যাছ আম্মাজন রে
আমি টায়রারও লালানি, বেশরের লালানি
উড়িয়া উড়িয়া পরবো, মোহন মালারে
আমি সোনারের দুকানে, মোহন মালারে।

www.pathagar.com

ঠুঁটে কর‍্যা অ্যানবো মোহন মালারে
আমি নাকেতে পরাবো, মোহন মালারে।
এমন দ্যাশে বিয়্যা দিয়্যাছ ভাইজান রে
আমি কাপড়ের লালানি, মোহন মালারে।
উড়িয়া উড়িয়া পরবো, মোহন মালারে।
আমি কাপড়ের দুকানে, দর্জিরও দুকানে
ঠুঁটে কর‍্যা আনবো মোহন মালারে
আমি পরনে পরাবো, মোহন মালারে।
এমন দ্যাশে বিয়্যা দিয়্যাছ চাচাজান রে
আমি পাশারও লালানি, মালার লালানি
উড়িয়া উড়িয়া পরবো মোহন মালারে
আমি সুনারের দুকানে, মোহন মালারে

ঠুঁটে কর‍্যা অ্যানবো মোহন মালারে
আমি কানেতে পরাবো, গলাতে পরাবো
মোহন মালারে।[৯৪]

১০

বরের ভাবী বরের ভাবী, কতই সাজন সাজিস লো
বিয়্যার ক্যান এতো রাতি হলো
গন্যা গন্যা মারো ঝাটা।
বরের ভাবীর নাড়্যাত লো
বিয়্যার ক্যান এতো রাতি হলো।
বরের বহিন বরের বহিন, কতই সাজন সাজিস লো
বিয়্যার ক্যান এতো রাতি হলো।
গন্যা গন্যা মারো লাথি
বরের বহিনের পাছাত লো
বিয়্যার ক্যান এতো রাতি হলো।
বরের চাচী বরের চাচি, কতই সাজন সাজিস লো
বিয়্যার ক্যান এতা রাতি হলো।
গন্যা গন্যা মারো বাড়ি।
বরের চাচীর পিঠেত লো
বিয়্যার ক্যান এতো রাতি হলো।[৯৫]

১১

একচাড় চিড়্যা কুটিতে, দুচাড় চিড়্যা কুটিতে
ভাঙিয়া গ্যালো আমার
ছোট দেওরের বাঁশি আরে কে।
সিঁতার টায়রা বেঁচিয়া, নাকের বেশর বেঁচিয়া

www.pathagar.com

কিনিয়া দিব আমার ছোট দেওরের
বাঁশি আরে কে।[৯৬]

১২

ধান ভাইঙ্গা চাইল করো মারে মহোন রাজার বিয়্যা রে ও সুন্দর শ্যামলাইরে
ওই পাড়াতে দেইখ্যা আইলাম মারে রাধিকা সুন্দরী রে
ওই সুন্দরীক আইনতে হলে মারে কি কি সামিগ্রি লাগবে রে
ওই সুন্দরীক আইনতে হলে মারে সিতার টাইরা লাগবে রে
ওই সুন্দরীক আইনতে হলে মারে লাকের ব্যাসর লাগবে রে
কালাই ভাইঙ্গি ডাইল করো মারে মহোন রাজার বিয়্যা রে ও সুন্দর শ্যামলাই রে
ওই পাড়াতে দেইখ্যা আইলাম মারে রাধিকা সুন্দরি রে
ওই রাধিকাক আইনতে হলে মারে কি কি সামগ্রী লাগবে রে
ওই রাধিকাক আইনতে হলে মারে কানের ঝুমকা লাগবে রে
ওই রাধিকাক আইনতে হলে মারে গলার মালা লাগবোরে।[৯৭]

১৩

হইলদ্যা কাপুড় পিনদ্যা ময়না
ঘাটে নাম্যাছে রে ময়না ঘাটে নাম্যাছে
আহারে সুনার জাদুরে।
হইলদ্যা পাখি বুইল্যা বাবু
বাটুল মাইর‍্যছে রে বাবু বাটুল মাইর‍্যাছে
আহারে সুনার জাদুরে।
ওইন্যা বাটুল খাইয়্যা ময়না
ঢইল্যা পইড়েছে, ঢইল্যা পইড়েছে রে ময়না
আহারে টইল্যা পইড়েছে রে।
স্যাইট স্যাইট বুইল্যা বাবু
বুকে তুইল্যাছেরে কোলে তুইল্যাছেরে।[৯৮]

১৪

লাইপতির বউয়ের কাপুড় নাই রে, লাইপতি বইসি ভাবে
কলার ছতর পিনদি লাইপতির আগে লাচে
দেখনিধনরে লাইপতি গুলাম কেমুন মজা লাগে।
বরেরই দাড়ি কাইট্যা কাপুড় কিনতে গেল
দেখধিনরে লাইপতি মিনসি কেমুন কেমুন লাগে।

লাইপতির বউয়ের জামা নাই লাইপতি বইসি ভাবে
পদ্মোর পাতা গায়ে দিয়্যা লাইপতির আগে লাচে
দেখধিনরে লাইপতি গুলাম কেমুন তামসা লাগে।
বরেই চুল কাইট্যা জামা বানিয়্যা আনে

www.pathagar.com

দেখধিনিরে লাইপতি মিনস্যা কেমুন তামসা লাগে।
বরেই চুল কাইট্যা জামা বানিয়্যা আনে
দেখধিনিরে লাইপতি মিনস্যা কেমুন তামসা লাগে।
লাইপতির বউয়ের ছায়া নাইরে, লাইপতি বইস্যা ভাবে
বাতরাজ পিনধ্যা লাইপতির আগে লাচে
দেখধিনিরে লাইপতি গুলাম কেমুন উইশ্যা লাগে।[৯৯]

১৫

হলদি তোমার কুনখানে জনমও হে
আমার জনম আগারে পাগারে নারে কে
হলদি তুমি কুনকুন কামে লাগো হে
আমি লাগি লোতুন বউয়ের গায়ে নারে কে।[১০০]

১৬

হাতের নুনি ভিজে ভিজে রে সুনার ময়না
কাইনছে বাপের আগেতে
তুমাখে না বলি বলি রে
সুনার আব্বাজান বেইচ্যা খাইল্যা আমারে।
গড়ন চাইনি পাতি চাইনি রে
সুনার ময়না হাইরেছি জবানেতে।
হাতের নুনি ভিজে ভিজে রে সুনার ময়না
কাইনছে মায়ের আগেতে
তুমাখে না বলি বলি রে
সুনার আম্মাজান বেইচ্যা খাইল্যা আমারে
শাড়ি লিইনি কাপুড় লিইনি রে
সুনার ময়না হাইরেছি সমাজেতে।

হাতের নুনি ভিজে ভিজে রে সুনার ময়না
কাইনছে ভায়ের আগেতে
তুমাখে না বলি বলি রে
সুনার ভাইজান বেইচ্যা খাইলা আমারে।
হুন্ডার দিইনি সাইকেল দিইনি রে
সুনার ময়না হাইরেজি ক্যাইজাতে তে।[১০১]

১৭

পান লাগাল্যাম সারি রে সারি
লতা গেল বিলে, পান রহিল বারোয়ার বারদের
ওই না পানো তুলতে রে রহিমা
চোরে পইলো ধরা

www.pathagar.com

পান রহিল বারোয়ার বারদের
খবর আলী খবর রে দ্যাওগা।
সামশুল ছুড়ার আগে
পান রহিল বারোয়ার বারদের।
ওই না খবর শূন্যা রে সামশুল
বাড়িত চল্যা অ্যালো
পান রহিল বারোয়ার বারোদের।
গড়ার গরু বেচ্যা রে সামশুল
ভাবীকে খালাশ করে
পান রহিল বারোয়ার বারোদের।
হাতের ঘড়ি বেচ্যা রে সামশুল
ভাবীকে খালাশ করে
পান রহিল বারোয়ার বারোদের।[১০২]

১৮

লইরান পুরের সইরান, বিনোতপুরের কাকই রে
ও মোর পয়রা রে।
দুধে ভাতে করিলাম মানুষ
কে বা ক্যাড়ারে নিলরে
ও মোর পয়রা রে।
লইরান পুরের সইরান, বিনোতপুরের কাকই রে
ও মোর পয়রা রে।
মাছে ভাতে করিলাম মানুষ
কে বা ক্যাড়া নিল রে
গোছে ভাতে করিলাম মানুষ
কে বা ক্যাড়া নিল রে।
লইরান পুরের সইরান, বিনোতপুরের কাকই রে
ও মোর পয়রা রে।
ত্যালে সাবানে করিলাম মানুষ
কে বা ক্যাড়া নিল রে।
ও মোর পয়রা রে।
লইরান পুরের সইরান, বিনোতপুরের কাকই রে
ও মোর পয়রা রে।
কাপড়ে চোপড়ে করিলাম মানুষ
কে বা ক্যাড়া নিল রে
ও মোর পয়রা রে।[১০৩]

১৯

লাটা লাটা চোখ ময়নার

www.pathagar.com

বাটা ভরা পান
দুলাভাই খান না বাটার পান
আমার বাটার পান খাইলে
বুবুক পাবেন দান
দুলাইভাই খান না বাটার পান।
লাটা লাটা চোখে ময়নার
বাটা ভরা পান,
আমার বাটার পান খাইলে
সাইকেল পাবেন দান
দুলভাই খান না বাটার পান।
লাটা লাটা চোখে ময়নার
বাটা ভরা পান।
আমার বাটার পান খাইলে
ঘড়ি পাবেন দান
দুলাভাই খান না বাটার পান।
লাটা লাটা চোখে ময়নার
বাটা ভরা পান।
আমর বাটার পান খাইলে
আংটি পাবেন দান
দুলাভাই খান না বাটার পান।
লাটা লাটা চোখে ময়নার
বাটা ভরা পান
আমার বাটার পান খাইলে
রেডিও পাবেন দান
দুলাইভাই খান না বাটার পান।[১০৪]

২০

কাঁচা ডালিম কচর মচর নাগর
পাকা ডালিমরে রসে নাগর
পাকা ডালিম রে রসে।
তুমি য্যাছো দূরের বাণিজ্যে নাগর
ছাতা জোড় র‍্যাখা য্যায়ো ঘরে
নাগর ছাতা জোড় রেখে য্যায়ো ঘরে।
তোমার কথা মুনে হলে নাগর
ছাতা জোড় তুল্যা লিবো হাতে
নাগর ছাতা জোড় তুল্যা লিবো হাতে।
কাঁচা ডালিম কচর মচর নাগর
পাকা ডালিমরে বসে নাগর

www.pathagar.com

পাকা ডালিম রে রসে।
তুমি য্যাছো দূরের বাণিজ্যে নাগর
চশমা জোড় রেখে যাইয়ো ঘরে
তোমার কথা মুনে হলে নাগর
চশমা জোড় তুল্যা লিবো হাতে।
নাগর চশমা জোড় তুল্যা লিবো হাতে।
কাঁচা ডালিম কচরমচর নাগর
পাকা ডালিমরে বসে নাগর ডালিমরে রসে।
তুমি য্যাছো দূরে বাণিজ্যে নাগর
ঘড়ি জোড় রেখে য্যারো ঘরে
নাগর ঘড়ি জোড় রেখে য্যায়ো ঘরে।
তোমার কথা মুনে হলে নাগর
ঘড়ি জোড় তুল্যা লিবো হাতে।
নাগর ঘড়ি জোড় তুল্যা লিবো হাতে।
কাঁচা ডালিম কচরমচর নাগর
পাকা ডালিম রে বসে নাগর
পাকা ডালিম রে রসে।
তুমি য্যাছো দূরের বাণিজ্যে নাগর
আংটি জোড় রেখে য্যায়ো ঘরে
নাগর আংটি জোড় রেখে য্যায়ো ঘরে
তোমার কথা মুনে হলে নাগর
আংটি জোড় তুল্যা লিবো হতে
নাগর আংটি জোড় তুল্যা লিবো হাতে।
কাঁচা ডালিম কচরমচর নাগর
পাকা ডালিম রে বসে নাগর
পাকা ডালিম রে রসে।
তুমি য্যাছো দূরের বাণিজ্যে নাগর
রুমাল জোড় রেখে যায়ো ঘরে
নাগর রুমাল জোড় রেখে যাইয়ো ঘরে
তোমার কথা মুনে হলে নাগর
রুমাল জোড় তুল্যা লিবো হাতে

নাগর রুমাল জোড় তুল্যা লিবো হাতে।
কাঁচা ডালিম কচর মচর নাগর
পাকা ডালিম রে বসে নাগর
পাকা ডালিম রে রসে।
তুমি য্যাছো দূরের বাণিজ্যে নাগর

www.pathagar.com

খড়ম জোড় রেখে যায়ো ঘরে
নাগর খড়ম জোড় রেখে যায়ো ঘরে।
তোমার কথা মুনে হলে নাগর
নাগর খড়ম জোড় তুল্যা লিবো হাতে।
নাগর খড়ম জোড় তুল্যা লিবো হাতে।[১০৫]

২১

ঘরে য্যাতে ইমির ঝিমির বাজনা হে
বাহিরে বার‍্যাতে লাগে রোদের ছটা হে
বাহিরে বার‍্যাতে লাগে রোদের ছটা হে।
তুমি য্যাছো দূরের বাণিজ্যেতে হে
আমি যাব দূরে বাবার বাড়ি হে।
রাস্তার য্যাতে মাঝিকে মানা করবো হে,
আমার নারীর না করিও পারো হে।
আমার নায়ে কত শত নারী হে,
কেমনে চিনিব তোমারো না নারী হে।
আমার নারীর সীতায় সেতি পাটি হে,
তাই দেইখ্যা না করিও পারো হে।
ঘরে য্যাতে ইমির ঝিমির বাজনা হে,
বাহিরে বার‍্যাতে লাগে রোদের ছটা হে।
তুমি য্যাছো দূরের বাণিজ্যেতে হে
আমি যাবো দূরে বাবার বাড়ি হে।
রাস্তায় য্যাতে মাঝিকে মানা করবো হে,
আমার নারীকে না করিও পারো হে।
আমার নায়ে কত শত নারী হে।
আমার নারীর গলায় গজমতী হে,
তাই দেইখ্যা না করিও পারো হে।
ঘরে য্যাতে ইমির ঝিমির বাজনা হে,
বাহিরে বার‍্যাতে লাগে রোদের ছটা হে।
কেমনে চিনিব তোমারো না নারী হে
আমার নারীর কোলে ক্যাচা জোইধোর হে
তাই দেইখ্যা না করিও পারো হে।[১০৬]

২২

গাঙের ধারে বুনিলাম রে জির‍্যা
ওমা জির‍্যার বড়ই রে কুশি,
তারই তলে বান্ধিলা রে হস্তি
ওমা মুচড়িয়া খ্যালো রে কুশি।
অবুঝকালে শুন্যাছিলাম মারে।

www.pathagar.com

ওমা, শাশুড়ির বড়ই রে জ্বালা
শাশুড়ি আইলে বুঝায়ো রে মারে
পানের বাটা রে দিয়া।
গাঙের ধারে বুনিলাম রে জিরয়া
অবুঝকালে শূন্যাছিলাম মারে
ওমা, শাশুড়ির বড়ই রে জ্বালা
শাশুড়ি আইলে বুঝায়ো রে মারে
ওমা, হুকা তামাক রে দিয়া।
গাঙের ধারে বুনিলাম রে জিরা
ওমা, জিরয়ার বড়ই রে কুশি
অবুঝকালে শূন্যাছিলাম মারে
ওমা, ননদের বড়ই রে জ্বালা
ওমা, ননদা আইলে বুঝায়ো রে মারে
ওমা, চুলা ব্যান্দ্যা রে দিয়্যা।
গাঙের ধারে বুনিলাম রে জিরয়া
গাঙের ধারে বুনিলাম রে জিরয়া
ওমা জিরয়ার বড়ই রে কুশি,

তারই তলে বান্ধিলা রে হস্তি
ওমা মুচড়িয়া খ্যালো রে কুশি।
অবুঝকালে শূন্যাছিলারে মারে
ওমা দেওর আইলে বুঝায়ো রে মারে
ওমা নাস্তার থালি রে দিয়্যা।[১০৭]

২৩

পুখর পাড়ে কেলার গাছটি সাধু
মধ্যে পড়ে কেতাব যে কে।
ওই না কেতাব পড়িতে দামানর
ঘামলো চন্দ্র মুখো যে কে।
ঘরে আছে জরিনার পাঙ্খা বিবি
বাতাস ভালোই করো যে কে।
কেমনে বাতাস করিব দামানকে
সামনে রইলো শ্বশুড় যে কে।
ক্যাটপো লড়ি চ্যাছপো ছড়ি আমি
ভ্যাঙবো চোখের শরম যে কে।
পুখুর পাড়ে কেলার গাছটি সাধু
মধ্যে পড়ে কোরআন যে কে।
ওই না কোরআন পড়িতে দামানর
ঘামলো সর্বশরীর যে কে।

www.pathagar.com

ঘরে আছে ময়ূরের পাঙ্খা বিবি
বাতাস ভালোই করো যে কে।
কেমনে বাতাস করিব দামানকে
সামনে রইলো ভাসুর যে কে।
ক্যাটপো লড়ি, চ্যাছপো ছড়ি আমি
ভ্যাঙবো চোখের শরম যে কে।[১০৮]

২৪

নদীরই না ধারে রে মারে
বটপাইকোড়ের গাছো আরে কে

সেই না গাছে আছে মারে কে
ননদ কোকিলের বাসা আরে কে
সেই না গাছে আছে রে মারে
বিনোদ কোকিলের বাসা আরে কে।
সেই না কোকিলের ডাকে রে মারে
মন রহে না ঘরে আরে কে
সেই না কোকিলের ডাকে রে মারে
দিল রহে না ঘরে আরে কে।
ঘর বোঝাই ধান রে মারে
মন রহাওগা ঘরে আরে কে।
বিটকেস বোঝাই টাকা রে মারে
দিল রহাওগা ঘরে আরে কে।
ঘর বোঝাই ধান রে মারে,
গরীব ডাকিয়া দিব আরে কে।
বিটকেস বোঝাই টাকা রে মারে
ফকির ডাকিয়া দিব আরে কে।[১০৯]

২৫

রাস্তা ঝমঝম কইতোরের জোড়া
সামশুলের আঙিনায় ঘুরিতেছে
সামশুলের আম্মা কান্দন রে কান্দে
স্বর্ণকারের দুকানে বইস্যা।
একটা টায়রা দেরে ভাই স্বর্ণকার
আমার সামশুলের লাইগ্যা।
আমার সামশুল পাগল রে হইয়াছে
সীমা ছোকরিক দেইখ্যা।
রাস্তা ঝমঝম কইতোরের জোড়া
সামশুলের আঙ্গিনায় ঘুরিতেছে।

www.pathagar.com

সামশুলের আব্বা কান্দন রে কান্দে
একটা বেশর দেরে ভাই স্বর্ণকার
আমার সামশুলের লাইগ্যা।

আমার সামশুল পাগল রে হয়্যাছে
সীমা ছোকরিক দেখিয়া।
রাস্তা ঝমঝম কইতোরের জোড়া
সামশুলের আঙিনায় ঘুরিতেছে
সামশুলের দুলাইভাই কান্দন রে কান্দে
স্বর্ণকারের দুকানে বইস্যা
এক জোড়া তুড়া দেরে ভাই স্বর্ণকার
আমার শালার লাইগ্যা
আমার শালা পাগল রে হয়্যাছে
সীমা ছোকরিক দেইখ্যা।[১১০]

৯. সাতশা গান

তথ্যদাতা : আলেকজান বিবি, স্বামী : মোসলেম আলী, গ্রাম : দরিয়াপুর, বসন্তকেদার, থানা : মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। তারিখ- ১৮/১২/১১

১

সয়রান বয়ে যাইছেরে আমার সোনার জাদুমনি
ওরে ছেলে রলি
ছেলের আব্বা বলেরে ছেলে লইতাম কোলেরে

দশ টাকা হইলে পরে ছেলে লইতাম কোলে
ওরে ছেলে রলি।
ছেলের চাচা বলেরে ছেলে লইতাম কোলেরে
বিশ টাকা হইলে পরে ছেলে লইতাম কোলে
ওরে ছেলে রলি।
ছেলের দাদা বলেরে ছেলে লইতাম কোলেরে
পাঁচ টাকা হইলে পরে ছেলে লইতাম কোলে
ওরে ছেলে রলি।

ছেলের দাদি বলেরে ছেলে লইতাম কোলে
সাত টাকা হইলে পরে ছেলে লইতাম কোলে
ওরে ছেলে রলি।

www.pathagar.com

২

রাজ ঘরের দায়রে পরজার ঘরের দায়
ছেলের মাইয়ের পাশা পাইলে লাড়ি স্যাঁত করায়
বালা কাঁন্দে নারে বালা কাঁন্দে নারে রক্তের চিটলি
বালা কাঁন্দে নারে ছেলের মায়ের নোলক পাইলে
লাড়ি স্যাঁত করাব।
বালা কাঁন্দে নারে বালা কাঁন্দে নারে রক্তের চিটলি
বালা কাঁন্দে মায়ের মালা পাইলে
লাড়ি স্যাঁত করাব রে।
বালা কাঁন্দে নারে বালা কাঁন্দে নারে রক্তের চিটলি
বালা কাঁন্দে মায়ের বাজু পাইলে
লাড়ি স্যাঁত করাব রে।
বালা কাঁন্দে নারে বালা কাঁন্দে নারে রক্তের চিটলি
বালা কাঁন্দে মায়ের চুড়ি পাইলে
লাড়ি স্যাঁত করাব রে।

৩

সন্ধ্যা লগনে সাথিমা ঘুরে গলি গলি
কারবা ঘরে রবমারে।
এ বাড়িরই লিটন ছুড়াটা কাগতি করছে।
আমার ঘরে রউগামারে
আমার ঘরে আছে মারে কানচা পোয়াতিরে
আমার ঘরে রউগামারে।

সন্ধ্যা লগনে সাথিমা ঘুরে গলি গলি
কারবা ঘরে রবমারে।
এ বাড়িরই সজিব ছুড়াটা কাগতি করছে।
আমার ঘরে রউগামারে
আমার ঘরে আছে মারে কানচা পোয়াতিরে
আমার ঘরে রউগামারে।

৪

পার করিয়া লেরে হযর্ত
পার করিয় লে।
তুর ভাঙ্গা লায়ে ব্যাতের বান্দোন দে
পার করিয়া লে।
কি করিবে দাদারে দাদি
কি করিবে কে
সাইটল্যা রাইতে মাইরিবে কলমরে

www.pathagar.com

রদুল করিবে কে
সাইকল্যা রাইতে মাইরিরে কলমরে
রদুল করিবে কে
পার করিয়া লেরে হযরত
পার করিয়া লে।[১১১]

১০. ছড়াগান

১

টুটু সরকার গাছে ওঠা দরকার
গাছে থেকে পড়লে
ঔষধের দরকার।

ঔষধ নাই ঘরে টাকা চুরি করে
সাত দিন পরে জেল খেটে মরে।

২

হাডুডু খেলব, তবলা বাজাব
তবলার তলে মোমবাতি জ্বলে
জ্বলুক বাতি, পুড়ুক তৈল
শরিষার আগালে পাকা বেল
পাকা বেলের গন্ধ হাই স্কুল বন্ধ
হাই স্কুলে যাব না বেতের বাড়ি খাব না
বেত গেল ভ্যাঙ্গে, হেডমাস্টার কান্দে

৩

গায়ের মেয়েরা কিতকিত খেলে
সুন্দরী ভাবী তেতুল কুড়াতে যাবি
তেতুল নিলো চোরে, বাচ্চা হলো ভোরে
বাচ্চার নাম কী তেলে ভাজা চুচ্চুড়ি।

৪

কোচি কোচি পেয়ারা কোচির কি চেহারা
কোচি যখন পাকবে পথের লোক দেখবে।
হ্যালো হ্যালো কি যে হলো, বাচ্চা হলো
বাচ্চার নাম কি? তেলে ভাজা চুচচুড়ি
আমরা দুটি বোন ফুলের মতন
বাবা যখন বিয়ে দিবে মনের মতন।

তথ্যদাতা : শারমিন, পিতা : আব্দুল মালেক, গ্রাম : মাটিকাটা, ইউনিয়ন : মৌগা
থানা : মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ১৫, শিক্ষা : নবম শ্রেণী। তারিখ- ২০/১২/১১

www.pathagar.com

৫
তাল তলা দিয়ে পানি যায়
পুটির মাছে গান গায়
ও দুলালির মা তোমার দুলালি বসতে জানে না
ঘরে লক্ষী থুয়ে দুঃখ দেওনা।
বাঁশের ঝাড় দিয়ে পানি যায়,
পুটি মাছে গান গায়
ওগো আমার দোলাভাই
এখনকার ছেলে মেয়ে পাগলু জামা চাই।
৬
টুনটুনি পাখি নাচতো দেখি
না বাবা নাচবোনা পড়ে গেলে বাঁচব না
বড় আপার বিয়ে খাঁ সাবান দিয়ে
খাঁ সাবান নষ্ট, বড় আপুর কষ্ট।
৭
চাঁম্পাবতি দুধের সর কেমনে বাধি পরার ঘর
পরার বেটা মারল চড় হাই আল্লাহ মরণ কর
কাজলিরে কাজলি টিকলি কেন আনিস নি,
এনেছিরে এনেছি দাদুর হাতে দিয়েছি
দাদু আমার ভাল তাল কুড়াতে গেল,
তালের পিঠা খাবনা বৌ আনতে যাবনা
বৌ এর নাম নাজমা., ঝুমুর ঝুমুর বাজনা
স্যাজন্যার পাতা, স্যাজন্যার ফুল
নাজমা তুমি কবুল কবুল।

তানোরের মেয়েলি গীত

১
আমো গাছের জামো ফলো রে
খাজুর বিরিক্ষি ঝুড়ে নারে কে
বৈঠক ঘরে বস্যা সামশুলরে
বিয়্যার ঘটক পাঠায় নারে কে।
দেখ্যা অ্যাসো ঘটক ভাইয়ো রে
কেমন সুরতের কন্যা নারে কে
কেমন রূপের কন্যা নারে কে।
সীত্যা চিকন ছাবের বালিরে
ল্যাগবে চিকন টায়রা নারে কে।
আমো গাছের জামো ফলো রে
খাজুর বিরিক্ষি ঝুড়ে নারে কে।
বৈঠক ঘরে বস্যা সামশুলরে

www.pathagar.com

বিয়্যার ঘটক পাঠায় নারে কে।
দেখ্যা অ্যাসো ঘটক ভাইয়ো রে
কেমন সুরতের কন্যা নারে কে
কেমন রূপের কন্যা নারে কে।
নাক চিকন ছাবের বালিরে
ল্যাগবে চিকন টায়রা নারে কে।
আমো গাছের জামো ফলো রে
খাজুর বিরিক্ষি ঝুড়ে নারে কে।
বৈঠক ঘরে বস্যা সামশুলরে
বিয়্যার ঘটক পাঠায় নারে কে।
দেখ্যা অ্যাসো ঘটক ভাইয়ো রে
কেমন সুরতের কন্যা নারে কে
কেমন রূপের কন্যা নারে কে।
কান চিকন ছাবের বালিরে
ল্যাগবে চিকন পাশা নারে কে।
আমো গাছের জামো ফলো রে
খাজুর বিরিক্ষি ঝুড়ে নারে কে।
বৈঠক ঘরে বস্যা সামশুলরে
বিয়্যার ঘটক পাঠায় নারে কে।
দেখ্যা অ্যাসো ঘটক ভাইয়ো রে
কেমন সুরতের কন্যা নারে কে
কেমন রূপের কন্যা নারে কে।
গলা চিকন ছাবের বালিরে
ল্যাগবে চিকন মালা নারে কে।
আমো গাছের জামো ফলো রে
খাজুর বিরিক্ষি ঝুড়ে নারে কে।
বৈঠক ঘরে বস্যা সামশুলরে
বিয়্যার ঘটক পাঠায় নারে কে।
দেখ্যা অ্যাসো ঘটক ভাইয়ো রে
কেমন সুরতের কন্যা নারে কে
কেমন রূপের কন্যা নারে কে।
হাত চিকন ছাবের বালিরে
ল্যাগবে চিকন চুড়ি নারে কে।
আমো গাছের জামো ফলো রে
খাজুর বিরিক্ষি ঝুড়ে নারে কে।
বৈঠক ঘরে বস্যা সামশুলরে
বিয়্যার ঘটক পাঠায় নারে কে।
দেখ্যা অ্যাসো ঘটক ভাইয়ো রে

www.pathagar.com

কেমন সুরতের কন্যা নারে কে
কেমন রূপের কন্যা নারে কে।
ড্যানা চিকন ছাবের বালিরে
ল্যাগবে চিকন বাজুক নারে কে।
বৈঠক ঘরে বস্যা সামগুলরে
বিয়্যার ঘটক পাঠায় নারে কে।
দেখ্যা অ্যাসো ঘটক ভাইয়ো রে
কেমন সুরতের কন্যা নারে কে
কেমন রূপের কন্যা নারে কে।
মাজা চিকন ছাবের বালিরে
ল্যাগবে চিকন বিছা নারে কে।
আমো গাছের জামো ফলো রে
খাজুর বিরিক্ষি ঝুড়ে নারে কে।
বৈঠক ঘরে বস্যা সামগুলরে
বিয়্যার ঘটক পাঠায় নারে কে।
দেখ্যা অ্যাসো ঘটক ভাইয়ো রে
কেমন সুরতের কন্যা নারে কে
কেমন রূপের কন্যা নারে কে।
পা চিকন ছাবের বালিরে
ল্যাগবে চিকন তোড়া নারে কে।[১১২]

২

বলুর ডালো ধর‍্যা
ধর‍্যারে সাহেব নদীর আফাল দেখে।
শাদীর ইচ্ছা থাকলে
থাকলে রে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসো।
দড়ি নাই রে, মাঝি নাই
নাই রে আল্লাহ পারো হবো কিসে।
মাথার পাগড়ি ফ্যালা,
ফ্যালারে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসো
ঘাড়ের গামছা ফ্যালা
ফ্যালারে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসা।
বলুর ডালো ধর‍্যা
ধর‍্যা রে সাহেব নদীর আফাল দেখে।
শাদীর ইচ্ছা থাকলে
থাকলে রে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসা।
নৌকা নায়রে মাঝি নায়,
নায় রে আল্লাহ পারো হবো কিসে।

www.pathagar.com

হাতের আসা ফ্যাল্যা
ফ্যালারে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসো।
গায়ের জুব্বা ফ্যালা
ফ্যালারে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসো।
বলুর ডালো ধর‍্যা
ধর‍্যা রে সাহেব নদীর আফাল দেখে।
শাদীর ইচ্ছা থাকলে
থাকলে রে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসো।
চোখের চশমা ফ্যালা
ফ্যালা রে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসো।
হাতের রুমাল ফ্যালা
ফ্যাল্যা রে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসো।
বলুর ডালো ধর‍্যা
ধর‍্যারে সাহেব নদীর আফাল দেখে।
শাদীর ইচ্ছা থাকলে
থাকলে রে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসে।
হাতের ঘড়ি খুল্যা
খুল্যা রে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসে।
পায়ের খড়ম খুল্যা
খুল্যারে সাহেব পারো হয়্যা অ্যাসো।[১১৩]

৩

উপর মহলে বস্যা রে উপমালা
বানায় পানের খিল্যা রে, মালি পান বানায়।
নিচ মহলে থ্যাকা রে কালু রাখাল,
চাহে পানের খিল্যা রে, মালি পান বানায়।
এমন গোসা লাগে রে কালু রাখাল
সর্দা ফুকিয়া মারি রে, মালি পান বানায়।
সর্দাখানি ল্যাগ্যা রে কালু রাখাল
কাটল কপল খানি রে, মালি পান বানায়।
কপাল খানি ধর‍্যা রে কালু রাখাল
গ্যালো গাঙের ঘাটে রে, মালি পান বানায়।
গ্যালো নদীর ঘাটে রে, মালি পান বানায়।
গাঙের ঘাটে যায়্যা রে কালু রাখাল
কপাল ধুয়্যা ফ্যালে রে, মালি পান বানায়।
কপাল ধুয়া ফ্যাল্যা রে কালু রাখাল
বাড়িতে চল্যা অ্যালো রে, মালি পান বানায়।

www.pathagar.com

বাড়িতে চল্যা আস্যা রে কালু রাখাল
ব্যাছা বাঁশি লিল রে, মালি পান বানায়।
ব্যাছা বাঁশি লিয়্যা রে কালু রাখাল
গ্যালো গাঙের ঘাটে রে, মালি পান বানায়।
গ্যালো নদীর ঘাটে রে, মালি পান বানায়।
গাঙের ঘাটে যায়্যা রে কালু রাখাল
বাঁশিতে ফুঁয়ো দিল রে, মালি পান বানায়।
ঐ না বাঁশির সুরে রে উপমালা
করে ধড়পড় রে, মালি পান বানায়।
করে ছটপট রে, মালি পান বানায়।
এ কলসির পানি ঐ কলসিতে ঢ্যাল্যা, রে উপমালা
গেল গাঙের ঘাটে রে, মালি পান বানায়।
গ্যালো নদীর ঘটে রে, মালি পান বানায়।
গাঙের ঘাটে যায়্যা রে উপমালা
কলসিত দিল আছাড়া রে, মালি পান বানায়।[১১৪]

৪

সিতাই তুইল্যা লেওরে বারোয়ালি
সিতার মানান টাইরা
ওইনা টাইরার দাম ওরে রাখাল রাজা
তুমি কি দিতে পারো?
লাকে তুইল্যা লেওরে বারোয়ালি
লাকের মানান ব্যাসর।
ওইনা ব্যাসরের দাম ওরে রাখাল রাজা
তুমি কি দিতে পারো?
কানের পাশা তুইল্যা লেওরে বারোয়ালি
কানের মানান পাশা।
ওইনা পাশার দাম ওরে রাখাল রাজা
তুমি কি দিতে পারো?
গলার মালা তুইল্যা লেওরে বারোয়ালি
গলাল মানান মালা।
ওইনা মালার দাম ওকি রাখাল রাজা
তুমি কি দিতে পারো?
হাতের চুড়ি তুইল্যা লেওরে বারোয়ালি
হাতের মানান চুড়ি।
ওইনা চুড়ির দাম ওকি রাখাল রাজা
তুমি কি দিতে পারো?

www.pathagar.com

মাজার বিছ্যা তুইল্যা লেওরে বারোয়ালি
মাজার মানান বিছ্যা।
ওইনা বিছ্যার দাম ওকি রাখাল রাজা
তুমি কি দিতে পারো?
পায়ের তুড়ার দাম ওকি রাখাল রাজা
তুমি কি দিতে পারো?
পায়ের আলতা তুইল্যা লেওরে বারোয়ালি
পায়ের মানান আলতা।
ওইনা আলতার দাম ওকি রাখাল রাজা
তুমি কি দিতে পারো?[১১৫]

৫

ছয়শো টাকা লিয়া দুলদুল ঘুড়া সাজাইয়া
যায় রে বাবু রাজশাহীর বাজার রানী তুমি কাইন্দনা।
মায়ের আনিব নাকের ফুল, বোইনের আনিব কানের দুল
রানীর আনিব নয়নের কাজল, রানী তুমি কাইন্দনা।
মায়ে পইরা ঘরে যাই, বোইনে পইরা বাইরে যাই।
রানী পইরে সামুনে দাঁড়াও, রানী তুমি কাইন্দনা।
মায়ের কান্দনে কি হবে, বোইনের কান্দনে কি হবে
রানীর কান্দনে ভিজিবে বাসর, রানী তুমি কাইন্দনা।[১১৬]

৬

ক্ষীর খ্যাইতে বস্যা নাজমা ভাবে দেলে মুনে রে
কে আমারে ক্ষীর খাওয়া দিবে রে
পাছে থাইকি নাজমার দাদি মাজা কশিয়া বান্দে রে
লাতি তুমারে আমি ক্ষীর খাওয়া দিব রে।
গুসোল করতে বস্যা নাজমা কান্দে দেলে মুনে রে
কে আমারে গুসোল কর্যা দিবে রে
পাছে থাইকি নাজমার ভাবি মাজা কশিয়া বান্দে রে
ননোদ তুমারে আমি গুসোল করাবো রে।
আলতা পরতে বস্যা নাজমা ভাবে দিলে মুনে রে
কে আমারে আলতা পরা দিবে রে।
পাছে থাইক্যা নাজমার বোহিন মাজা কশিয়া বান্দে রে
বোহিন আমি তুমারে আলতা পরাবো রে।[১১৭]

৭

আকাশেতে রুমঝুম পাতালেতে কেশ
বরের চাচি আইসেছে

www.pathagar.com

আস্যাছে বরের চাচি বসতে জাগা দে
বসতে যদি না পারে পাটি চ্যালা দে।
আকাশেতে রুমঝুম পাতালেতে কেশ
বরের বোহিন আইসেছে
আইসেছে বরের বহিন বো সাজ্যাতে দে।
বো যদি না সাজ্যাতে পারে মুনাই দিয়া দে।
আকাশেতে রুমঝুম পাতালেতে কেশ
বরের ভাবি আস্যাছে
আস্যাছে বরের ভাবি লাইচতে ল্যাগা দে
লাইচতে যদি না পারে পিড়ি দিয়া দে।[১১৮]

৮

ত্যাল পরে ওহে দামান, ত্যাল পরে দামান মাথাতে
চুনু পরে ওহে দামান, চুনু পরে দামান মুখেতে
সুরমা পরে ওহে দামান, সুরমা পরে দামান চোখেতে
জামা পরে ওহে দামান, জামা পরে দামান গায়েতে
কাপুড় পরে ওহে দামান, কাপুর পরে দামান পরনেতে
আলতা পরে ওহে দামান, আলতা পরে দামান পায়েতে।[১১৯]

৯

বাবাহারে সাহান বান্দা দিঘি
নসা তুমি একবার খ্যালো
একবার খ্যালো হে নসা একবার খ্যালো
একবার খেললে হে নসা আংটি পাবে দান
নসা তুমি একবার খ্যালো।
বাবাহারে সাহান বান্দা ঘাট
নসা তুমি একবার খ্যালো
একবার খেলোহে নসা ঘড়ি পাবে দান
নসা তুমি একবার খ্যালো।[১২০]

১০

গাঙ্গের সারি সারি গো মনের মতন
কুনঠে করা সওদাগর তুমি
ঘাটে বান্ধো নৌকা গো মনের মতন।
ওদিক সরিয়া বান্ধো নৌকা
জল ভরিয়া লব গো মনের মত।
অমন সুন্দর কন্যা তুমার
সিঁতা দেখি খালি গো মনের মতন।

www.pathagar.com

অমন সুন্দর কন্যা তুমার
নাকও দেখি খালি গো মনের মতন।
আমার সঙ্গে গেলে কন্যা
সিঁতার মানান দিবো গো মনের মতন।
আমার সঙ্গে গেলে কন্যা
নাকের মানান দিবো গো মনের মতন।
তোমার সিঁতার টায়রা আমি
ছিটিয়া ফেলিবো গো মনের মতন।
তোমান কানের বেশর আমি
দুই পা তলে রাখবো গো মনের মতন।[১২১]

১১

আশা ডাঙার কাশ্যা মা
বাল্যা ডাঙার হাড়ি ওকি ভালো মা।
আমার বিয়্যা দিয়াছ মা
ছয় ছয় মাসের রাস্তা ওকি ভালো মা।
আমাক অ্যানতে যায়ো মা
মটর ভাড়া কর‍্যা ওকি ভালো মা।
আগে যেনা ম্যারাছিলা মা
থালি মাজার লাগ্যা ওকি ভালো মা
আগে যেনা ম্যারাছিলা মা।
পানি আনার লাগ্যা ওকি ভালো মা।
এখুন ক্যানে ক্যানছো মা
থালির গাদি লিয়্যা ওকি ভালো মা।
এখুন ক্যানে ক্যানছো মা
পানির কলস লিয়্যা ওকি ভালো মা।
হাস্যাল ঘরে রাখ্যা যাবো মা
জোড়া মন মন পাখি ওকি ভালো মা।
পাকের ঘরে রাখ্যা যাবো মা।
জোড়া মন মন পাখি ওকি ভালো মা।
আমার কথা মনে হলে মা
পাখি ধর‍্যা ক্যান্দো ওকি ভালো মা।[১২২]

১২

বাড়ির মানান আচি পাচি রে
ঘরের মানান রে ময়না।
মায়ে ডাকে ও ময়না ময়নারে
ময়না নাই মোর ঘরে।

www.pathagar.com

কোতি করা বাবরিওয়ালা ছুরা রে
ময়নাকে করলো চুরি
ময়না নাই মোর ঘরে।
বাড়ির মানান আচি পাচি রে
ঘরের মানান রে ময়না।
বাপে ডাকে ও ময়না ময়নারে
ময়না নাই মোর ঘরে।
কোতি করা হিপপিওয়ালা ছুরা রে
ময়নাকে করলো চুরি
ময়না নাই মোর ঘরে।
বাড়ির মানান আচি পাচি রে
ঘরের মানান রে ময়না।
বোনে ডাকে ও ময়না ময়নারে
ময়না নাই মোর ঘরে।
কোতি করা মনোচুরা রে
ময়নাকে করলো চুরি
ময়না নাই মোর ঘরে।[১২৩]

১৩

সুপারি কাটি ঝিরি আরে ঝিরি সাজি ভরি ভরি পান
দামান এশারে ঘুমান।
বরের বহিনকে চাকরি রাখিব ছেল্যা চরান্যা কাম
দামান এশারে ঘুমান।
একটা ছেল্যা হারালে পরে, তারে বেতন দিবো কম
দামান এশারে ঘুমান।
সুপারি কাটি ঝিরি আরে ঝিরি সাজি ভরি ভরি পান।
দামান এশারে ঘুমান
বরের ভাইকে চাকুরি রাখিব মেয়ে চরান্যা কাম
দামান এশারে ঘুমান।
একটা মেয়ে হারাল পরে, তারে বেতন দিবো কম
দামান এশারে ঘুমান।[১২৪]

১৪

তাঁতে তুলিলাম চিকন রে সুতা
হাত বুনিলাম গামছা যে।
ঐনা গামছা লিয়্যা রে সেলিম
যায় শ্বশুরের বাড়িতে।
ঐনা গামছা দেইখ্যা রে শাশুড়ি
গামছা করলো চুরি যে।

www.pathagar.com

ঐনা গামছা না দিলে শাশুড়ি
রাজশাহীর পুলিশ অ্যানবো যে।
হায় রে সাদের গামছা রে
গামছা করল্যো চুরি।
তাঁতে তুলিলাম চিকন রে সুতা
হাতে বুনিলাম গামছা যে।[১২৫]

১৫

ত্যাল হলোদি মাইখ্যা ওকি দামান রে শহরে বারাইলো
ওকি দামানরে শহরে বারাইলো
শহরে বারাইয়া ওকি দামানরে
বাইছ্যা বাইছ্যা নিলো ত্যালো
ওকি দামানরে বাইছ্যা নিলো ত্যালো
ঐনা ত্যালো যাবে ওকি দামান রে
কনে আরশের ঘরে ওকি দামান রে
কনে আরশের ঘরে ওকি দামান রে।
ত্যাল হলোদি মাইখ্যা ওকি দামান রে শহরে বারাইলো
শহরে বারাইয়া ওকি দামান রে বাইছ্যা তুলে টাইরা
ওকি দামান রে বাইছ্যা তুলে টাইরা
ঐনা টাইরা যাবে ওকি দামানরে
কনে আরশের ঘরে ওকি দামান রে
কনে আরশের ঘরে ওকি দামান রে।
ত্যাল হলোদি মাইখ্যা ওকি দামান রে শহরে বারাইলো
শহরে বারাইয়া ওকি দামান রে বাইছ্যা তুলে ব্যাসর
ওকি দামান রে বাইছ্যা তুলে ব্যাসর
ঐনা ব্যাসর যাবে ওকি দামান রে
কনে আরশের ঘরে ওকি দামান রে।[১২৬]

১৬

মুয়ার ফুলো থোকারে থোকা বেলির ফুলো ঝরে
বিয়্যার সুয়ামী হয়্যাগো তুমি যোবন দেখলেন ভারি।
কাইলি সকালে পাঠাবোরে চিঠি বাপজানের আগে
কাইলি ফজরে পাঠাবোরে চিঠি মা জনোনীর আগে
বাপে ধরিবে দাড়ির রে মাঙ্কি মায়ে গনিবে কড়ি।
বিয়্যার সুয়ামী হয়্যাগো তুমি যোবন দেখলেন ভারি
মাথার টুপি খুলিয়্যারে দ্যাখো বিয়ার ত্যালো মুছেনি
গায়ের জামা খুল্যারে দ্যাখো বিহ্যার ত্যালো উঠেনি।
বিয়্যার স্বামী হয়্যাগো তুমি যোবন দেখলেন ভারি

www.pathagar.com

কাইলি ফজরে পাঠাবোরে চিঠি মা জনোনীর আগে।
কাইলি সকালে পাঠাবোরে চিঠি বাপজানের আগে
বাপে ধরিবে দাড়িররে মাদ্ধি মায়ে গনিবে কড়ি।[১২৭]

তথ্যনির্দেশ

১. ১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য (কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৭) পৃ. ১৪৫।
২. হেমাঙ্গ বিশ্বাস, লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম (কলকাতা : এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী, ১৯৭৮) পৃ. ১০
৩. জসীমউদ্‌দীন, মুর্শীদা গান (ঢাকা; বাংলা একাডেমী-১৯৭৭) পৃ. মুখবন্ধ।
৪. উদ্ধৃত, কঙ্কন ভট্টাচার্য, "লোকসঙ্গীত ও সমাজজীবন," বক্তৃতামালা ৩য় খণ্ড, সঙ্গীতমূল্যায়ন উৎপালা গোস্বামী সম্পাদিত (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসঙ্গীত আকাদেমি, ১৯৯২) পৃ. ৮৩
২. মো. ফারুক আহমেদ, পিতা : ফরিদ আহমেদ, গ্রাম : আমরপুর, পোস্ট : বাউসা, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩৪, পেশা চাকরি, সংগ্রহকাল : ১০.০৬.২০১১।
৩. মো. কলিম উদ্দিন মিঞা, গ্রাম : খায়ের হাট, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৬১, পেশা চাকরি (অব.), সংগ্রহকাল : ১২.০৬.২০১১।
৪. ডাক্তার নূরুজ্জামান ভাণ্ডারী, গ্রাম : মনিগ্রাম ভাণ্ডারী পাড়া, পোস্ট : মনিগ্রাম, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স :৬৩, পেশা ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ১৪.০৬.২০১১।
৫. খাজা মহসিন আলী আল চিশতি, গ্রাম : বলিহার, পোস্ট : মনিগ্রাম, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৫৩, পেশা : ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ১৬.৬.২০১১।
৬. দেওয়ান নূরুল ইসলাম, গ্রাম : খরের হাট, পোস্ট : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৬৪, সংগ্রহকাল : ১১.০৬.২০১১।
৭. কবির নাতি মো. গোলাম রব্বানী, গ্রাম : চকছাতারী, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৪৮, পেশা : চাকরি, সংগ্রহকাল : ১৩.০৬.২০১১।
৮. মো. ইস্রাইল, হায়দারী দরবার শরীফ, বানেশ্বর, থানা : পুঠিয়া, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ২০, পেশা : ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ১৬.০৭.২০১১।
৯. মোসা : রেহেনা পারভীন, পিতা : কালাম, গ্রাম : মিলিক বাঘা, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ২৫, পেশা : গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ১২.০৭.২০১১।
১০. মোসা : ফাতেমা খাতুন, পিতা : আবুল হাশেম, গ্রাম : পলাশী ফতেপুর, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ২৫, পেশা : গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ১৪.০৭.২০১১।
১১. মোসা : রোকেয়া খাতুন, স্বামী : মো. করিব হোসেন, গ্রাম : জোতনোশি, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ২০, পেশা : গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ১৮.০৭.২০১১।
১২. মোসা : শিলা খাতুন, স্বামী : মৌলবী আ : মান্নান, গ্রাম : জোৎকাদিরপুর, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩৫, পেশা : গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ২৫.০৭.২০১১।
১৩. বাউল কবি মুজাহিদুল ইসলাম দুলাল, গ্রাম : থানাপাড়া, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, পেশা : চাকরি, সংগ্রহকাল : ১৭.০৭.২০১১।
১৪. সাক্ষাৎকার : মো. সবুর উদ্দিন, গ্রাম : শাদীপুর, পোস্ট : সারদা, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, তারিখ : ১৬.০৭.২০১১।

www.pathagar.com

১৫. সাক্ষাৎকার : মোসা : মনিকা সুলতানা রুনা, পিতা- হারুনার রশিদ, গ্রাম- নাওদাড়া, পোস্ট- হলিদাগাছী, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, সংগ্রহকাল- ১২.০৭.২০১১।

১৬. মোসা : শহিদা খাতুন, পিতা : ইনসান প্রামাণিক, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৪২, পেশা : গৃহিণী, শিক্ষা : দশম শ্রেণী, সংগ্রহকাল : ১২.৭.২০১১।

১৭. মোসা : টিয়া খাতুন, পিতা- মো. সাদ্দাম হোসেন, গ্রাম- বথুয়া, পোস্ট- হলিদাগাছী, থানা- চারঘাট, জেলা- রাজশাহী, সংগ্রহকাল- ১০.০৭.২০১১।

১৮. মোসা : হাদিসা খাতুন (লাভলী), পিতা : মো. মাহতাব আলী, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩৭, পেশা : চাকরি, শিক্ষা : এম.এ, সংগ্রহকাল : ১০.৭.২০১১।

১৯. মোসা : নিলুফা ইয়াসমিন, পিতা : মৃত রিয়াজ প্রামাণিক, গ্রাম : গোরশহরপুর, পোস্ট : সারদা, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ১৮, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষা : এস.এস.সি, সংগ্রহকাল : ১৫.৭.২০১১।

২০. মোসা : জিন্নাতুন নেছা, পিতা- জাহিদুল ইসলাম, গ্রাম- গৌড়শহরপুর, পোস্ট- সরদহ, থানা- চারঘাট, জেলা- রাজশাহী, সংগ্রহকাল- ১৫.০৭.২০১১।

২১. মোসা : নিলুফা ইয়াসমিন, পিতা : মৃত রিয়াজ প্রামাণিক, গ্রাম : গোরশহরপুর, পোস্ট : সারদা, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ১৮, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষা : এস.এস.সি, সংগ্রহকাল : ১৫.৭.২০১১।

২২. পরথমে= প্রথমে।

২৩. জীবভায়= জিহ্বা।

২৪. ওস্তাদ [illegible] আলী ও তার দল, শ্যামপুর, মতিহার, রাজশাহী। তারিখ : ১৩.০৬.২০১২ও ২০.০৬.২০১২।

২৫. ডংশন = দংশন

২৬. দেক = দেখ।

২৭. রোঝা = ওঝা।

২৮. মাঞ্জা = কোমর।

২৯. বুক্ষ = বুক।

৩০. মুক্ষ = মুখ।

৩১. পান = প্রাণ।

৩২. আক্কস = রাক্ষস।

৩৩. পহাচানো = পৌছানো।

৩৪. শুশী = কৃষ্ণ।

৩৫. গোধন = গরু।

৩৬. বিন্দা = বৃন্দাবন।

৩৭. পথম = প্রথম।

৩৮. চোতীয় = চতুর্থ।

৩৯. ছবম ছয়

৪০. শোগ = শোক।

www.pathagar.com

৪১. মো. মুক্তার ঘোষ (৩২); পিতা : ওয়াজ শেখ (৯০) জীবিত আছেন; গ্রাম : চরখিদিরপুর; পোস্ট : শ্যামপুর; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী। তারিখ : ১৫.০৬.২০১২
তথ্যদাতার সহযোগী (১) : মো. মোস্তাকিন আলী (৩০); পিতা : মো. জিগির আলী; গ্রাম : শ্যামপুর পশ্চিম পাড়া; পোস্ট : শ্যামপুর; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী।
মো. আসাদুল ইসলাম (৩৩); পিতা : মো. শহিদুল্লাহ; গ্রাম : ডাশমারী; পোস্ট : বিনোদপুর বাজার; থানা : মতিহার; জেলা : রাজশাহী। তারিখ : ২০শে এপ্রিল ২০১২

৪২. মো. আব্দুস সালাম, পিতা-মৃত সুন্নাত মণ্ডল, গ্রাম-সেকের পাড়া, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৪৯, শিক্ষা-এম.এ, পেশা : অধ্যাপনা, সংগ্রহকাল : ।

৪৩. মোসা : মুর্শিদা বেগম (বাদামী), স্বামী-আলহাজ্ব আ : সাত্তার, গ্রাম-তালাইমারী, পোস্ট-কাজলা, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৫৫, শিক্ষা-৮ম শ্রেণী, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ১০.০৬.২০১১।

৪৪. মোসা : মনোয়ারা বেগম, স্বামী-মো. নইমুদ্দীন শাহ্, গ্রাম-কাঁঠালবাড়ীয়া, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৭০, শিক্ষা-অশিক্ষিত, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ০৮.০৬.২০১১।

৪৫. মোসা : আশিয়া খাতুন, স্বামী-মৃত : বিয়াজ শেখ, গ্রাম-প্রেমতলী, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৬৫, শিক্ষা-অশিক্ষিত, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ১৮.০৬.২০১১।

৪৬. গোলেমন বিবি, স্বামী-মো. তমিজুদ্দিন, গ্রাম-আষাঢ়দহ, পোস্ট-আষাঢ়দহ, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৭২, শিক্ষা-নিরক্ষর, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ২০.০৭.২০১১।

৪৭. গুল নাহার বেগম, স্বামী-মৃত শামসুল শেক, গ্রাম-উছরাবন্দর, পোস্ট-দোগ্রাম, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৭২, শিক্ষা-নিরক্ষর, পেশা-ভিক্ষাবৃত্তি, সংগ্রহকাল : ২৬.০৭.২০১১।

৪৮. সাথী খাতুন, বাগসারা, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ১৬, শিক্ষা : ৯ম শ্রেণী। ২০/১২/২০১১

৪৯. সিমু, বাগসারা, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ১৭, শিক্ষা : নবম শ্রেণী। তাং-২০/১২/২০১১

৫০. জমেলা খাতুন, বাগসারা, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ১৮, শিক্ষা : এস.এস.সি ২১/১২/১১

৫১. লুবনা, দুয়ারী, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ১৭, শিক্ষা : ৯ম শ্রেণী। তাং-২১/১২/২০১১

৫২. মাহফুজা, পুঠিয়াপাড়া, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স- ৪০, শিক্ষা : এইচ.এস.সি। ২১/১২/২০১২

৫৩. অপেজান বেওয়া, মধুসূদনপুর, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। ২১/১২/২০১১

৫৪. অপেজান বেওয়া, মধুসূদনপুর, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। ২১/১২/২০১১

৫৫. শামিমা খাতুন, বড়ইকুড়ি, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ১৭, শিক্ষা : এস.এস.সি।২২/১২/১১

www.pathagar.com

৫৬. সালেহা বিবি, নামোপাড়া, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৫০, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী ২২/১২/১১
৫৭. সালেহা বিবি, নামোপাড়া, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৫০, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী ২২/১২/১২
৫৮. মাহফুজা, পুঠিয়াপাড়া, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স- ৪০, শিক্ষা : এইচ.এস.সি। ২২/১২/১১
৫৯. মাহফুজা, পুঠিয়াপাড়া, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স- ৪০, শিক্ষা : এইচ.এস.সি। ২৩/১১/১২
৬০. ফাতেমা বেগম, পুঠিয়া পাড়া, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৪০, শিক্ষা : নবম শ্রেণী। ২৩/১২/১১
৬১. হেলেনা, তকিপুর, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স- ১৭, শিক্ষা : এইচ.এস.সি। ২৪/১২/২০১১
৬২. রেবেকা খাতুন, বাগিচাপাড়া, বড়গাছি, পবা, রাজশাহী। বয়স : ২৫, শ্রেণী : এস.এস.সি। ২৭/১২/১১
৬৩. শাহনাজ বেগম, বাগিচাপাড়া, বড়গাছি, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর ২৭/১২/১১
৬৪. সাবিনা, দাদপুর, বড়গাছী, পবা, রাজশাহী। বয়স- ২৫, শিক্ষা : দশম শ্রেণী। ২৭/১২/২০১১
৬৫. মাকসুরা বিবি, চকপাড়া, দাদপুর, বড়গাছী পবা, রাজশাহী। বয়স :৪৫, নিরক্ষর। ২৭/১২/১১
৬৬. মাকসুরা বিবি, চকপাড়া, দাদপুর, বড়গাছী পবা, রাজশাহী। বয়স :৪৫, নিরক্ষর। ২৭/১২/২০১১
৬৭. শাহনাজ বিবি, বাগিচা পাড়া, বড়গাছি, পবা, রাজশাহী। বয়স-৫০, নিরক্ষর। ২৮/১২/২০১১
৬৮. মাকসুরা বিবি, বাগিচা পাড়া, দাদপুর, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৪০, নিরক্ষর। ২৮/১২/২০১১
৬৯. রওশন জাহান, কুটিপাড়া, বড়গাছী, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৩৫, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী। ২৮/১২/১১
৭০. রওশন জাহান, কুটিপাড়া, বড়গাছী, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৩৫, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী। ২৮/১২/১১
৭১. রওশন জাহান, কুটিপাড়া, বড়গাছী, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৩৫, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী। ২৮/১২/১১
৭২. মেহেরজান, দাদপুর, বড়গাছি, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৬০, নিরক্ষর। ২৮/১২/২০১১
৭৩. মাকসুরা বিবি, চকপাড়া, দাদপুর, বড়গাছী, পবা, রাজশাহী। বয়স :৪৫, নিরক্ষর। ২৮/১২/১১
৭৪. সাবিনা, দাদপুর, পবা, রাজশাহী। বয়স- ২৫, শিক্ষা : দশম শ্রেণী। ২৮/১২/২০১১
৭৫. নুরজাহান বেগম, দাদপুর, বড়গাছী, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৪৫, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী।২৮/১২/১১
৭৬. মেহেরজান, দাদপুর, বড়গাছী, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৬০, নিরক্ষর। ২৯/১২/১১

www.pathagar.com

৭৭. রেবেকা খাতুন, বাগিচাপাড়া, বড়গাছী, পবা, রাজশাহী। বয়স : ২৫,শিক্ষা : এইচ.এস.সি। ২৯/১২/১১
৭৮. রাশেদা বেগম, দাদপুর, বড়গাছী, পবা। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। ২৯/১২/১১
৭৯. সাবিনা, দাদপুর, বড়গাছি, পবা, রাজশাহী। বয়স- ২৫, শিক্ষা : দশম শ্রেণী। ২৯/১২/১১
৮০. গোলেনুর বেগম, দর্শনপাড়া, পবা, রাজশাহী। বয়স- ৫০, শিক্ষা : সপ্তম শ্রেণী। ০৫/০১/১২
৮১. গোলেনুর বেগম, দশর্নপাড়া, পবা, রাজশাহী। বয়স- ৫০, শিক্ষা : সপ্তম শ্রেণী। ০৫/০১/১২
৮২. গোলেনুর বেগম, দর্শনপাড়া, পবা, রাজশাহী। বয়স- ৫০, শিক্ষা : সপ্তম শ্রেণী। ০৭/০১/১২
৮৩. গোলেনুর বেগম, নদীকান্দা, দর্শনপাড়া, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৫০, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণী ০৭/০১/১২
৮৪. সাবিনা বেগম, দারুশা, হুজুরি পাড়া, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৩০, শিক্ষা- এস.এস.সি। ০৮/০১/১২
৮৫. সাবিনা বেগম, দারুশা, হুজুরি পাড়া, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৩০, শিক্ষা- এস.এস.সি।০৯/০১/১২
৮৬. শারমিন খাতুন; মাটিকাটা, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ১৫, শিক্ষা : এস.এস.সি। ০৮/১২/১১
৮৭. চামিলী খাতুন, নন্দনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ১৬, শিক্ষা : এস.এস.সি। ০৮/১২/১১
৮৮. মোসা : শারমিন খাতুন, মাটিকাটা, মোহনপুর রাজশাহী। বয়স : ১৮, শিক্ষা : এস.এস.সি। ০৮/১২/১১
৮৯. রূপালী খাতুন, মাটিকাটা, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। তাং- ০৯/১২/১১
৯০. রূপালী খাতুন, মাটিকাটা, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। তাং- ০৯/১২/১১
৯১. হনুফা বেগম, মাটিকাটা, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। তাং- ১০/১২/১১
৯২. সখিনা বেওয়া, নন্দনহাট মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৭০, নিরক্ষর। তাং- ১০/১২/১১
৯৩. সুফিয়া খাতুন, নন্দনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ১৬, শিক্ষা : এস.এস.সি তাং- ১০/১২/১১
৯৪. হনুফা বেগম, মাটিকাটা, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। তাং- ১১/১২/১১
৯৫. হনুফা বেগম, মাটিকাটা, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। তাং- ১১/১২/১১
৯৬. হনুফা বেগম, মাটিকাটা, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। তাং- ১১/১২/১১
৯৭. হনুফা বেগম, মাটিকাটা, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। তাং- ১১/১২/১১
৯৮. সখিনা বেওয়া, নন্দনহাট মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৭০, নিরক্ষর। তাং- ১২/১২/১১

www.pathagar.com

৯৯. সখিনা বেওয়া, নন্দনহাট মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৭০, নিরক্ষর। তাং- ১২/১২/১১
১০০. শারমিন খাতুন, মাটিকাটা, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ১৫, শিক্ষা : নবম শ্রেণী। ১২/১২/১১
১০১. শারমিন খাতুন, মাটিকাটা, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ১৫, শিক্ষা : নবম শ্রেণী। ১৩/১২/১১
১০২. শারমিন খাতুন, মাটিকাটা, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ১৫, শিক্ষা : নবম শ্রেণী। ১৩/১২/১১
১০৩. নাসরিন খাতুন, মাটিকাটা, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ১৫, শিক্ষা : নবম শ্রেণী। ১৩/১২/১১
১০৪. জেসি খাতুন, বিদিরপুর, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স- ১০, শিক্ষা : চতুর্থ শ্রেণী। ১৪/১২/১১
১০৫. আলেয়া বেগম, মাটিকাটা, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৪০, নিরক্ষর। ১৪/১২/১১
১০৬. পরি বেওয়া, ফকিরপাড়া, বিদিপুর, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৬০, নিরক্ষর তাং- ১৪/১২/১১
১০৭. পরি বেওয়া, ফকিরপাড়া, বিদিপুর, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৬০, নিরক্ষর তাং- ১৫/১২/১১
১০৮. পরি বেওয়া, ফকিরপাড়া, বিদিপুর, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৬০, নিরক্ষর তাং- ১৫/১২/১১
১০৯. পরি বেওয়া, ফকিরপাড়া, বিদিপুর, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৬০, নিরক্ষর তাং- ১৫/১২/১১
১১০. পরি বেওয়া, ফকিরপাড়া, বিদিপুর, মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৬০, নিরক্ষর ১৫/১২/১১
১১১. হনুফা বেগম, মাটিকাটা, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর।
১১২. জুলেখা বেগম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৪৫, শিক্ষা, ৫ম শ্রেণী। তারিখ : ২১/০৮/১২
১১৩. ফেরদৌসী বেগম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৩৫, শিক্ষা, ৫ম শ্রেণী। তারিখ : ২১/০৮/১২
১১৪. সানোয়ারা বেগম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর তারিখ : ২১/০৮/১২
১১৫. মরজিনা কোম, স্বামী : সাইদুর রহমান, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৪৫, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী তারিখ : ২১/০৮/১২
১১৬. রেজিয়া বিবি, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৪৫ নিরক্ষর তারিখ : ২১/০৮/১২
১১৭. মর্জিনা বেগম, আদর্শগ্রাম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৪০, নিরক্ষর। তারিখ : ২৩/০৮/১২
১১৮. সানোয়ারা বেগম, আদর্শগ্রাম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। তারিখ : ২৩/০৮/১২

www.pathagar.com

১১৯. মর্জিনা বেগম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৩৫, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী তারিখ : ২৩/০৮/১২
১২০. লাভলী বেগম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ২৬, শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী। তারিখ : ২৩/০৮/১২
১২১. ফেরদৌসী বেগম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৩৫, শিক্ষা, ৫ম শ্রেণী। তারিখ : ২৩/০৮/১২
১২২. জুলেখা বেগম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৪৫, শিক্ষা, ৫ম শ্রেণী। তারিখ : ২৩/০৮/১২
১২৩. বিজলী বেগম, আদর্শগ্রাম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৫৫,. শিক্ষা : পঞ্চম শ্রেণী। তারিখ : ২৩/০৮/১২
১২৪. আঞ্জুয়ারা বেগম, আদর্শগ্রাম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৩৫, নিরক্ষর। তারিখ : ২৩/০৮/১২
১২৫. আঞ্জুয়ারা বেগম, আদর্শগ্রাম, মাসিন্দা, তানোর, রাজশাহী। বয়স : ৩৫, নিরক্ষর। তারিখ : ২৩/০৮/১২
১২৬. আয়েশা খাতুন, মাসীন্দা, তানোর, পবা, রাজশাহী। বয়স : ১৬, শিক্ষা : ৯ম শ্রেণী। তারিখ : ২৩/০৮/১২
১২৭. রীনা বেগম, মাসিন্দা, তানোর, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৫০, শিক্ষা : ৯ম শ্রেণী। তারিখ : ২৩/০৮/১২

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. নবান্ন উৎসব

অগ্রহায়ণ মাসেই 'আমন' ধান কাটার মাস। বর্ষায় রোপণ করা 'আমন' ধান অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হয়। আর ধান কাটা উপলক্ষ্যে গ্রামীণ জনজীবনের আনন্দ বয়ে আনে 'নবান্ন উৎসব'। রাজশাহী অঞ্চল অগ্রহায়ণের শুরু থেকে পৌষ মাসের প্রারম্ভ পর্যন্ত চলে নবান্নের আনুষ্ঠানিকতা।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের 'বাংলার কৃষক' (১৮৭৪) গ্রন্থে বলা হয়েছে, আমন ধান ভরা বর্ষায় রোপণ করা হয় নিচু জমিতে। ধান কাটা হয় বাংলা বর্ষের শেষের দিকে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মসে। নবান্ন উৎসবকে 'আমন পার্বণ' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমন কাটা শেষে আনন্দ-উল্লাসের সাথে অনেক পরিবার জড়ো হয় এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান হলো ডিসেম্বররের শীতের মতো উষ্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ ভোজন এবং বিভিন্ন উপায়ে তৈরি উষ্ণ ও সুস্বাদু পিঠা বিতরণ।'

নবান্ন উৎসব মূলত কৃষিভিত্তিক লোক-উৎসব। ঘরে ঘরে উপাদেয় খানাপিনার আয়োজন করা হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত লেখক দীনেন্দ্র কুমার রায় তাঁর 'পল্লী বৈচিত্র্য' (২০০৪) বইয়ে লিখেছেন, 'বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতেই নবান্ন অগ্রহায়ণ মাসের একটি আনন্দপূর্ণ প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য উৎসব। পল্লীবাসীগণের মধ্যে হিন্দু মাত্রেই পিতৃপুরুষ ও দেবগণের উদ্দেশ্যে নূতন চাউল উৎসব না করিয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ করেন না।'

রাজশাহী অঞ্চলে আমন ধানের চিকন চাল হয়। আগের রাতে জলে ভিজিয়ে রাখা আতপ চাল পরদিন ভোরে স্নান সেরে গৃহবধুরা পাটা-নোড়ায় বেঁটে গুড়ো তৈরী করে। সেই গুড়োর সাথে নতুন গুড়, আদা, মসলা, দুধ মিশিয়ে নবান্ন প্রস্তুত করা হয়। নয় রকম ফলও এতে দেওয়া হয়। সেই সাথে নতুন চালের পায়েস এবং মুড়ি-মুড়কিও তো রয়েছে। এসব খাবার গৃহদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা হয় এবং পরে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের খাওয়ার জন্য এসব খাবার বিতরণ করা হয়।

শুধু খাওয়া-দাওয়াই নয়, এ উৎসবের অনুষঙ্গ হিসেবে যাত্রাপালা, জারিগান, কীর্তন গান, বাউল গানের আয়োজন করা হয়। ধান কাটা শেষ হয়ে গেলে চরগোয়ালগ্রাম, দীঘিরপাড়া, আমঝুপিেত লাঠিখেলা হয়। গ্রামের পথে পথে মানিকপীরের গান গেয়ে বেড়ায় গ্রামের ক্ষেত মজুর জোয়ান বুড়োরা। এক সময় গোদাগাড়ি, মহিশাল বাড়ি গ্রামে আমন কাটার পর পরই যাত্রার আসর বসতো। গোদাগাড়ি, মহিশাল গ্রামে অনুষ্ঠিত এসব আসরের স্থিতিকাল ছিল পাঁচ থেকে সাত রাত পর্যন্ত। যাত্রার আসর আর তেমন বসে না। তবে গ্রামের আখড়াগুলিতে বাউল গানের আসর বসে। আর সারারাত

www.pathagar.com

জেগে আসরের গান উপভোগ করেন গৃহস্থ, কিষাণ-কিষাণী, রাখাল থেকে ছেলে-বুড়ো পর্যন্ত। সরেজমিনে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, খেতজুড়ে পাকা ধান। কারো কারো ধান ইতোমধ্যেই গোলায় উঠে গেছে। রাজশাহী সদর উপজেলার শাল বাগান গ্রামের কৃষক মোস্তফা কামাল জানান, 'এবার আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। ফলন ভাল হওয়ায় আমাদের আনন্দ বেড়ে গেছে।' তাই গ্রামে গ্রামে চলছে নবান্ন উৎসব। মুসলমান বাড়িতে চলছে ক্ষীর-পিঠা-পুলি আর হিন্দু বাড়িতে পায়েস এর ধুম। সব বাড়িতেই প্রতিদিনই চলছে নবান্নের প্রচুর আয়োজন। যে সব বাড়িতে নবান্নের আয়োজন হয়নি, তারাও হয়তো অন্য বাড়ি থেকে নবান্নের উপাদেয় খাবার এসে সপরিবারে তা মুখে দিচ্ছে। দীনেন্দ্র কুমার রায় 'নবান্ন' সম্পর্কে 'পল্লী বৈচিত্র্য' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মধুর হেমন্তের অবসানকালে নবান্ন দিনে' গ্রামবাংলা এক সময় হর্ষকলরবে মুখরিত হত। 'নদী তীরবর্তী' সুবৃহৎ ষষ্ঠী গাছের ছায়ায় গ্রামের রাখাল-কৃষাণ-মজুরেরা সমবেত হয়ে বিশ্রাম নিত। 'পল্লী রমনীগণ নদী জলে গা ধুইয়ে কলসী ভরিয়া জল লইয়া গৃহে ফিরতো।' ছেলেরা সমস্ত দুপুর বাড়ির বারান্দায়, চিলেকোঠার ছাতে, অন্দরের বাগানে, গোয়াল ঘরের অন্তরালে' লুকোচুরি খেলতো। সকল বাড়িতেই আয়োজন করা হতো ডাল, ভাল মাছ, গুড়-অম্বল, দৈ, পায়েস প্রভৃতি উপকরণের আহার। শিব মন্দিরের বারান্দায় বসে নেশাখোর বাউলের দল ডুগডুগি বাজিয়ে গাইত,

বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে / শ্মশান ঘাটে যাচ্ছে চলে।।

২. বৈশাখী উৎসব

নতুন বছরকে বরণ করে নিতে ১৯৭০-এর দশক থেকে রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলায় বসে বৈশাখী মেলা। মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় ধুয়া-জারি, কবিগান, পালাগান, যাত্রাপালা, পুতুল নাচ, লাঠি খেলা ইত্যাদি। রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আদলে '৭০ এর দশকে বাঘায় বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে এ উৎসব গ্রামীণ মেলায় পরিণত হয়। এ মেলায় স্থিতিকাল হয় তিনদিন। এই তিন দিন ধরেই চলে যাত্রাপালা, কবিগান, তরজা, বাউল গান, পাশপাশি হয় দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনীও। এ মেলায় যাত্রারদল, কীর্তন গায়ক, ভাল কথকদের পুরস্কার ও সম্মাননা এবং অনাথ-অসহায়কে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে। কামার-কুমার, জোলা, ফেরিওয়ালাদের ডাকা হয় পসরা সাজানেরা জন্য। লাঠিয়াল বাহিনীকে ডাকা হয় লাঠিখেলার কসরৎ দেখাতে। এবারের মেলা কমিটির সভাপতি বলেন, 'আবহমান বাংলার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার প্রয়াসে এ মেলার আয়োজন করা হয়।' রাজশাহী জেলা প্রশাসক বলেন, বাঘায় বৈশাখী মেলা আসলে সংস্কৃতিবান মানুষের প্রাণের মেলা। এ গ্রামের মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নেয়ার আছে।'

www.pathagar.com

লোকমেলা

১. বাঘার মেলা

বাংলাদেশে লোকমেলার ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। মেলা শক্তিশালী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান। জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে মেলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মেলা শব্দটির সাথে সকলেই কমবেশি পরিচিত। এমন কোনো জনপদ নেই, যেখানে মেলার অস্তিত্ব নেই। রাজশাহী জেলার সর্ববৃহৎ পাঁচশ বছরের পুরানো মেলা বাঘার মেলা। মেলাটি প্রতি বছর মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে বসে। বাঘা রাজশাহীর একটি প্রাচীন জনপদ। বিখ্যাত বাঘা মসজিদটি এই জনপদের প্রাচীনত্বকে সমর্থন করে। হযরত মাওলানা শাহ মোয়াজ্জেম-উদ্-দৌলা ওরফে শাহ দৌলার সম্মানে ১৫২৩ সালে বাংলার সুলতান নাসির উদ্দীন নুসরত শাহ এখানে একটি জামে মসজিদ তৈরি করেছিলেন। মসজিদটি স্থানের নামানুসারে বাঘা শাহী মসজিদ নামে সকলের কাছে পরিচিত। ১৫০৫ সালে শাহ দৌলা (র.) তাঁর পাঁচ সঙ্গীসহ সুদূর ইরাক থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঘায় এসেছিলেন। জনশ্রুতি আছে, তিনি বাঘ পরিবিষ্ট অবস্থায় থাকতেন বলে পরবর্তীতে এলাকাটির নাম হয় বাঘা।

হযরত শাহদৌলা (র.) বাগদাদ শরীফের আব্বাসিয়া বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা হযরত শাহ মোহাম্মদ আব্বাস একজন আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন কামেল দরবেশ ছিলেন। পিতার শিক্ষায় এবং সার্বিক সহায়তায় স্বীয় পীর মুর্শিদের দোওয়ার বরকতে শাহদৌলা (র.) অতি অল্প সময়ে অশেষ কামেলিয়াত হাসিল করতে সক্ষম হন। ইহজগতের লোভ লালসায় না থেকে ধর্ম পালন এবং প্রচার, জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় জন্মভূমি বাগদাদ ছেড়ে সকল আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে বহু বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশে পৌছেন। জনমানবহীন হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি বাঘার জঙ্গলের নাম শুনলে হৃদয় প্রকম্পিত হয়। এই জঙ্গলে মানুষ বাস করতে পারে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করতে পারেনি। যারা সাহস করে হিংস্র প্রাণী পরিবেষ্টিত ওলির সান্নিধ্য লাভ করলো, তাদের জীবন ধন্য হল। ধীরে ধীরে জঙ্গল পরিষ্কার করে ফকিরের আস্তানা সরগরম হয়ে উঠলো। বাজার, বন্দর, শিক্ষা সংস্কৃতিতে এক নতুন পরিবেশ স্থানটির সুখবর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লে, দলে দলে লোক এসে দরবেশের সাহচর্য লাভ করতে লাগলো। তিনি একটি খানকা ও একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসাটি তার উত্তর পুরুষ হযরত আব্দুল ওয়াহাব (র.) এর তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসাটি ইসলামী একাডেমি বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরদূরান্তের তালেবে এলেমদের থাকা খাওয়ার জন্য বড় একটি বোর্ডিং

www.pathagar.com

ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দালান কোঠা দিঘির উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। হযরত আব্দুল ওয়াহাব (র.) এর মৃত্যুর পর দরবারের ৪২টি মৌজা তার পুত্র হযরত শাহ মোহাম্মদ রফিক (র.) তার অংশের ২৩৩ এর ৭ আনা শালিয়ার সম্পত্তি (১০৩৮ হি :) ওয়াকফ করেন এবং পরিষ্কার বিধান রাখেন তাঁর পুরুষ বংশ ধরদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি ধর্মভীরু হবেন তিনি এই ওয়াকফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লি হবেন। বর্তমান ১৬তম মোতাওয়াল্লি রইস খন্দকার মৌ : মো. মুনসুরুল ইসলামের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেমন : হযরত শাহ রফিক ইসলামী একাডেমী, হযরত শাহ ওয়াহাব হাফেজিয়া মাদ্রাসা। এছাড়া পাঁচশত বছরের ঐতিহ্যবাহী দিঘি সরকারি সহযোগিতায় পুনঃখনন করান। দরবারে মুসফিরদের থাকার জন্য ৫০ ফিট লম্ব তিনটি মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এক সাথে ৫০০ মুসল্লি নামাজ পড়তে পারেন এমন সুন্দর মসজিদ দিঘির পাড়ে তৈরি করেছেন। হযরত শাহ দৌলা ও তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল হামিদ এর মৃত্যুর পরে এখানে ওরশ মোবারক শুরু হয়। ঈদুল ফিতরের পরের দু'দিন নির্ধারিত আছে ওরশের জন্য। প্রতি বছর বার্ষিক এ ওরশে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও ভারত থেকে প্রচুর হিন্দু মুসলমান আসেন। ধারণা করা হয় ওরশে আগত লোকজনের মাধ্যমেই মেলাটির সূচনা হয়েছিল। যে উপলক্ষেই মেলার প্রচলন শুরু হোক না কেন এ মেলার বয়স পাঁচশ বছর পেরিয়ে গেছে। মেলাটি এ অঞ্চলের মানুষের কাছে 'ঈদ মেলা' নামে আঞ্চলিকভাবে পরিচিত। মেলার কাজ শুরু হয় ঈদের পনের দিন আগে থেকে। শাহদৌলা ডিগ্রী কলেজ মাঠে কাঠের সামগ্রী খাট, পালকের মেলা বসে ১৬ রমজান থেকে পরবর্তী এক মাস। মেলার স্থান, কলেজ মাঠ, বাঘা স্কুল মাঠ, বাজার এলাকা, ঈদগাহ ময়দান, দরগাহ প্রাঙ্গণ ও দিঘির পাড় জুড়ে। জমজমাট মেলা চলে ঈদের পূর্ব দিন থেকে এক সপ্তাহ।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সারা দেশে থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগদান করে এ মেলায়। সুফি ফকির বা এক সপ্তাহ আগে থেকেই মুসাফিরখানায় তাদের আসন দখল করেন। হৃদয়ের আবেগ দিয়ে বিভোর হয়ে নারীপুরুষ সম্মিলিতভাবে গেয়ে থাকেন বাউল গান। এ ওরশে নানা প্রকার ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, এর মধ্যে কোরান খতম, ওয়াজ নসিহত, মিলাদ মাহফিল, ওরশের শেষ দিন বাদ যোহর আখেরি মোনাজাত হয়। মোনাজাত শেষে থাকে তবারকের পর্ব। প্রতি ওরশে বড় বড় ৫/৬ টি করে গরু জবাই করা হয়। গরুর মাংস আর চাল ডালে পাকানো তবারক। তবারক প্যাকেটে করে হাজার হাজার মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়। এই মেলার প্রধান আকর্ষণ বিভিন্ন ডিজাইনের ফার্নিচার। ফার্নিচারের এত বড় মেলা খুব কম আছে। মাটি, কাঁসা, পিতল, প্লাস্টিকের বিভিন্ন সৌখিন সামগ্রী প্রচুর বিক্রি হয় মেলায়। শত শত দোকানে ছেয়ে যায় পুরো মেলা প্রাঙ্গণ। দোকানীরা আসেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। দা, বটি, কোদাল, হাতুড়ি, কাঁচি, ছুড়ি প্রভৃতি কৃষিপণ্য পাওয়া যায় এই মেলায়। তাছাড়া বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্রেরও দেখা মেলে এই মেলায়। এ ছাড়া মিষ্টির দোকান, বিভিন্ন খাবারের দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি, বই ছবির অসংখ্য দোকান বসে মেলায় বিভিন্ন

www.pathagar.com

জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সারা বছরের সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে মানুষ এই মেলা থেকে। শুধু কেনাকাটা নয় সমগ্র মেলাটি বিনোদনের হরেক আয়োজন যেমন : নাগরদোলা, পুতুল নাচ, ম্যাজিক শো, মোটর সাইকেল চালানো। বিনোদনের জন্য এখানে যাত্রা সার্কাস আসতো। কিন্তু কয়েক বছর ধরে তা আসা বন্ধ আছে। সুফি ফকির তরিকার বিভিন্ন লোকজনের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোক আসে মেলার টানে। ওরশ দু'দিনের হলেও মেলা চলে সপ্তাহব্যাপী, আর ফার্নিচার থাকে এক মাস। বর্তমানে মেলার জৌলুস অনেক কমে গেছে। এক সময় এ মেলায় উট পর্যন্ত বিক্রি হত জানা যায়। এখন গবাদিপশু তেমন বিক্রি হয় না। যে সমস্ত মরগ মুরগি, খাসি ছাগল মাজারে মান্নত হিসাবে আসে তা যবাই করা হয় আবার কিছু কিছু বিক্রয় করা হয়। মাজারের পাশে কয়েকশ বছরের পুরাতন একটি তেঁতুল গাছ আছে। এই গাছটিকে সকলে মান্য করে। মানত করে অনেকে এ গাছে সুতা বাঁধে। আবার নিঃসন্তান নারী সন্তান লাভের আশায়, বিপদগ্রস্ত মানুষ বিপদ ও রোগ বালাই এর থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে মাজারে মানত করে। মেলার সময় এবং প্রতি শুক্রবার শত শত মানুষ আসে মান্নতের খাসি মুরগি নিয়ে। এখানে এসে জবাই করে খিচুড়ি রান্না করে, মাজারে ভক্ত মুরিদদের দেন এবং নিজেরা খেয়ে দোয়া নিয়ে বাসায় ফিরেন।

মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক মধুর মিলন, ভক্তিবাদ, প্রেমবাদ হলো লোকমেলার মূল সূত্র। যদিও অধিকাংশ মেলাই অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় উপলক্ষে কিন্তু জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে লোক মেলা এক করে নেয়। মেলাই হলো একমাত্র স্থান যেখানে সামাজিক কোনো বিভাজন থাকে না। মেলা হয়ে ওঠে সবার অর্থাৎ সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার স্বরূপ, যা আবহমান বাংলাদেশেরই প্রতিমূর্তি। মেলার আনেক আকর্ষণ থেকে তাই কেউ-ই নিজেকে বিমুক্ত রাখতে পারে না। এসব বিবেচনা করে বলাই যায় পাঁচশবর্ষী এসব মেলা যতদিন সমাজে বহমান থাকবে ততদিন আমাদের সামাজিক বৈষম্য, মানসিক ভেদাভেদ অনেক দূরে সরে থাকবে।

২. বান্নির মেলা

বান্নির মেলা হয় চৈত্র মাসের ১২-১৪ তারিখ পর্যন্ত, স্থান-হোজা পানানগর, দুর্গাপুর। বান্নির মেলা বা বারুনী মেলা হোজা অনন্ত কান্দী নদীর তীরে বসে। বর্তমানে এটি তিন দিন হলেও পূর্বে এ মেলা সপ্তাহ ধরে চলত। এ মেলার উৎসব শুরু হয় কালী দেবীর নামে পাঠা বলী দেওয়াকে কেন্দ্র করে। হোজা নদীর কালীদহ নামক স্থানে মূলত হিন্দু সম্প্রদায় এই মেলার আয়োজন করে গঙ্গাস্নান ও পাঠা বলী দেয়। কিন্তু এ উৎসবে মুসলমানরাও সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। দেবীর উদ্দেশ্যে কিংবা স্ব-সম্প্রদায় অনুযায়ী বিভিন্ন জিনিস মানত করে কালীদহে নিক্ষেপ করে যেমন- গাছের প্রথম ডাব ছুড়লে বেশি ডাব ধরবে এমন বিশ্বাস আছে এলাকাবাসীর। তাছাড়া মনের ইচ্ছাপূরণের জন্য চাল ডাল নদীতে ছুড়ে ফেলা হয়। এ মেলার বড় ঐতিহ্য সখের হাড়ি। মাটির হাড়িতে

www.pathagar.com

নানা রকম রঙ করে এ মেলায় বিক্রি হয়। শখের হাড়িতে করে চুন, মিষ্টিও বিক্রি হত প্রচুর। এ মেলার চুন খুব বিখ্যাত তাছাড়া মুড়ি, খৈ, ঝোলা দই, জিলাপি, আর বিচিত্র রকমের খাবার পাওয়া যেত। মেলা থেকে জিলাপি খাব এমন কথা শোনা যায় সবার মুখেই। পূর্বে নৌকা বাইচ জমজমাট ছিল বর্তমানে নদীতে পানি কমে যাওয়ায় বর্তমানে নৌকা বাইচ আর হয় না। পূর্বে এখানে ৮/১০ টি বটগাছ ছিল এর ছায়াতেই মেলা বসত বর্তমানে সংরক্ষণের অভাবে এগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।[১]

উজালখলসির মেলা/ঘোড়-দৌড়ের মেলা

উজালখলসীর আইচাঁদ নদীর তীরে উজালখলসীর মেলা বসে। আশ্বিন মাসের শেষ দিন এ মেলার শুরু হয়। দুইশত বছরেরও অধিক সময় ধরে এ মেলা চলে আসছে। পূর্বে এ মেলার নাম ছিল ঘোড়দৌড়ের মেলা। কথিত আছে ধনাই সওদাগরের নৌকাবাইচের খুব সখ ছিল। এক নৌকাবাইচের সময় তার নৌকা ডুবে যায়। অনেক দিন পর নৌকার দুই গলুই-এ দুইটা বটগাছ জন্মে যা এখনও আছে ধনাই সওদাগরের ছড়া প্রচলিত আছে। বর্তমানে এ মেলা জমজমাট প্রচুর দোকানপাট লোক সমাগম হয়। জামাই ষষ্ঠির মত মেয়ে জামাই এসে বাপের বাড়িতে নায়র নেয়। জামাই বাজার করে আনে। তাছাড়া আত্মীয়স্বজন বেড়াতে আসে মেলা উপলক্ষে। মেলায় কমপক্ষে ৪০/৫০ টা মহিষ জবাই হয়। লাঠি খেলা, সার্কাস, পুতুল নাচ, নাগর দোলা, মাটির নকসা করা শখের হাড়ি, কলস, কাচের চুড়ি, কাঠ, বাঁশ, বেত, কামার, কুমোরের বিচিত্র দৈনন্দিন ও রকমারি শখের জিনিস পাওয়া যায়।[২]

৩. পুঠিয়া রথযাত্রার মেলা

বিচিত্র ধরনের বহুমুখী আয়োজন নিয়ে বাংলাদেশে সারা বছর নানা ধরনের মেলা পূজা-পার্বন উৎসবের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ভেদাভেদ ভুলে ভক্তি আনন্দ আন্তরিকতায় মেতে উঠেন। একসময়ের হিন্দু অধ্যুষিত পুঠিয়া আজ তাদের ঐতিহ্য অনুষ্ঠান হারাতে বসেছে। বিশ্বনাথ দাস (৫৮) যিনি গুরুপ্রসাদ দাস নামেই অধিক পরিচিত, জানালেন ১২ মাসের বিভিন্ন উৎসবের কথা যা বাঙালিরা সারা বছর আয়োজন করে আসছে। যেমন : বৈশাখে বর্ষবরণ, জৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী, আষাঢ়ে রথযাত্রার মেলা, শ্রাবণে ঝুলন, জন্মাষ্টমী, মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, ভাদু পূজা (ভাদু মানে শ্রীকৃষ্ণ), আশ্বিনে-কার্তিক পূজা, লক্ষী পূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, অগ্রহায়ণে নবান্ন, রাস, পৌষে পৌষ-পার্বণ, মাঘ মাসে মাঘী পূর্ণিমা, সরস্বতী পূজা, ফাল্গুনে শিব রাত্রি, চৈত্রে দোল, চড়ক পূজা (বর্ষশেষে) ইত্যাদি। তবে পুঠিয়া উপজেলার রথযাত্রার মেলা ব্যাপক আড়ম্বরের সাথে আয়োজন করা হয় পুঠিয়া বাজারের বিশ্বনাথ দাসের কাছ থেকে জানতে পারি এই রথযাত্রার মেলা ভারতের পুরীতে আনুমানিক ২০০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে শুরু হয়েছে এবং পুরীর মন্দিরটিও

www.pathagar.com

আনুমানিক ২৫০০ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছে। পুঠিয়ায় এই অনুষ্ঠানটি ২০০ বছরেরও অধিকাল থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পুঠিয়া রথযাত্রার মেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভগবান জগন্নাথ দেব তাঁর ভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রাকে নিয়ে আষাঢ় মাসের দুতীয়া তিথিথে (দ্বিতীয়া তিথি) রথে চড়ে খুদু মাসির বাড়িতে বেড়াতে যান। মাসির বাড়িতে ৮ দিন থাকার পর নবম দিনের রথে চড়ে ভাইবোনকে নিয়ে ফিরে আসেন। ভগবান জগন্নাথ দেবের এই রথযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান হিন্দু সম্পদায়ের মধ্যে পালিত হয়। কিন্তু এই আনন্দ ভাগ করে নেন আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় তিথি কখনো আষাঢ় মাসে প্রথম কখনো মধ্যে কখনো শেষে পড়ে। শেষে হলে কিছু কিছু অনুষ্ঠান শ্রাবণের প্রথমে চলে যায় তবে অনুষ্ঠানে শ্রাবণ মাসে শুরু হয় না বা গোটা অনুষ্ঠান শ্রাবণ মাসে হয় না। পুঠিয়ায় এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান শুরু হয় গোবিন্দ মন্দির থেকে। এ মন্দিরটি পুঠিয়া পাঁচআনী রাজারবাড়ির পূর্বমধ্য ভাগে অবস্থিত। এ মন্দিরটি প্রায় পৌনে দু'শো বছরের প্রাচীন। এটি একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। চার কোণের রত্ন অপেক্ষা মধ্যের রত্নটি বৃহৎ। মন্দিরের পাঁচটি চূড়ায় প্রতিটিতে আছে চক্র। সম্পূর্ণ মন্দির গাত্রটি পোড়া মাটির টেরা কোটার অলংকরণে শোভিত। প্রতিটি টেরা কোটায় হিন্দু পৌরণিক কাহিনীর চিত্র উৎকীর্ণ। মন্দির অভ্যন্তরে নিচতলায় একটি কক্ষ। সেখানে শ্রী গোবিন্দ, শ্রী রাধা, শ্রী গোপাল, শ্রী গৌর ও শ্রী নিতাই এর পূর্ণবয়স মূর্তি কাঠের চৌদোলায় স্থাপিত। (**সূত্র : পুঠিয়া শিবমন্দির, রচনা ও সংকলন : গুরু প্রসাদ দাস ও বিকাশ চন্দ্র সরকার, পুঠিয়া।**)

এই মন্দিরটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম টেরা কোটা অলঙ্কৃত মন্দির। এটি নির্মাণ করেন মহারানী ভুবনময়ী দেবী। বেলা একটার সময় পুঠিয়া রাজবাড়ি গিয়ে দেখি অনেকগুলো ছোট বাচ্চা পান চিনি (পান, চিনি, ফুল) ছোট ঝাকায় নিয়ে রথের পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের সাথে কথা বলে জানলাম তারা সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের। তারা রথযাত্রার দিন এবং নবম দিন অর্থাৎ উল্টা রথের দিন এই পান-চিনি নিয়ে আসে। আর পান-চিনি ১ টাকা পিস বিক্রি করছে দেখে একটি কিনলাম এবং তাদের সাথে কথা বলে জানলাম এটা তাদের উৎসবের একটা অংশ অনেকেই পান-চিনি কিনছে। কিছুক্ষণের মধ্যে লোক সমাগম হতে লাগল গোবিন্দ মন্দিরে সেখানে নানা কীর্তন শোনা যাচ্ছিল। সেবাইত প্রতিমা বালা বাসু (৪৫) বড় শাঁখ (শঙ্খ) কয়েক বার বাজালো। মন্দিরের পুরোহিত সেবাইত কার্তিক ঘোষকে অনেকেই ২/১ টাকা করে সেবা দিচ্ছিলেন। বেলা ২টার সময় গোবিন্দ মন্দিরে কীর্তনসহ বিভিন্ন আচার কৃত্য শেষ হবার পর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে রথে উঠানো হয়। মন্দিরের পুরোহিত, সেবাইত ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও রথে উঠে রথের সামনের ২টি লম্বা রশি ধরে রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হয় শিব মন্দির। ৬টি লোহার চাকার উপর কাঠের রথ। সামনে দুটি কাঠের ঘোড়া ও একজন সারথি। রথের পেছন ও ২ পাশ থেকে রথ ঠেলে নেওয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

সামনের দিকে। মাঝে মাঝে রথ পেছনের দিকে সরে আসছে আবার সামনের দিকে এভাবেই শিব মন্দিরে এসে রথযাত্রা শেষ হয়।

পুঠিয়া বাজারের রবিউল ইসলাম দুখু (৬৬) জানালেন পূর্বে হিন্দুপাড়ায় রথ থাকার বড় ঘর ছিল তিনি নিজে দেখেছেন। তিনি আরও জানালেন দিঘির ওপার চার আনী রাজার পিতলের রথ ছিল এবং এপারে পাঁচ আনী রাজার লোহার রথ ছিল। পাঁচ আনী রাজা দেশভাগের সময় দেবেন চক্রবর্ত্তীর হাতে দায়িত্ব দিয়ে ভারতে চলে যায়। কিন্তু দেবেন চক্রবর্ত্তী নওগাঁর এক পার্টির কাছে রথটি বিক্রি করে দেন। রথটি নৌকায় নওগাঁর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় তাহেরপুরে নৌকাডুবে নদীগর্ভে বিলীন হয় বলে লোকমুখে শোনা যায়। ১৫/২০ বছর আগেও রথযাত্রা উপলক্ষে পুঠিয়া রাজবাড়ির সামনে যে মেলা বসত তাতে বিভিন্ন গান যেমন আলকাপ, জারী, মাদার, যাত্রা, পুতুল নাচ, সার্কাস এমনকি জুয়া খেলাও হত। জুয়ার টাকায় সার্কাস আনা হত এমন তথ্য দিয়েছে রবিউল ইসলাম দুখু।

পুঠিয়া বাজারের মনিরুল ইসলাম সাবু (৩৮) বললেন এখানে বড় সার্কাস ১টি, ছোট সার্কাস ১/২টি, পুতুল নাচ ২টি দেখানো হত। সর্বশেষ ১৪/১৫ বছর আগে এ মেলায় সার্কাস দেখানো হয়। এ বছর মেলায় মটরসাইকেল খেলা এসেছে। গতবছর মেলায় ছোট চরকি ছিল, বলেছেন মনিরুল ইসলাম। বর্তমানে বেশি পরিমাণে চোখে পড়ে কাঠের জিনিসপত্রের দোকান, এখানে চেয়ার, টেবিল, খাট, চৌকি, আলমারি, শোকেস, সোফা, পালঙ্ক থেকে শুরু করে বেলুন পিড়িসহ অন্যান্য কাঠের জিনিস। দোল মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে মাটির ও কাঠের বিভিন্ন খেলনার দোকান মেলার শোভা বর্ধন করছে। দোল মন্দিরের পূর্ব-পশ্চিম কোনো মাটির খেলনার দোকান দিয়েছে প্রদীপ দাস (৪০); তিনি মূলত টিন মিস্ত্রি কিন্তু প্রতি বছর এ মেলার সময় মাটির খেলনার দোকান দেন। মালামাল নিয়ে আসেন বগুড়া থেকে। তার দোকানে নানা আকারের ও বিচিত্র রং ও বৈচিত্র্যের মাটির পুতুল ব্যাংক, হাঁড়ি, পাতিল টমেটো, ডালিম, তাল, আপেল, কামরাঙ্গা, ঘোড়া ইত্যাদি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য তার বাড়ি কৃষ্ণপুর পুঠিয়া। মো. সফিউল বারী (২৮), দুপচাচিয়া, বগুড়া থেকে এসেছেন কাঠ কাগজের খেলনার দোকান নিয়ে। তাঁর বাসায় কুটিরশিল্পে এগুলো তৈরি হয়। ৬/৭ বছর থেকে মেলায় আসছেন। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তিনি কাঠ ও মাটি দিয়ে তৈরি ব্যাঙ গাড়ি, মুখোশ, বাঁশি, কাগজের ফুল, বিক্রি করছেন। মেলায় সিরাজগঞ্জ, নাটোর, বগুড়া, দিনাজপুর ইত্যাদি জায়গা থেকে এসে বিভিন্ন পসরা নিয়ে দোকান খুলেছেন। সোহেল রানা (১৬) জানালেন তিনি দিনাজপুর থেকে এসেছেন এবং মেলায় দোকান করে বেচাকেনা ও মেলা দেখেন অর্থাৎ রথ দেখা ও কলা বেচা একসাথে চলে। তিনি জানালেন তারা অনেকজন একসাথে এভাবে মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ান। রাজশাহী থেকে কসমেটিক্স সামগ্রী নিয়ে এসেছেন মোসা : আসমা বেগম। সঙ্গে তার স্বামী আছে। মো. সোবহান আলী (৩০) জানালেন তিনি ১৫ বছর থেকে পুঠিয়া মেলায় দোকান বসান। মেলায় বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিক্রি হয়। এর মধ্যে মেলার জিলাপি অন্যতম। এছাড়া ছবি, পোস্টার, ফুল, গাছ, কম্বল বিভিন্ন স্টিল সামগ্রীর

www.pathagar.com

দোকান দেখা যায়। মেলার প্রাণ কাঠের ফার্নিচার। এসব বেচাকেনা খুব বেশি। এ বছর মেলার আয়োজন করেছে পুঠিয়া হিন্দু কল্যাণ সংস্কার সমিতি।

মেলার সাংস্কৃতিক পরিবেশ বন্ধ হবার কারণ

গ্রাম বাংলা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। আগের সেই গ্রামীণ সংহতি ও সমন্বিত সাংস্কৃতিক পটভূমি চাই। পূর্বে এ মেলা উপলক্ষে বিচিত্র ধরনের গান-বাজনা, সার্কাস, পুতুল নাচ হলেও বর্তমানে এগুলো একেবারেই হয় না। ধর্মীয় উগ্রতা ও অসহিষ্ণু পরিবেশ, সুষ্ঠু পরিচালনা, স্থানাভাব অভাব, রাজনৈতিক কোলাহল, ক্লাবগুলোর বিশৃঙ্খলা, সরকারি সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি কারণ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য পুঠিয়ার পাঁচআনী রাজা রামচন্দ্র ঠাকুর বারভূঁইয়াদের একজন যিনি এ উৎসবের আয়োজন করতেন এবং কালক্রমে তা মেলায় রূপ নেয়। বর্তমানে এ উৎসব ও মেলা থাকলেও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নেই একেবারে।

মেলা সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহে সহায়তা

১। রবিউল ইসলাম দুখু (৬৬), পুঠিয়া বাজার। ২। মনিরুল ইসলাম সাবু (৩৮), পুঠিয়া বাজার। ৩। অরুণ কুমার দত্ত (৫৬) পুঠিয়া, বাজার। ৪। প্রশান্ত কুমার চৌধুরী, পুঠিয়া। ৫। বিশ্বনাথ দাস (৫৮) (গুরুপ্রসাদ দাস), পুঠিয়া।

৪. রথের মেলা

বিকাল ঠিক ৪.০০টা আমি আর সমন্বয়ক ড. আবুল হাসান চৌধুরী রথের মেলায় উপস্থিত হলাম। প্রচণ্ড ভিড়। কোনো কিছু শোনা যাচ্ছে না বিশ্ব কাপের বাঁশির শব্দে। তবুও আবু সাইদ নামের এক কাঠ ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার চেষ্টা করি। বিভিন্ন মেলায় অংশ গ্রহণ কারে আবু সাইদ প্রামাণিকের সঙ্গে আছে তার হেড মিস্ত্রি বেলাল। সাইদ সাহেব বিক্রির কারণে আমাদের সাথে কথা বলতে ইতস্তত বোধ করছে। কারণ আমি আবার তাৎক্ষণিক কারণটা বের করলাম ০৪.০৭.২০১১ ছিল উল্টো রথ সাতদিন আগে, সোজা রথ হয়েছে জানতে পারলাম আমরা শেষ রথের মেলার দিন রথের মেলায় গেছি। যাক সে সকল কথা। বেলালকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কত দিন যাবৎ এই কাজের সঙ্গে জড়িত, সে আমাকে বলল ২০/২১ বছর। আপনার পূর্ব পুরুষ কি এই কাজ জড়িত সে বলে আমার বাবা মিস্ত্রি। দাদাও মিস্ত্রি ছিল। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই কাজ করবে কি না জানি না। কারণ ফরেন ফার্নিচার স্টিলের খাট ও প্লেন শিটের ব্যবহারে এই শিল্প আর বেশি দিন বাজারে টিকবে কিনা তা ভাবার বিষয়। সর্বপরি কাঠের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এই শিল্প বিলুপ্তি হতে বসেছে। কাঠ ব্যবহারকারী ক্রেতার সামর্থ্যের বাইরে হওয়ায় কাঠ শিল্প ব্যবহার কমে আসছে। কথকের মূলবান সাজানো গুছানো কথাগুলো শুনতে বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু সন্ধ্যা প্রায় দোরগোড়ায়। আপনার মাসিক বেতন বা রোজ কত করে মজুরি মালিক দেয়। করুণ ভাবে সে আমাক বলল কাজ যেভাবে করি সেই হিসাবে আমার

www.pathagar.com

পারিশ্রমিক মালিক দিতে পারে না আমি তাঁকে অনেক রিকুয়েস্ট করার পরে তিনি বলল সর্বনিম্ন ৪,৫০০/- থেকে ১২,০০০/ ১৫,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এই টাকায় আপনার সংসার চলে তিনি বললেন কাজ খুব বেশি হলে ভালই চলে কিন্তু দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতিতে আমাদের এই বেতন/ ভাতাই সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার হয়ে পড়ে। আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন- ২ ছেলে তিন মেয়ে। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি আর ১টি মেয়ে ৮ম শ্রেণীতে পড়ে ছেলে দুটো ছোট। তারাও স্কুলে লেখাপড়া করে। আপনার আর কোন মেলাই যান। উত্তরে আমরা বিভিন্ন মেলায় তারিখ ও বার ক্যালেন্ডার দেখে লিখে রাখি এবং সময় মত বিভিন্ন মেলায় উপস্থিত হয়।

স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন ফুলের নান্দনিকতা নজর কাড়ে বেলালের হাতের কাজে, চোখে না দেখলে বোঝা অসম্ভব এবং রং দিয়ে উজ্জ্বল করে মানুষের নজরে আকর্ষণীয় করে তোলার অপূর্ব ক্ষমতা বেলাল মিস্ত্রির। দেখে মনে হোল যেন পালকির খাটে একটু গা জিরিয়ে নেয়। তখন সন্ধ্যা নেমেছে স্যার আমাকে বলল 'মাসাদ' চল বাড়ি যেতে হবে সন্ধ্যা হয়েছে। আমি ও স্যার রওনা হলাম রথের মেলা থেকে। যা পাওয়া যায় মেলা মানে বিভিন্ন সমারোহের মেলা, পাপুড় ভাজা থেকে মিষ্টান্ন সামগ্রী, মাটির পুতুল থেকে শোলার কুমির এমন কিছু লোকজ সামগ্রী নাই যে মেলায় ছিল না। ছিল ছোট বাচ্চাদের বাঁশি আর মুখোশ। হিন্দু মুসলমান নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েদের মিলন ক্ষেত্র রথের মেলা। বর্ষাকে উপেক্ষা করে বৃষ্টিতে ভিজে সকল জাতির মানুষের হিংসা বিদ্বেষ ভুলে এক অপূর্ব মিলন মেলা রাজশাহী রথের মেলা। প্রশাসনিক তৎপরতার কারণে মেলার পরিবেশ শান্ত লক্ষণীয়। শখের হাঁড়ি কম চোখে পড়লেও ভূট্টার খৈ (পপকর্ন) এ যেন হাজার বছরের বাঙ্গালির ঐতিহ্য, সঙ্গে মুড়ির নাড়ু। পাশে থেকে এক বৃদ্ধা তার নাতিকে বলছে, 'পাপুড় ভাজা খেতে মজা দাঁত নাই তো কিসের মজা।' লক্ষ্য করে দেখলাম বৃদ্ধের একটিও দাঁত নেই। বৃদ্ধ তার যৌবনের সেই দিনগুলি তার নাতিকে বোঝাতে চেয়েছে তোর (নাতির) বয়সে রথের মেলায় এসে কত পাপুড় খেতাম। এখন দাঁত না থাকার কারণে সে খেতে পারে না। বৃদ্ধের হাতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পাপুড় খাওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে উল্কায় উঠে বাড়ির পথে রওনা দিলাম।[৩]

শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা সনাতন হিন্দুধর্মের একটি অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান। আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ভগবান এইদিন ভক্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় পথে নামেন। শাস্ত্রে আছে রথের রশি টানলে তার আর পুন :জন্ম হয় না-"রথে তু বামনং ছটা পুনঃজন্ম ন বিদ্যাতে"। কাঠের তৈরি বিশালকৃতির রথে আসীন থাকেন প্রভূ জগন্নাথ। তার দু'পাশে থাকেন সুভদ্রা আর বলরাম। ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকে এই রথ উৎসবের সূচনা হয়েছিল।

পুরাণে উল্লেখ আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্বর হয়েছিল এই বর্ষা ঋতুতে। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি মাসীর বাড়ি যাবেন। মাসী রোহিনী দেবীর বাড়িতে তিনি এবং দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রা মিলে একসঙ্গে যান। মাসীর কাছে তাঁর শ্রীকৃষ্ণের

www.pathagar.com

বাল্যকালের কথা শুনতে চান। বিশেষ করে ব্রজধামে তার লীলার কথা। মাসীর কাছে শৈশবের লীলা কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁদের বহিঃইন্দ্রিয়সমূহ সঙ্কুচিত হয়ে দারুরূপ পরিগ্রহ করে। এমন সময় দেবটি নারদ এই বিরল দৃশ্য দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে থাকেন। নারদের স্তবে এক সময় তাঁর স্বাভাবিক হয়ে আসেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে তখন নারদ প্রশ্ন কনের প্রভু এ আপনার কী রূপ আজ দেখলাম। কৃষ্ণ বললেন এ আমার জগন্নাথ রূপ। পরবর্তীতে মর্ত্যলোকে এই রূহে যেন তাদের তিনজনকে দেখা যায় এই প্রার্থনা ছিল দেবর্তি নারদের। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এই রূপের তিন পূজিত হচ্ছেন। সঙ্গে আছেন বলরাম আর সুভদ্রা। শ্রীকৃষ্ণের এই রথযাত্রা উৎসবকে স্মরণ করে প্রতিবছর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রথটি মন্দির থেকে ভক্তবৃন্দ টেনে নিয়ে যান আরেকটি মন্দিরে। সাতদিন পর সেখান থেকে রথ আবার ফিরে আসে জগন্নাথ মন্দিরে। প্রকৃতপক্ষে এই রথ যাত্রা উৎসব ভক্ত আর ভগবানের এক মিলন ক্ষেত্র রচনা করে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কণিকা কাব্যের বিখ্যাত কবিতাটি স্মরণযোগ্য :

"রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধাম
ভক্তরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম
রথ ভাবে আমি দেব পথ ভাবে আসি
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসেন অন্তর্যামী"।

কথিত আছে উড়িষ্যার রাজাধিরাজরা সাধারণ মানুষের রথের রশি টানবার অনুমতি দিতেন না। দূর থেকে সাধারণ লোক জগন্নাথ দেবকে প্রণাম করতেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য দেব এই প্রথা ভেঙ্গে দেন। কারণ আদিম চণ্ডাল সবাইকে তিনি বুকে টেনে নিয়েছেন। একবার রথের সময় কিছুতেই রথের চাকা নড়ছিল না। শ্রীচৈতন্য রাজাকে বললেন- যারা দূরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ডাকো। ভগবান শুধু তোমার একার নয়, ভগবানকে স্পর্শ করার অধিকার আজ সবার। চৈতন্যদেবের কথায় রাজার চেতনা হলো। এরপর থেকে সব মানুষের রথের রশি টানবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো।

বাংলাদেশে রথ উপলক্ষে সব থেকে বড় উৎসব হয় ধামরাইএ। অন্যান্য শহরেও রথের উৎসব হয়। রাজশাহী বহু প্রাচীন শহর। এই শহরে রথের উৎসব বহু যুগ থেকে নিয়মিত হয়ে আসছে। রথ উৎসব উপলক্ষে শহরে বড় মেলা বসে। স্বাধীনতার পূর্বে রাজশাহীর পদ্মানদীর তীরবর্তী গোপীনাথ মন্দির থেকে রথ বের হতো নগর পরিক্রমণে। শোনা যায় প্রথম দিকে এই রথ ছিল পিতলের তৈরি। পরবর্তীতে কাঠের রথ হয়েছে। রথ উপলক্ষে পদ্মার ধার থেকে শহরের আলুপট্টির মোড় পর্যন্ত মেলা বসতো। এই মেলায় প্রচুর লোক সমাগম সেদিনও হতো আজও হয়। এখন অবশ্য রথযাত্রা শুরু হয় বোয়ালিয়া থানার পার্শ্বে স্বগীয় বিনয় কর্মকারের বাড়ি থেকে। কাঠের তৈরি রথ। ভক্তবৃন্দ রথের রশি ধরে নগর পরিক্রমায় বের হন। ভগবানকে স্পর্শ করার আনন্দে আকুল থাকে মানুষ। আলুপট্টির মোড় থেকে সাগর পাড়া হয়ে দোসর মণ্ডলের মোড় পর্যন্ত রথের মেলা বসে। এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ সস্তা দামের কাঠের ফার্নিচার। মেলায় বিক্রি হয় মটির পুতুল সহ আরও নানা বিধ সামগ্রী। রকমারি খাবার

www.pathagar.com

দোকান বসে। এর মধ্যে পাঁপড় ভাজা আর জিলাপি খুব বিক্রি হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই মেলা উপভোগ করে। প্রথম যেদিন রথযাত্রা শুরু হয় তাকে বলে সোজারথ। আর যেদিন শেষ হয় সেদিন উল্টোরথ। সাধারণত সোজা রথে জিনিসের দাম একটু বেশি আর উল্টো রথে কম। আসলে মেলা শেষের দিন সব দোকানী কম দামে বিক্রি করে। রাজশাহী শহরের এই রথের মেলা এখন আর সম্পদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সব সম্প্রদায়ের মানুষের এক মিলনক্ষেত্র এই রথের মেলা।[৪]

তথ্যনির্দেশ

১. জামাল দ্বীন সুমন, বাংলা বিভাগ, দুর্গাপুর ডিগ্রী কলেজ, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

২. জামাল দ্বীন সুমন, বাংলা বিভাগ, দুর্গাপুর ডিগ্রী কলেজ, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

৩. মো. আবু সাইদ প্রামাণিক, পিতা-আ : জলিল প্রামাণিক, মাতা-মোসা : সালেহা বেগম, গ্রাম-দোগাছি, পোস্ট-নারতো, উপজেলা-বাহালু, জেলা-বগুড়া, বয়স-৫২, শিক্ষা-নিরক্ষর, পেশা-কাঠের আসবাবপত্র ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ০৪.০৭.২০১১।

৪. ড. শিখা সরকার, পিতা-প্রফেসর নিমাই চন্দ্র সরকার, মাতা-মিসেস মনজু সরকার, গ্রাম-কুমারপাড়া, পোস্ট-ঘোড়ামার, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৫০, শিক্ষা-পিএইচডি।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

লোকসংস্কৃতির বৃহত্তর অঙ্গনে লোকক্রীড়া একইসঙ্গে মানুষের মনোদৈহিক স্ফূর্তি ও আনন্দবিনোদনের নিমিত্ত এক প্রকার প্রদর্শন কলা। আদিম অরণ্যচারী মানুষকে জীবনসংগ্রাম করতে গিয়ে নানা-রকম শারীরিক কসরত করতে হয়েছে। যেমন- দৌড়-ঝাঁপ, পাথর ছোঁড়া, সাঁতার দেওয়া, বৃক্ষারোহণ ইত্যাদি। জীবনধারনের প্রয়োজনে মৎস ও পশুশিকার, পশুপালন, ফলমূল আহোরণ করতে হয়েছে। এসব কাজের মধ্যেও মানুষ একসময় ছন্দ ও আনন্দ খুঁজে পায়। একদা জীবিকার তাগিদে সৃষ্ট নানা শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, সভ্যতার অগ্রগতিতে যার প্রয়োজন কমে যায়। তবে বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী সেই শারীরিক কসরত করার স্বাভাবিক ইচ্ছা মানুষের মনের মধ্যে থেকেই যায়। পরবর্তীকালে অবসর সময়ে মানুষেরা আনন্দ-বিনোদনের ইচ্ছা এবং উপায় থেকেই মূলত লোকক্রীড়ার উৎপত্তি। কোনো কোনো লোকক্রীড়ায় এখনো মানুষের সেই আদিম জীবন ধারণ প্রণালীর প্রতিভাস রয়ে গেছে। যেমন- 'গাছুয়া-গাছুয়া' খেলায় পশুর আক্রমণ থেকে মানুষের বাঁচার কৌশলের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবার 'কুমির-ডাঙ্গা' খেলায় হিংস্র জলজ প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের চিত্র ফুটে ওঠে।

লোকক্রীড়ার বেশির ভাগই খেলে শিশু-কিশোররা। লোকক্রীড়ায় শিশুদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে খেলার মধ্যে শিশুর অবদমিত আকাঙ্ক্ষার মুক্তি ঘটে। তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের মনে সেল্‌ফ অ্যাসারসন ও সেলফ্ অ্যাবসেসমেন্ট- এ দুই ধরনের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রতিপক্ষ যদি দুর্বল হয় তখন মানুষের মনে সেলফ্ অ্যাসারসন বা আত্নপ্রতিষ্ঠার প্রবণতা কাজ করে। আবার শিশুর প্রতিপক্ষ যদি অপেক্ষাকৃত সবল হয় তখন সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়। অল্প সময়ের জন্যে হলেও তখন তার মনে তখন ভীত কাজ করে। অনেক শিশুই বাস্তবে পুলিশকে ভয় পায়, তবে পুলিশের বীরত্বের প্রতি তার বিস্ময়মাখা শ্রদ্ধাও আছে। তাই খেলার জগতে সে পুলিশ সাজতে ভালোবাসে (অসীম দাস, বাংলা লোকক্রীড়ার সামাজিক উৎস, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, পৃ. ৪)।

লোকক্রীড়া এবং আধুনিক সভ্যসমাজের পরিশীলিত নিয়মরীতিবদ্ধ খেলা এক নয়। লোকক্রীড়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. লোকক্রীড়ার নিয়মকানুন অত্যন্ত সহজ তবে এলাকাভেদে একই ক্রীড়ায় নিয়মের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

২. লোকক্রীড়ায় অংশ নেওয়ার জন্য আলাদা কোনো পোশাকের প্রয়োজন পড়ে না, দৈনন্দিন পরিধেয় বস্ত্রই বলে।

www.pathagar.com

৩. এতে সাধারণত কোনো সময় নির্ধারিত থাকে না। খেলোয়াড়রা যতক্ষণ ইচ্ছা খেলতে পারে।

৪. লোকক্রীড়ার উপকরণ যোগাড় করতে তেমন কোনো অর্থব্যয় করতে হয় না।

৫. এ খেলা শেখার জন্য প্রশিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে খেলোয়াড়রা দেখে দেখে বা অনুকরণের মাধ্যমেই এ খেলায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

৬. কোনো কোনো লোকক্রীড়ায় ছড়ার ব্যবহার থাকে এবং এটি সংশ্লিষ্ট খেলাটির একটি বড় আকর্ষণও।

এ অঞ্চলে ৫০টির অধিক লোকক্রীড়ার পরিচয় পাওয়া গেছে। যেমন : ১. বদন ২. বউতোলা ৩. গোল্লাছুট ৪. ডিমপোচ ৫. কিতকিত ৬. পাঁচগুঠি দুশ গুঠি পনের গুঠি বিশগুঠি ৭. দড়িখেলা ৮. ইচিং বিচিং ৯. এক দুই তিন ১০. জলে ডাঙ্গা ১১. বরফ-পানি ১২. ওপেন টি বায়োসকোপ ১৩. দাদা দাদ ১৪. ডাংগুলি ১৫. ইচি বিচি ১৬. ঝা ঝু ঝি ১৭. সরি সরি সাব নেমে ১৮. ফুলতোলা ১৯. পুতুল খেলা ২০. কানামাছি ২১. টুনটুনি পাখি ২২. মালা-আইসক্রিম ২৩. চাঁন চিকড়ি শিতল পাটি ২৪. আমার নাম মিতা ২৫. মিনা যখন ছোট ছিল ২৬. হ্যাঁকা ব্যাঁকা লেবুর গাছ ২৭. অক্ষর দিয়ে গান ধরা ২৮. জিলাপি কিতকিত ২৯. আতাপাতা কিসের পাতা ৩০. ঝাই ঝুপ্পা কানে মাটি ৩১. পেপসি ঝিলমিল ৩২. ইকড়ি মিকড়ি চান চিকড়ি ৩৩. কাঁঠাল গাছ ৩৪. একটিপ দুইটিপ ৩৫. টিপু ৩৬. বাগ বকড়ি ৩৭. এককা দোককা ৩৮. মার্বেল/আংটা ৩৯. কেতাব (আংটা) ৪০. নাকি বুড়ি (আংটা/জুজু) ৪১. একে ঋতু ৪২. চিতল মাছ ৪৩. চিরল চিরল পাতাটি ৪৪. ওয়ানটু ত্রি ৪৫. এ পাশ কি যাব ৪৬. ইঁদুর বিড়াল ৪৭. লুডু ৪৮. নদীর ধারে বনে আছে ৪৯. পুকুর খেলা ৫০. আব্বা জাব্বা ৫১. ওয়ানটু ত্রি ফোর ৫২. হাডুডু ৫৩. রুমাল চোর ৫৪. চুড়ি খেলা ৫৫ মাটি খুলা।

এক সময় বাংলাদেশে বহুবিচিত্র লোকক্রীড়ার প্রচলন ছিল। এর অনেকগুলি কালের বিবর্তনে লুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন : 'দাঁড়িয়াবান্ধা' বা 'গোল্লাছুট' কিংবা ডাং-গুলি এখন আর গ্রামের শিশু-কিশোররাও খেলে না। মেয়েরাও তাদের জন্য নির্ধারিত অনেক খেলাই ভুলতে বসেছে।

১. বউতোলা

প্রথম দুই দলে ভাগ করে নিতে হয়। এক এক দলে ৫/৬ জন করে খেলোয়াড় থাকে। টস করে কার দল আগে বউ বসাবে তা নির্বাচন করতে হয়। যার দান তার দলের মধ্য থেকে একজন বউ বসাবে। ১ম দল একজনকে বউ বসাবে। বাকি খেলোয়াড়েরা একটু দূরে কোটের মধ্যে অবস্থান করে। ১ম দল কিত্ কিত্ করে দম দিয়ে বউ এস মাথা ছুয়ে বিপক্ষ দলকে তাড়া করে বউকে কোটে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। আর বিপক্ষ ২য় দল বউকে এলো মেলো হয়ে ঘিরে রাখে। বউ দৌড় দিয়ে কোটে যাবার

www.pathagar.com

পথে বিপক্ষ দল ছুলেই বউ মরা পড়ে যাবে। তখন ২য় দল আবার বউ বসায়ে খেলা করবে। এই খেলা রাজশাহীর বাঘা অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

২. গাছ-গাছ খেলা

হাত ঝাড়া দিয়ে এক দল খেলোয়াড় তাদের মধ্য থেকে একজনকে চোর নির্বাচিত করবে। চোর নির্বাচন করার নিয়ম হলো সবাই এক সাথে গোলাকার হয়ে দুই হাত ধরে হাতে পাতা বা হাতের পিঠ উপরে রাখবে। কম সংখ্যক তাদের এক রকম তারা পাস হবে। এভাবে সবার শেষে তিন জন থাকবে। তিন জনের মধ্যে যার হাত একা এক রকম হবে, সে হবে চোর। একটা কোট কাটবে। সবাই কোটের মধ্যে থাকবে। আর চোর থাকবে, রাহিরে। চোর গাছের নির্দেশ করবে যে ঐ গাছ ছুয়ে আসতে হবে। সবাই গাছ ছুয়ে ফিরে আসবে। গাছ ছুতে যাবার সময় মারা নেই। ফেরার পথে চোর যাকে ছুবে সে আবার চোর হবে। এই ভাবে খেলা পরিচালিত হয়। এই খেলা রাজশাহীর বাঘা অঞ্চলে প্রচলিত আছে।[১]

৩. আতা-পাতা খেলা

প্রথম খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে একজনকে চোর নির্বাচিত করবে। চোর পাতা আনার জন্য গাছ বাছাই করে দিবে। এইভাবে পরপর সাতটি গাছের পাতা আনার জন্য বলবে। সাত গাছের পাতা আনা হলে, নিজ নিজ কোটের মধ্যে পাতা গুলো লুকাবে। তারপর চোর গাছের পাতা খুঁজতে থাকবে। চোর পাতা না পেলে ৭টা কিল খাবে। পাতা আনতে যাবে এক পায়ে। দ্বিতীয় পা মাটিতে পড়লে চোর তাকে মারলে সে আবার চোর হবে। রাজশাহীর চারঘাট অঞ্চলে এ খেলা প্রচলিত আছে।

৪. বেস বল খেলা

এই খেলায় দুইটি দল হবে। মাঠে পাঁচটি খুঁটি থাকবে। পাঁচ খুঁটির গোড়ায় প্রথম দল দাঁড়াবে। আর একজন পিল এ দাঁড়ায়ে ব্যাট ধরবে। আর একজন মাঝখান থেকে বল করবে। বল করার পর ব্যাটের আঘাতে যখন বল দূরে যাবে তখন প্রথম দল খুঁটি বদল করবে। আর দ্বিতীয় দল বল ধরে প্রথম দলের গায়ে বল মারবে। বল তখনই মারবে যখন এক খুঁটি থেকে অন্য খুঁটিতে দৌড় দিবে। একজন খেলোয়াড় তিন বার যদি ব্যাট বল লাগাতে না পারে সে আউট হয়ে যাবে। এই খেলাটি রাজশাহীর চারঘাট অঞ্চলে প্রচলিত আছে।[২]

৫. বদন

বদন অতিপরিচিত একটি খেলা। এ খেলায় শুষ্ক ও সমতল মাঠ প্রয়োজন। খেলোয়াড়রা প্রথমে দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রতি দলে ৮ থেকে ১০ জন খেলোয়াড় থাকে। তবে দুই দলে বিভক্ত হওয়া যায় মজার মজার উপায় দিয়ে। যেমন : অনেকের মধ্য থেকে ভাল ভাল কয়েকজনকে নিয়ে দুটি দলে ভাগ হওয়া যায়। তবে খুব সহজেই

www.pathagar.com

এ ভাগ করা সম্ভব হয় না। ভাল খেলোয়াড়দের দুটি দলই নিতে চায় কোনো কারণে মতের মিল না হলে দুই জন দুই জন করে বেটে আসে এবং দুইজন মুন (দলনেতা) হয়। যারা বাটতে যায় তারা কেউ দুটি নাম রাখে গোপনে যেমন গোলাপ আর বকুল তখন মুন (দলনেতা) একটি নাম চেয়ে নেয় এভাবে পর্যায়ক্রমে সব খেলোয়াড় দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। আর যারা ছোট তারা যদি ভিন্ন নাম গোলাপ বকুল না রাখে তারা গোপনে হাতে করে ঘাস, মাটি ইত্যাদি নিয়ে এসে মুন (দলনেতা)কে বলে ঘাস নিবানা মাটি নিবা তখন মুন দুইজন ১টি জিনিস বেছে নেয়। সহজে দুটি দল ভাগ হয় না একটু দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে এও তাদের একটি খেলা। এভাবে শুরু হয় বদন খেলা বদন খেলার প্রথমেই খেলোয়াড়রা বদনের ঘর কেটে নেই এভাবে। পক্ষ দলের পাঁচজন ১ নম্বর রুম থেকে শুরু করে এবং পর্যায়ক্রমে ২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০ এভাবে ১০ নম্বর রুম হচ্ছে নুনা এবং ১ নম্বর রুম হচ্ছে বদনের এখনে এসে খেলা শেষ হয় কিন্তু ১ নম্বর থেকে বের হয়ে আবার ১ নম্বর বদনের ঘরে ফিরে আসা এত সহজ নয় বিপক্ষদলের খেলোয়াড়রা ১,২,৩,৪,৫ নম্বর সারিতে দাঁড়িয়ে বাধা দেয়। পক্ষ দল একঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার জন্য ছুটোছুটি করে বিপক্ষদলও দাগের মধ্যে থেকে পক্ষ দলের কাউকে ছুঁয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পক্ষ দলের ১ জনকে ছুঁয়ে দিলেই বিপক্ষ দল খেলা শুরু করে। শুরু করে বদনের ঘর থেকে বের হয়ে নুনা হয়ে বদনের ঘলে ফিরে আসা। ১০ নম্বর ঘরটিকে নুনা ঘর বলে। পক্ষ দলের কেউ যদি ১ নম্বর বদনের ঘর থেকে বের হয়ে ১০ নম্বর ঘর হয়ে ১ নম্বর বদনের ঘরে ঢুকতে পারে তাহলে তাদের পয়েন্ট জমা হয় এভাবে খেলা চলতে থাকে বিপক্ষদল যতক্ষণ না পক্ষ দলের কাউকে ছুঁয়ে দেয়। বিপক্ষদল ছুঁয়ে দিলে পক্ষদল বিপক্ষ দল হয় আর বিপক্ষদল হয়। পক্ষদল এভাবে খেলা চলতে থাকে। বদন খেলা বড়-ছোট সবাই খেলতে পাবে। প্রচুর আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয় খেলোয়াড়েরা। সাথে সাথে শরীরচর্চাও হয় এতে শরীর ও মন ভাল থাকে।

৬. ইচিং বিচিং

ইচিং বিচিং খেলা গ্রামাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় একটি খেলা। এ খেলায় দু'জন চোর হয় এবং বাকি ৫-৭ জন খেলে লাফ দিয়ে কখনো বা নেচে নেচে। দুই পদ্ধতিতে চোর নির্ণয় করা হয় প্রথম পদ্ধতি সবাই গোল হয়ে দাঁড়ায় একজন এক এক করে গুণতে থাকে উবু, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই, শ সকল লতা, পিপল, পাতা, আম-জাম, ফুলবতী, পান এভাবে যে পান হবে তারা খেলার সুযোগ পাবে এবং সবশেষ দুই জন চোর হয়ে পা মেলে বসে। এবার যারা চোর হয়নি তারা খেলতে শুরু করে। প্রথমে চোর দুইজন পা মেলে মুখোমুখি বসে এবং খেলোয়াড়েরা পায়ের উপর দিয়ে লাফ দেয় এরপর চোর দুজন পায়ের উপর পা তুলে। পায়ের উপর একজন একটা বিঘত তুলে আর খেলোয়াড়ের তার উপর দিয়ে লাফিয়ে এক পাশ থেকে অন্যপাশে চলে যায়। এপার থেকে ওপার যাওয়ার সময় যদি চোর খেলোয়াড়ের

www.pathagar.com

হাতের সাথে ভাল খেলোয়াড়েরা পাছা ছুঁয়ে যায় তাহলে সে চোর হয়ে গেল আর না ঠেকলে সে যদি পুরো খেলা শেষ করতে পারে তবে সে পয়েন্ট পাবে। আস্তে আস্তে পায়ের উপর পা তার উপর একজনের হাত তার উপর আরেকজনের হাত এভাবে দুই পায়ের উপর চার হাত (বিঘত) পরিমাণে উঁচু হয়। কখনো কখনো চার হাতের উপর পাশ থেকে ১/২ হাত উঁচু লম্বা করে। এভাবে এপাশ ওপাশ যাওয়া শেষ হলে চোর দুইজন পাদুটো বৃত্তাকার করে। দুই পায়ের সাথে দুই পা ঠেকিয়ে। খেলোয়াড়েরা তখন ইচিং বিচিং চিচিং চা, প্রজাপতি উড়ে যা। ইন বিন সিপটিপিন সাবানা খায় ভিটামিন। ভিটামিনে পোকা মাস্টার বাবু বোকা ছড়া কাটে আর পা বৃত্তের ভিতরে আর বাইরে ফেলে খেলা শেষ করে। কারও পা যদি চোরদের পায়ের সাথে ছুয়ে যায় তবে সে চোর হবে এভাবে দুজন চোর হলে তারা পা মেলে বসবে আর বাকিগুলো খেলবে। এ খেলায় বেশ শারীরিক কসরত দেখা যায় পাওয়া যায় প্রচুর আনন্দ।

৭. কানামাছি

কানামাছি জনপ্রিয় একটি লোকক্রীড়া। প্রায় সব অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা এ খেলাটি খেলে থাকে। কানামাছি খেলা ১ জনকে চোর নির্বাচন করে গামছা অথবা ওড়না দিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হয় বাকি খেলোয়াড়রা চোরের গা ছুঁয়ে দেয় এবং বোল কাটে কানামাছি ভো ভো যাকে পাবি তাকে ছোঁ। চোরের গা ছুঁয়ে দেওয়ার সময় যাকে চোর ধরে ফেলে এবং তার নাম বলতে পারে তবে সে চোর হবে এবং চোর খেলা শুরু করে খেলোয়াড়দের সাথে এভাবে যে চোর হয় তার চোখে গামছা বেঁধে দেওয়া হয়।

৮. হ্যাচ কুচা কুচ কিচের পাতা

এ খেলায়ও প্রথমে একজনকে চোর বা বুড়ি বানানো হয়। পাঁচ সাত জন খেলোয়াড় একসাথে ছড়া কেটে বলে, টুনটুনি পাখি নাচত দেখি। না বাবা নাচব না পড়ে গেলে বাচব না। বড় আপুর বিয়ে কসকো সাবান দিয়ে হ্যাচ কুচা কুচ কিসের পাতা তখন চোর বা বুড়ি যে কোন একটি পাতার নাম বলে এবং বলে দেয়ে কয় দমে সে পাতাটি আনতে হবে। খেলোয়াড়েরা তখন কিতকিত কিতকিত বা অন্য কোনো বোল নিয়ে ১,২,৩,৪ দম নিয়ে পাতাটি দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসে এবং বুড়ি বা চোর তাদের পিছু পিছু দৌড়াতে থাকে। নির্ধারিত দম শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি পাতা নিয়ে নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছাতে না পারে তাকে চোর বা বুড়ি ছুঁয়ে দেয় এবং সে চোর হয়ে যায়। এভাবে সাতটি অথবা তার বেশি পাতা নিয়ে এল পাতাগুলো এক সাথে বেধে তা দিয়ে বল বানিয়ে চোরকে মারে এভাবেই খেলা শেষ হয়। তবে প্রত্যেক খেলায় যে আনন্দ দিয়ে শেষ হয় তা না কখনো কখনো দেখা যায় পুরো খেলায় আনন্দ থাকলেও শেষে যে কোন ছোট খাট বিষয় নিয়ে মারামারি করে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফেরে কিন্তু এই কান্না ভুলতে তাদের এক বেলাও সময় লাগে না।

www.pathagar.com

৯. জলে ডাঙ্গা

জলে-ডাঙ্গা বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় লোকক্রীড়া। এ খেলায় একদল ছেলেমেয়ে একসাথে খেলতে পারে। প্রথমে একজনকে বুড়ি নির্বাচন করা হয় এরপর বড় করে বৃত্তাকার একটি দাগ কেটে। দাগের ভিতর জন এবং বাহিরে ডাঙ্গা মনে করা হয় বৃত্তের বাহিরে সবাই মাজায় হাত দিয়ে গোলাকার হয়ে দাঁড়ায় বুড়ি জল বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাজায় হাত দিয়ে জলে প্রবেশ করে এবং ডাঙ্গা বলতে সবাই মাজায় হাত দিয়ে ডাঙ্গায় প্রবেশ করে। এ খেলায় প্রচুর মনোযোগ প্রয়োজন হয়। মনোযোগ ছুটে গেলে ভুল হয়ে যায় তখন সে বাদ পড়ে যায় আবার কারও মাজা থেকে হাত খুলে গেলেও সে বাদ পড়ে যায়। জলে-ডাঙ্গা খেলা ছন্দটা দাঁড়ায় এভাবে জলে-ডাঙ্গা-ডাঙ্গা-ডাঙ্গা-ডাঙ্গা, জলে-জলে-জলে-জলে-ডাঙ্গা, জলে-ডাঙ্গা, জলে-ডাঙ্গা এভাবে বুড়ি ছড়া কাটতে থাকে। যাদের জলে প্রবেশ করতে এবং ডাঙ্গায় বের হতে ভুল হয় তারা বাদ পড়ে যায় এভাবে যে সর্বশেষ আউট হয় সে প্রথম, তার আগের জন দ্বিতীয়, তার আগেরজন তৃতীয় নির্বাচিত হয়।

১০. ইকড়ি মিকড়ি

ইকড়ি মিকড়ি খেলা ছোট ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয়। ঘরে বসেই এ খেলাটি খেলা যায়। কয়েকটি ছেলেমেয়ে এক জায়গায় হলেই শুরু করে দেয় এই খেলা। প্রথমে সবাই গোল হয়ে বসে এপর যে ছড়াটি ভাল করে জানে সে খেলাটি শুরু করার জন্য সবার হাত মাটিতে রাখতে বলে থালি (থালা) মাজি থালি মাজি চিৎ কর, থালা ধুই থালি ধুই উপুর কর এভাবে থালা, বাটি, গ্লাস পরিষ্কার করার জন্য হাতগুলো বাটি কিংবা গ্লাসের মত করে। এরপর সবার হাতের উল্টাপিঠে ছোট ছোট করে কিল মেরে বলে ইকড়ি মিকড়ি চলে চিকড়ি। চান্দের আড়া দক্ষিণ পাড়া ওঠ ওঠ ভাইরে। মমের ছাতি ধর রে। ছাতির পুর ঘুমরি। বসে মারে টুকরি। এ্যালা পাত বেল পাত সোনার কপালে হাত। যার হাতে শেষ কিলটি পড়ে সে তার হাত কপালে ঠেকায় এরপর তাদের আর এক হাত নাভিতে ঠেকায় এভাবে সবার হাত কপালে আর নাভিতে ঠেকলে তাদের গোসল করার জন্য ঘাটে পাঠায়। কপাল এবং নাভিতে হাত দিয়েই তারা মিছে মিছে গোসল করে আসে। এরপর তাদের প্রশ্ন করা হয় কোন ঘাটে দিয়ে নেমেছে কোন ঘাট দিয়ে উঠেছে? তখন তারা উত্তর দেয় রূপার ঘাট দিয়ে নেমেছে সোনার ঘাট দিয়ে উঠেছে। যে সোনা আর রূপার ঘাট দিয়ে নামা উঠার কথা বলে তাদের আদর করে বসায় এবং খেতে দেয় কেউ কেউ গু(মল), মুত(মুত্র), পুজ ইত্যাদি ঘাটের কথা বলে তাদের ছিঃ ছিঃ। করে তাড়িয়ে দেয় যতক্ষণ না সোনা রূপার ঘাটের কথা না বলে ততক্ষণ গোসল চলতে থাকে।

১১. ওপেনটি বায়োস্কোপ খেলা

গ্রামীণ সাধারণ ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বেশ পছন্দের খেলা ওপেনটি বায়োস্কোপ খেলা। খেলার শুরুর সময় দুইজন খেলোয়াড় পরস্পর তাদের হাত দু'খানি উচু করে

www.pathagar.com

ফাঁদের আকারে দাঁড়াই। অন্যান্য খেলোয়াড় একে একে সেই ফাঁদের ভিতর দিয়ে পার হয় এবং ছড়া কাটতে কাটতে খেলা শুরু হয়। ছড়াটি নিম্নে দেয়া হল :

১

ওপেনটি বায়োস্কোপ ট্রেন ট্রেন টেইস্কোপ
রাজার বাড়ি যেতে পান সুপারি খেতে
পানের বাঠায় মরিচ বাটা
স্পিরিং এর চাভি আঠা
সাহেব বুলাছে যেতে পান সুপারি খেতে
যশোরের চিরনি
ভাল করে রাখনি
আমার নাম মধুমালা
গলায় দিব পুতির মালা।[৩]

২

বাঘ দেখে ডরাই না
বাঘের দুদু খাই না
মিথ্যা কথা বলে না
অসৎ পথে চলে না
ফুল, ফুল
ফুল ফুল্লাই।[৪]

১২. লুকোচুরি খেলা

ছোট বাচ্চারা একজন ঘরের কোনে বা বাইরে কোথাও লুকাবে আর অন্যেরা খুজবে। লুকানো ব্যক্তি টুকি টুকি বলবে কিছু ক্ষণ পর পর। এই ভাবে লুকোচুরি খেলা সম্পাদন হয়।

১৩. টিপু খেলা

মাটির হাঁড়ি পাতিল ভাঙ্গা গোলাকার সাতটি খোলা/বা ঘুটি পর পর সাজিয়ে প্রায় ৬/৭ ফুট দূর থেকে একজন ঘুটিগুলোকে টেনিস বল দ্বারা জোরে ফেলানোর পরে এঁদের মধ্যে যে কেউ একজন পর পর সাতটি ঘুটি সাজানোর চেষ্টা করবে। আর যে ঘুটি ফেলেছিল সেই বল দ্বারা যে সাজানো তাকে মারতে পারলে চোর হবে আর যদি কেউ সাজিয়ে ফেলে তাহলে টিপু বলে চিৎকার করে বলবে টিপু টিপু মানে একটি টিপু গেমস হয়ে গেল। এই ভাবে যতক্ষণ না সাজানো ব্যক্তিকে মারতে পারবে ততক্ষণ একের পর এক টিপু খেলা চলতেই থাকবে। পর পর সকলেই একবার করে টিপু দিতে থাকবে।

www.pathagar.com

১৪. রশি টানা-টানি খেলা

রশি/রশা অত্র অঞ্চলের খুব জনপ্রিয় খেলা। পাটের বা নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা তৈরি ৪/৫ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের ২০/২৫ হাত লম্বা রশি দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শক্তি পরীক্ষার এই খেলা। প্রতিপক্ষ হিসাবে ১০/১২ জন থাকে এই যেই দল একবারে টেনে অন্যদলকে মাটিতে শুয়ে দিবে অন্যদল দাঁড়ানো থাকবে সেই জয়ী হবে। এই ভাবে গ্রামঞ্চলে এখনো এই খেলার প্রচলন আছে।

১৫. মাটির ভিতর লুকোচুরি খেলা

কিছু গুড়ো মাটি ১ থেকে ১.৫ ফিট উচু লম্বা ৪/৫ ইঞ্চি ডিবি করে ওর মধ্যে মাটির একটি ছোট খোলা লুকাবে অন্য জন দুই হাত আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দুইহাত একজায়গায় করে সঠিক স্থানে চাপা দিবে যদি এর মধ্যে ঘুঁটি থাকে তবে সেই পয়েন্ট পাবে আর যদি না থাকে তবে এক পয়েন্ট হারাবে ছোট বাচ্চাদের এই খেলার মধ্যে বেশ আনন্দ বোধ করে।

১৬. লাঠি খেলা

প্রাচীনকাল থেকেই সর্বস্তরের মানুষ লাঠির ব্যবহারে অভ্যস্ত। শিকারি তাঁর শিকারের উদ্দেশ্যে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতো এই লাঠি। আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের ফলে সমাজ জীবন থেকে এই লাঠির প্রচলন আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে এই জনপ্রিয় খেলাটি। বিশেষত মহরম, নববর্ষ, বিবাহ, খাতনা প্রভৃতি উপলক্ষে এ অঞ্চলে লাঠি খেলার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। লাঠি খেলাকে কৃত্রিম দ্বৈত যুদ্ধ বলা যেতে পারে। বাঁশের লাঠি রামদা, ছোরা, তলোয়ার, বাঁশের দ্বারা তৈরি ফল্যা প্রভৃতি দ্বারা নানা ভঙ্গিতে ইত্যাদি কায়দায় আক্রমণ প্রতিহত কায়দায় লাঠি খেলা হয়ে থাকে। প্রথমে বন্দনা গেয়ে লাঠি খেলার ১০/১২ জন খেলোয়াড় খেলা শুরু করে, এতে কম বয়সী ছেলেরাও অংশ নেই। একজন ঢুলি একজন বাঁশি বাদক একজন ঘুন্টি বাদক সকলেই লাঠিখেলার উৎসাহ ও সাহস দান করে। খেলোয়াড়দের পরনে লুঙ্গি বা হাপ প্যান্ট পরা গায়ে গেঞ্জি কোমরে লাল গামছা বাঁধা পায়ে কেউ কেউ মাথায় গামছা বেঁধেও থাকে। এবং পায়ে ঘুঙুর পড়ে। এই খেলায় উভয়ে একে অপরের প্রতি হেঁই বা হুশিয়ার খরবদার ইত্যাদি শব্দে দীর্ঘলয়ে উচ্চরণ করে একে অপরের প্রতি আক্রমণ করে। লাঠি খেলায় বাঁশি ও ঢুলি বাদক সক্রিয় ভূমিকায় মুখরিত হয় এই লোক খেলাটি এবং উপস্থিত জন আনন্দ উপভোগ করে। এ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে অর্থাৎ ২০০/২৫০ প্রকার খেলা প্রচলিত আছে গবেষণার সীমাবদ্ধতার কারণে সব খেলা দেয়া সম্ভব হল না।[৫]

তথ্যনির্দেশ

১. এই দুইটি খেলার তথ্যদাতা : আনিকা মাহবুবা, পিতা : মো. আবদুল ওহাব, গ্রাম : চকছাতারী, পোস্ট : বাঘা, জেল : রাজশাহী, বয়স : ১০, সংগ্রহকাল : ০৫.১০.২০১১।

www.pathagar.com

২. মাকসুদা রহমান পূর্ণতা, পিতা : মনিউর, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ১৩, সংগ্রহকাল : ০৩.১০.২০১১।
৩. মোসা : শামসুন্নাহার (লিমা), পিতা-মো. শামসুজ্জামান, মাতা-মোসা : জান্নাতুল ফেরদৌস, গ্রাম-বিদিরপুর, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-৫ম শ্রেণী, বয়স-১১, পেশা-ছাত্রী, সংগ্রহকাল : ১৫.০৬.২০১১।
৪. মোসা : ঝালকী খাতুন, পিতা-মৃত আ : বারী, মাতা-মোসা : আশিয়া বেগম, গ্রাম-কাঁঠালবাড়িয়া, পোস্ট-আমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-অশিক্ষিত, বয়স-৪৫, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ২৫.০৬.২০১১।
৫. ইব্রাহিম ও তার দল, গ্রাম-কাঁঠালবাড়ীয়া, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৫০, শিক্ষা-নিরক্ষর, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল : ২৮.০৮.২০১১।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

প্রায় প্রত্যেক মানুষকেই জীবনধারণ ও জীবনমান উন্নয়নের জন্যে কোনো না কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। এখন প্রশ্ন প্রশ্ন হলো পেশা কী? উত্তরে বলা যায় জীবিকা অর্জনের জন্যে মানুষ তার যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতা অনুযায়ী যে কর্মে নিয়োজিত থাকে এবং যে কর্মের আর্থিক মূল্য আছে তা-ই তার পেশা। এই পেশার উপর নির্ভর করে যারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকেই পেশাজীবী বলা যায়। এর পরেই প্রশ্ন উঠবে তাহলে লোকপেশাজীবী কারা? 'লোক'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণের মতোই এটি একটি বিতর্কিত প্রশ্নও বটে। তাই এটুকু বলা চলে, ফোকলোরের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যাদের 'লোক বলে চিহ্নিত করি এবং তাদের যে পেশা তাকেই সরলভাবে লোকপেশা বলা যায়। আরো সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, পেশা অবলম্বনের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, বংশানুক্রমিকভাবে দেখে দেখে শিখে নেওয়া যায় এবং যে কাজ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনির্ভর নয় তাই লোকপেশা। আর এ পেশা অবলম্বনকারীদেরকেই লোকপেশাজীবী আখ্যায়িত করা যায়। যেমন– কৃষক, কুমার, জেলে, তাতি, ধোপা, নাপিত, ফেরিওয়ালা, হকার, কুলি, সাপুড়ে, বেদে ইত্যাদি। উল্লেখ্য, সব ধর্মসম্প্রদায়ের লোকই কিন্তু একই পেশা গ্রহণ করে না। অর্থাৎ সম্প্রদায়ভেদে উল্লিখিত পেশাসমূহ গৃহীত হয়। লোকপেশাকে পৈর্তৃক পেল বললে ভুল হয় না। অবশ্য বর্তমানে অনেকেই বংশগত পেশা ছেড়ে দিয়ে নিজের যোগ্যতা ও পছন্দমতো অন্য পেশায় শামিল হচ্ছে।

বাঘা-চারঘাট উপজেলা

বাঘা অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য একজন খুলু বা সাঝি হলেন উত্তর মিলিকবাঘার আবুল কালাম সা, পিতা মহিরুদ্দিন সা। তার পূর্বপুরুষেরা কুলু ছিলেন। তারা গরু বা মহিষের ঘানি দিয়ে সরিষা, মইষনা, তিলের তেল করে হাটবাজার ও গ্রামে গ্রামে মাথায় করে নিয়ে ফেরি করে বিক্রয় করতেন। কালাম সা জানান ছোটোবেলায় তাদের বাড়িতে গরুর ঘানি ছিল। তিনি তার বাবার সাথে বাঘার হাট থেকে সরিষা, মইষনা ও তিল কিনে এনে সেগুলো রোদে শুকিয়ে নিজ বাড়ির ঘানিতে ভাঙিয়ে আবার বাঘার হাটে তেল বিক্রি করতেন। সময়ের পরিবর্তনে এখন সরিষা ভাঙানোর আধুনিক কল বা মেশিন এসেছে। প্রায় বিশ বছর হলো এখন আর কেউ গরুর ঘানি চালায় না। কালাম সা এখন বাঘার হাট, নারায়ণপুর হাট ও মনিগ্রামের হাট থেকে সরিষা, মইষনা ও তিল কিনে আধুনিক কলে তেল তৈরি করে ঐ সমস্ত হাটে বিক্রয় করেন। বাঘা বাসস্ট্যাণ্ডে তার তেলের বড়ো একটি দোকান আছে সেখান থেকে আশেপাশের এলাকায় পাইকারি মূল্যে তেল বিক্রি করেন। তিনি জানান আগের চেয়ে তেলজাতীয় ফসলের চাষ অনেকটা কমে গেছে। সেকারণে এ ফসলগুলোর দাম বেশি হওয়ায় তেলের দামও বেড়ে গেছে।[১]

www.pathagar.com

চারঘাট অঞ্চলের একজন হলেন ইউসুফপুর গ্রামের আওলাদ হোসেন, পিতা মো. শামসুদ্দিন আহমদ। এখানে পূর্বে প্রায় ৫০ ঘর তাঁতি বাস করতো। কিন্তু তাঁত ব্যবসায় লাভ না হওয়ায় অনেকে পূর্বপুরুষের পেশা ছেড়ে চাষাবাদ, রিকশা চালানো বিভিন্ন পেশায় জীবিকা নির্বাহ করছে। আওলাদ হোসেন অবশ্য তার পূর্ব পুরুষের তাঁত ব্যবসা ধরে রেখেছেন। তারা পাবনা অঞ্চল থেকে সুতা কিনে এনে সেগুলো নিজ হাতে রং করে গামছা ও তোয়ালে তৈরি করেন। সেগুলো বানেশ্বর হাট ও রাজশাহীতে বিক্রয় করেন। তারা মূলত পিটলুম তাঁত বা ছোটো তাঁতে কাজ করেন। সুতার দাম বেশি হওয়ায় লাভের পরিমাণ খুব কম।[২]

চারঘাট অঞ্চলের একজন জেলে সারদার অন্তর্গত খলিফাপাড়ার মো. আব্দুর রহমান। তার পূর্বপুরুষেরা জেলে ছিলেন। রহমান ১৪-১৫ বছর বয়স থেকে বাবার সাথে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতেন এবং সেগুলো হাট, বাজার ও গ্রামে গ্রামে বিক্রি করতেন। আগে নদীতে প্রচুর মাছ ছিল। এখন কমে গেছে। কিছু কিছু মাছ বিশেষ করে এলোং, দুধা, বাইটকা মাছ আর দেখা যায় না। বিত্তশালী অনেক ভিন্ন পেশাজীবী মাছ ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়ায় প্রকৃত মৎস্যজীবীগণ বাধ্য হয়ে জীবিকার তাগিদে নানান পেশা বেছে নিয়েছেন। রহমান জানান মাছের ব্যবসা লাভজনক নয়। কাজেই তার সন্তানদেরকে তিনি এ ব্যবসায় নিতে আগ্রহ পোষণ করেন না।[৩]

বাঘা অঞ্চলের একজন খেজুর গাছের রসের গাছি হলেন চকছাতরি গ্রামের মো. আস্তোল, পিতার নাম মো. সোরাপ আলী। এ অঞ্চলের অন্যতম অর্থকরী ফসল খেজুরের গুড়। আস্তোল প্রায় পনের বছর ধরে খেজুর গাছের গাছির কাজ করেন। তিনি জানান কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময় খেজুর গাছের চার পাশে ডাল ছেঁটে পরিষ্কার করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শুরুতে গাছের গা চেঁছে মাটির হাড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম অবস্থায় রস একটু কম পড়ে। শীত পড়ার সাথে সাথে রস বেশি পড়তে শুরু করে। বিকালে গাছে হাড়ি ঝুলানো হয়। ভোরের আজানের সময় হাড়ি নামিয়ে এনে রস সংগ্রহ করে তাওয়ায় ৩-৪ ঘণ্টা জ্বাল করে আঁঠালো এবং গাঢ় হলে চুলা থেকে নামানো হয়। গুড় পরিষ্কার ও সুন্দর করার জন্য খাবার সোডা ও উলটকুমোড়ের পাতা রসের মধ্যে দেওয়া হয়। চুলা থেকে গুড় নামিয়ে মাটির বাটিতে রাখা হয়। এরপর হাটে বিক্রয় করা হয়। আস্তোল প্রতিদিন ৫০/৬০ টি গাছ লাগান। এতে তার উপার্জন হয় খুব ভালো।[৪]

চারঘাট অঞ্চলের একজন কর্মকার মোক্তারপুর গ্রামের শুটকা কামার। তার পূর্বপুরুষেরাও এ পেশায় জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি প্রায় ৫০ বছর ধরে এ পেশায় নিয়োজিত আছেন। পিতার নিকট থেকেই তিনি লোহার সামগ্রী নির্মাণের কাজ শিখেছেন। সারদা ডিগ্রি কলেজের গেটে তার দোকান অবস্থিত। পুরাতন লোহা আগুনে গলিয়ে তিনি দা, বটি, হাসুয়া, চাকু, ছুরি প্রভৃতি তৈরি করে বিক্রয় করেন। এই পেশাকে অসন্মানজনক মনে করে অনেকে বিকল্প পেশা বেছে নিয়েছেন। তবে শুটকা কামার আমৃত্যু পিতৃপুরুষের পেশায় জীবিকা নির্বাহ করতে চান।[৫]

চারঘাট অঞ্চলের একজন কাঠমিস্ত্রির নাম তৌফিকুর রহমান। তার পিতার নাম মৃত তৌহিদ আলী। গ্রামের নাম গৌড়শহরপুর। তৌহিদ খুব অর্থ সংকটের মধ্যে দিয়ে

www.pathagar.com

দিন কাটিয়েছেন। কৃষিকাজ করেছেন, পুলিশ একাডেমিতে বাবুর্চির কাজ করেছেন। শেষে ভাবলেন জীবনে একটা স্থায়ী কাজ শেখা দরকার। সেটা ভেবে কাঠমিস্ত্রির কাজ শেখেন। এই কাজ শেখার জন্য তার দুই বছর সময় লেগেছে। বর্তমানে সে কাইমুদ্দির দোকানে ও নিজ বাড়িতে খাট, সোফা, বুক শেল্ফ, ওয়ারড্রোব, ড্রেসিং টেবিল, সোকেস, আলনা, আলমারি ইত্যাদি তৈরি করে।[৬]

পবা-নওহাটা অঞ্চল

পবা উপজেলার নওহাটা পৌরসভার হলদার পাড়া গ্রামটি প্রায় ৩০ ঘর জেলে অধ্যুষিত। এই গ্রামের প্রায় সবাই জেলে। বংশপরম্পরায় তারা মাছধরার কাজ করে আসছে ১৫০ বছর ধরে। এ অঞ্চলের জেলেরা প্রধানত নদী, খাল, বিল ও পুকুরে মাছ ধরে থাকেন। এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কয়েকজন জেলেদের মধ্যে শচীন হালদার, প্রফুল্ল হালদার, রবি হালদার, অক্ষয় চন্দ্র হালদার, নগেন চন্দ্র হালদার প্রমুখ। পবা উপজেলার কামার সম্প্রদায়ের মধ্যে নওহাটার কামার সম্প্রদায়ের কথা বেশ সুপরিচিত। এরা বংশপরম্পরায় এই পেশার সাথে যুক্ত। তারা হাসুয়া, দা, চাকু, কোদাল, লাঙ্গলের ফলা, কুড়াল, কাঁচি, বটি প্রভৃতি তৈরি করে থাকেন। এ অঞ্চলের সুপরিচিত কর্মকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ননীগোপাল কর্মকার, সুকুমার কর্মকার, মহাদেব কর্মকার, কৃষ্ণ কর্মকার প্রমুখ। এ অঞ্চলের বসন্তপুর পালপাড়া একটি প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্প প্রধান গ্রাম। এই গ্রামের প্রায় ৪০ ঘর বাসিন্দা বংশপরম্পরায় প্রায় ২০০ বছর ধরে এই পেশার সাথে জড়িত আছেন। এই গ্রামের প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পীদের মধ্যে সুশান্ত কুমার পাল দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন। অন্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সন্তোষ কুমার পাল, নির্মল কুমার পাল, দিপেন কুমার পাল, দিলীপ কুমার পাল, ধনঞ্জয় পাল প্রমুখ। এ অঞ্চলের ছুতার শ্রমজীবী মানুষের বসবাস লক্ষণীয়। পূর্বপুরুষের হাত ধরে তারা এ পেশায় এসেছেন। এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ছুতারের মধ্যে মো. আশরাফ আলী, সাজ্জাদ আলী, মোস্তফা খান, আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

একজন কাঠ মিস্ত্রী

আমি প্রায় ১২/১৩ বছর হাফপ্যান্ট পরা বয়স থেকে কাঠের কাজ করছি। কাজ করছি এভাবেই। মার খাইছি কত কাজ শিখতে গিয়ে ওস্তাদের হাতে। একজনের কাছে কাজ শিখিনি মাঝে মাঝে ট্যানেসফার হই। এর কাছে ২ বছর ওর কাছে তিন বছর এভাবে কাজ শিখেছি মাসিক আয় ৮/৯ হাজার টাকা। আমাদের কাজ শিখতে মেলা বছর লেগেছে। দেখা যাচ্ছে আমরা ওস্তাদের চা, পানি এটা সেটা বয়াছি ২ বছর ধরে। হাতিয়ার ধরতে দিতনা। হাতিয়ার ধরতে গেলে মারতো। বর্তমানে ৫-৭ বছর থাকলে মিস্ত্রি হয়ে যায়। আমাদের কাজের ফিনিশিং অনেক ভালো। আমি মোটামুটি ১০/১২ বছরে মিস্ত্রি হয়েছি। কাজ করতে ভাল লাগে। কাজ করিই যে আমাদের খেতে হবে ভালনালাগি উপায় নাই। ২৪ বছরের কর্মজীবনে আপনার আনন্দের দিক কোনটি? আমি কাজলা এক দোকানে ১১ বছর পারমিনাল (পারমানান্ট) কাজ করেছি। এসময় দোকান থেকে এক স্যারের বাড়িতে কাজ করি আমি ওখানে ২টি আলমারি বানায়। এরপর ১২/১৩ বছর আর স্যারের সাথে দেখা নাই। একদিন হঠাৎ স্যার বলছে ওই

www.pathagar.com

তসলিম শোনো? তোমার দেখা পাওয়া যায় না, দোকানে যায়া খোঁজনিলাম তোমার কথা কেউ বলতে পারে না। বাড়িতে অনেক কাজ আছে তোমার নাম্বারটা (মোবাইল নাম্বার) দাও।

ওই বাড়ির সমস্ত কাজ করলাম ৩ মাস ধরে। এতদিনে সে কোন কাজ করায়নি। তে আমি ওর বাড়িতে কাজ করেছি। সব নিখুঁত কাজ সাধারণত এখনকার মিস্ত্রিরা করে না। কিন্তু আমি নিখুঁত ভাবে কাজ না করলে মনের ভিতর খুঁত খুঁত করে। দেখা যাচ্ছে একজায়গায় একটা পেরেক মারব সেখানে ডাইরেক্ট পেরেক মারতে গেলে তো ফাঁটি যাবে আমি ওটা দিয়ে ড্রিল বা ভ্রমর দিয়ে ফুঁটা করবো তারপরগা পেরেকটা মারব। সব ধরনের কাজের কাজই করতে পারেন। যেমন : আলমারি, খাট, সোফা, ড্রেসিংটেবিল, ওয়ারড্রোব, টেবিল, চেয়ার আসবাবপত্রের ভিতর যা পরে সব করতে পারি। এরা অল্পবয়সে মিস্ত্রি হচ্ছে এদের ডিমান্ড বেশি। আমাদের মত ফিনিশিং দিয়ে কাজ করতে পারে না ধৈর্য নেই। নতুনরা কম টাকায় কাজ করে ফিনিশিং কম ওদের চাহিদা তাই বেশি। আমাদের যারা জানে তারা দুই টাকা বেশি হলেও আমাদের দিয়েই কাজটা করাবে। ৮/৯ হাজারে পরিবার ভালো চলে না, তসলিম চান গায়ের রক্ত বেঁচে হলেও সন্তানদের ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়াবেন।

কষ্টের একটি ঘটনা। আমিতো হাফপ্যান্ট পড়া অবস্থায় কাজ শিখতে গেছি, একদিন দেখি কিছু ছেলেমেয়ে কুত্তা মারছে আমিও ওদের সাথে চলে গেলাম। এরপর দোকানে আসার পর ওস্তাদ একটা বড় কাঠের বাডাম দিয়ে পিঠের ওপর মারতে মারতে ভেঙ্গে ফেলল, (মাজদার ওস্তাদের সময়, কাটাখালি, রাজশাহী)। বর্তমানের সাথে আগের অনেক পার্থক্য আগে বাচ্চাদের কাজ শেখার চাহিদা ছিল বেশি বর্তমানে কম। এখন চড়া কথা বললেই ওরা পালা যতটপুকু পারি বুঝা কাজ শেখায়। আগে ওস্তাদের প্রতি ভক্তি খুব বেশি ছিল। কাজে যেদিন আসেনা সেদিন এক গ্লাস পানি আনতে বললেও আনেনা। বলে আমি তো আজ কাজে আসিনি। করব না। আমি শিরোইল স্টেশন ঢাকা বাস স্টান্ডের কাছে কাজ করতাম আমার ওস্তাদ এক বস্তা হাতিয়ার মাথায় নিয়ে বলতো বাড়ি দিয়ে আয়। ওখান থেকে রাতে মেহেরচণ্ডীতে নিয়ে আসি তারপর ভোরবেলা কাটাখালি থেকে ভিতরে দিয়ে আসতাম পায়ে হেঁটে। এভাবে ওস্তাদের বাড়ি থেকে আবার দোকানে নিয়ে আসতাম। বর্তমানে স্টেশন বাজারে মিতুল ফার্নিচার নামে দোকান আছে আগে ৫/৭ জন কর্মচারী ছিল। বর্তমানে ব্যবসা ঢিল তাই মিস্ত্রি পুসতে পারিনি। নিজেই করি। ঈদের আগে কাজ ভাল হয়। আগে মেলায় কাজ করতাম এখন জিনিসপত্রের অনেক দাম কাজ করে পুসায় না। ৪ বছর থেকে মেলার কাজ করিনি। একসময় যখন বিয়েশাদি করিনি তখন নাটক/ যাত্রা করতাম।

১০/১২টা নাটক করেছি। নাটকের নামগুলো হচ্ছে 'পাতলা ডাল' 'সরপতঙ্গ' 'বঞ্চিত বাংলা' 'স্বামীরা সাবধান' 'হি এন্ড সী' ইত্যাদি নাটকগুলো করতাম স্টেশন বাজার পাবলিক সার্ভিসে, কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন, শহীদ মিনার মুক্তমঞ্চ, সাবাস বাংলার মাঠে। আমি যে লেখা পড়া জানি না তারপর ও গোঠা নাটকে ইংরেজীতে পার্ট করেছি চাহিদার ওপরে।[৭]

www.pathagar.com

সহযোগী ক্ষেত্রবন্ধু মো. সোহেল রানা, ইতিহাস ২য় বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়ি : মেহেরচণ্ডী, রাজশাহী।

তথ্যনির্দেশ

১. মো. আবুল কালাম সা, পিতা মো. মহিরুদ্দিন সা, গ্রাম উত্তর মিলিকবাঘা, থানা বাঘা, জেলা রাজশাহী, বয়স ৬০ বছর, পেশা কুলু, সংগ্রহকাল ১৮ ডিসেম্বর ২০১২।
২. মো. আওলাদ হোসেন, পিতা শামসুদ্দিন আহমদ, গ্রাম+ পো ইউসুফপুর, থানা চারঘাট, জেলা রাজশাহী, বয়স ৫৫ বছর, পেশা তাঁতি, সংগ্রহকাল ১৯ ডিসেম্বর ২০১২।
৩. মো. আব্দুর রহমান, পিতা- মো. তজিম খলিফা, গ্রাম- খলিফা পাড়া, পোস্ট- সারদা, থানা- চারঘাট, জেলা- রাজশাহী। বয়স- ৭০, পেশা- জেলে। সংগ্রহকাল ২০ ডিসেম্বর ২০১২।
৪. মো. আব্দুর রহমান, পিতা- মো. তজিম খলিফা, গ্রাম- খলিফা পাড়া, পোস্ট- সারদা, থানা- চারঘাট, জেলা - রাজশাহী। বয়স- ৭০, পেশা- জেলে। সংগ্রহকাল ২০ ডিসেম্বর ২০১২।
৫. শুটকা কামার, গ্রাম ও পোস্ট মুক্তারপুর, থানা- চারঘাট, জেলা- রাজশাহী। বয়স- ৬৫, পেশা- কর্মকার। সংগ্রহকাল ১৯ ডিসেম্বর ২০১২।
৬. মো. তৌফিকুর রহমান মিস্ত্রি, পিতা- তৌহিদ আলী, গ্রাম- গৌড়শহরপুর, পোস্ট- সারদা, থানা- চারঘাট, জেলা- রাজশাহী। বয়স- ৪০ বছর, পেশা- কাঠমিস্ত্রি। সংগ্রহকাল : ২২ ডিসেম্বর ২০১২।
৭. মো. তসলিম আলী, বয়স ৩৭ বছর পিতা : মো. সাবের আলী। ওস্তাদ : মেরাজ মিস্ত্রী, হাকিম মিস্ত্রী, গ্রাম : মেহেরচণ্ডী, থানা : বোয়ালিয়া, জেলা : রাজশাহী। তারিখ : ১৯-১২-২০১২, সন্ধ্যা- ৬ :৫৫ মিনিট।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

'চিকিৎসা' শব্দের আভিধানিক অর্থ: 'রোগ নিরাময়ের নিমিত্ত গৃহীত ব্যবস্থাদি; ঔষধ প্রয়োগ বা অস্ত্রোপচার ইত্যাদি দ্বারা রোগ দূরীকরণের চেষ্টা।'[১] এখন প্রশ্ন হলো : রোগ নিরাময়ে গৃহীত কোন্ ব্যবস্থার নাম 'লোকচিকিৎসা'? আমেরিকান ফোকলোরবিদ ডন ইয়োডের লোকচিকিৎসার পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Folk medicine, like folklore, has outgrown its strict identification with peasant culture.'[২] কৃষিসংস্কৃতি বা সভ্যতার স্তরেই এ চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভব এবং বিকাশের ইংগিত দিয়েছেন ইয়োডের।

ফোকলোরের অনেক উপাদানের মতো লোকচিকিৎসাও আদিম বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেসব উপাদানের বেশির ভাগেরই বিকাশ কৃষি সমাজে। তবে ধারণা করা যায়, একেবারে আদিকাল থেকেই মানবদেহে রোগের সংক্রমণ ছিল। মানুষ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত গাছ-গাছালি, লতা-পাতা, শিকড়-বাকড় ইত্যাদির স্বাদ গ্রহণপূর্বক মানবদেহে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে অভিজ্ঞতা, বীক্ষণশক্তি, বুদ্ধি ও সৃজনশীল ক্ষমতা খাটিয়ে রোগ নিরাময়ের ঔষুধও আবিষ্কার করেছিল। এতে প্রধানত তৃণ, লতাপাতা, শিকড়-বাকড়ই ব্যবহৃত হয়েছে এবং একইসঙ্গে আদিম জাদুবিশ্বাস-নির্ভর নানা ক্রিয়া-করণকেও কাজে লাগিয়েছে মানুষ। আবহমানকালের প্রথা, বিশ্বাস-সংস্কারও এর পিছনে কাজ করেছে।[৩] ফোকলোরের অন্যান্য শাখার মতো লোকচিকিৎসাও আদিকাল থেকেই মুখে মুখে শুনে বা দেখে দেখে গুরুপরম্পরায় কিছু মানুষ শিখে নিয়েছে। লোকচিকিৎসা মূলত গুপ্তবিদ্যানির্ভর গুরুমুখি শিক্ষা। এটি বিদ্যালয় মারফত শেখা সম্ভব নয়। এ শিক্ষা পুথিগত নয়, তবে মানুষের লিপিজ্ঞান বা লিখনপদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকে কিছু কিছু উপাদান বই-পুস্তকেও লিপিবদ্ধ থেকেছে।[৪]

বাংলাদেশে প্রধানত দুই ধরনের লোকচিকিৎসা পদ্ধতি দেখা যায়। এক. গাছ-গাছড়ার দ্বারা চিকিৎসা এবং দুই. তাবিজ-কবজ, ঝাড়ফুঁক বা তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা। ডন ইয়োডেরও মূলত দু'ধরনের লোকচিকিৎসার কথা বলেছেন : এক. natural folk medicine, দুই. magico-religious folk medicine.[৫] প্রথমোক্তটি প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি মানুষের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াকে উপস্থাপিত করে। মানুষ তার রোগব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ঔষধি গুণসম্পন্ন লতা-পাতা, গাছ-গাছড়া, খনিজদ্রব্য এবং প্রাণি শরীরের কোনো অংশ বিশেষ ব্যবহার করে আসছে। এ চিকিৎসার খানিকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও তৈরি হয় এর কার্যকরী গুণের জন্যে। অন্যদিকে magico-religious লোকচিকিৎসা কখনো গুপ্ত, অতিপ্রাকৃত কিংবা জাদু হিসেবে অভিহিত হয়। এতে ব্যবহৃত হয় মন্ত্র, কোনো পবিত্র বাণী কিংবা পবিত্র ক্রিয়া-করণ। অবশ্য এ চিকিৎসা পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ও অবৈজ্ঞানিক। উল্লিখিত চিকিৎসার ধরন অনুযায়ী লোকচিকিৎসাগণ 'কবিরাজ' ওঝা কিংবা 'ফকির' বলে অভিহিত হন।

www.pathagar.com

বাঘার লোকচিকিৎসা

বাঘা উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের বলিহার গ্রামের একজন কবিরাজী চিকিৎসক হলেন খাজা মহসিন আলী আল চিশতি। তিনি বাউল গান লেখেন, গান এবং পেশা হিসাবে গাছ গাছড়া দিয়ে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। মনিগ্রাম বাজারে তারা দীর্ঘদিন তার একটি দাওয়াখানা ছিল। বর্তমানে বাড়িতেই তার দাওয়াখানা। এখানেই বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। তার কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা নিম্নে দেওয়া হলো :

কোষ্ঠকাঠিন্য : হরীতকী, আমলকি, সোনামুখীর পাতা ও সৈন্ধব লবণ সমান ভাগে বাইটে নিয়ে আধাতোলা বড়ি করে রাতে খারার দু ঘণ্টা পরে গরম পানিতে সাত আট দিন খাইতে হবে।

ক্রিমি : ভোরবেলা কাঁচা হলুদের রস আধা ছটাক, একটু লবণ দিয়ে চারপাঁচ দিন খেলে কৃমিনাশ হয়ে যাবে।

জন্ডিস : ডাবের পানিসহ আধাছটাক গরুর চোনা একত্রে দিলে তিনবার পান করতে হবে। পাতলা খাবার খেতে হবে। আখের রস, পেঁপে তরকারি ও ঠাণ্ডা পানি বেশি খাইতে হবে। এবং অড়হর পাতার রস গরম করে তিনচার চামচ করে দিনে দুইবার তিনদিন খেলে জন্ডিস ভাল হয়।

সহবাসে অক্ষমতার চিকিৎসা : ভুই কুমড়া চূর্ণ এক চামচ, চিনি ও কুলে খাড়ার মূল চূর্ণ দুই গ্রাম, দুধ দিয়ে এক মাস খেলে লিঙ্গ সতেজ হবে সহবাসের ক্ষমতা ফিরে আসবে।[৬]

বাঘা উপজেলার ব্যাংগাড়ী ডাকঘরের পলাশী ফতেপুর গ্রামের অধিবাসী মো. আব্দুল মালেক, তার বয়স : ৪৭, পেশা হিসাবে কৃষি কাজ করলেও কিছু গাছ গাছড়ার চিকিৎসা তিনি শিখেছেন। যেমন :

পেটব্যথা : খাবার খাওয়ার দোষে হঠাৎ পেট ব্যথা হলে, অল্প পরিমাণ জোয়ান ও সামান্য পরিমাণ লবণ বেটে পানিসহ খাওয়ালে কয়েক মিনিটের মধ্যে পেট ব্যথা সেরে যাবে।

পেটফাঁপা : আদা, আমলকি ও থানকুনি পাতা বেটে সকালে ও বিকালে খেতে হবে। সাথে সাথে রোজ পান্তা ভাতের পানি খেতে হবে। শোবার সময় ২ চামচ টাটকা খাঁটি মধু খেতে হবে।

বাতের চিকিৎসা : ৭/৮ গ্রাম ছাতিম ছাল থেতো করে, ২ কাপ পানি সিদ্ধ করে আধকাপ থাকতে নামিয়ে, সেই পানির সাথে আধকাপ দুধ মিশিয়ে খেতে হবে।

মচকানো ব্যথার চিকিৎসা : বটের ছাল বেটে অল্প গরম করে উপর নিচে একটা কাঠি চাপা দিয়ে বেঁধে রাখলে মচকানো ঠিক হয়ে যাবে।

সর্দি, কাশি ও মাথা ব্যথার চিকিৎসা : দুইতিন ফোটা পেঁয়াজের রস নাকে শুষে নিলে অল্প সময়ের মধ্যে সেরে যাবে।

সর্দি জ্বরের চিকিৎসা : নিশিন্দা পাতা সামান্য পানিতে বেটি তার রস চায়ের চামচের ৫ চামচ পরিমাণ নিয়ে ২ চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় দুইবার খাইতে হবে।[৭]

www.pathagar.com

চারঘাটের লোক চিকিৎসা

চারঘাট উপজেলার সারদা ডাকঘরের বসুয়া গ্রামের খ্যতিমান কবিরাজ রুস্তম আলী ফকির। বয়স : ৮৪, পিতা : মৃত মফির গায়েন মা : রাহেলা। তার বর্তমান স্ত্রী শাহেদা (৫৩) তার কবিরাজী, বাউল সাধনা ও গান গাওয়ার কাজে সহযোগিতা করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর স্বামী স্ত্রী বিভিন্ন গানের ওরশ ও মজমায় গান গেয়ে বেড়ায়েছেন। তার বর্তমান পেশা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা ও কবিরাজী চিকিৎসা করা। আগে গ্রামের অনেক মানুষই তার চিকিৎসার উপর নির্ভর ছিল। বর্তমানে তার চিকিৎসায় ভাটা পড়েছে। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা পত্র নিম্নে দেওয়া হল।

সর্দিজ্বর : নিশিন্দা পাতা সামান্য জাল করে বেটে তার রস চায়ের চামচের ৫ চামচ পরিমাণ নিয়ে দুই চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে সকাল সন্ধ্যা দুই বার।

আমাশার চিকিৎসা : প্রত্যেক দিন দুই তোলা পরিমাণ থানকুনির পাতার রস পান করলে ১৫ দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যাবে।

পাতলা পায়খানার চিকিৎসা : আধ চামচ কালো মেঘের রস ও অল্প ভেজে গুড়া করা এক টিপ লবণ একটু পানির সঙ্গে মিশিয়ে দুবেলা খেতে হবে।

ক্রিমির চিকিৎসা : প্রতিদিন সকালে নিমপাতার রস বা এক চামচ নিমপাতার গুড়ো সেবন করলে ক্রিমি দূর হবে।

ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসা : রামতুলসী পাতার রস দুই সপ্তাহ নিয়মিত দিনে দুইবার পান করলে ধ্বজভঙ্গ রোগ ভাল হবে।[৮]

চারঘাট উপজেলার সারদা ডাকঘরের গ্রামের প্রসিদ্ধ কবিরাজ বাদশা ফকির, বয়স : ৪৮, পিতা : মনির উদ্দিন প্রামাণিক। চিশতিয়া তরিকার একজন বাউল সাধক তিনি। সাধন তন্ত্রের অনেক জ্ঞান রাখেন তিনি। গাছ গাছড়া দিয়ে চিকিৎসা করা তার পেশা। অসহায় দরিদ্র মানুষের টাকা পয়সা ছাড়াই চিকিৎসা দিয়ে থাকেব। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা পত্র নিম্নে আলোচনা করা হলো।

শুষ্ক কাশি : অপরাজিতা ফুলের রস এক চামচ, আধকাপ অল্প গরম পানিতে মিশিয়ে খেতে হবে। এবং দু'তিনটে বকফুল ঘি'তে ভেজে খেলে শুষ্ক কাশি ভাল হয়।

এলার্জি : শুকনো আমলকি গুড়ো তিন ভাগ, নিমপাতার গুড়ো একভাগ, কাঁচা হলুদ শুকনো গুড়ো দুই ভাগ, একত্রে মিশিয়ে একগ্রাম করে সকালে খালি পেটে ৪/৫ দিন খেতে হবে।

স্বপ্নদোষের চিকিৎসা : নিমের ছালের রস বিশ/ত্রিশ ফোঁটা কাচা দুধ মিশিয়ে খেতে হবে। ৩ গ্রাম গোক্ষুর চূর্ণ ১০০ গ্রাম দুধের সাথে দিনে ৩ বার খেতে হবে।

সাবধানতা : সর্বদা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা, বাজে ছবি না দেখা, বাজে বই না পড়া। অতিরিক্ত গরম জিনিস না খাওয়া।

নারীর অনিয়মিত ঋতুর চিকিৎসা : যাদের মাসিক সময়মত হয় না, আবার মাঝে মাঝে ছুঁচ বেঁধার মত যন্ত্রণা হয়। তার জন্য পালতে মাদার পাতার রস ২/৩ চামচ একটু গরম করে প্রতিমাসে ঐ সময় দিনে দুই বেলা খেতে হবে।

www.pathagar.com

স্ত্রী-সহবাসে তৃপ্তি বৃদ্ধি করার চিকিৎসা : অশ্বগন্ধার শুকনা মূল ৮০ গ্রাম গুঁড়ো করে সেটা গাওয়া ঘি দিয়ে ভেজে ২০ গ্রাম এক কাপ দুধ মিশিয়ে খেলে সহবাসে অধিক তৃপ্তি লাভ হয়, দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়।[৯]

চারঘাট উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামের বিখ্যাত কবিরাজ হলেন শ্রী বলরাম চন্দ্র সরকার। বয়স : ৬২, তার মূল পেশা ছিল স্বর্ণ ব্যবসা। এখন কৃষি কাজ ও আমের চাষ করেন। ষোল বছর সয়সে একবার তাকে সাপে কামড় দিয়েছিল। তার মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মহসিন নামের এক ওঝা তার বিষ নামিয়ে বাঁচিয়েছিল। সেই থেকে তিনি সাপ ধরা ও সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র শিখেন। সাপের বিষ নামানোর ব্যাপারে এলাকায় তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। এ ছাড়া ও তিনি গাছ গাছড়ার বিভিন্ন চিকিৎসা জানেন। তার চিকিৎসার কিছু বিবরণ দেয়া হলো।

সর্দি ও মাথার যন্ত্রণা : বকুল ফুলের গুড়ো, আট ভাগের একভাগ ফিটকিরির গুড়া মিশিয়ে নাকে ঝাঝ নিতে হবে।

প্রশাবে জ্বালা-যন্ত্রণা : করা কুশের মূল ১২ গ্রাম, গোক্ষুর ৬ গ্রাম, বরুণ ছাল ৩ গ্রাম, ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করে, ২ কাপ থাকতে নামিয়ে ঠাণ্ডা অবস্থায় সকালে ১ কাপ ও বিকালে ১ কাপ খেতে হবে।

জরায়ুর দোষ : স্ত্রী লোকের জরায়ুর দোষ হলে আমলকির রস দিনে ৩ বার দুই সপ্তাহ খেতে হবে।

ঋতুকালে ব্যথা : অশোকের ফুল সোয়া তোলা, পুর্ণাবার শিকড় সোয়া তোলা, গোলমরিচ দু'টো একসাথে বেটে বড়ি করে সকাল বিকালে দুইটি করে বড়ি খেতে হবে।

ঋতুকালে অধিক রক্তস্রাব : পুর্ণাবার শিকড় এক সিকি, গোলমরিচ দুটো একত্রে বেটে দিনে একবার সকালে খেতে হবে।[১০]

রোগের নাম : শারীরিক ব্যথা

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) শরীরের বিষ ব্যথায় সরিষার তেলে রসুন ও কালিজিরা ফুটিয়ে ওই তেলে সামান্য পরিমাণ কর্পুর মিশিয়ে শরীরে মালিশ করলে ব্যথা প্রশমিত হয়।

খ) শরীরের ব্যথাযুক্ত স্থানে আকুন্দার পাতা লাগিয়ে পাতার উপর দিয়ে গরম শেক দিলে ব্যথা উপশম হয়।[১১]

গ) কনক ধুতরার বীচি এবং আকুন্দ পাতার রস একত্রে পাটায় পিষে হালকা গরম করে ব্যথা যুক্ত স্থানে লাগালে ব্যথা দ্রুত উপশম হয়।

ঘ) ছোট সিং মাছ ৮/১০ টি এক পোয়া পরিমাণ গরম সরিষা তেলের মধ্যে ঢেলে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে সেই তেল ব্যথাযুক্ত স্থানে লাগালে ব্যথা উপশম হয়।[১২]

www.pathagar.com

রোগের নাম : পেটের বদহজম

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) ১০০ গ্রাম মিছরির শরবতের সাথে দুইটি কাগজি লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে দ্রুত বদহজম উপশম হয়।

খ) শীতকালে দীর্ঘযাত্রায় শরীর গরম রাখতে এককাপ দুধের সাথে দু'টি মুরগির কাঁচা ডিম মিশিয়ে খেলে শরীর গরম থাকে।

গ) পান পাতার রস (২/৩) টি লবণ দ্বারা প্রত্যহ সকালে খালি পেটে সেবন করলে বদ হজম দূর হয়।

সংগ্রাহক : মো. আবদুল ওহাব।

রোগের নাম : ছোট কৃমি

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) আলোক পাতা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে গুটি করে রাত্রি বেলায় ঘুমানোর পূর্বে মলদ্বারে প্রবেশ করিয়ে দিলে কৃমির উৎপাত থেকে মুক্তি ঘটে।

খ) পেট ফুলের কচি ডোগা ৪/৫ টি সকালে খালি পেটে চিবিয়ে খেলে ছোট বড় কৃমি সমূলে ধ্বংস করে।

গ) বেত গাছের কচি ডোগা ৪ ইঞ্চি পরিমাণ প্রত্যহ সকালে প্রায় ৭ দিন চিবিয়ে খেলে ছোট বড় কৃমি সমূলে নাশ হয়।

ঘ) সোনা কুচের শুকনো কয়েকটি পাতা রাতে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে ওই পানি পান করলে সকল প্রকার কৃমি ধ্বংস হয়।

ঙ) কাঁচা পেপের আঠা (৮/১০) ফোঁটা এক গ্লাস পানিতে মিশিয়ে সকালে বাসি পেটে ৩/৪ দিন সেবন করলে কৃমি নাশ হয়।

চ) নিম গাছের ছাল (প্রায় ১ তোলা পরিমাণ) এক গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রেখে এই পানি সকালে ৩/৪ দিন সেবন করলে কৃমি নাশ হয়।[১৩]

ছ) গুলা লতার কিছু অংশ থেতো করে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেখে ঐ পানি কয়েক দিন সকালে খালি পেটে সেবন করলে যে কোনও কৃমিতে উপকার করে।

জ) তেঁতুল পাতার কাথে অথবা উহচ্যা (করলা) রসে, ছোট বড় সকল কৃমি সমূলে নাশে।

ঝ) চুনের স্বচ্ছ পানি চা চামচের ১/২ চামচ সকালে খালি পেটে কয়েক দিন খেলে কৃমি ধ্বংস করে।

ঞ) খেজুর গাছের কচি পাতা পাটায় পিষে আধা সের পরিমাণ পানিতে রাত্রি বেলায় ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি সকালে আগুনে ফুটিয়ে এবং ফুটানো পানির প্রায় আধা পোয়া পানিতে মধু মিশ্রিত করে কয়েক দিন সকালে খালি পেটে সেবন করলে সকল প্রকার কৃমি নাশ হয়।[১৪]

www.pathagar.com

রোগের নাম : কোষ্ঠকাঠিন্য/ বদহজম/ রুচিহীনতা

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) এক গ্লাস পানিতে ২/৩ টি ডাল কুচি করে কেটে এবং জাই ফল ভিজিয়ে রেখে এই পানি সকালে খালি পেটে সেবন করলে উল্লেখিত রোগের উপশম হয়।

খ) গন্ধ ভাদাল পাতা এবং ডাল মিশিয়ে বড়া আকারে তেলে ভেজে নিয়মিত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য ভাল হয়।[১৫]

গ) ঈষবগুলের ভূষি ও তালমাখনা এক গ্লাস পরিমাণ পানিতে রাতে ভিজিয়ে রেখে আখের গুড়সহ প্রত্যহ সকালে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের উপকার পাওয়া যায়।

ঘ) সোনাকুচের পাতা (এক মুঠ পরিমাণ) এক গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রেখে এই পানি ৩ দিন সকালে খালি পেটে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ঙ) আখের গুড় এবং বাবরের গাছের ফল একত্রে একগ্লাস পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে সেবন করলে কোষ্ঠকাঠিন্য ভালো হয়।[১৬]

রোগের নাম : জলাতঙ্ক

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) রবিবারের দিন বড় মারবেল পাথরের সমপরিমাণ আখের গুড় হাতের তালুতে রেখে একটি কুকুর মাছি গুড়ের ভিতর পুরে পানি দিয়ে গিলে খেতে হবে। পর পর তিন রবিবার সেবন করতে হবে। এতে জলাতঙ্ক রোগ পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে।[১৭]

রোগের নাম : জ্বর রক্ত-আমাশয়

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) লাগরী ডুফরা গাছের শেকড় সোয়াটা পরিমাণ গোলমরিচ বেটে একদিনে তিনবেলায় তিনবার সেবন করতে হবে।

খ) ডোমরের ছাল, আঠা, তিনটি পাতার রস চিনি দিয়ে ১ ফোঁটা চুনের পানি মিশিয়ে সকালে খালি পেটে সেবন করতে হবে। দিনে ২/৩ বার সেবন করতে হবে।

রোগের নাম : আঘাতজনিত ব্যথা/ব্যথা

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) শরীরের কোন স্থানে আঘাতজনিত বা এমনি ব্যথা হলে- ৫০ গ্রাম আদা, ৫০ গ্রাম দারুচিনি, ২৫০ গ্রাম বিষতড়প গাছের ডোগা বেটে মিশ্রিত করে হালকা গরম করে ব্যথা স্থানে পর পর তিনদিন লাগাতে হবে। এতে ব্যথা উপশম হবে।

রোগের নাম : বুটিহারিস

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) প্রাথমিক অবস্থায় বুটিহারিস দেখা দিলে মানকুচড়ির ডাটা চিকন করে কেটে জীন কলার মধ্যে পুরে সকালে খালি পেটে ৭দিন সেবন করলে বুটিহারিস ভালো হয়।[১৮]

www.pathagar.com

খ) বাবলা গাছের কচি ডোগা (৭)টি আখের গুড়ের সাথে সপ্তাহে ২ দিন এভাবে মোট ৪ সপ্তাহ সেবন করলে বুটিহারিস ভালো হয়।

গ) ভূঁইকুমড়া রোদ্রে শুকিয়ে গুড়া করে (১ চামচ পরিমাণ) ও শতমূল পাটাতে পিষে(১ চামচ পরিমাণ) দুইটি একত্রে মিশিয়ে মধু ও ছোট এলাচ সহ সপ্তাহে ২ দিন মোট ৪ সপ্তাহ সেবন করলে বুটিহারিস ভালো হয়।

ঘ) পাইকড় গাছের ৬/৭ ফোঁটা আঠা ১ টা সন্দেশে মিশিয়ে কয়েক সপ্তাহ খেলে বুটিহারিস ভালো হয়।

ঙ) ওলট কম্বলের ছাল পানের সাথে মিশিয়ে পরপর ৩ রবিবার সেবন করলে বুটিহারিস ভালো হয়।[১৯]

রোগের নাম : মেয়েদের সাদা স্রাব/শ্বেত প্রদর

চিকিৎসা পদ্ধতি : লাল ধান শিষার শেকড়, জোয়ানবীর গাছের শেকড় অর্ধ পরিমাণ পাটায় পিষে দিনে ৩/৪ বার করে ৭দিন সেবন করলে শ্বেত প্রদর উপশম হয়।[২০]

রোগের নাম : কাশি

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) তুলসি পাতার রস চা চামচের ২/৪ চামচ মধুসহ প্রত্যহ সকালে ও বিকালে সেবন করলে শিশুদের কাশিতে উপকার দর্শে।

খ) হাড় বাকসের পাতার রস ৩/৪ চামচ মধুসহ সেবন করলে যে কোন কাশিতে উপকার দর্শে।

গ) পিপুলটির গাছের শেকড় পরিষ্কার করে দিনে ২/৩ বার চাবিয়ে খেলে হুপিং কাশিতে উপকার দর্শে।

ঘ) ডোরফা গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা ফুল প্রত্যহ ৩/৪ বার চুষে খেলে কাশিতে উপকার দর্শে।

ঙ) নিউমোনিয়া কাশিতে শিশু-বৃদ্ধ সকালের জন্য অতি পুরাতন ঘি গরম করে হালকা উষ্ণ অবস্থায় দিনে ২/৩ বার বুক-পিঠ-গলায় মালিশ করলে কাশি ও বুকের ব্যথা উপশম হয়।

চ) কেরোসিন তেল লবণসহ গরম করে দিনে ২/৩ বার বুকে ও গলায় মালিশ করলে কাশি ও বুক ব্যথায় উপকার দর্শে।

ছ) হুকার পানি লবণ ও গুড়সহ দিনে ৩ বার খেলে কাশি আরোগ্য হয়।[২১]

কাশির আরও চিকিৎসা

ক) মধু ও কালিজিরা একত্রে প্রতি রাতে চিবিয়ে খেলে কাশি উপশম হয়।

খ) ৪/৫ টি লবঙ্গ এক গ্লাস পরিমাণ পানিতে গরম করে এবং সামান্য লবণ মিশ্রিত করে পান করলে কাশি আরোগ্য হয়।

গ) জ্যৈষ্ঠ মধু সামান্য পরিমাণে মুখের মধ্যে রেখে অল্প অল্প করে ঢোক গিলে খেলে কাশি উপশম হয়।

www.pathagar.com

ঘ) খাঁটি সরিষার তেল রসুনের সাথে গরম করে হালকা উষ্ণ অবস্থায় গলা ও পিঠে মালিশ করলে কাশি উপশম হয়।

ঙ) হাঁপানিযুক্ত কাশিতে আরশোলার নাদি কিংবা মৃত আরশোলা ভিজানো পানি প্রত্যহ সেবন করলে প্রভূত উপকার দর্শে।[২২]

রোগের নাম : শ্বেতী

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) বুচকিদানা ও রসুন একত্রে মিশ্রিত করে গো-মূত্রের সহিত প্রত্যহ একবার করে মোট সাত দিন আক্রান্ত স্থানে লাগালে শ্বেতী ভালো হয়।

খ) রাহু চণ্ডালের পাতা ও সাত চাকা আদা পাটাই পেষণ করে আক্রান্ত স্থানে সাত দিন লাগালে শ্বেতী ভালো হয়।

গ) পানির বড় জোঁক লবণসহ পেষণ করে তারপিন তেলের সাথে আক্রান্ত স্থানে লাগালে শ্বেতী রোগের উপকার দর্শে।

ঘ) জোঁনাকি পোকা (৪/৫) টি এবং (২/৩) টি লবঙ্গ পুরাতন ঘিয়ের সাথে পেষণ করে আক্রান্ত স্থানে লাগালে শ্বেতী রোগের উপকার দর্শে।[২৩]

রোগের নাম : পোড়াজনিত রোগ

চিকিৎসা পদ্ধতি :

ক) ডিমের তরল সাদা অংশ পোড়া স্থানে লাগালে জ্বালাপোড়া কমে ও ফোসকা নেয় না।

খ) শরীরের কোনো অংশ হঠাৎ পুড়ে গেলে লবণ ও ঠাণ্ডা পানি একত্রে মিশিয়ে তাৎক্ষণিক লাগালে জ্বালা-যন্ত্রণা কমে যায়।[২৪]

গ) পুদিনা পাতা পেষণ পূর্বক পোড়া স্থানে তাৎক্ষণিক লাগালে জ্বালা-যন্ত্রণা কমে যায় ও ফোসকা নেয় না।

ঘ) খাওয়ার কাচা আলু পেষণ পূর্বক পোড়া স্থানে লাগালে জ্বালা-যন্ত্রণা কমে যায় ও ফোসকা নেয় না।[২৫]

রোগের নাম : কাটাজনিত রোগ

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) দুর্বা ঘাসের কচি ডোগা চিবিয়ে কাটা স্থানে লাগিয়ে দ্রুত উপশম হয়।

খ) ভুতরাজের পাতার রস কাটা স্থানে কয়েকদিন লাগালে দ্রুত আরোগ্য লাভ হয়।

গ) কচু গাছের ডগার আঠা কাটা স্থানে লাগালে দ্রুত উপশম হয়।[২৬]

রোগের নাম : চুলকানি

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) দুর্বাঘাসের ১০/২০টি কচি ডোগা পাটায় পিষে পর পর সাত দিন লাগালে চুলকানি ভালো হয়।

www.pathagar.com

খ) শিম গাছের ২/৩ টি পাতা ১ চিমটি লবণসহ পাটায় পিষে শরীরে লাগালে চুলকানি ভালো হয়।

গ) তেলাকুচার ৫/৬ টি পাতা ১ চিমটি লবণসহ পাটায় পিষে শরীরে লাগালে চুলকানি ভালো হয়।[২৭]

রোগের নাম : ডায়াবেটিস

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) তেলাকুচার ৫/৬টি পাতা পাটায় পিষে উক্ত রস প্রত্যহ সকালে সেবন করলে ডায়াবেটিস রোগের উপকার দর্শে।

খ) জামের বিচি রোদে শুকিয়ে পাউডার তৈরি পূর্বক একগ্লাস পানিতে চা চামচের ১ চামচ পাউডার মিশিয়ে সেবন করলে ডায়াবেটিস রোগের উপকার দর্শে।

গ) একটি আধা-পাকা ডুমুর ফল কেটে একগ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি সকালে সেবন করলে ডায়াবেটিস রোগের উপকার পাওয়া যায়।[২৮]

রোগের নাম : জ্বর

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) চিরতা পাতা (১ চিমটি পরিমাণ) এক গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে সেবন করলে জ্বর ভালো হয়।

খ) বেড়া নিমের ছাল এক গ্লাস পরিমাণ পানিতে রাতে ভিজিয়ে রেখে প্রত্যহ সকালে সেবন করলে জ্বর ভালো হয়।

গ) ভেঁটু গাছের ৫/৬ টি কচি ডোগা প্রত্যহ সকালে চিবিয়ে খেলে জ্বর ভালো হয়।[২৯]

রোগের নাম : যৌন দুর্বলতা/ স্নায়ুবিক দুর্বলতা

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) ওলট কম্বলের ডাটা ছোট ছোট করে কেটে এক গ্লাস পরিমাণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে প্রত্যহ সকালে ৭দিন সেবন করলে যৌন দুর্বলতা দূর হয়।

খ) পিপলটি গাছের ৬/৭ টি পাতার রস আধা সের পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে উক্ত পানি ৭ দিন সেবন করলে যৌন দুর্বলতা ভালো হয়।

গ) ব্যালন পাটের মূল থেতা করে পানিতে ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি ৭ দিন মধুসহ সেবন করলে যৌন দুর্বলতা ভালো হয়।[৩০]

রোগের নাম : জন্ডিস

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) ওট্টা ফল, ওট্ট্যা বহরা, চিরতা, ঘনার গাছের ছাল, পিপলটির ছাল এই গুলো পানিতে সিদ করে পাটাই পিষে গুড় দিয়ে সকাল দুপুর রাত তিন বার করে সাত দিন সেবন করলে জন্ডিস ভালো হয়।

www.pathagar.com

বিধিনিষেধ : পুঁই শাক খাওয়া হবে না। ডাল, কাঁচা তেলের তরকারি খাওয়া হবে।[৩১]

রোগের নাম : সাপে কাটা

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) হাতিশুঁড় গাছের শেকড় পিষে রস খাওয়ালে বিষ পানি হয়ে যায়। সাপেকাটার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার খাওয়ালে ভালো হয়।

খ) ছোট চাঁন্দা গাছের শেকড় অর্ধআগুল পরিমাণ পিষে খাওয়ালে সাপের বিষ পানি হয়ে যায়।

রোগের নাম : সাদা স্রাব

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) বিলাই হাছড়ির গাছের শেকড় গোলমরিচ (সোয়াটা পরিমাণ) চিনি দিয়ে পিষে তিন রবিবার সকালে খালি পেটে সেবন করলে সাদা স্রাব ভালো হয়।

রোগের নাম : গলাহারি

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) বিষকাঁঠালী গাছের ৭টি ডগা (এক নিঃশ্বাসে তুলতে হবে) সোয়াটা পরিমাণ গোল মরিচ একত্রে পিষে তিন টা বড়ি করে কিছুক্ষণ পরপর খাওয়াতে হবে এবং সেই সাথে ডাবের পানি খাওয়াতে হবে।[৩২]

রোগের নাম : রক্তস্রাব

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) দুর্বা ঘাস সূর্যমনি ফুলের শেকড় একত্রে পিষে ৫০ গ্রাম পরিমাণ সকালে ও রাতে সেবন করলে রক্তস্রাব ভালো হয়।

রোগের নাম : একশিরা

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক) দক্ষিণ দিকে মুখ করে হাতিশূঁড় গাছের উত্তর দিকে শিকড় তুলে তাবিজে ভরে কোমরে বেঁধে রাখতে হবে। যেন তাবিজটি অন্ডকোষ এর সাথে লেগে থাকে তাহলে একশিরা ভালো হবে।[৩৩]

মন্ত্র

রোগের নাম : হাড়ে ব্যথা পাওয়া

মন্ত্র :
আমের ভারে মহাদেব ঝাড়ে
টোপে টোপে ত্যাল পড়ে
ফাতেমার দোহাই লাগে
হাড় ভাঙ্গে জোড়া লাগে।

www.pathagar.com

তিশ কোটি দেবতার দোহাই লাগে
মা ফাতেমার দোহাই লাগে
ওলি আওলির দোহাই লাগে।

পদ্ধতি : মন্ত্রটি সকাল ও সন্ধ্যায় ২ বার পাঠ করতে হবে এবং তেল মালিশ করে ফুঁ দিতে হবে।

রোগের নাম : দুধে থমকো নামা

মন্ত্র :
থমকো বতি ছিল্যা কোতি
মিনার অঙ্গ ভার
মাদার গাছে ঢিস দিয়্যা
চল্যা জান গো সাত সমুদ্র পার।

পদ্ধতি : মন্ত্রটি সকাল ও সন্ধ্যায় ২ বার পাঠ করতে হবে এবং তেল মালিশ করে ফুঁ দিতে হবে।

রোগী যদি দূরে কোথাও থাকে তাহলে তার নাম ধরে মন্ত্রটি পাঠ করবে এবং ওই রমণীর যে স্তনে থমকো নামবে মহিলা কবিরাজ নিজের বিপরীত স্তনে হাতের স্পর্শ দিবে।

রোগের নাম : চোখের অঞ্জনি

মন্ত্র :
অঞ্জনিরে পুত খ্যাড় প্যাড়া সুত
খ্যাড়ে কাটিল গা
অঞ্জনিতে খ্যালো ভাতার পুতের মাথা।

পদ্ধতি : একটি খড় চার আঙ্গুল পরিমাণে ৭ টি অংশে কেটে নিতে হবে। ৭ টি খড় একত্রে করে চোখের পাতার ওপর স্পর্শ করতে হবে এবং উপরোক্ত মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে চোখে ফুঁ দিতে হবে। এভাবে সকালে-বিকেলে মোট ৩ দিন মন্ত্রটি পাঠ করে চোখে ফুঁ দিতে হবে।

রোগের নাম : বোল্লা পোকায় কামড় দেওয়া

মন্ত্র :
বোল্লা ভোল্লা কি করলি
মানুষ খ্যায়্যা খুন করলি
ঘরে আছে নাঙ্গলের বিষ
এক ফুঁয়ে ভালো হয়ে যাস
বোল্লার বিষ।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি শুধু দুপুর বেলায় ৩ বার করে পাঠ করে ১ বার করে ফুঁ দিতে হবে। যতক্ষণ ফুলা বা ব্যথা থাকবে ততক্ষণ মন্ত্রটি পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে।

মন্ত্র : বাড়ি বন্ধ করা

মন্ত্র :
দুল দুল মহাদুল
আথমকা বায়

www.pathagar.com

আগের ঠ্যাং পাছে পড়ে
পাছের ঠ্যাং আগে পড়ে।
আল্লা রসুলের দোহায় লাগে।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি সন্ধ্যার সময় বাড়ির গেটের সামনে নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে বাড়ির চারিদিক প্রদক্ষিণ করে ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় আসবে এবং তিনবার পাঠ করে ঘরে ঢুকতে হবে। তাহলে কোনো চোর বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।[৩৪]

পিঠা নষ্ট করার মন্ত্র

মন্ত্র : আটা কুটে ধাপুর ধুপুর
সরষ্যা কুটে রায়
ওপরেতে টগমগ
ভিতরেতে পুড়্যা ছাই।

পদ্ধতি : পিঠা বানানোর সময় চুলার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে এই মন্ত্রটি মনে মনে পাঠ করলে পিঠা নষ্ট হয়ে যায়।

ভাঙ্গা/ মচকানো/ রগ চমকানোর মন্ত্র

মন্ত্র : হাড় ভাঙ্গে মড়মড়িয়া
রক্ত ভাঙ্গে ঝরে
ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগে
মোহাম্মদের বরে
ঔশ্যি সরিষ্যার ত্যাল
ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগে
মোহাম্মদের বরে।

পদ্ধতি : সকাল অথবা সন্ধ্যায় ব্যথাযুক্ত স্থানে তেল মালিশ করে উপরোক্ত মন্ত্রটি ৫/৭/১১ বার পাঠ করে ফুঁ দিলে ব্যথা নিরাময় হয়।

আধকপালি/ মাথাব্যথার মন্ত্র

মন্ত্র : ওঠো ওঠো দিদি মনি
ঝাড়্যা বান্ধো চুল
স্বর্গে ফুটিল কমেলারী ফুল।
কমেলার ফুল লড়ে চড়ে
সূর্যমণি কপালের বেদনা
ঠোকাতে টিপনে মারে।

পদ্ধতি : সূর্য ওঠার সময় এই মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে এবং আঙ্গুল দিয়ে কপালে টোকা মারতে হবে। এইভাবে পরপর দুইদিন মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

www.pathagar.com

পেট ফাঁপা/ বদ হজম

মন্ত্র : বায় বাতাসি ষোল মণি ষোল রোগ ধরে
হাতের কুছনে বায় ডলনে মরে।

পদ্ধতি : পেট ফাঁপলে উপরোক্ত মন্ত্রটি দুইবার পাঠ করে পেটে ফুঁ দিতে হবে।[৩৫]

চোখে বাতাস লাগা

মন্ত্র : কুল্লুহু আল্লাহু লিলি
চোখ ওঠা মিলি
কুটি মাটি হও বাতাস
মাসুমের চোখ থেকে নামি যাও।

পদ্ধতি : দিনে তিন বেলা এই মন্ত্রটি ৩ বার পাঠ করে চোখে ফুঁ দিতে হবে।

মহিলার স্তনে থমকো নামা

মন্ত্র : ইমুল গাছে শিমুল বাসা
তারি উপর উদ্দাউদ্দির বাসা
নামরে থমকো দুধ খাক বাছা।
মাসুমের চোখ থেকে নামি যাও।

পদ্ধতি : উপরোক্ত মন্ত্রটি দিনে ৩/৪ বার স্তনে ফুঁ দিতে হবে। উল্লেখ্য বাম স্তন হলে ডান স্তনে আর ডান স্তন হলে বাম স্তনে মন্ত্রটি পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে।

ছেলে কান্দা

মন্ত্র : কান্দুনী কান্দুনী আবার আইলি দেশে
সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যা কান্দুনী।

পদ্ধতি : মাগরিব আযানের সময় বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে বাড়ির তিন কোণায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রটি তিনবার পাট করে বাচ্চার কানে ফুঁ দিতে হবে।[৩৬]

রগ চমকানো/ হাড়ে ব্যথা পাওয়ার মন্ত্র

মন্ত্র : বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
হা-শব্দ হু- হু শব্দ লীলা
অগ্নিশব্দ যেকোন ব্যরাম
আল্লাহ রসুল মা ফাতেমার
দোহাই লাগে ফুঁ শব্দ মিলা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন পাঠ করে একবার ফুঁ দিতে হবে। এইভাবে ৫/৭ বার ফুঁ দিতে হবে।

চোখের ব্যথা/ জ্বালা/ হাওয়া লাগা/ পানি পড়ার মন্ত্র

মন্ত্র : বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
কুল আউজুবিরাব্বিন নাছ

www.pathagar.com

মালিকিন নাছ
এলাহীর নাছ
নাছ নাছ নাছ।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি ৩/৫ বার পাঠ করে চোখে ফুঁ দিতে হবে।[৩৭]

গলায় কাঁটা লাগা/ গলায় ব্যথা পাওয়া মন্ত্র

মন্ত্র : ফালাহুল ইজ্জা
বালাকাতুম হুলকুম
হুলকুমের যেকোন ব্যথা
ফুঁ শব্দে মিলা যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি ৩ বার পাঠ করে ১ বার করে গলায় ফুঁ দিতে হবে। এভাবে ৩ বার ফুঁ দিতে হবে।

ছোট বাচ্চার কান্না থামার মন্ত্র :

মন্ত্র : কান্দোনি কান্দোনি যবেতে কান্দোনি
ঈশ্বর মাঝির ঝি
পরের ছাল্যা কান্দে
আপনি কর কি?
ও কথা শুন্যা দূগা লিলো কুলে
আজ থেক্যা কান্দা হয়্যা গেলো ভালো।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি পাঠ করে ৩/৫ বার ফুঁ দিলে কান্না থেমে যায়।

গলায় কাঁটা ফোটার মন্ত্র :

মন্ত্র : 'বিসমিল্লার বিষ যেঠি করা বিষ সেঠি গিয়া মিষ'।

পদ্ধতি : এ মন্ত্রটি পাঠ করার সময় রোগীর গলা নাড়বে ঢোক গিলবে এবং ৫/৭ বার পাঠ করে ফুঁ দিবে।

স্তনে থমকো নামার মন্ত্র :

মন্ত্র : খুদ খাই কোন নাড়ি
বা পাও দি থমকো ছাড়ি।

পদ্ধতি : মন্ত্রটি ৩/৫ বার পাঠ করে ফুঁ দিবে এবং কবিরাজ নিজের স্তনে অর্থাৎ রোগীর ডান স্তন হলে বাম স্তনে এবং বাম স্তন হলে ডান স্তনে হাত দিয়ে থাকবে এবং মন্ত্রটি পাঠ করবে। উল্লেখ্য যে রোগী দূর অবস্থানে থাকলেও এই মন্ত্র পাঠ করলে থমকো নামা ভালো হয়। তবে কবিরাজের বাড়ি আর রোগীর বাড়ির পথেমধ্যে যদি কোনো নদী বা খাল থাকে তাহলে এ মন্ত্রটি কার্যকর হবে না।

লাড় নড়ার মন্ত্র

মন্ত্র : কালমা কালমা সাহা কালমা
উপরে কালমা নিচে ফুল
উপরে লড়ি ছেড়্যা করবো ছনচুর।

www.pathagar.com

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি ৫/৭ বার পাঠ করতে হবে এবং পেটে তেল মালিশ করে ফুঁ দিতে হবে।[৩৮]

সাপে কাটার মন্ত্র

মন্ত্র :

হাত পাক চড়ক পাক
বেহুলার মাথা পাকানো হাত
হাত থুলাম মাটিতে
থুয়্যা ধরলাম হাত
যে মুট ধরলাম সেই মুট পানি
দোহাই মা মনসার দোহাই।

পদ্ধতি : প্রথমে রোগীকে একটি পিড়াতে বসাতে হবে এবং এই মন্ত্রটি ৭-২১ বার পাঠ করবে। রোগীর সাপে কাটা হাত অথবা পায়ে পানি ঢালতে হবে এবং কবিরাজ তার হাত দিয়ে মালিশ করে নিচের দিকে বিষ নামাতে থাকবে।

দ্বিতীয় মন্ত্র :

মস্তকে নেঙ্গুড় তোমার
মাথায় দুটি ফুল
আমি কিবা জানি সাপা
তোর জাতি কুল।
ধনিয়া মানিয়া ঢোল কোলমু কাটিয়া
দোলার পায়।
কার ধড়ে আছে বিষ
বাম হাতে বাম পঞ্চমাতে
নেমে আয়।
নামো বিষ নামো গোড়ুল হুংকারে
নামো বিষ নামো পদ্মার হুংকারে।
নামো বিষ নামো খোদার ফরমানে
দোহাই শিব সংকরের দোহাই।

পদ্ধতি : মন্ত্রটি ৭-৫০০ বার পর্যন্ত পাঠ করতে হবে। সাপে কাঁটা অঙ্গে পানি ঢালতে হবে এবং অঙ্গটিকে হাত মালিশের মত করে নিচে নামাতে হবে।[৩৯]

আধকপালি মন্ত্র

মন্ত্র :

উঠরে বেবী কপালেতে ফুল
আধকপালী সূর্যমনি
মাথার বিন্দা ছাড়ি করি দূর
কাটি করব ছাড়ছুর
লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ।

পদ্ধতি : এ মন্ত্রটি ৩ বার করে পাঠ করে একবার করে ফুঁ দিতে হবে। এইভাবে ৩ বার মাথায় ফুঁ দিতে হবে।

www.pathagar.com

ভিমরুল মাছিতে কামড়ের মন্ত্র

মন্ত্র : হায় ভেমরুল কী করলি
মানুষ কামড়াই খুন করলি।
চেরার মাটি দলা দলা
বিষ নামাবো পাইকোড় তলা।
আশি ধানের আশি শীষ
ঢেঁকিতে কুটবো চালুনে চালবো
আগে জারি গুরু পরে জারি শীষ।
আস্তে আস্তে নামাবোরে কনকনী বিষ
কোন জাগার বিষ পানির সনে মিশ।

পদ্ধতি : এ মন্ত্রটি ৩/৫/৭ বার পাঠ করে কামড়ানো স্থানে তেল দিয়ে মালিশ করে ফুঁ দিতে হবে।

ব্যথা দূর করার মন্ত্র

মন্ত্র : ছনচার পিছে কচুর বন
ওরে বিদ্দি কতক্ষণ
ভিটি মাটি চুর করি
গাংগের ধারে পাইকড়ের গাছ।
ডাল ভাঙ্গে মটামট নামরে বিষ সটাসট।

পদ্ধতি : এ মন্ত্রটি ৩/৫/৭ বার পাঠ করে ব্যথা স্থানে তেল দিয়ে মালিশ করে ফুঁ দিতে হবে।[৪০]

মামলা করলে/ বান মারলে/ ছিটা করলে

মন্ত্র : কই মাছ মারার ৭টি মাথা ভাঙ্গা বড়শি বা কালা, ৭ টি মাথা ভাঙ্গা নতুন সূচ এবং কবরের মাটি সহ একটি তাবিজের মধ্যে সবগুলো পুরে মোম দিয়ে আঁটকিয়ে গলায় বাঁধতে হবে। সপ্তাহে ১ দিন তাবিজ ভেজানো পানি খেতে হবে এবং গোসল করতে হবে। এভাবে ৩ সপ্তাহ গোসল করতে হবে এবং ভালো না হওয়া পর্যন্ত বা সুফল না পাওয়া পর্যন্ত তাবিজটি গলায় বেঁধে রাখতে হবে।

ভয় পাওয়া বা সাপে কাটা থেকে রক্ষা পাওয়া

মন্ত্র : এন্দুর ধেন্দুর বুনের বাঘ
জলের ইন্দুর কাল সাপ

পদ্ধতি : রাস্তার কোনো কিছু দেখে চমকে গেলে বা সাপ থেকে রক্ষা পেতে এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে বুকে ফুঁ দিতে হয়। উল্লেখ্য যে অন্য জনের ক্ষেত্রে মাথায় তিন বার ফুঁ দিতে হবে।

www.pathagar.com

ঘুমের মধ্যে পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) হলে

মন্ত্র : হা- শব্দ হ্ শব্দ অগ্নি শব্দ পানি
আগুন শব্দ পানির সাথে মিলি যা।
অমুকের ভয় ভীতি উপরি ফাপরা
সব আব্দুল কাদের জিলানী মর্ত্তুজা
আলীর দোহায় লাগে।

পদ্ধতি : হঠাৎ প্যারালাইসিস হওয়া রোগীর ক্ষেত্রে এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে শরীরের যে অঙ্গ অবশ হয়েছে সেই অঙ্গে ফুঁ দিতে হবে।

স্বামীর/স্ত্রীর মনোমালিন্য

মন্ত্র : (ক) নজরে নজর বন্দি আসমান বন্দি তাঁরা
গাভী করে হাম্বা ডাম্বা বাছুর যেমনি ফিকে
আমাক অমুক না পেলে আত্মা ফেটে মরে।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি নির্দিষ্ট স্বামী/স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিন বার পাঠ করতে হবে।

মন্ত্র : (খ) দাল পেস দেদার পেস
জী আল্লা মোহম্মদ পেস
কুল আলম আল্লার পেস
আমি অমুকের পেস
আমাক ছাড়া অন্যক চা
দোহায় আল্লার নবী মা ফাতেমার শের খা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে কোন খাবারে ফুঁ দিতে হবে এবং ওই খাবার সেই ব্যক্তিকে খাওয়ালে কলহ দূর হয়।

শিশুর কান্না থামানো

মন্ত্র : কান্দনে কান্দনে রাস্তায় বস্যা করো কি
খুদ খায় কোন ঝি তোমার ময়ফুল রাজার ঝি
কান্দনে কান্দনে রাস্তাত বস্যা করো কি
আজকরা দিন থেক্যা যাও কাল যদি না যাও
দোহায় আল্লার নবীর মা ফাতেমার শের খা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে শিশুর গায়ে ফুঁ দিলে কান্না থেমে যায়।

চোখে বাতাস লাগা/চোখ ওঠা

মন্ত্র : ইন্নাআতাইনা কাল কাউছার
চোখের বিষ বেদনা
বাতাসে নীল হয়ে যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে চোখে ফুঁ দিলে চোখে বাতাস লাগা ভালো হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আধকপালি

মন্ত্র : জরা-সরা মাথা ধরা দুই ভাই
বসিল ধ্যানে ভয় ভীত চমকা
নীল হয়ে যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে কপালে তিন টোকা দিলে আধকপালী ভালো হয়ে যায়।

নারীর স্তনে ব্যথা

মন্ত্র : রাম লক্ষণ লিলি
স্তনের বিষ বেদনা
সেখানে যা মিলি।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি কবিরাজ নিজের স্তনে হাত রেখে রোগীর উদ্দেশ্যে তিন বার পাঠ করে ফুঁ দিলে স্তনের ব্যথা দূর হয়ে যায়।

হাড় মচকে যাওয়া/ ব্যথা পাওয়া

মন্ত্র : আল্লা আতশ মোহাম্মদ দোয়া
ধর্মের আগুন তিন পোয়া
যত রকম বিষ বেদনা নীল হয়ে যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে ব্যথা যুক্ত স্থানে ফুঁ দিলে ব্যথা ভালো হয়ে যায়।

ঘুমে ভয় পাওয়া

মন্ত্র : শুথানে দিগ্নী পৌথানে কালভোত
শুয়্যা আছে মা কালী পুত।
যত রকম বিষ বেদনা নীল হয়ে যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে বালিশে থাবা দিলে ঘুমের ভিতরে ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

গাভী বা মানুষের দুধ নষ্ট করা হলে

মন্ত্র : আল্লা গুরু মোহাম্মদ শিষ্য
ধন্য ছুরি অমুকের যেত রকম দোষ বালাই
ক্যাটা করনু পানি।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে এক বয়ম পানিতে ফুঁ দিতে হবে। এই পানি দিয়ে গরুর/মানুষের স্তন ধুয়ে দিলে ভালো হয়।

বাড়ি বন্ধন

মন্ত্র : আল্লা হাক আল্লা পাক
আল্লা কাদের গণি

www.pathagar.com

নিজ নামের বলে
বাড়ির সীমানা রক্ষা কর
আলেফ আল্লা তুমি।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি প্রতিদিন পশ্চিম মুখ করে দাঁড়িয়ে তিন বার ফুঁ দিতে হবে।

যে কোনো রোগ

মন্ত্র :
গঙ্গা নদী তীর পিনের ঘাট
তুল্যা আনো সাগরের জল
যে তুলবে সে খাইবে
অমুকের (রোগীর নাম) ভয় ভীত দোষ বালাই
মিকা নীল হয়ে যাবে।

পদ্ধতি : দূর স্থানের কোনো লোকের যে কোনো অসুখ হলে এই মন্ত্রটি পাঠ করে তার নাম ধরে যে পানি তুলে আইবে তাকে খাওয়ালে সেই দূর স্থানের লোকের অসুখ ভালো হয়ে যাবে।

সহজে সন্তান প্রসব

মন্ত্র :
হা- শব্দ হু- শব্দ লিলি
অগ্নি শব্দ পানির সাথে যা মিলি
অমুকের প্রসবের জ্বালা যন্ত্রণা
আব্দুল কাদের জিলানী মর্ত্তুজা আলীর দোহায় লাগে।

পদ্ধতি : এক গ্লাস পরিমাণ পানিতে এই মন্ত্র তিন বার পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে। এবং এই পানি প্রসূতিকে খাওয়ালে সহজে সন্তান প্রসব লাভ করবে।

জ্বীনে ধরা

মন্ত্র :
আলেফ জবার আ আইন জবার আ
হামযা জবার আ উয়া জাবার আ
ইয়া জবার আ
অমুকের ভয় ভীতি জমকা নীল হয়ে যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে জ্বীন রোগীর শরীর থেকে নেমে যায়।

নজর লাগা

মন্ত্র :
মাতুলিয়া মামাতো ভাই
ওয়ারেহে মুকদ্দুস নাই
লম্পতি কম্পতি ষোল গিরা
বত্রিশ নাল মল্লিকা রঙের বিষ
করলাম মিশ
দয়াআল্লা দয়া সোলেমানের কিরা।

www.pathagar.com

পদ্ধতি : শনিবার ও মঙ্গল বার ভরদুপুরে ৭ চাকা হলুদ দুর্বা ঘাসের আগা ৭টি সরিষার তেল ৭ ফোঁটা ১ গ্লাস পানির মধ্যে মিশ্রণ করতে হবে। মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে এবং খড় দ্বারা মিশ্রণটি নাড়তে হবে। মন্ত্রটি প্রথম বার পাঠ করে এক বার ফুঁ দিতে হবে দ্বিতীয় বার পাঠ করে দুই বার ফুঁ দিতে হবে। তৃতীয় বার পাঠ করে তিন বার ফুঁ দিয়ে এই পানি রাস্তার ত্রিমোহনায় দাঁড়িয়ে মাথায় ঢেলে দিতে হবে এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে না তাকিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হবে।

চুলকানি

মন্ত্র :

জড়ার বিষ জড়ির বিষ
উদের বিষ উদরিয়ার বিষ
লতার বিষ লতির বিষ
লাল দরিয়ার বিষ নীল দরিয়ার বিষ
ক্যাশের বিষ ক্যাশে আয়
দোহায় আল্লা দোহায় সোলেমানের দোহায়।

পদ্ধতি : মেয়েদের মাথার চুল ও চুন একত্রে চুলকানির জায়গায় লাগাতে হবে। এভাবে তিন দিন যে কোনো সময় তিন বার পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে।

দুধ কলেরা

মন্ত্র :

কালু কান্দু দুই ভাই
শিশুর ঘির নন্দী বায়
যার থানের দুধ থাকে থাক
ওপরের দুধ বায়ে যাক
দোহায় আল্লা দোহায় সোলেমানের কিরা

পদ্ধতি : মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে এক বার ফুঁ দিতে হবে। এভাবে মোট নয় বার পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিতে হবে। সেই পানি মাকে তিন বার খাওয়াতে হবে। অবশিষ্ট পানি দিয়ে মায়ের স্তন ধৌত করতে হবে।[৪১]

খ. তন্ত্রমন্ত্র

মন্ত্র : বাঘা উপজেলা

১.

(ভূত তাড়ানোর মন্ত্র)
গাছ বন্ধ, গুছালী বন্ধ, বন্ধ গাছের পাতা।
এই মন্ত্র উদার করে, নয় লাখ মাছির আল বন্ধ।
আরো বন্ধ মাথা।এই মন্ত্র যদি উদার করিস,
তিন পুত্রের মাথা খাস। দুহাই মা কালী।

২.

(বিষ নামানোর মন্ত্র)

www.pathagar.com

আল্লা গুরু নবি শিষ,
এই নাম দি পলতি বানাইয়া নামাই।
সাপ, কাকলাশ, মানুষের বিষ।

৩.

(কুকুরের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র)
ছু মন্ত্র ছু, কুকুরের পাছায় দিয়ে ফু
কার্তিক মাসের দোহাই,
কুকুর শুকুরের বিষ নামাই,
যদি বিষ না নামিস
কার্তিক মাসের গিট না খুলিস।

৪.

(বউ বশ করার মন্ত্র)
শ্বশুর আমার এমনি আচুদি
কিনে এনেছে তিন হাত কদু
শ্বাশুরী আমার ঝিলিক চাটা
ঝাল বেটেছে তিন চার পাটা
শুধু ঝালে ডুবাইছে
কাল গিয়াছে শ্বশুর বাড়ি বেড়াইতে
গুষ্টির মধ্যে একটি শালা
দৌড়ে এসে ধরে গলা
বউ আমার এমন তেমন
বাপের মত যেন করে সন্মান।

মন্ত্র : শ্যামপুর, মতিহার

সাপের বন্দনা মন্ত্র

ওমা লাগো বন্দ উদো গিরি
পর্বতে যার ঘর বাড়ি
ওমা সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগো বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগো বন্দ পাড়ি বুরা
ওই লাগ মায়ের রথের চাকা
সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগো বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগো বন্দ চিতি বুরা
ওই লাগ মায়ের কপালের ফোঁটা
সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ

www.pathagar.com

ওমা লাগো বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগো বন্দ ভেমটি বুরা
ওই লাগ মায়ের মাথার চুড়া
সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগো বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগো বন্দ ডারাশ বুরা
ওই লাগ মায়ের রথের ধরা
সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগ বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগ বন্দ লাকুম বুরা
ওই লাগ মায়ের হাতের চাবুক
সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগ বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগ বন্দ গুমার মা
কাচের বরণ যহোর গা
ওমা সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগ বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগ বন্দ চটকি বুরা
চটক মারে যাইগো যারা
ওমা সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগ বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগ বন্দ ঢুরা বুরা
হলুদ বরণ যাহার গা
ওমা সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগ বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগ বন্দ ঠসা বুরা
কানে শুনতে পাইনা যারা
ওমা সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগ বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগ বন্দ আলো গিরি
আলে আলে বেড়ায় যারা
ওমা সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগ বন্দ মনসার চরণ
ওমা লাগ বন্দ কাকলাস বুরা
মাথায় রক্ত তুলে যারা
ওমা সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগ বন্দ মনসার চরণ

www.pathagar.com

ওমা লাগ বন্দ টিকটিকি বুরা
চালের বাতায় বেড়ায় যারা
ওমা সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগ বন্দ মনসার চরণ।
ওমা লাগ বন্দ ওনচুনি বুরা
জঙ্গল জঙ্গল বেড়ায় যারা
ওমা সেই না লাগের বন্দিলাম চরণ
ওমা লাগ বন্দ মনসার চরণ।

সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র
(সর্বশেষে সিঙ্গার ভাঙ্গানি মন্ত্র পড়তে হয়)

ও গুরুর পা সাপা বন্দ সপ্ত বন্ধ
ছোট বড় কনিকের পা
গিয়ান গুরুর মস্তক বন্দী
লাক বন্দী বিষহরির মা
এসো এ সাফা সাফী
তোমার আমার কুরফুর বেটি
কায় দুধ লোকে দেখে যা কারণ
ভাই মোর ভোমরী
লক্ষ লক্ষ ডুমুরী
বেদ কয় তাঁত কাঁপে
আমার রোগীর সাপে
কামড়ায় করলে কী
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের ধালে
চাড়া জাগে বিষ
শোনো শোনো সাপনী
গোকুলের কথা
দশরবতারের কৃষ্ণ
জনম হোল কোথা
জনম হলো মধুপুর
দুইবকীর ঘরে
বাসুদেবে আনাছিল
গোকুল নগরে।
যতরে গোয়ালার ছেলে
বলে হরি হরি
পুষ্প দেখে ঝাঁপ দিল
মুকান্দ মুরারী
শরীর হল বরজুআন্দ্রা

www.pathagar.com

পাষাণ হল কাঠ
বিষখায়া তোলাছে কৃষ্ট
লিকিট কালিদয়
অঙ্কুটি লাগের মাথা
ছিড়িয়ে ফেলাই
কি করিতে পারেরে
বিষের বাপ মায়।
ধর কমল বিষ
বিষে করে রাও
স্বর্গ হতে নাম বিষ
তুই মতে ধোয়াপা
নাম বিষ তুই
ধারণ চলের পাও।
নাম বিষ তুই
পদ্মার হঙ্কারে
ফুরপদ্মার আষাঢ় মাসে
ওলো আদিম বাউল
ঢোলে খুঁজি মা
তোমার সব গাও
ঢোল বাজে ঢাক বাজে
বাজে করতল
পার হইয়া দেখ মা
ধর্ম অবতার।
ধর্ম ধর্ম বইলা ডাকে
ধর্ম নাই ঘরে
হাতে কইরা ফুল পানাইছে
ফকির ডাকপাড়ে।
ও মা জয় ধর্মনি
আইগা আসে দেয়
বুকের হাতে ফুলপানি।
বড় বড় রোজার মা কর্ণে জুতা
দেবী কি বুরার মা তুইলা বন্ধে খোপা
চুনচুনি বুয়ার পায়ে নুপুর ভাল সাজে
হাঁইটা যাতে ঐনা নুপুর
ওমুর জুমুর বাজে
হাটি কাল ধাপাইরা ভাল
দেবী সবে ভালা
তুইস দেবী মুইস দেবী

www.pathagar.com

মুখ্যমুখ্য লক্ষরসে কত সইতে পার
ওঠ ওঠ ফুদকুমারী
কত যাও ঘুম
কে যোগাল কে শোনাল
কেউ হল আড়
পদ্মাকে বেড়িয়েছে
বিয়াল্লিশ লাখ
শাখা বলে শাখী ওরে
গোকূলের কথা
আদি পুরে কৃষ্টর
জনম হল কোথা
জন্ম হল মধুপুরে
দেবী কন্যার ঘরে
ত্রিশ কোটি দেবতারা
হরি হরি বলে।
বলেন তো হরি হরি
মধুরসের বাণী
খেলুয়া সাপের বিষ
খুয়ে করি পানি
ও বিষ তুই শুকলা
ও বিষ তুই মুকলা
নাম বিষ তুই আদি সাপে
নাম বিষ তুমি গৌরসাপে
গৌর গৌর পঙ্খী বাজে
গৌর চলনে কে কে চলে
আকাশ পাতাল চলে
মর্তিকা ভূবন চলে
এমত কালকটি সাপের বিষ
নাম মুখে নাম
ডুয়ে থাকি পল ভাই
কোন কোন বুরা তোমার ভাই
আড়া দিতে বাড়া বুরা
জল বুরা বিকটি বুরা
ওড়লি মুরলি বুরা
ডাঙ্গর ডুঙ্গর করছে ওরা
যার কারণে পিতৃক খোড়া
ওরা বুরা চিতি
চিতি বুরার আঙ্গুল খাও

www.pathagar.com

ঠোক দি দি করি ঘাও
হরে বিষ ডরে যা
ঈশ্বর মহাদেবে তোর ডাক পাড়ে
গৌর গৌর পঙ্খী বাজে
সুবর্ণ মানিক বাড়
আল গৌর ইতি ইতি
চার চোখের কির্তিগিরি
গিরি টলেমই কাঁপে এবার
শোকে লাগে কলি গৌর
হুঙ্কারে বিষ মারে
করে তোল পাহাড়
এক বিরিক্ষি চৌষডাল
বিষকাল বিষকাল
কুম্ভীর কালো কুম্ভীর ধলো
কোন বিষ লোহাটা বরণ
এক দেখা অন্য এক ঝাড়ে
কালকুটী সাপের বিষ খা
মুখে মারি চাচ্চারিল
লাল ভাঙ্গিল লাল গেল হাতে
গৌরি মা বন্ধ কূল
ধলকলমু মুসারি বাট
বুরার জনম হল তাত
এক বুরা ষোল চক্কর
ওঙ্কুটি বুরার বিষ
মারে পানি পড়ার ভিতর
ডিং ডিঙ্গা ডিং ডিঙ্গার পা
আরে বিষ আয় আমার
মাথাত আচর দিয়া
যার নাগিনী কাটে
গাট কাটে গুটালি কাটে
সাতশ কুড়াল কাটে
সিঙ্গার ভেঙ্গে নাম বিষ তুই দেব স্মরিয়া
ওধু গিরি মধু গিরি মহেশগিরি
কাঁপে তোর বিষ তোরালে কাঁপে
বিষ বরালে ডর হাত বাইরে যা
যে গুরু শেখাল তার পা ধরি পা চনি
স্বর্গে উড়ে পায়রা রে
ও ভুবনে পাশা ডাকদি পুছানে

www.pathagar.com

বিষক জলে কোথা
আউস পুড়া মঙ্গলবার
শুক্কুর শুক্কুরবার ঝাড়ে নামাই বিষ
সেই রোগীর অঙ্গে
সিদ্ধি গুরুর অঙ্গে বিষ নাই।

সাপের বিষ নামানোর সাধারণ মন্ত্র

(১)
মস্তকের মধ্যে থাইকা বিষ
করে টলোমলো
সোনার সাঙ্কানা গড়লো
ও ভাই বিষকমন্ত্র নামরে পাতালে
মুখের মধ্যে থাইকা বিষ
করে টলোমলো
সোনার সাঙ্কানা গড়লো ও ভাই
বিষক মন্ত্র নামরে পাতালে।
গলার মধ্যে থাইকা বিষ
করে টলমল
সোনার সাঙ্কানা গড়লো
ও ভাই বিষকমন্ত্র নামরে পাতালে।
(সংক্ষেপিত)

(২)
বুকে বইসাচ বিষরে
বুক আর মুর কলি
দূর গাছা মারে
বুক ধরা টানবরে কাল বিষ
বিলবি হরি হরি।
দূর গাছা মারে
কপালে থাকিয়া বিষরে
চোখেতে নামিয়া আসরে নমি
ও আজ কোন লাগে
দংশিলে বাছাকে
মনসারে যায়া বলব
তোমার লাগে দংশন করে রে
ও আজ কোন লাগে
দংশিলে রে বাছাকে।
মনসারে দোহাই লাগে
লিবো রোগী আমরা দানে রে।

www.pathagar.com

ও আজ কোন লাগে
দংশিল বাছারে।

মন্ত্র : গোদাগাড়ি

মন্ত্র হলো জাদু বা ইন্দ্রজালের বাঙময় রূপ। মন্ত্রের মধ্যে জাদু বিদ্যা জাদু শক্তি আছে। মাদুলি, তাবিজ, কবজ ইত্যাদি মন্ত্র পূত করলে জাদু গুণ সম্পন্ন হয়। অত্রাঞ্চলের গুণী গুরু, কবিরাজ, পুরোহিত, সাধু সন্ন্রাসী, পির ফকির, বেদে বেদনী, ধাত্রী প্রভৃতি পেশাদার আপশাদার ব্যক্তি মন্ত্র জানেরা এবং প্রয়োগ করেন। গোদাগাড়ীর ব্যক্তি, গার্হস্থ্য ও সমাজ জীবনে নানাক্ষেত্রে জাদুমন্ত্রের ব্যবহার আছে। নিম্নে কিছু গোদাগাড়ী থানার জাদুমন্ত্র সম্পর্ক আলোচনা করা হলো।

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার কাঁঠাল বাড়িয়া গ্রামে বিখ্যাত কবিরাজ অধীর চন্দ্র মণ্ডল। বাবা একজন বিখ্যাত ঢোল বাদক ছিলেন। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে খান সেনারা তাকে একরকম পানিতে নামিয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেন। বাবার কাছে মন্ত্র পাঠ শিখেছিলেন অধির পরবর্তীতে সে সেই পেশার এখনো নিয়োজিত আছে। পেশার সব্জি বিক্রেতা। বাজারে দোকান আছে। মন্ত্র পাঠে সংসার না চলার কারণে ব্যবসা বাণিজ্য করে সংসার চালায় অধীর।

দাঁতে পোকা লাগার মন্ত্র :

কুলি বলে কাঁটা কুট্যা ফুল বনে ঘর
অমুকের (নাম) দাঁতে পুকা বারি হয়্যা ঝর
কার অজ্ঞা,
মা চণ্ডির আজ্ঞা, মা চণ্ডি দয়া কর।

সদ্যজাত শিশু দুধ তোলা, দুধ না খাওয়া ও পাতলা পায়খানা অতিরিক্ত করতে থাকলে এই মন্ত্রটি পাঠ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

নদীর ঐ পারে উপজিলো বালসা
কোন বালসা আম বালসা
খাটা বালসা ড্যাল বালসা
কোন বালসা
কোন বালসা খুদ খাই
বাঁ হাত দিয়্যা মুছা যায়।

তিন বার মাথায় হাত দিয়ে ফুঁ বা ঝাড়া দিলে উপরিউক্ত অসুখটি ভালো হয়।

বি. দ্র. দিনে তিন ওয়াক্ত (৩ বার) ঝাড়া দিলে ভালো ফল হয়।[৪২]

শিক্ষা : নিরক্ষর, বয়স : ৫৫, পেশা : কৃষি, সংগ্রহের তারিখ : ২৩/১১/২০১১।

মন্ত্র : পবা উপজেলা

রোগের নাম : হাড়ে ব্যথা পাওয়া

মন্ত্র : আমের ভারে মহাদেব ঝাড়ে

www.pathagar.com

টোপে টোপে ত্যাল পড়ে
ফাতেমার দোহাই লাগে
হাড় ভাঙ্গে জোড়া লাগে।
তিশ কোটি দেবতার দোহাই লাগে
মা ফাতেমার দোহাই লাগে
ওলি আওলির দোহাই লাগে।

পদ্ধতি : মন্ত্রটি সকাল ও সন্ধ্যায় ২ বার পাঠ করতে হবে এবং তেল মালিশ করে ফুঁ দিতে হবে।

রোগের নাম : দুধে থমকো নামা

মন্ত্র :
থমকো বতি ছিল্যা কোতি
মিনার অঙ্গ ভার
মাদার গাছে ঢিস দিয়্যা
চল্যা জান গো সাত সমুদ্র পার।

পদ্ধতি : মন্ত্রটি সকাল ও সন্ধ্যায় ২ বার পাঠ করতে হবে এবং তেল মালিশ করে ফুঁ দিতে হবে।

রোগী যদি দূরে কোথাও থাকে তাহলে তার নাম ধরে মন্ত্রটি পাঠ করবে এবং ওই রমণীর যে স্তনে থমকো নামবে মহিলা কবিরাজ নিজের বিপরীত স্তনে হাতের স্পর্শ দিবে।

রোগের নাম : চোখের অঞ্জনি

মন্ত্র :
অঞ্জনিরে পুত খ্যাড় প্যাড়া সুত
খ্যাড়ে কাটিল গা
অঞ্জনিতে খ্যালো ভাতার পুতের মাথা।

পদ্ধতি : একটি খড় চার আঙ্গুল পরিমাণে ৭ টি অংশে কেটে নিতে হবে। ৭ টি খড় একত্রে করে চোখের পাতার ওপর স্পর্শ করতে হবে এবং উপরোক্ত মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে চোখে ফুঁ দিতে হবে। এভাবে সকালে-বিকেলে মোট ৩ দিন মন্ত্রটি পাঠ করে চোখে ফুঁ দিতে হবে।

রোগের নাম : বোল্লা পোকায় কামড় দেওয়া

মন্ত্র :
বোল্লা ভোল্লা কি করলি
মানুষ খ্যায়্যা খুন করলি
ঘরে আছে নাঙ্গলের বিষ
এক ফুঁয়ে ভালো হয়ে যাস
বোল্লার বিষ।

পদ্ধতি :এই মন্ত্রটি শুধু দুপুর বেলায় ৩ বার করে পাঠ করে ১ বার করে ফুঁ দিতে হবে। যতক্ষণ ফুলা বা ব্যথা থাকবে ততক্ষণ মন্ত্রটি পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে।

www.pathagar.com

বাড়ি বন্ধ করার মন্ত্র

মন্ত্র : দুল দুল মহাদুল
আচমকা বায়
আগের ঠ্যাং পাছে পড়ে
পাছের ঠ্যাং আগে পড়ে।
আল্লা রসুলের দোহায় লাগে।

পদ্ধতি :এই মন্ত্রটি সন্ধার সময় বাড়ির গেটের সামনে নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে বাড়ির চারিদিক প্রদক্ষিণ করে ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় আসবে এবং তিনবার পাঠ করে ঘরে ঢুকতে হবে। তাহলে কোন চোরবাড়িতে ঢুকতে পারবে না।[৪৩]

পিঠা নষ্ট করার মন্ত্র

মন্ত্র : আটা কুটে ধাপুর ধুপুর
সরষ্যা কুটে রায়
ওপরেতে টগমগ
ভিতরেতে পুড়্যা ছাই।

পদ্ধতি : পিঠা বানানোর সময় চুলার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে এই মন্ত্রটি মনে মনে পাঠ করলে পিঠা নষ্ট হয়ে যায়।

ভাঙ্গা/ মচকানো/ রগ চমকানোর মন্ত্র

মন্ত্র : হাড় ভাঙ্গে মড়মড়িয়া
রক্ত ভাঙ্গে ঝরে
ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগে
মোহাম্মদের বরে
ঔশ্যি সরিষ্যার ত্যাল
ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগে
মোহাম্মদের বরে।

পদ্ধতি : সকাল অথবা সন্ধ্যায় ব্যথাযুক্ত স্থানে তেল মালিশ করে উপরোক্ত মন্ত্রটি ৫/৭/১১ বার পাঠ করে ফুঁ দিলে ব্যথা নিরাময় হয়।

আধকপালী/ মাথাব্যথার মন্ত্র

মন্ত্র : ওঠো ওঠো দিদি মনি
ঝাড়্যা বান্ধো চুল
স্বর্গে ফুটিল কমেলারী ফুল।
কমেলার ফুল লড়ে চড়ে
সূর্যমণি কপালের বেদনা
ঠোকাতে টিপনে মারে।

www.pathagar.com

পদ্ধতি : সূর্য ওঠার সময় এই মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে এবং আঙ্গুল দিয়ে কপালে টোকা মারতে হবে। এইভাবে পরপর দুইদিন মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

পেট ফাঁপা/ বদহজম

মন্ত্র :
বায় বাতাসি ষোল মণি ষোল রোগ ধরে
হাতের কুছনে বায় ডলনে মরে।

পদ্ধতি : পেট ফাঁপলে উপরোক্ত মন্ত্রটি দুইবার পাঠ করে পেটে ফুঁ দিতে হবে।[৪৪]

চোখে বাতাস লাগা

মন্ত্র :
কুল্লুহু আল্লাহু লিলি
চোখ ওঠা মিলি
কুটি মাটি হও বাতাস
মাসুমের চোখ থেকে নামি যাও।

পদ্ধতি : দিনে তিন বেলা এই মন্ত্রটি ৩ বার পাঠ করে চোখে ফুঁ দিতে হবে।

মহিলার স্তনে থমকোনামা

মন্ত্র :
ইমুল গাছে শিমুল বাসা
তারি উপর উদ্দাউদ্দির বাসা
নামরে থমকো দুধ খাক বাছা।
মাসুমের চোখ থেকে নামি যাও।

পদ্ধতি : উপরোক্ত মন্ত্রটি দিনে ৩/৪ বার স্তনে ফুঁ দিতে হবে। উল্লেখ্য বাম স্তন হলে ডান স্তনে আর ডান স্তন হলে বাম স্তনে মন্ত্রটি পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে।

ছেলে কান্দা

মন্ত্র :
কান্দুনী কান্দুনী আবার আইলি দেশে
সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যা কান্দুনী।

পদ্ধতি : মাগরিব আযানের সময় বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে বাড়ির তিন কোণায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রটি তিনবার পাট করে বাচ্চার কানে ফুঁ দিতে হবে।[৪৫]

মন্ত্র : রগ চমকানো/ হাড়ে ব্যথা পাওয়ার মন্ত্র :

মন্ত্র :
বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
হা-শব্দ হু- হু শব্দ লীলা
অগ্নিশব্দ যেকোন ব্যরাম
আল্লাহ রসুল মা ফাতেমার
দোহাই লাগে ফুঁ শব্দ মিলা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন পাঠ করে একবার ফুঁ দিতে হবে। এইভাবে ৫/৭ বার ফুঁ দিতে হবে।

www.pathagar.com

চোখের ব্যথা/ জ্বালা/ হাওয়া লাগা/ পানি পড়ার মন্ত্র

মন্ত্র : বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
কুল আউজুবিরাব্বিন নাছ
মালিকিন নাছ
এলাহীর নাছ
নাছ নাছ নাছ।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি ৩/৫ বার পাঠ করে চোখে ফুঁ দিতে হবে।[৪৬]

গলায় কাঁটা লাগা/ গলায় ব্যথা পাওয়া মন্ত্র

মন্ত্র : ফালাহুল ইজ্জা
বালাকাতুম হুলকুম
হুলকুমের যেকোন ব্যথা
ফুঁ শব্দে মিলা যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি ৩ বার পাঠ করে ১ বার করে গলায় ফুঁ দিতে হবে। এভাবে ৩ বার ফুঁ দিতে হবে।

মন্ত্র : ছোট বাচ্চার কান্না থামার মন্ত্র :

মন্ত্র : কান্দোনি কান্দোনি যবেতে কান্দোনি
ঈশ্বর মাঝির ঝি
পরের ছাল্যা কান্দে
আপনি কর কি?
ও কথা শুন্যা দূগা লিলো কুলে
আজ থেক্যা কান্দা হয়্যা গেলো ভালো।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি পাঠ করে ৩/৫ বার ফুঁ দিলে কান্না থেমে যায়।

গলায় কাঁটা ফোটার মন্ত্র

মন্ত্র : 'বিসমিল্লার বিষ যেঠি করা বিষ সেঠি গিয়া মিষ'।[১৬]

পদ্ধতি : এ মন্ত্রটি পাঠ করার সময় রোগীর গলা নাড়বে ঢোক গিলবে এবং ৫/৭ বার পাঠ করে ফুঁ দিবে।

স্তনে থমকো নামার মন্ত্র

মন্ত্র : খুদ খাই কোন নাড়ি
বা পাও দি থমকো ছাড়ি।

পদ্ধতি : মন্ত্রটি ৩/৫ বার পাঠ করে ফুঁ দিবে এবং কবিরাজ নিজের স্তনে অথাৎ রোগীর ডান স্তন হলে বাম স্তনে এবং বাম স্তন হলে ডান স্তনে হাত দিয়ে থাকবে এবং মন্ত্রটি পাঠ করবে। উল্লেখ্য যে রোগী দূর অবস্থানে থাকলেও এই মন্ত্র পাঠ করলে

www.pathagar.com

থমকো নামা ভালো হয়। তবে কবিরাজের বাড়ি আর রোগীর বাড়ির পথিমধ্যে যদি কোন নদী বা খাল থাকে তাহলে এ মন্ত্রটি কার্যকর হবে না।

লাড় নড়ার মন্ত্র

মন্ত্র :

কালমা কালমা সাহা কালমা
উপরে কালমা নিচে ফুল
উপরে লড়ি ছেড়্যা করবো ছনচুর।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি ৫/৭ বার পাঠ করতে হবে এবং পেটে তেল মালিশ করে ফুঁ দিতে হবে।[৪৭]

সাপে কাটার মন্ত্র

মন্ত্র :

হাত পাক চড়ক পাক
বেহুলার মাথা পাকানো হাত
হাত থুলাম মাটিতে
থুয়্যা ধরলাম হাত
যে মুট ধরলাম সেই মুট পানি
দোহাই মা মনসার দোহাই।

পদ্ধতি : প্রথমে রোগীকে একটি পিড়াতে বসাতে হবে এবং এই মন্ত্রটি ৭-২১ বার পাঠ করবে। রোগীর সাপে কাটা হাত অথবা পায়ে পানি ঢালতে হবে এবং কবিরাজ তার হাত দিয়ে মালিশ করে নিচের দিকে বিষ নামাতে থাকবে।[১৭]

সাপে কাটার মন্ত্র :

মস্তকে নেঙ্গুড় তোমার
মাথায় দুটি ফুল
আমি কিবা জানি সাপা
তোর জাতি কুল।
ধনিয়া মানিয়া ঢোল কোলমু কাটিয়া
দোলার পায়।
কার ধড়ে আছে বিষ
বাম হাতে বাম পঞ্চমাতে
নেমে আয়।
নামো বিষ নামো গোড়ুল হুংকারে
নামো বিষ নামো পদ্মার হুংকারে।
নামো বিষ নামো খোদার ফরমানে
দোহাই শিব সংকরের দোহাই।

পদ্ধতি : মন্ত্রটি ৭-৫০০ বার পর্যন্ত পাঠ করতে হবে। সাপে কাটা অঙ্গে পানি ঢালতে হবে এবং অঙ্গটিকে হাত মালিশের মত করে নিচে নামাতে হবে।[৪৮]

www.pathagar.com

আধকপালী মন্ত্র

মন্ত্র : উঠরে বেবী কপালেতে ফুল
আধকপালী সূর্যমনি
মাথার বিন্দা ছাড়ি করি দূর
কাটি করব ছাড়ছুর
লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ।

১৮

পদ্ধতি : এ মন্ত্রটি ৩ বার করে পাঠ করে একবার করে ফুঁ দিতে হবে। এইভাবে ৩ বার মাথায় ফুঁ দিতে হবে।

ভেমরুল মাছিতে কামড়ের মন্ত্র

মন্ত্র : হায় ভেমরুল কী করলি
মানুষ কামড়াই খুন করলি।
চেরার মাটি দলা দলা
বিষ নামাবো পাইকোড় তলা।
আশি ধানের আশি শীষ
ঢিঁকিতে কুটবো চালুনে চালবো
আগে জারি গুরু পরে জারি শীষ।
আস্তে আস্তে নামাবোরে কনকনী বিষ
কোন জাগার বিষ পানির সনে মিশ।

পদ্ধতি : এ মন্ত্রটি ৩/৫/৭ বার পাঠ করে কামড়ানো স্থানে তেল দিয়ে মালিশ করে ফুঁ দিতে হবে।

ব্যথা দূর করার মন্ত্র

মন্ত্র : ছনচার পিছে কচুর বন
ওরে বিদ্দি কতক্ষণ
ভিটি মাটি চুর করি
গাংগের ধারে পাইকড়ের গাছ।
ডাল ভাঙ্গে মটামট নামরে বিষ সটাসট।

পদ্ধতি : এ মন্ত্রটি ৩/৫/৭ বার পাঠ করে ব্যথা স্থানে তেল দিয়ে মালিশ করে ফুঁ দিতে হবে।[৪৭]

মামলা করলে/ বান মারলে/ ছিটা করলে

মন্ত্র : কই মাছ মারার ৭টি মাথা ভাঙ্গা বড়শি বা কালা, ৭ টি মাথা ভাঙ্গা নতুন সূচ এবং কবরের মাটি সহ একটি তাবিজের মধ্যে সবগুলো পুরে মম দিয়ে আটকিয়ে গলায় বাঁধতে হবে। সপ্তাহে ১ দিন তাবিজ ভেজানো পানি খেতে হবে এবং গোসল করতে

www.pathagar.com

হবে। এভাবে ৩ সপ্তাহ গোসল করতে হবে এবং ভালো না হওয়া পর্যন্ত বা সুফল না পাওয়া পর্যন্ত তাবিজটি গলায় বেঁধে রাখতে হবে।

ভয় পাওয়া বা সাপে কাটা থেকে রক্ষা পাওয়া :

মন্ত্র : এন্দুর ধেন্দুর বুনের বাঘ
জলের ইন্দুর কাল সাপ

পদ্ধতি : রাস্তার কোনো কিছু দেখে চমকে গেলে বা সাপ থেকে রক্ষা পেতে এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে বুকে ফুঁ দিতে হয়। উল্লেখ্য যে অন্য জনের ক্ষেত্রে মাথায় তিন বার ফুঁ দিতে হবে।

ঘুমের মধ্যে পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) হলে

মন্ত্র : হা- শব্দ হু শব্দ অগ্নি শব্দ পানি
আগুন শব্দ পানির সাথে মিলি যা।
অমুকের ভয় ভীতি উপরি ফাপরা
সব আব্দুল কাদের জিলানী মর্ত্তুজা
আলীর দোহায় লাগে।

পদ্ধতি : হঠাৎ প্যারালাইসিস হওয়া রোগীর ক্ষেত্রে এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে শরীরের যে অঙ্গ অবশ হয়েছে সেই অঙ্গে ফুঁ দিতে হবে।

স্বামীর/স্ত্রীর মনোমালিন্য

মন্ত্র : (ক) নজরে নজর বন্দি আসমান বন্দি তারা
গাভী করে হাম্বা ডাম্বা বাছুর যেমনি ফিকে
আমাক অমুক না পেলে আত্মা ফেটে মরে।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি নির্দিষ্ট স্বামী/স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিন বার পাঠ করতে হবে।

মন্ত্র : (খ) দাল পেস দেদার পেস
জী আল্লা মোহম্মদ পেস
কুল আলম আল্লার পেস
আমি অমুকের পেস
আমাক ছাড়া অন্যক চা
দোহায় আল্লার নবী মা ফাতেমার শের খা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে কোনো খাবারে ফুঁ দিতে হবে এবং ঐ খাবার সেই ব্যক্তিকে খাওয়ালে কলহ দূর হয়।

শিশুর কান্না থামানো

মন্ত্র : কান্দনে কান্দনে রাস্তায় বস্যা করো কি
খুদ খায় কোন ঝি তোমার ময়ফুল রাজার ঝি
কান্দনে কান্দনে রাস্তাত বস্যা করো কি

www.pathagar.com

আজকরা দিন থেক্যা যাও কাল যদি না যাও
দোহায় আল্লার নবীর মা ফাতেমার শের খা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে শিশুর গায়ে ফুঁ দিলে কান্না থেমে যায়।

চোখে বাতাস লাগা/চোখ উঠা

মন্ত্র :
ইন্না আতাইনা কাল কাউছার
চোখের বিষ বেদনা
বাতাসে নীল হয়ে যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে চোখে ফুঁ দিলে চোখে বাতাস লাগা ভালো হয়ে যায়।

মন্ত্র : আধকপালি

মন্ত্র :
জরা-সরা মাথা ধরা দুই ভাই
বসিল ধ্যানে ভয় ভীত চমকা
নীল হয়ে যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে কপালে তিন টোকা দিলে আধকপালী ভালো হয়ে যায়।

নারীর স্তনে ব্যথা

মন্ত্র :
রাম লক্ষণ লিলি
স্তনের বিষ বেদনা
সেখানে যা মিলি।

২১

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি কবিরাজ নিজের স্তনে হাত রেখে রোগীর উদ্দেশ্যে তিন বার পাঠ করে ফুঁ দিলে স্তনের ব্যথা ভালো হয়ে যায়।

হাড় মচকে যাওয়া/ ব্যথা পাওয়া

মন্ত্র :
আল্লা আতশ মোহাম্মদ দোয়া
ধর্মের আগুন তিন পোয়া
যত রকম বিষ বেদনা নীল হয়ে যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে ব্যথা যুক্ত স্থানে ফুঁ দিলে ব্যথা ভালো হয়ে যায়।

ঘুমে ভয় পাওয়া

মন্ত্র :
শুথানে দিল্লী পৌথানে কালভোত
শুয়্যা আছে মা কালী পুত।
যত রকম বিষ বেদনা নীল হয়ে যা।

www.pathagar.com

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে বালিশে থাবা দিলে ঘুমের ভিতরে ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

গাভী বা মানুষের দুধ নষ্ট করা হলে

মন্ত্র : আল্লা গুরু মোহাম্মদ শিষ্য
ধন্য ছুরি অমুকের যেত রকম দোষ বালাই
ক্যাটা করনু পানি।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে এক বয়ম পানিতে ফুঁ দিতে হবে। উক্ত পানি দিয়ে গরুর/মানুষের স্তন ধুয়ে দিলে ভালো হয়।

বাড়ি বন্ধন

মন্ত্র : আল্লা হাক আল্লা পাক
আল্লা কাদের গণি
নিজ নামের বলে
বাড়ির সীমানা রক্ষা কর
আলেফ আল্লা তুমি।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি প্রতিদিন পশ্চিম মুখ করে দাঁড়িয়ে তিন বার ফুঁ দিতে হবে।

২২

যে কোনো রোগ

মন্ত্র : গঙ্গা নদী তীর পিনের ঘাট
তুল্যা আনো সাগরের জল
যে তুলবে সে খাইবে
অমুকের (রোগীর নাম) ভয় ভীত দোষ বালাই
মিকা নীল হয়ে যাবে।

পদ্ধতি : দূর স্থানের কোনো লোকের যে কোনো অসুখ হলে এই মন্ত্রটি পাঠ করে তার নাম ধরে যে পানি তুলে আইবে তাকে খাওয়ালে সেই দূর স্থানের লোকের অসুখ ভালো হয়ে যাবে।

সহজে সন্তান প্রসব

মন্ত্র : হা- শব্দ হু- শব্দ লিলি
অগ্নি শব্দ পানির সাথে যা মিলি
অমুকের প্রসবের জ্বালা যন্ত্রণা
আব্দুল কাদের জিলানী মর্ত্তুজা আলীর দোহায় লাগে।

পদ্ধতি : এক গ্লাস পরিমাণ পানিতে এই মন্ত্র তিন বার পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে। এবং উক্ত পানি প্রসূতিকে খাওয়ালে সহজে সন্তান প্রসব লাভ করবে।

জ্বীনে ধরা

মন্ত্র : আলেফ জবার আ আইন জবার আ
হামযা জবার আ উয়া জাবার আ

www.pathagar.com

ইয়া জবার আ
অমুকের ভয় ভীতি জমকা নীল হয়ে যা।

পদ্ধতি : এই মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে জ্বীন রোগীর শরীর থেকে নেমে যায়।

নজর লাগা

মন্ত্র :
মাতুলিয়া মামাতো ভাই
ওয়ারেহে মুকদ্দুস নাই
লম্পতি কম্পতি ষোল গিরা
বত্রিশ নাল মল্লিকা রঙের বিষ
করলাম মিশ
দয়া আল্লা দয়া সোলেমানের কিরা।

পদ্ধতি : শনিবার ও মঙ্গল বার ভরদুপুরে ৭ চাকা হলুদ দুর্বা ঘাসের আগা ৭টি সরিষার তেল ৭ ফোঁটা ১ গ্লাস পানির মধ্যে মিশ্রণ করতে হবে। মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে এবং খড় দ্বারা মিশ্রণ টি নাড়তে হবে। মন্ত্রটি প্রথম বার পাঠ করে এক বার ফুঁ দিতে হবে দ্বিতীয় বার পাঠ করে দুই বার ফুঁ দিতে হবে। তৃতীয় বার পাঠ করে তিন বার ফুঁ দিয়ে এই পানি রাস্তার ত্রিমোহনায় দাঁড়িয়ে মাথায় ঢেলে দিতে হবে এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে না তাকিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হবে।

চুলকানি

মন্ত্র :
জড়ার বিষ জড়ির বিষ
উদের বিষ উদরিয়ার বিষ
লতার বিষ লতির বিষ
লাল দরিয়ার বিষ নীল দরিয়ার বিষ
ক্যাশের বিষ ক্যাশে আয়
দোহায় আল্লা দোহায় সোলেমানের দোহায়।

পদ্ধতি : মেয়েদের মাথার চুল ও চুন একত্রে চুলকানির জায়গায় লাগাতে হবে। এভাবে তিন দিন যে কোনো সময় তিন বার পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে।

দুধ কলেরা

মন্ত্র :
কালু কান্দু দুই ভাই
শিশুর ঘির নন্দী বায়
যার থানের দুধ থাকে থাক
ওপরের দুধ বায়ে যাক
দোহায় আল্লা দোহায় সোলেমানের কিরা

পদ্ধতি : মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করে এক বার ফুঁ দিতে হবে। এভাবে মোট নয় বার পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিতে হবে। সেই পানি মাকে তিন বার খাওয়াতে হবে। অবশিষ্ট পানি দিয়ে মায়ের স্তন ধৌত করতে হবে।[৫০]

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৫) 'চিকিৎসা' শব্দের নিচে।

২. Don Yoder, 'folk medicine,' folklore and folklife an Introduction, Edited by Richard M.Doroon, (The University of Chicago Press Ltd. 1972) p.192.

৩. ওয়াকিল আহমদ, লোককলা প্রবন্ধাবলি (ঢাকা : গতিধারা, ২০০১) পৃ.১৮৯।

৪. এস.এম. লুৎফর রহমান, বাংলাদেশী লোকচিকিৎসা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী-২০০৩) পৃ. ৯৪-৯৫।

৫. Don Yoder, 'folk medicine,' Ibid, p.192.

৬. খাজা মহসিন আলী আল চিশতি পিতা : ইসমাইল প্রামাণিক, গ্রাম : বলিহার, পোস্ট : মনিগ্রাম, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৫৫, পেশা : কবিরাজী, সংগ্রহকাল : ০৯.০৭.২০১১।

৭. মো. আব্দুল মালেক পিতা : মৃত পিয়ার আলী, গ্রাম : পলাশী ফতেপুর, পোস্ট : ব্যাংগাড়ী, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৪৭, পেশা কৃষি, শিক্ষা : ১০ম শ্রেণী, সংগ্রহকাল : ৮.৭.২০১১।

৮. রুস্তম আলী ফকির, পিতা : মৃত মফির গায়েন, গ্রাম : বথুয়া, পোস্ট : সারদা, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৮৪, পেশা : কবিরাজী, সংগ্রহকাল : ২৫.৬.২০১১।

৯. বাদশা ফকির, পিতা : মনির উদ্দিন প্রামাণিক, গ্রাম ও পোস্ট : সারদা, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৪৮, পেশা : কবিরাজী, শিক্ষা : নিরক্ষর, সংগ্রহকাল : ২৮.৬.২০১১।

১০. শ্রী বলরাম চন্দ্র সরকার, গ্রাম : মোক্তারপুর, পোস্ট : সারদা, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৬২, পেশা : কৃষি ও কবিরাজী, শিক্ষা : ৮ম শ্রেণী, সংগ্রহকাল : ০১.৭.২০১১।

১১. মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ-২৫/০৪/২০১২

১২. সুনীল কুমার মণ্ডল, পিতা : রতিকান্ত মণ্ডল, গ্রাম : নওহাটা, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, রাজশাহী, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : এম.এস.সি। তারিখ- ২৬/০৪/২০১২

১৩. সুনীল কুমার মণ্ডল, পিতা : রতিকান্ত মণ্ডল, গ্রাম : নওহাটা, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, রাজশাহী, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : এম.এস.সি। তারিখ- ২৭/০৪/২০১২

১৪ মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ : ২৮/০৪/২০১২

www.pathagar.com

১৫. সুনীল কুমার মণ্ডল, পিতা : রতিকান্ত মণ্ডল, গ্রাম : নওহাটা, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, রাজশাহী, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : এম.এস.সি। তারিখ- ৩০/০৪/২০১২

১৬. মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ : ০১/০৫/২০১২

১৭. সুনীল কুমার মণ্ডল, পিতা : রতিকান্ত মণ্ডল, গ্রাম : নওহাটা, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, রাজশাহী, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : এম.এস.সি। তারিখ- ০২/০৫/২০১২

১৮. হাজী মো. মোজাহার আলী, পিতা মৃত : মফিজউদ্দীন, গ্রাম : বড় আমগাছী, ইউনিয়ন : বড়গাছী, উপজেলা : পবা, রাজশাহী। বয়স : ৪৫, শিক্ষা : নবম শ্রেণী, তারিখ : ০৪/০৫/২০১২

১৯. মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ : ০৬/০৫/১২

২০. হাজী মো. মোজাহার আলী, পিতা মৃত : মফিজউদ্দীন, গ্রাম : বড় আমগাছী, ইউনিয়ন : বড়গাছী, উপজেলা : পবা, রাজশাহী। বয়স : ৪৫, শিক্ষা : নবম শ্রেণী, তারিখ : ০৬/০৫/২০১২

২১. সুনীল কুমার মণ্ডল, পিতা : রতিকান্ত মণ্ডল, গ্রাম : নওহাটা, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, রাজশাহী, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : এম.এস.সি। তারিখ- ০৮/০৫/২০১২

২২. মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ- ০৮/০৫/২০১২

২৩. মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ- ১০/০৫/২০১২

২৪. সুনীল কুমার মণ্ডল, পিতা : রতিকান্ত মণ্ডল, গ্রাম : নওহাটা, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, রাজশাহী, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : এম.এস.সি। তারিখ- ১২/০৫/২০১২

২৫. মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ- ১৪/০৫/২০১২

২৬. মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া,পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ- ১৫/০৫/২০১২

২৭. মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া,পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ : ১৭/০৫/২০১২

www.pathagar.com

২৮. সুনীল কুমার মণ্ডল, পিতা : রতিকান্ত মণ্ডল, গ্রাম : নওহাটা, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, রাজশাহী, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : এম.এস.সি। তারিখ- ১৮/০৫/২০১২

২৯. মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ : ১৯/০৫/২০১২

৩০. মো. মেহেদী মাহফুজ রাসেল, পিতা : মো. মকবুল হোসেন, গ্রাম : নওহাটা রনাপাড়া, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ : ২৫/০৫/২০১২

৩১. মোসা : সখিনা আক্তার, স্বামী : মো. সইজুদ্দিন, গ্রাম : পিল্লা পাড়া, নওহাটা থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ২০ শিক্ষা : ৭ম শ্রেণি তারিখ : ২৬/০৫/২০১২

৩২. মোসা : আশরাফুন নেসা, স্বামী : মো. মেরাজ উদ্দিন, গ্রাম : পিল্লা পাড়া, নওহাটা থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : ৮ম শ্রেণি তারিখ : ২৭/০৫/২০১২

৩৩. মো. শহিদুজ্জামান, পিতা : মো. আব্দুল আজিজ, গ্রাম : পিল্লা পাড়া, নওহাটা থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৭০ শিক্ষা : নীরক্ষর-তারিখ : ২৭/০৫/২০১২

৩৪. মোরাজান বেওয়া, স্বামী- মৃত জিন্নাত শেখ, গ্রাম : নওহাটা (পিল্লাপাড়া), পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৮০, নিরক্ষর। ২৮/০৫/১২

৩৫. মোসা. শহর বানু, স্বামী : মান্নান শেখ, গ্রাম : দাদপুর, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। ২৯/০৫/১২

৩৬. মোসা. খাদিজা বেগম, স্বামী : মৃত পোখড় মণ্ডল, গ্রাম : দাদপুর, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৬৫, নিরক্ষর। ৩০/০৫/১২

৩৭. মো. আব্দুল হামিদ, পিতা : মৃত সমতুল্লা মণ্ডল, গ্রাম : নাগশসা, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৭০, নিরক্ষর। ০৩/০৬/১২

৩৮. কুলসুম বেওয়া, স্বামী : মৃত আলীমুদ্দিন সরকার, গ্রাম : নাগশসা, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা :পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৮০, নিরক্ষর। ০৫/০৬/১২

৩৯. শ্রী বিরেন চন্দ্র প্রামানিক, পিতা : মৃত বিপিন চন্দ্র প্রামাণিক, গ্রাম : দাদপুর, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৮৫ শিক্ষা : ৫ম শ্রেণী। ০৮/০৬/১২

৪০. ফকির মণ্ডল, দাদপুর, বড়গাছি, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৬০, শিক্ষা- নিরক্ষর। ১০/০৬/১২

৪১. কবিরাজ তজিবর মণ্ডল, পিতা : মৃত অনাথ মণ্ডল, গ্রাম : দাদপুর পূর্ব পাড়া, ইউনিয়ন : বড়গাছী, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৫৫, শিক্ষা : ৫ শ্রেণী। ১৩/০৬/১২

৪২. মো. আব্দুল বারি, পিতা : বশির শেখ, গ্রাম : কাঁঠালবাড়িয়া, পোস্ট : প্রেমতলী, উপজেলা : গোদাগাড়ী।

৪৩. মোরাজান বেওয়া, স্বামী- মৃত জিন্নাত শেখ, গ্রাম : নওহাটা (পিল্লাপাড়া), পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৮০, নিরক্ষর। ২৮/০৫/১২

www.pathagar.com

৪৪. মোসা. শহর বানু, স্বামী : মান্নান শেখ, গ্রাম : দাদপুর, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৫০, নিরক্ষর। ২৯/০৫/১২

৪৫. মোসা. খাদিজা বেগম, স্বামী : মৃত পোখড় মণ্ডল, গ্রাম : দাদপুর, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৬৫, নিরক্ষর। ৩০/০৫/১২

৪৬. মো. আব্দুল হামিদ, পিতা : মৃত সমতুল্লা মণ্ডল, গ্রাম : নাগশসা, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৭০, নিরক্ষর। ০৩/০৬/১২

৪৭. কুলসুম বেওয়া, স্বামী : মৃত আলীমুদ্দিন সরকার, গ্রাম : নাগশসা, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা :পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৮০, নিরক্ষর। ০৫/০৬/১২

৪৮. শ্রী বিরেন চন্দ্র প্রামাণিক, পিতা : মৃত বিপিন চন্দ্র প্রামানিক, গ্রাম : দাদপুর, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৮৫ শিক্ষা : ৫ম শ্রেণী। ০৮/০৬/১২

৪৯. ফকির মণ্ডল, দাদপুর, বড়গাছি, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৬০, শিক্ষা- নিরক্ষর। ১০/০৬/১২

৫০. কবিরাজ তজিবর মণ্ডল, পিতা : মৃত অনাথ মণ্ডল, গ্রাম : দাদপুর পূর্ব পাড়া, ইউনিয়ন : বড়গাছী, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৫৫, শিক্ষা : ৫ শ্রেণী। ১৩/০৬/১২

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য এবং বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক শাখা। ধাঁধার আরেক নাম 'হেঁয়ালি'। সংস্কৃত 'প্রহেলিকা' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। আবার সংস্কৃত 'দ্বন্দ্ব' থেকে ধাঁধার জন্ম হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। 'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ, 'সন্দেহ'; ধাঁধার উত্তর কিংবা সমাধান সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায় বলে এমনটি মনে করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকভাষায় ধাঁধাকে 'মানে' (রাজশাহীতে), 'শিলুক' (ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ), 'ফাটকি', (খুলনা-যশোর), 'ভাঙ্গানী' (বরিশাল), 'ডিঠান' (সিলেট) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। প্রখ্যাত আমেরিকান ফোকলোরবিদ Alam Dundes-এর 'Study of Folklore' গ্রন্থে উল্লেখিত P.D Beauchat–কৃত ধাঁধার একটি সংজ্ঞা এরকম : "The main function of the riddles is an entertainment and this is consciously recognized, where as other functions of riddles are often not recognized at all the people,"

ধাঁধার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে আর্চার টেলর 'English Riddles from oral tradition' গ্রন্থে একটি ইংরেজি ধাঁধার উল্লেখ করেছেন : "When first I appear seem mysterious, but when I am explained, I am nothing serious" মজার ব্যাপার হলো, এটিও একটি ধাঁধা এবং এর উত্তরও 'ধাঁধা'। মূলত ধাঁধা একটি জটিল জিজ্ঞাসা, দুরূহ প্রশ্ন, আবার সমস্যাও।

বুদ্ধির দীপ্তি, সৌন্দর্যবোধ, রসিকতা, চিন্তার উৎকর্ষ সাধন, মননশীলতা এবং প্রতীক ব্যবহারের প্রবণতা হলো ধাঁধার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আরো যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য সেগুলো হলো : ধাঁধার আবেদন মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য; এটি জ্ঞানের বিষয় আবার রসেরও সামগ্রী। এর কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই– গদ্য-পদ্য, মিত্রাক্ষর-অমিত্রাক্ষর যে-কোনো রূপেই এটি রচিত হতে পারে। ধাঁধায় প্রশ্নকর্তা গুছিয়ে যা একত্র করেন, উত্তরদাতাকে তা-ই খুলে বলতে হয়। ধাঁধার প্রধান বিষয়ই হলো তার উত্তর। ধাঁধায় প্রশ্নকর্তার দিক থেকে প্রায়শ একটি আক্রমণাত্মক ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় এবং কোনো কোনো ধাঁধায় পুরস্কারের আভাসও থাকে। ধাঁধার সঙ্গে ছড়া ও প্রবাদের মিল-অমিল দু-ই আছে। এর বিষয়বস্তু কেবল প্রত্যক্ষ বস্তু নয়, নৈর্ব্যক্তিক ভাবমূলক বিষয় ও ধাঁধায় স্থান লাভ করে।

ধাঁধাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়– ১. সাহিত্যাশ্রয়ী এবং ২. লৌকিক। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ধাঁধা বেশ কয়েকরকম হতে পারে। যেমন– ১. নর-নারী ও দেব-দেবী বিষয়ক। ২. প্রকৃতি বিষয়ক; ৩. গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়;

www.pathagar.com

৪. পশুপক্ষী-কীট-পতঙ্গ; ৫. বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক; ৬. আখ্যান বা কাহিনীমূলক; ৭. গাণিতিক বা সংখ্যামূলক; ৮. বিবিধ বিষয়ক।

বাঘা উপজেলার ধাঁধা

১. ফেলে আনু কানা বিলে
মরা হইয়া তাজা গিলে। (খোলশুন)
২. আসছে পাখি উমুর ঝুমুর বসছে পাখি ধুন্দা,
আহার করতে যায় পাখি, লেজ থাকে তার বান্ধা। (জাল)
৩. আজ সোমবার কাল সোমবার তক্তাপুরের হাট
এমন মজা দেখে এলাম ফলের উপর গাছ। (আনারস)
৪. শল্লুক শল্লুকের মা,
নাকে দড়ি পিঠে ঘা। (দাড়ির শলা)
৫. ইট ঘুঘুর পিট কান,
কোন ঘুঘুর আট কান। (ছাতা)
৬. রাজার বেটা মনা
পানিতে নামলেও নেংটি ভিজে না। (কচুর পাতা)
৭. টানলে ছোট হয়। (বিড়ি)
৮. এক থালা সুপারি,
গুণতে পারে কোন ব্যাপারী। (তারা)
৯. ঢুক ঢুক ঢুকে না,
ঢুকলে আর বারায় না। (কবর)
১০. আল্লার দেয়া কাথা,
কোন দিনও শুকায় না।[১]
১১. লাল বুড়ি সব খায়,
ঝল খেলে মরে যায়। (আগুন)
১২. কোন দেশি শয়তান,
নাকে বসে ধরে কান। (চশমা)
১৩. ডানটি লড়ে,
খেজুর পড়ে। (বকরির লাদি)
১৪. তুমি থাকো ডালে
আমি থাকি জ্বলে
দুইজনের দেখা হবে
মরণের কালে। (মরিচ আর মাছ)
১৫. ইট ঘুঘুর পিটকান,
কোন ঘুঘুর তিন কান। (চুলা)

www.pathagar.com

১৬. কালো গরু কালো শিরে দুধ দেয়,
যখন গরু হামলায়, লোক শুধু দেশ সামলায়। (বৃষ্টি)
১৭. তুরতুরে ফুরফুরে ভারার ঘরে যায়,
হাজার টাকার কুলপ ভেঙ্গে যায়। (ইঁদুর)
১৮. কচি কালে কাপড় পরা,
বড় হলে ল্যাংটা বুড়া। (বাঁশ)
১৯. গিয়ে ছিলাম নবার বাড়ির হাটে,
দেখে এলাম, এক সন্তান দুই মায়ের পেটে।[২] (দরজার খিল)
২০. দিলে খায় না, না দিলে খায়। (গরুর মুখের ঠুসি)
২১. তিন অক্ষরে নাম যার জলে বাস করে,
মধ্যেকার অক্ষর বাদ দিলে আকাশে উড়ে। (চিতল ও চিল)
২২. পানির তলে দুবলি ঘাস,
কাটতে গেলে বার মাস। (ছায়া)
২৩. একটু পুকুরে মাছ ধুক ধুক করে
কারো বাপের সাধ্য নাই
জাল ফেলতে পারে। (ভাতের পাতিল)
২৪. আসলো কালু, বসলো ডালু
কারো বাপের সাধ্য নাই
কালুক তাড়াতে পারে। (অন্ধকার রাত)
২৫. উঠিল কন্যা ফুটিল ফুল,
ইটটুক কন্যার সোয়া হাত চুল। (বাতরাজ)
২৬. কোন বা গাছে বাজনা বাজে
কোন বা গাছে সাজনা সাজে
কোন বা গাছে মরার মাথা
কোন বা গাছে ছেড়া কাথা। (কড়ই ফল, শিমুলের ফুল, বেল, কলার পাতা)
২৭. কাঠের বলদ চামড়ার শিং,
যাচ্ছে বলদ পাড়ছে নিন্দ। (শামুক)
২৮. তামরুলের বাড়ির উপর দিয়ে
জামরুলের ঘাটা,
গাছের ফল গাছে থাকলো
ছিড়ে আনলাম বোটা।[৩] (তালা চাবি)
২৯. ইক্কুত খুড়ে মাটি, ছয় চোখ তিন পুকটি। (লাঙল, মানুষ, গরু)
৩০. কাঠাতে কালো গাই,
দড়ি ধরে আনতে যাই। (নুন্দা)
৩১. বাপেরে বাপ আমরা গায়ের উপর পড়ল চাপ,
ঘর বাড়াল দরজাদি আমি বাড়াব কোনদি। (জাল)

www.pathagar.com

৩২. চলো ভাই পাহাড়ে যাই, পাহাড়ে গিয়ে নিমুখাই,
সেই নিমুর বুটা নাই। (ডিম)
৩৩. এমন ম্যাশিন জলে,
লেজ দিয়া পানি তোলে। (বাতি)
৩৪. বাঁজে কিন্তু বাঁশি না
শুড় আছে হাতি না
খায় কিন্তু বাঘ না। (মশা)
৩৫. বাঘের মত লাফ দেয়,
কুকুরের মত বসে।
জলেতে ছেড়ে দিলে,
সোলা হয়ে ভাসে। (ব্যাঙ)
৩৬. পথের ধারে গাছটি ফল ধরে বারটি
পাকলে একটি।
৩৭. হাড়াঙ্গা মুরগির শরাঙ্গা পা,
গোশটুকু ফেলে দিয়ে ঝোল টুকু খা।[৪] (আঁখ)
৩৮. কাঁচাতে কাঁচা বরণ সর্ব লোকে খায়
পাকলে সোনার বরণ গড়াগড়ি খায়। (বেগুন)
৩৯. গলায় ফিতা জড়া
গোল গাল চেহারা
জীবন নাই লাফ দিয়া বেড়ায়। (ঘড়ি)
৪০. মা লতা, বাপ পাতা
মেয়ে সুন্দরী। (শাপলা ফুল)
৪১. বাপা, চ্যাঙড়া, ব্যাটা বুড়ি
নতিরি মুখে পাকা দাড়ি। (তাল ও তালের গাছ)
৪২. ভগ্নিপতির পত্নীর পিতা,
তোমার কি হয়। (পিতা)
৪৩. ফুটির নিচে ফাটা, লড়লে চড়ালে পড়ে আঠা,
এই কথা যাই বলবে মন্দ, তার হাজার টাকা দণ্ড। (কলম)
৪৪. ঢাকায় আছে, টাকায় আছে
বাংলাদেশে নাই, কলকাতায় দুইটা আছে পৃথিবীতে নাই।[৫] (ক)
৪৫. এক সন্তান দুই মায়ের পেটে। (দরজার খিল)
৪৬. আট চাল এক খুঁটি। (ছাতা)
৪৭. মা থাকলো নানীর পেটে
আমি গেলাম বানেশ্বরের হাটে। (কলার গাছ)
৪৮. ইটু জাল্লা আড়ি
যায় জঙ্গল ফাড়ি। (উকুন)

www.pathagar.com

৪৯. তিন জন্তুর তেইশ কান,
মানে ভাঙ্গ দিয়া পান খান,
যাই যানে না মানে হাত দিবেন না পানে। (মানুষের দুইকান, বানরের বিশ কান ও শামুকের এক কান)
৫০. রাজার বেটা বাঠি,
কপাট মারে আঁটি। (শামুক)
৫১. এক হাত ঘাড়ে, এক হাত লড়ে,
এক পাছার পানি, আর এক পাছায় পড়ে। (কাখের কলসি ভরা পানি)
৫২. রাজার বেটা বীর,
বসে মারে তীর। (উকুন মরা বউকনী)
৫৩. ফঠকির মায়ের নাকে দড়ি,
ফটকি বেড়ায় বাড়ি বাড়ি। (দাড়ি পাল্লা)
৫৪. দুই পা চাড়ি, দিনু ভারি, কুচুর মুচুর কাটি
যদি ভয় ভন্দ, দশ টাকা দণ্ড। (জাঁতি, সুপারি)
৫৫. কাচের বেড়া, টিনের ছাবড়া, হাত দিওনা চেংড়া পেংড়া। (হারিকেন)
৫৬. আছে ফল গাছে নাই,
খায় ফল তার চুচা নাই।[৬] (শিল পাথর)
৫৭. বছরে আসে মাসে যায়,
দিনে পাকে রাতে খায়। (রোজা)
৫৮. আল্লাহর কি কুদরত,
লাঠির মধ্যে সরবত। (কুশর)
৫৯. এক গাছে সাজনা সাজে
এক গাছে বাজনা বাজে
এক গাছে ছিড়া ক্যাথা
এক গাছে মরার মাথা। (শিমুল ফুল, কড়াই ফল, কলার পাতা ও বেল)
৬০. হাতুর বাটাল বাইশ খান
চোরে নিয়ে গেল তিন খান
থাকে কয় খান? (একখানও না)
৬১. জোরে করে ভরে দিনু,
রক্ত বের করে ছেড়ে দিনু।[৭] (পান)
৬২. সবুজ মিয়া হাটে যায়,
সবার হাতে চিমটি খায়। (লাউ)
৬৩. চার ভাই নাদুস নুদুস
চার ভাই মিষ্টি মধু
দুই ভাই খড়ি নাথ

www.pathagar.com

এক ভাই পাগল নাথ। (গরুর চার পা, চারটি দুধের বান, গরুর দুই শিং, গরুর লেজ)

৬৪. আছে ফল দেশে নাই,
খায় ফল চুচা নাই।[৮] (বরফ)
সংগ্রাহক : মো. আবদুল ওহাব।

৬৫. পেটে খায় পিঠে হাঁটে। উত্তর : নৌকা।

৬৬. জঙ্গল থেকে বাড়াল হাঁস
হাঁসের গায়ে শুধু মাস। উত্তর : জুক (জোঁক)

৬৭. জঙ্গল থাকা বাড়াল হুমা
হুমার গায়ে শুধু ডুমা। উত্তর : কল্লি (করলা)।

৬৮. উপর থাকা পড়ল খুড়ি
খুড়ি বলে এখানে ঘুরি। উত্তর : যাতা।

৬৯. এতটুকু গাছে লাল পেয়ারা নাচে। উত্তর : কাঁচা মরিচ।

৭০. খোদার কুদরতি গাছ দেখনা
পুকুর ছুলে সে গাছ বাঁচে না। উত্তর :[৯]

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ১০/১২ কি.মি. দূরে কাটাখালি এলাকায় ইব্রাহীম নামের এক লোক এক পিরের খাদেম। পিরের নাম হযরত আবুল হোসেন আল কাদেরী। মাজারে পৌঁছানো মাত্র খবর পেলাম খাদেম সাহেব এক জন চা দোকানি। চার ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের নাম মায়া স্কুলে পড়ে এক সময় মায়াকে প্রশ্ন করা হলে মুন্নী বলে আপনি যা চাচ্ছেন দাদি আপনাকে ভাল কিছু তথ্য দিতে পারবেন। বৃদ্ধ কানে কম শোনে। বহু কষ্টে কাছে মুন্নীর সাহায্যে পাশে বসলাম। আমার এলাকায় এক কানে কম শোনা বন্ধু ছিল নাম তার গুলহ্যা। মদির দোকানের ব্যবসা করত। বাজারের খাতিবে দোকানে গিয়ে বললাম দোস্ত কেরোসিন দাও সে বলল গুড় লিবি। আবার চাইলাম বলল হলুদ দিব ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার কাজ মুন্নীর দাদির কাছে, মুন্নীর সাহায্যে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। বহু কষ্টে মুন্নীর সহযোগিতায় খুব কাজ থেকে ছোট ছোট গলায় মুন্নীর দাদি শুরু করল বলা। "আমার (রাবিয়ার) যখন প্রথম বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি আসি তখন আমার দাদি শাশুড়ী/নানী সম্পর্কের এক বৃদ্ধা মহিলা আমাকে বলল" বলত নানী সতীন তুমি কেমন পার হাবিয়া নতুন বউ লম্বা লম্বা ভাব তবুও সে বলল নানী/দাদি চিৎ কর‍্যা ফ্যালায় উভর কর‍্যা করে এমন কর‍্যা করে বউকে গহনা পর্যন্ত লড়ে। উত্তর : পাটা লুড়্যা।

দাদির প্রশ্ন :

চিৎ কর‍্যা ফেল্যা দিনু
যা করার তা কর‍্যা লিনু
ধুয়্যা মুছ্যা তুল্যা লিনু। উত্তর : পাটা নুড়্যা।

www.pathagar.com

নতুন বউকে ঠকানোর জন্য গ্রামের কিছু এ ধরনের লোকজ সংস্কৃতির লোক ধাঁধাঁগুলো আজো প্রচলিত আছে আমাদের সমাজে। যদিও অনেকের ধারণা এই বৃদ্ধ যা জানে মৃত্যুর পরে পরবর্তী জেনারেশন এই সকল প্রশ্ন যা ধাঁধা বা নতুন বউ এ প্রশ্ন আদৌও হবে কি না এই নিয়ে এলাকাবাসীর সংশয়। লোক মুখে জানা গেছে এই কারণে এখন কানে কম শোনে যাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে ঠষা/বহর‍্যা সে নাকি অনেক মেয়েলি গীত, লোকগল্প লোকের মাঝে শুনিয়েছে।[১০]

চার পায়ে বসি আট পায়ে চলি
বাঘ নয় ভাল্লুক নয় জ্যান্ত মানুষ গিলি। উত্তর : পালকি।

আম নয় জাম নয় গাছের নাহি ফল
তবুও সব লোকে ফল নাম বলে। উত্তর : পরীক্ষার ফল।
ইড়িং বিড়িং তিড়িং ভাই
চোখ দুটো তার মাথা নাই। উত্তর : কাঁকড়া।

আগায় খস খস গোড়াই মৌ
যে না বলতে পারবে সে কালুচোরের বউ। উত্তর : আখ।

চিক চিক দাড়ি লিক লিক পাতা
খাইতে মধুর রস ফেলাতে চোপা। উত্তর : আখ।

ফটকির মার ল্যাখে দাড়ি
ফটকি বেড়ায় বাড়ি বাড়ি। উত্তর : দাড়িপাল্লা।
একটুখানি গাছে
লাল পিয়াদা নাছে। উত্তর : মরিচ।
ঝোপ ঝোপ ঝুপিয়া
ঝুপির তলে লুকিয়া। উত্তর : মরিচ।
তুমি থাক ডালে
আমি থাকি জলে
তোমার সাথে দেখা হবে
মরণেরে কালে। উত্তর : মরিচ, মাছ।[১১]

ধাঁধা

১. একটু জালা পুকুরে মাছ খুদবুদ করে। - ভাত
২. আদাড় হেনে বারাল সাপ- ল্যাজ ধরে মারনু পাক- নাকের পোটা
৩. ইল শুকালো বিল শুকালো গাছের আগায় পানি- ডাব
৪. ওপর থেকে প'লো ধুম- ধুমের পুকটি শুং- তাল
৫. আল্লাহর কী কুদরত লাঠির ভিতর সরবত- আখ
৬. আহম্মক নম্বর এক যে বড়লোকের সাথে ধরে ঠ্যাক- বোকা
৭. গাছ আছে যার গোড়া নাই- আলোক লতা

www.pathagar.com

৮. আহম্মক নম্বর দুই যে বড়লোকের পুকুরে ছাড়ে রুই-বোকা[১২]
৯. ফল দীঘল গাছ পিছল- কলাগাছ
১০. পাতায় কাটা বিচি ফাটা ।- খেজুর
১১. একটু খানা এ্যাড়া যায় জঙ্গল ফ্যাড়া ।- উকুন
১২. একটু খানি গাছে লাল পেয়ারা লাচে- মরিচ
১৩. ওপর থ্যাকা প'লো খুড়ি খুড়ি বলে এখানে ঘুরি- বৃষ্টি[১৩]
১৪. তিন অক্ষরের নাম খাওয়ার জিনিস হয় প্রথম অক্ষর বাদ দিনে রমণী নাচায় ।- খিচুড়ি
১৫. মিয়া সাহেবের হাট থেকে কোট প্যান্ট পরে এসে কোট প্যান্ট খুলে চোখে জ্বালা করে- পিঁয়াজ
১৬. ঘরের মধ্যে ঘর পড়্যা পড়্যা মর- মশারি[১৪]
১৭. বাপরে বাপ ওপর চাপ ঘর পালালো দুয়ার দিয়্যা আমি পালাবো কোন দিক দিয়া ।- জাল/ তড়া জাল
১৮. পথে যেতে যেতে কহে কবি কথা কালী কবিদাস। নাই তাই খাচ্ছো থাকলে কোথায় পেতে আঁখির মধ্যে পাখির বাসা ।- দেহ-পশু পকা খাওয়া।
১৯. আছে ফল দেশে নাই খাই ফল চোকা নাই ।- শিল
২০. খাই তরমুজ করবো কি, বোঁটা নাই ধরবো কি ।- ডিম[১৫]
২১. যত কাটে তত বাড়ে- খুনতি দিয়ে মাটি খোড়া
২২. এক বৈরাগীর তিন টুপি মাথায় বোঝা পাছায় শিপি- চুলা
২৩. আমি থাকি আকাশে তুমি থাকো জলে- তোমার আমার দেখা হবে মরণের কালে ।- কাচা মরিচ ও মাছ।
২৪. কায়স্থ আস্তবাদে পাঠার বাদে পা লবঙ্গের বঙ্গ বাদে কিনা আনগা জা ।- কাঁঠাল
২৫. একটা মেয়ের পেট কাটা-যব একটা মেয়ে নাক বাঁকা ।- ছোলা
২৬. গেলো আর এলো- চোখের পলক ।[১৬]
২৭. একটু কুনি আড়্যা যায় জঙ্গল ফাড়্যা- উকুন ।
২৮. আমার একটা বাগান আছে সবাইকে ঢুকতে দিবো/ কিন্তু কাউকে ঢুকতে দিবো না- গরু
২৯. খায় দায়, মুতে না, চিত হয়্যা শুতে না- মুরগি ।
৩০. এক ফলের তিনটি আঁটি কাঁচা খায় পাকা খায় আর খায় শাঁস তবু মিটে না তার আঁশ ।- তাল ।
৩১. এক গাছে তিন তরকারি পারপার এলে খুব দরকারী- কলাগাছ
৩২. কাঠের গাই মাটির বাছুর দুধ খায় চুপ চুপ- খেজুর গাছ ও মাটির পাতিল ।
৩৩. গাছ পিছল ফল দিঘোল- কলা
৩৪. আগা আছে তার গুড়া নাই- আলোক লতা ।
৩৫. একমুট খৈলস্যা গৈবা গাবায় যে না কতে পারে গু চাকাই- খই ।[১৭]

www.pathagar.com

৩৬. ইড়িং বিড়িং, ভিড়িং তাই
কোষে কোষে তার রস
দাম হৈছে এক কুড়ি
সাড়ে বিয়াল্লিশ দশ। - জিলাপি
৩৭. একটু কুনা পুকুরে মাছ থুক থুক করে
কারো বাপের সাদ্দি নাই জাল ফেলতে না পারে।- ভাত
৩৮. এক বকরির তিন শিং- চুলা
৩৯. পি,পি,পি
ল্যাজ দিয়্যা পানি তুলে
তার নাম কি?- হাতি
৪০. শ্যাক শ্যাক শ্যাক পাথর, পাথর গেলো বুনে
সারা পৃথিবীতে আগুন লাগানো নিভভে কতদিনে।- সূর্য
৪১. তিন অক্ষরের নাম তার দলে দলে ঘুরে
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে দেশের নাম হবে।- শচীন হতে চীন
৪২. তিন অক্ষরের নাম যার সবাই আদর করে
শেষের অক্ষর কাট্যা দিলে শরীরেতে পরে- জামাই হতে জামা।
৪৩. সারা দিন মাটি খায় সাজ (সন্ধ্যা) হলে ঘরে যায়।- লাঙ্গল
৪৪. এক হাল লড়ে দুই হাল পাড়ে আজার তরী শুকালে চলে।- লাঙ্গল[১৮]
৪৫. ল্যাজের দিকে দিলে চাপ মাথা উঁচু করে
যতবার ছাড়্যা দ্যায়
মাথা খুট্যা মরে।- ঢেঁকি
৪৬. চার কুলে চার খুঁটি মাঝখানে ভিট্যা
টানলে দেখবো সাদা কিন্তু খ্যাতে বড়ই মিঠ্যা।- গরুর দুধ
৪৭. অর্ধচন্দ্র দেহের গঠন
গাছ পালা কাটে সর্বক্ষণ।-
৪৮. চারি ধারে লাল
মধ্যে থাকে
থুক থুক্যা বাল।- পেঁয়াজ
৪৯. আমি থাকি ডালে
তুমি থাকে জলে
একসাথে দেখা হবে
মরণের কালে।- মাছ ও মরিচ[১৯]
৫০. বলত দেখি সন্তু
চোখে চেয়ে ঘুমায়
কোন সেই জন্তু।- মাছ

www.pathagar.com

৫১. মা ঝুপড়ি
ছাত্তয়াল সুন্দরী।- বেগুন
৫২. রাজার ছড়ি
একবার বিয়ালে বুড়ি।- কলার গাছ
৫৩. একগাছে তিন তরকারি
বর্ষা আ'লে খুব দরকারি।- কলার গাছ
৫৪. সমুদ্রে জন্ম আমার
লোকালয়ে বাস
মায়ে ছুলে ছাওয়ালের
হয় সর্বনাশ।- লবণ[২০]
৫৫. পরে ফুল আগে ফল
কোনটি সেটা জলদী বল।- লাউ কুমড়া
৫৬. জঙ্গল থাক্যা বারালো হুমা
হুমার গাও ডুমা ডুম্যা- করলা
৫৭. আকাশ থাইকা পড়লে ব্যাটা
ব্যাটার গাও কাটা কাটা।- কাঁঠাল
৫৮. বুড়ি মরলো এ পাড়াতে
গন্ধ গ্যালো ও পাড়াতে- কাঁঠাল
৫৯. এক গাছে বহু ফল
গায়ে কাটা কাটা
পাকলে ছুয়ায় যদি
হাতে লাগে আঠা।- কাঁঠাল[২১]
৬০. অর্ধেক শরীর সোনার হলো
কে সে ভাব্যা বুলো- আনারস
৬১. গাছ কাটি গোছালি কাটি
গাছের খায় খাজা
গাছের উপর বস্যা আছে
মানিক পুরের রাজা- আনারস
৬২. আজ সোমবার কাল সোমবার
বিদিরপুরের হাট এমন মজা দেখ্যা আইলাম
ফলের ওপর গাছ।- আনারস
৬৩. লাল বুড়ি হাটে যায়
গালে গালে চড় খায়।- মাটির হাড়ি
৬৪. শুকনো কলসি ঝুল্যা দিলে
ভর্যা দিবে রসে
সেই রসেতে দিলে জাল
মন ভরবে সুবাতাসে।- খেজুর রস[২২]

www.pathagar.com

৬৫. এক বুড়ির তিন মাথা
খায় বুড়ি গাছ লতাপাতা।- চুলা
৬৬. এক বৈরাগীর তিন টিঁকি
মাথাতে বোঝা পুটকিতে ছিপি।- চুলা
৬৭. কালো কালো ভুমরা কালো ঘাস খায়
রাত লাগলে ভুমরা ব্যাগের মধ্যে যায়।- কাঁচি
৬৮. শুতে গেলে দিতে হয়
না দিলে ক্ষতি হয়।- দরজার খিল
৬৯. রাতে ঢুক্যা দেয়
বার করে সকাল- দরজার খিল
৭০. ইট ঘুঘুর পিট টান
কোন ঘুঘুর আট ঠ্যাং- ছাতা[২৩]
৭১. এমন এক রসিক চান
নাকে বসে ধরে কান।- চশমা
৭২. সুন্দরী রমণী দেখতে চমৎকার
অলংকার পড়ে থাকে পেটের ভিতর
দিন রাত্রি বসে সূর্যের সাথে আলাপ করে মৃদং বাজাইয়া- কাঁটার ঘড়ি
৭৩. লেগে আসে লেগে যায়
হাটে গেলে প্যাট হয়।- তেলের বোতল
৭৪. জন্ম সাদা কর্মে কালো
গলাই লোহার জার
লাভ দিয়া আহার করে
লম্বা ল্যাজ তার।- তড়া জাল[২৪]
৭৫. উড়তে পাখি উমুর ঝুমুর
বসতে পাখি ধুন্দা
আহার করতে গেলে পাখি
ল্যাজ থাকে বান্দা।- জাল
৭৬. ইট বিরি টি টি
ল্যাজ দিয়্যা পানি খায়
তার নাম কি?- সন্ধ্যা প্রদীপ/ বাতি
৭৭. এক গাছে সাজন সাজে
এক গাছে বাজনা বাজে
আর এক গাছে মরার মাথা।- শিমুল, কড়াই, বেলগাছ
৭৮. রাজার বিটি গোসল করে
গা ভিজে না।- কচুর পাতা

www.pathagar.com

৭৯. কোমর ধরা শুয়্যা দাও
কাজ যা করা লাও
ধুয়্যা মুছ্যা তুল্যা লাও।- শিলপাটা

তথ্যনির্দেশ

১ মোসা : নাসরিন, পিতা : আব্দুল মালেক, গ্রাম : পলাশী ফতেপুর, পোস্ট : ব্যাংগাড়ী, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ১৮, পেশা : লেখাপড়া, সংগ্রহকাল : ২৮.০৭.২০১১।

২ মোসা : মাজেদা, পিতা : আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম : ছাতারী, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ২৫, পেশা : লেখাপড়া, সংগ্রহকাল : ২৯.০৭.২০১১।

৩ মো. আব্দুল আউয়াল, শিক্ষক, মোজাহার হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৪২, সংগ্রহকাল : ০২.০৮.২০১১।

৪ মো. আমিরুল ইসলাম, প্রভাষক, বাংলা, আব্দুল গণি মহাবিদ্যালয়, পোস্ট : ব্যাংগাড়ী, থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩৮, সংগ্রহকাল : ০৩.০৮.২০১১।

৫ মোসা : শিরিনা খাতুন, পিতা : মো. আব্দুল খালেক, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ১৮, পেশা ছাত্রী, সংগ্রহকাল : ১৫.৭.২০১১।

৬ মো. ফয়সাল হোসেন (সোহেল), পিতা : মাহতাব আলী, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩০, পেশা চাকরি, শিক্ষা : এম.এ, সংগ্রহকাল : ২০.৭.২০১১।

৭ মোসা : জান্নাতুল ফেরদৌস, পিতা : মো. জুনাব আলী, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, সংগ্রহকাল : ১৪.৭.২০১১।

৮ কুমারী কাকলী সাহা, পিতা : শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সাহ, গ্রাম ও পোস্ট : মোক্তারপুর, থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, সংগ্রহকাল : ২৫.৭.২০১১।

৯ মো. হারুন-অর-রশীদ, গ্রাম : কৃষ্ণপুর, উপজেলা : পুঠিয়া, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৮০, পেশা : গৃহস্থ কৃষক, সংগ্রহের তারিখ : ১১.০৬.২০১১।

১০ মোসা : রাবেয়া বেওয়া, স্বামী-মৃত আব্দুস সামাদ, গ্রাম-সমসাদিপুর, পোস্ট-কাটাখালি, থানা-মতিহার, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-নিরক্ষর, বয়স-১০৩, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ১৪.০৭.২০১১।

১১ আলহাজ্ব মনসুর আলী, পিতা-মৃত তৈয়ব আলী, গ্রাম-কাঁঠালবাড়িয়া, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-৪র্থ শ্রেণী, বয়স-৮৫, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল : ১৬.০৬.২০১১।

১২ মো. আস্কেন্দার, পিতা : মো. মজিবর রহমান, গ্রাম : দাদপুর চকপাড়া, ইউনিয়ন-বড়গাছি, থানা : পবা, রাজশাহী। বয়স : ৩০, শিক্ষা- ৮ম শ্রেণী। ১৮/০৭/২০১২

১৩ বৈদ্যনাথ সাহা, পিতা : ব্রজেন্দনাথ সাহা, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৫২, শিক্ষা : ৮ম শ্রেণী। ২০/০৭/১২

১৪ রানা, পিতা : মুন্তাজ, গ্রাম : মহান্দখালী, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৩০, শিক্ষা : বি.এ। ২২/০৭/১২

১৫ মো. লেদু, পিতা : মৃত যাদব শেখ, গ্রাম : মথুরা বড়গাছি, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৪৫, শিক্ষা- ৫ম শ্রেণী। ২৩/০৭/১২

www.pathagar.com

১৬ সুরাইয়া খাতুন, পিতা : মো. আমিনুদ্দিন, শিরোইল, ৪নং বোয়ালিয়া, রাজশাহী। বয়স : ২৫, শিক্ষা-৮ম শ্রেণী। ২৫/০৭/১২

১৭ মো. আবুল খায়ের, পিতা : আজিমুদ্দিন শেখ, বড়াগাছি শেখ পাড়া, ইউনিয়ন : বড়গাছি, থানা : পবা, রাজশাহী। বয়স : ৪৫, শিক্ষা : ৮ম শ্রেণী। ২৭/০৭/১২

১৮ সুনিল কুমার মণ্ডল, গ্রাম : বাবুপাড়া, ইউনিয়ন : নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৬০, শিক্ষা : বি.এ। ৩০/০৭/১২

১৯ আব্দুল আজিজ, গ্রাম : বিলবোয়ালিয়া, ইউনিয়ন : হরিয়ান, পবা, রাজশাহী। বয়স : ৩৫, শিক্ষা : এইচ.এস.সি ০১/০৮/১২

২০ কারিমা খাতুন, গ্রাম : পাইকপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ২৬, শিক্ষা : এইচ.এস.সি ০৩/০৮/১২

২১ আফজাল হোসেন, গ্রাম : পাইকপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৩৫, শিক্ষা : বি.এ। ০৫/০৮/১২

২২ জুবায়ের আহমেদ, গ্রাম : হাসনাবাদ, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ২৭, শিক্ষা : এস.এস.সি। ১০/০৮/১২

২৩ রাসেল আহমেদ, গ্রাম : নওহাটা, ইউনিয়ন : নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ২৫, শিক্ষা : বি.এ। ১৫/০৮/১২

২৪ মোশারফ, গ্রাম : তকিপুর, ইউনিয়ন : নওহাটা, পবা, রাজশাহী। বয়স : ২৪, শিক্ষা : বি.এ। ১৯/০৮/১২

www.pathagar.com

প্রবাদ প্রবচন

'প্রবাদ-প্রবচন' কথাটি একসঙ্গে উচ্চারিত হলেও এ দুয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তাবে বুৎপত্তিগত অর্থের দিকে থেকে কোনো পার্থক্য নেই।

'প্রবাদ'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো : 'প্র' পূর্বক 'বাদ' (বদ্+অ) = প্রবাদ। 'বদ' ধাতুর অর্থ বলা। তাই প্রবাদ বলতে বিশেষ উক্তি বা কথনকেই বুঝায়। স্পেনের লোকবিদ বলেছেন : 'A proverb is a short sentence based on long experience.' বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে যদি সীমিত পরিসরে বাক্যে প্রকাশ করা হয় তবে তাকে প্রবাদ বলে।' ওয়াকিল আহমদ-এর মতে, "যেসব প্রাজ্ঞ উক্তি লোকপরম্পরায় জনশ্রুতি মূলকভাবে চলে আসছে তা-ই প্রবাদ।" প্রকৃতপক্ষে প্রবাদে একটি জাতির মেধা, বুদ্ধি ও চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে।

প্রবাদের দুটি অর্থ থাকে : ১. বাহ্যার্থ বা আক্ষরিক অর্থ; ২. 'সাপের পাঁচ পা দেখা' । সাপের পাঁচ পা কখনো দেখা যায় না। আসলে এর ব্যঞ্জনার্থ হলো : 'পায়াভারী' বা 'অহংকারী'। অর্থাৎ প্রবাদের একটি প্রতীক বা রূপকধর্ম আছে। এ জন্যে আর্চার টেলর বলেন, "Saying with metaphorical quality are more easily recogniazed as a proverbial" সব লোকোক্তিই প্রবাদ নয়। যে লোকোক্তির আক্ষরিক অর্থের অতিরিক্ত একটি নিহিতার্থ আছে সেটিই প্রবাদ।

প্রবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : ১. প্রবাদের একটি চিত্ররূপ এবং একটি message বা বাণী থাকে; ২. প্রবাদ লোকসমাজের বাস্তব ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল; ৩. প্রবাদে জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তার ছাপ থাকে; ৪. প্রবাদের স্বাধীন সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীন প্রয়োগ নেই। এদিক থেকে গান, ছড়া, ধাঁধার সঙ্গে প্রবাদের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। ৫. সর্বোপরি, প্রবাদ ঐতিহ্য থেকে রস সঞ্চয় করে অর্থপূর্ণ হয় এবং ভাষার মধ্যে বহমান থেকে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

ব্যাকরণের নিয়মে প্রবাদ 'বদ্' ধাতুজাত এং প্রবচন 'বদ্' ধাতুজাত। এ দুয়ের একই অর্থ–কথা, বাক্য বা উক্তি। তবু প্রবাদ প্রবচনে পার্থক্য আছে। প্রবাদ ব্যঞ্জনানির্ভর, প্রবচন বাচ্যার্থনির্ভর। জন্মসূত্রে প্রবাদের একটি বাচ্যার্থ থাকলেও সে অর্থে প্রবাদের ব্যবহার নেই। পক্ষান্তরে প্রবচনের বাচ্যার্থ ছাড়া অন্য কোনো গূঢ় অর্থ নেই। প্রবচনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : ১. এতে সামাজিক মানুষের জীবনাভিজ্ঞতার কথা এক বা একাধিক বাক্যে সংহত রূপ লাভ করে; ২. সাধারণ গদ্যে অথবা অন্ত্যমিল যুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রবচন রচিত হয়; ৩. প্রবচনের আবেদন প্রত্যক্ষ, সরস ও সহজবোধ্য; ৪. প্রবাদের চেয়ে প্রবচন আকারে বড় হয়; ৫. প্রবাদের অর্থের ধার বেশি, প্রবচনের অর্থের ভার বেশি; ৬. প্রবচনের বিচিত্র অর্থ ধারণের ক্ষমতা আছে; ৭. প্রবচন রচনায় স্বাধীনতা আছে; এজন্যে এতে আবেগ, আনন্দ এবং রসের স্থান আছে; ৮. এতে ছড়ার

www.pathagar.com

ছন্দের প্রাধান্য আছে। তবে ছন্দ, চরণ কিংবা অন্ত্যমিল থাকলেও প্রবচন কবিতা নয়। কবিতা পাঠের আনন্দ প্রবচনে মিলবে না।

বাঘা উপজেলার প্রবাদ প্রবচন

প্রবাদ হচ্ছে মানুষের যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের ফল। এ গুলোর অধিকাংশই ঠকে শেখা কিংবা ঠেকে শেখা জাতিগত সম্পদ। প্রবাদের জনক সমাজ, জনপদ এবং জনপদের জনগণ।

১. যার বিয়ে তার খবর নাই,
পাড়া পড়শির ঘুম নাই।
২. যে মুখে ছাগইলা দাড়ি,
সে খাবে পান সুপারি।
৩. ভাত দেওয়ার ভাতার নাই,
কিল দেওয়ার গোসাই।
৪. মাছের রাজা ইলিশ,
চাকরির রাজা পুলিশ।
৫. পেট নষ্ট করে মুড়ি,
বাড়ি নষ্ট করে বুড়ি।[১]
৬. আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী।
৭. মাছের সেরা খয়ড়া,
আত্মীয় সেরা ভায়রা।
৮. ঠন ঠন মদন গোপাল,
মাগ ছেলে নাই পোড়া কপাল।
৯. হাউশে বিদ্যা, কৃপণে ধন।
১০. অল্প করে চষো, বেশি করে ঘষো।[২]

(চারঘাট উপজেলার) প্রবাদ প্রবচন

১. অতি চালাকের গলায় দড়ি।
২. এক মাঘে শীত যায় না।
৩. কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুড়ালে পাজি।
৪. খালি কলসির শব্দ বেশি।
৫. ধরি মাছ, নাই ছুঁই পানি।
৬. অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।
৭. আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
৮. এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়।[৩]

গোদাগাড়ী উপজেলার প্রবাদ প্রবচন

মজা মারে বজা ভাই
চোদনে পড়্যা লা (নৌকা) বাহাই। বিদিরপুর

www.pathagar.com

মজা মারে খোজা ভাই
ঠাপে পড়ল্যে লা বাহাই। বিদিরপুর

গোদাগাড়ী উপজেলার ৬নং মাটিকাটা ইউনিয়েনের বিদিরপুর গ্রামটি একেবারেই পদ্মা নদীর ধারে। প্রতিবারই বন্যায় ডুবে যায় প্রলয়ঙ্করী বন্যায় এলাকাবাসী দিশে হারা। আর এই সময় গ্রামবাসী আশা করে চেয়ারম্যান মেম্বারদের কাছে সাহায্য সহানুভূতি। বড় আশা করে সাধারণ সদস্যা পদে গ্রামের লোক জন এক নিরক্ষর গরীব প্রার্থীকে ইউনিয়ন পরিষদের ভোটে নির্বাচন করেন। বন্যা কবলিত এলাকাবাসী এক মুখ্যাড় রিলিফ না পেয়ে বলে উঠনো শালা মজা মারে গজা ভাই চোদনে পড়্যা লা বাহাই। কথাগুলো শুনা মাত্র মনে পড়ল প্রবাদটির দ্বারা কথক কি বুঝাতে চেয়েছেন প্রবাদটি কথকের কাছে জানতে চাইলে কথক অবশেষে বলেন ঐ শালার ব্যাটা শালা বজল্যার কিছুই ছিল না শালা ভোটে দাড়িয়্যা শুধু ফেল করে। শালা আমাদের কাছে আশ্যা শুধু কাঁদে আর বলে একবার আমাকে মেম্বর বানা তোরা সেই বার তো শালা ফেল কর‍্যা যাবে আমরা সবাই মিল্যা ধর‍্যা বান্ধ্যা সবাইকে বুল্যা ভোট দিয়্যা মেম্বার বানানু। শালার ছিল খ্যাড়ের চাল দু-বছরের মধ্যে শালার টিনের পাকা ঘর। রাজশাহী ভদ্রাতে শালা নাকি জাগা কিনাছে। শুনছি শালা ছাদ দিয়্যা বাড়ি বানাবে। আর সারারাত বাঁধ জেগয়্যা বিপদ যাইন্যা। চোদনে যখন পড়্যাছিল তখন আমরা শালাকে উদ্ধার করি আমরাকে দিয়্যা লা বাহ্যা ল্যায় আর ইউনিয়নে বস্যা মজা ম্যারবে। ভোট দিয়্যা আমরা মেম্বার, চেয়ারম্যান, এম.পি মন্ত্রী বানায় আর জারজ শালারা নেংটি বান্ধ্যা ঠাংগের উপর ঠাংগ তুল্যা মজা লুটে। আসো এবার ভোটের সময় ভোট লিতে গ্যাড়ের মধ্যে ভোট ভর‍্যা দিব। একজন নিরক্ষর সাধারণ গ্রামের মানুষ ঘরবাড়ি যারা গ্রাম ছাড়া অনাহারী অসহায় অবস্থায় রিলিফ ক্যাম্পে কথাগুলো কথক বলার পরে আর কিছুই বলার থাকে না। অতএব, এই কনটেকসটি শুনার পরে প্রবাদটির সমন্ধে আর কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা মত কিছুই থাকার কথা নয়।[৪]

মুখ্যায়= সাহসী ও বেশি কথা বলা লোক।
লা= নৌকা/নৌকো।
চাল= খড়ের বাড়ি/খড়ের তৈরি।
গ্যাড়= পাছা।

"ম্যাংগ ম্যাংগ এ্যাকি মাংগ
ম্যাংগ মারতে য্যায়া
ল্যাগলো আমার চৌদ্দ মণ ধান"

গ্রামের এক বৃদ্ধার অল্প বয়সি মেয়ে সখিনা। বৃদ্ধ চেয়েচিন্তে মেয়েকে পড়ায় স্কুলে। পাড়ার কিছু ছেলে মেয়েটির প্রতি আসক্তি হয়। যখন তখন উত্ত্যক্ত করে। সখিনাকে ঐদের মধ্যে একজন বিয়ে করব বলে আশ্বস্ত করে। সখিনার বয়স অল্পাপাড়া গায়ের মেয়েরা বর্তমানে অল্পতেই বেশি বুঝে। কারণ মোবাইল ফোন ও ডিস-এন্টেনার কিছু অনুষ্ঠান সখিনা পাশের বাড়ির জরিনাদের বাড়িতে টিভি দেখে। জরিনার বড় ভাই মুকুল কৃষিকাজ করে। বিয়ে করেছে বছর খানিক। বউ বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে। সখিনার প্রতি জরিনার ভাইয়ের কাম বাসনা মাথায় চেপে বসে এই প্রসঙ্গে বলতে হয়

www.pathagar.com

কথক বলছে "যার বুদ্ধি নাই, তার সাথে কিছু করতে নাই"। প্রথমেই জানি মেয়েটি অল্প বয়সের। জরিনার ভাই মাঠ থেকে এসে বাড়িতে দেখে কেউ নাই। সখিনা জরিনাকে ডাকতে আসলে জরিনার ভাই মুকুল মিথ্যে করে বলে জরিনা ঘরে শুয়ে আছে। সখিনা ঘরে ঢুকা মাত্র মুকুল ঘরের দরজা লাগিয়ে দেয় এবং বলে আমি তোমাকে ভালবাসি তোমাকে আমি টাকাসহ অনেক কিছু দিব ইত্যাদি ইত্যাদি। অল্প বুদ্ধির মেয়ে সখিনা তার প্রলোভনে মুকুলের প্রতি আসক্ত হয়ে মুকুলের কথা মত সব দিতে রাজি হয়। মুকুল তার প্রতি অমানবিক পাশবিক নির্যাতনে সখিনা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বৃদ্ধা সখিনাকে জরিনাদের বাড়ি খুঁজতে আসলে মুকুল ঘরে থেকে বেরিয়ে দৌড় দেয় বাগানের দিকে। জরিনা জরিনা বলে মা চিৎকার করে ডাক দিলে জরিনা জ্ঞান ফিরে মাকে জড়িয়ে ঘরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তৎক্ষণে সখিনা ও তার মা-বাবা বাড়িতে চলে আসে। বৃদ্ধা গ্রামের মোড়লের কাছে বিচার দেয়। সাত গ্রামের মোড়ল মাতব্বর এসে সালিস বসায়। জুড়ি বোর্ডে সালিশের রায় দেয় চৌদ্দ মণ ধান জরিমানা করা হল। এই ধান বৃদ্ধকে দেয় মুকুলের নানা মেপে আর কথক জুড়ি বোর্ডের সালিশ ছিল মুকুলের নানার কথাগুলো আমার কাছে উপস্থাপন করে। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায়গো লয় আত্মগ্লানির নরক আসিয়া তখনি পুড়িতে হয়। মানুষের নফস কন্ট্রোল করা একান্ত দরকার যে এই নফসকে আত্মস্থ করতে না পারবে তাকই এই ধরনের বিচার শালিশের কাঠ-গড়াই দাঁড়াতে হবে।[৫]

অশ্লীল প্রবাদ

গ্রামের নাম বোগদামারী। বাইপাস রাস্তা থেকে দক্ষিণে এই গ্রামের অবস্থান। তার দক্ষিণের এক মোড়ল/সরকার পরিবারের বাস। জনশ্রুতি আছে অমক সরকার সাঁওতাল পটকে অনেক জমা জমি করেছিল কিন্তু বেশি দিন থাকে নাই। সংসারে ৪ ছেলে মেয়েও তার অধিক। সংসার ভালই ভাবে চলে কিন্তু বাবা মারা যাবার পর সব সম্পত্তি আস্তে আস্তে নষ্ট করে ফেলে ছেলে মেয়েরা বিশেষ করে তিন নং ছেলের খুব করুণ দশা শোনা যায়। যাকাত, ফেতরা নেওয়া শুরু করে। এমন সময় ছেলে মেয়ের বিবাহ দেওয়ার সময় হয়ে আসে। সংসার চালানোর জন্য কখন ব্রাক, আশা, প্রশিকা বি.আর.ডি.বি বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন নিয়ে কি জানি করে টাকা শোধ দিতে পারে না। শুধু তাই নয় গ্রামীণ ব্যাংক থেকেও লোন নিয়ে সংসারের কাজ করে। দিন যায় ক্ষণ যায় বড় ছেলের বিবাহর সময় আসে। ঐ সকল ব্যবস্থা বাদ দিয়েও বিবাহ বাবদ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ) হাজার টাকা ধার নেয় বড় বোনের মাধ্যমে অন্য একজনের কাছ থেকে। টাকা যেই না পাওয়া কার, মাইক্রো, আর ভিআইপি খানা ভিডিও সহ বিয়ের সকল ইন্সট্রুমেন্ট করে বিয়ের পরে আর সকলের টাকা দিতে পারে না মোড়লের ভয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। কেউ পেলেই ধরবে এভাবে ৫০,০০০/- হাজার টাকাওয়ালা মোড়ে ধরেছে "আমাক টাকা দে"। অমনি মোড়ের সকল লোক জোগাড় হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে বার্গেনিং টাকা কখন দিবি বল। নইলে তোয়াক যা করার তা করব।" এইভাবে টাকার জন্যে এক পর্যায়ে বিচার সালিশ এমনকি মার ঘুসি হয়ে যায় তখন কথক থামতে না পেরে বলে–

www.pathagar.com

"চুদবার চাটাই নাই তাম্বূর ফরমাইস"

অর্থাৎ ঘরের ব্যাড়া দেওয়ার চাটাই নাই চালের উপরে কি দিবে এই চিন্তায় অস্থির। নিজে যা না তার চাইতে বেশি কিছু নিজেকে জাহির করার ক্ষেত্রে এই অশ্লীল প্রবাদটি লোকমুখে এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তবে অশ্লীলতার কারণে খুব কম লোক এই প্রবাদটি ব্যবহার করে গ্রামীণ প্রবীণ লোকরা নানা তার নাতি/নাতিনি সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এই সকল প্রবাদ বলে থাকে যেমন সেই বিবাহিত ছেলেটিকে বলছি তার দাদা সম্বন্ধের এক লোক তার আয় বুঝে ব্যয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর যেন এই ভাবে কিছু না করে তাও স্মরণ করে দেয়।[৬]

তিন পাঁচে পোনেরো কিল
এবার যদি নুন কে বুলি লবণ
ব্যাটা চাষার হাতে হারাই জীবন।

বিলাসী গল্পে শত বছর আগেই শরৎচন্দ্র বলেছিলেন ৮/১০ ক্রোশ পথ হেঁটে ছাত্র/ছাত্রী যখন বিদ্যা অর্জন করে গ্রাম থেকে শহরে চলে যায় তখন গ্রামের অনেক কথায় শহরে গিয়ে ভুলে বসে। সেই ধরনের এ প্রবাদটির কথা বলা হয়েছে। একটা করে ভুল উত্তর করলে বা ভুল বললে ৫(পাঁচ) কিল করে খেতে হবে।

গ্রামের ছেলে	শহরের ছেলে
পাটের শাগ	পাটের শাক
মটর শাগ	মটর শাক
বগলার চর	বকের চর

এবার এই কথা নিয়ে শহরের আর গ্রামের মধ্যে বাধে তুমুল তর্ক বির্তক সামনে এক রাস্তার লোক ছিল প্রশ্ন করল শহরের ছেলে ভাই এইটা শিমুল গাছ না? শিমুল গাছ কি জি ভাই এইটা শিমোল গাছ। শহরের ছেলে হেরে গিয়ে ৫কিল খেল যেহেতু আগেই বলা ছিল একটা ভুল=৫কিল। আবার সামনে কিছু দূর গেয়ে এক কৃষক কে জিজ্ঞাস করল শহরের ছেলে চাচা এই চর বা বকচর না? উত্তর বলল বগলার চর উত্তর সঠিক না হওয়ার কারণে আবার ৫ কিল খেল। আবার প্রশ্ন করা হল সামনে আমড়া গাছ শহরের ছেলে একটা পেড়ে খাবে এমন সময় লবণের কথা মনে পড়ল। তাৎক্ষণিক সামনে একটি বাড়ি সন্ধান পেল ছোট একটি বাচ্চাকে ডেকে বলল কিছুক্ষণ থেমে এবার যদি নুনকে বলি লবণ তখন আবার ৫ কিল খেতে হবে। বাচ্চাটিকে ডেকে বলল শহরের ছেলে একটু নুন পাওয়া যাবে। বাচ্চাটি নুন এনে দিল।[৭]

প্রবাদ :

গোদাগাড়ী উপজেলার কোন এক ইউনিয়নের বর্তমান সরকারি দলের ইউনিয়ন সভাপতিকে এম.পি সাহেব চার টন চাউল/গম দিয়েছিল মাঠ সংস্কার করার জন্য। সংস্কার কমিটির সভাপতি ছিলেন তিনি। গ্রামের লোক যখন জানতে পারল চার টন চাউল/গম যদি মাঠে ফেলে দেয়া হতো, মাটি না দিয়ে চাউল/গম দিয়ে মাঠ সংস্কার হয়ে যেত। কথাটি এম.পি সহ মন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত গেলেও এর কোনো সুরাহা হয় না। কারণ যাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার বয়স কম পক্ষে ৬০/৭০ বছর। মুখে

www.pathagar.com

সাদা দাড়ি মুখে বড় বড় ধর্মের কথা কিন্তু ইধার/ওধার করতে বড় ওস্তাদ। গ্রামবাসীর মধ্যে অনেক অশিক্ষিত গেঁয়ো মানুষ থাকাই এই পর্যায় বলে রাখা ভাল এম.পি সাহেব হোক মন্ত্রী হোক অধম হেড মাস্টার থেকে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে। মানুষ ন্যায় নীতির উপর ছেড়ে দেয় সব কাজ। আর এই বিশ্বাসের বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণেই এই প্রবাদ–

"কোন শালি বা ভাল
সব শালির বাল কালো"।[৮]

প্রবাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে কথক বলে সব সময় প্রবাদ আসে না কথা প্রসঙ্গে এই সকল কথা চলে আসে। এই প্রবাদ কার কাছ থেকে পেয়েছে সে বলে আমার দাদার কাছ থেকে। এখন এই সকল প্রবাদ আর মানুষের মাঝে বলা হয়ে থাকে না। কারণ অশ্লীল প্রবাদ বললে মানুষে খারাপ বলে। এই নিয়ে খালি ঠাট্টা করে এবং পরবর্তীতে "বাল কালো" ভাই/নানা/দাদা উপাধি দিয়ে দেয়। পূর্বে উল্লেখ "চুদ্দু ভাই" ইত্যাদি ইত্যাদি এই কারণে এই সকল লোকজ প্রবাদগুলি বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে। তবুও গ্রামের অনেকের মুখে এখনো প্রচলন আছে।

গুল্ল্যা বড়, খড়ম পা
দাঁত ফাঁকা থাকলে
স্বামীর সহিত বনিবনা হয় না।

সকলের শোধ জানি
জ্বরের ঔষধ পানি।

মারলি ধরলি ভালই করলি
হাতের ভাংলি চুরি
ভেবে চিন্তে দেখগে মিনশে
ক্ষতি হল তোরি।

ভরা হতে খালি ভাল যদি ভরতে যায়
যাত্রাকালে পশুর হাঁচি মৃত্যুর কারণ হয়।

শকুন যতই উপরে উঠুক না কেন
তার নজর থাকে ভাগাড়ে।[৯] (নীচু)

পুকুর লষ্ট করে পানা
গাঁ লষ্ট করে কানা।

কুমির সুন্দর জলে
পশু সুন্দর বনে
সন্তান সুন্দর মায়ের কোলে
সত্য সুন্দুর স্বর্গে
মিথ্যা সুন্দর নরকে।

www.pathagar.com

গরম ভাতে বিড়াল ব্যাজার
জ্যোৎনা রাতে চোর ব্যাজার।
বুড়া মানুষ চিড়া ব্যাজার
কাতি মাসে কুকুর ব্যাজার।

হয়ে ভূজারীর মেয়ে
পেয়ে রাজা বর
চাল ভাজা মুড়িকে বলে
কোন গাছের ফল।

ভিজাতে লেপুড় সেপুর
ফেস্যার মত গা
ছার জন্য আনলাম আহার
আহারে খ্যালো ছা।

কি বুলবো ভাই তোমাকে
লজ্জা লাগে আমাকে।

তেলা মাথায় ঢাল তেল
রুক্ষ মাথায় ভাঙ্গ বেল।

বুলব কথা সবার মাঝে
যার কথা তার গায়ে বাধে।

আমে বান
তেতুঁলে ধান।[১০]

মোহনপুর উপজেলার প্রবাদ -প্রবচন

তথ্যদাতা : মো. আবুল খায়ের, পিতা : মৃত ইয়াছিন আলী, তেঁতুলতলা, খাড়ইল, ইউনিয়ন : বাকশিমইল, মোহনপুর, রাজশাহী। বয়স : ৬৫, শিক্ষা : বি.এ। তারিখ- ০১/০১/১২

১. কথায় কথা কয়
তরকারিতে ভাত খায়

২. শাগের খাও ছাও
মাছের খাও মাও

৩. আটা গুণে রুটি
মা গুণে বিটি

৪. কচি খাসি পাকা মেষ
দুধির মাথা ঘোলের শেষ
এই কটা খেতে বেশ।

www.pathagar.com

৫. কার্তিন মাসে বর্ষিলে পানি
তাতে জন্মে সোনার খনি।
৬. এক হাত বোল্লা বারো হাত সিং
উড়ে যায় বোল্লা ধা তিং তিং।
৭. কাম থুয়ে ধরে মাছ
অলক্ষি ধরে পাছ।
৮. যে জানে না টিপ টিপানির ঘা
তা কাছে টিপ টিপা গা।
৯. কলা রুয়ে না কাট পাত
তাতে কাপড় তাতে ভাত।
১০. মেয়ে চিননু মুসকি হাসি হস্তি চিননু জলে
যাও হে কাঁহার ছেলে
তোমায় চিননু আধ পয়সার দানে।
১১. খোলা কেটে বামুন মরে
কার শ্রদ্ধা কেবা করে।
১২. বুললে মা মার খাবে
না বুললে বাপ কুত্তা খাবে।
১৩. যতক্ষণ হাড়া ততক্ষণ ভাত
হাড়া শুকায় গেলে ন্যাড়ায় হাত।

পবা উপজেলার প্রবাদ -প্রবচন

তথ্যদাতা : সুনীল কুমার মণ্ডল, পিতা : রতিকান্ত মণ্ডল, গ্রাম : নওহাটা, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা, রাজশাহী, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : এম.এস.সি। তারিখ-১৫/০১/২০১২

১. ঝাড় গবরে বাড়ি
তেল সেঁদুরে নারী।
২. গাছ পাকলে সার
মানুষ পাকলে গবর।
৩. বাইরে বাঘ মামা
বৌয়ের কাছে বিড়াল ছানা।
৪. ইলশা ভাত গিলসা
৫. পিয়াজ রসুন আদা
হরে কৃষ্ণ রাধা।
৬. সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে গাজা মোহন ভোগ
ঘি খেলে হয় লক্ষী ছাড়া দুধ খেলে হয় রোগ।
৭. টাকাতে করে, হয় নাম মদ্দের।
৮. ছিন্নি দেখে আগাও, পোতকা দেখে পাছাও।

www.pathagar.com

৯. একে বোবা দুয়ে সঙ
তিনে লটঘট চারে জম।

১০. জোঁকের গায়ে জোঁক লাগেনা।

১১. আপন হাত জগন্নাথ।

১২. ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পড়ে
যার আহার সেই করে।

১৩. অদ্যাখলার হলো ব্যাটা
নাড়ি কাটতে চ্যাট কাটা।

১৪. যতদিন হাড়্যা ততদিন ভাত
হাড়্যা শুকালো পাছায় হাত।

১৫. কথায় কথা বেরোয় মন্থনে বোরোয় ঘি।

১৬. জমি করো কান্দর বউ করো বান্দর।

১৭. পিঠা খেয়েছো ছিদ্র গনোনি।

১৮. যদি ঋণ মাদি ঘোড়া কিন।

১৯. অতি চালাকের ভাত নাই
অতি সুন্দরীর ভাতার নাই।

২০. বিয়েটা আর কিছু নয়
বাট কচি হাতের কিল
শেখ কালে বিগড়ে যায় যেন
ময়দা পিষার মিল।

২১. ঘোষের কেন পাছার মারান চোর ধরতে যায়।

২২. লিখেদিলা কচুর পাতে ঘুরে বেড়াও পথে।

২৩. চৈত্রে খরা ভাদ্রে বান নরের মুণ্ডু গড়াগড়ি যান।

২৪. শনির সাত মঙ্গলের তিন
আর সব দিন দিন।

২৫. হাতেতে চেন ঘড়ি
বাড়িতে নড়ে হাড়ি।

২৬. কি বলবো ভাই কলিকাল
ছাগলে চাটে বাঘের গাল।

২৭. অগত্যাই নাতি ভাতার
তাই নিয়েই গাঙ সাঁতার

২৮. ব্যাঙ ডাকে ঘন ঘন
শীঘ্র বৃষ্টি হবে যেন।

২৯. হরে কৃষ্ণ হরে রাম
টাকার বস্তা টান্যা আন।

www.pathagar.com

৩০. মাটি কিনলে খাটি সোনা কিনলে আধা
আর বেশি টাকা দিয়েছে কাপুড় কিনে
সে হয় চুদনা গাধা।
৩১. বিদেশে থাকলে টন
দেশে এলে মন।
কাউন্সিল এসে ধড়া
জনগণের কপালে বাড়া।
৩২. নাপিত দেখলে নোক বাড়ে।
৩৩. বাইরে খায় ঢিল
ঘরে এস বউকে কিল।
৩৪. খাও দাও উড়াও কম্বল
যাবার সময় চ্যাট সম্মল।
৩৫. কি করছো ঘুমটা পরা মা হয়
বাইরে বসে চরকা কাটি
ভিতরে তোমার তাহোয়।
৩৬. মাঘের আট, ফাল্গুনের আট নইলে শুকান কাট।
৩৭. মা মরে ঝি ঝি করে ঝি মরে নাং নাং করে।
৩৮. যার নাই নফসের তাগদ তার হয় না আল্লার ইবাদত।
৩৯. ছাতুতে খায় না নুন
টোকাই উঠে তিন গুণ।
৪০. সেকাল নাইরে দাদু টানলে বেরুবে না মধু।
৪১. ভাল মানুষের কোন বাড়ি ধরা, আন তার পাছা মারা।
৪২. ঠেলা নেয় হাসে ডিম খায় দরবেশে।
৪৩. কানার কানি ভালো, রাজার রানী ভালো।
৪৪. চাষার ছেলে কম্বলে বসে পাছা চুলকায় মনে হাসে।
৪৫. চাষা কোনদিন হয় না খাসা।
পরালে মকমলের ধুতি
সোনা দিয়ে দাঁত মুড়ালে কভু
শুকর কোন দিন হয় না হাতি।
৪৬. এলোপাত গেলো পাত
তা নিয়ে কেন এত বিবাদ।
৪৭. বোকা নম্বর তিন
যে পরের কাছে করে ঋণ
করে এনে পরকে দেয় ঋণ।
৪৮. ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।
৪৯. পশুর মধ্যে শেয়াল পণ্ডিত নরের মধ্যে নাপিত।

www.pathagar.com

৫০. সাহা সুড়ি বিনে পিরিত করো জেনে শুনে।

৫১. নতুন জায়গায় ঘর কর
থাকে যেন কিছু আপন, কিছু পর।

৫২. এই মানুষের দর্শন দশা
কখনো হাতি কখনো মশা।

তথ্যদাতা : মো. মোমতাজ হোসেন, পিতা : মো. মোজাহারুল হক, গ্রাম : মহানন্দখালী, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পাবা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৬০, শিক্ষা : বি.কম। তারিখ- ২০/০১/২০১২

১. থাকতে গরু না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল।

২. অধিষ্ঠিত পুরাতন স্থান ত্যাগ অনুচিত
নতুন গন্তব্য স্থান না করি নিশ্চিত।[৭৯]

৩. কোথায় যাচ্ছো গোপাল?
সঙ্গে যাচ্ছে কপাল।

৪. ভাগ্যবানের বৌ মরে অভাগার গরু।

৫. ষোল আনা পাপে বেটা মরে
বিষ আনা পাপে ঘর পুড়ে।

৬. দিনে খরা রাতে ঝরা
শস্যের ভার না সয় ধরা।

৭. পাছা থাকতে হাগা ভালো হবে না।

৮. যত কান্না তত আল্লা।

৯. আনি বানি জানি না পরের দেলে মানি না

১০. মনে চেনে আশ মায়ে চিনে বাপ।

১১. আগে চলে অল্লি আল্লা
পিছনে চলে ভাণ্ডারি ও ভাই
লাইন ছাড়া চলে না রেলগাড়ি।

১২. তোমারই জাঁতা তোমারই নুড়া তোমারই ভাঙ্গবো দাঁতের গোড়া-

১৩. কপালে আছে হাড় কি করবে চাচা খাজিনদার

১৪. বাড়ির শোভা বাগ- বাগিচা ঘরের শোভা সাজ
নারীর শোভা তেল সেঁদুর জলের শোভা মাছ।

১৫. লেপলে কুচলে হয় বাড়ি আর তেল সেঁদুর দিলে হয় নারী।

১৬. আগে ছিল উল্ল্যা তুল্ল্যা পরে হলো উদ্দিন
নিচের মাবুদ উপরে উঠল ভাগ্য ফিরল ততদিন।

১৭. অরাস্তা রাস্তা হলো কলি হলো কাল
নরসুন্দর হলো গাঁয়ের মোড়ল
কে ফেলবে বাল।

১৮. অকালে এলে বন্ধু সুখালে গেলি
যাওয়ার কালে বন্ধু তুই মার্গে দোষ দিলি।

www.pathagar.com

১৯. ঘোষের কি পাছার মারান চোর ধরতে যায়।
২০. দন্তের উপর দন্ত তার শয়তানির নাই অন্ত।
২১. জাতে জাত টানে কুকুরে পাত টানে।
২২. সুখে খাতে ভুতে চাটায় ব্যলা গেল রাম[৮০]
খলসা কুড়ি বাড়ি আমার টেংগু মুচি নাম।
২৩. আচায় পড়্যা পাছায় হাত আর মরায় গরু পান্তা ভাত।
২৪. পর হিংসা নরকে বাস আপন হিংসা সর্বনাশ।

তথ্যদাতা : কবির উদ্দিন শেখ, গ্রাম : সিন্দুর কুসুম্বী, পৌরসভা : নওহাটা, থানা : পবা রাজশাহী। বয়স : ৭৫ শিক্ষা : ৮ম শ্রেণী। সিন্দুর কুসুম্বী গ্রামটি নওহাটা পৌরসভার তিন কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। তারিখ- ২৫/০১/২০১২

১. গুরু গুণে হয় শিষ্য দরিয়া গুণে মাছ আর বিচি গুণে হয় গাছ।
২. গাল গল্প সার হাজার টাকা ধার।
৩. জামাই দ্যাখ তো দ্যাখো শালাখানা কিন্তু আমার।
৪. মুর্খের কাছে করা হাদিসের বর্ণন-
মরুভূমি হয় করা বীজের বপন।
৫. বুঝে যে অল্পেই বুঝে বুঝে না যে জন
তার কাছে বৃথা পাঠ শাস্ত্র লক্ষ্য মন।
৬. দাদা খেলে হয় সাদা বড়ি, আমি খেলে হয় ভাং
দাদা করলে হয় রসের খেলা আমি করলে হয় নাং।
৭. কপাল হলেরে ঠেটা ছাগিতে লেয় না পাঠা।

তথ্যনির্দেশ

১. সেলিম রেজা, পিতা : মো. আব্দুল খালেক প্রামানিক, গ্রাম : চকছাতারী, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩২, পেশা চাকরি, সংগ্রহকাল : ১৫.০৮.২০১১।
২. শামীম, পিতা : মো. আব্দুস সাত্তার, গ্রাম : চকছাতারী, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩১, পেশা চাকরি, সংগ্রহকাল : ১৬.০৮.২০১১।
৩. তপু রায়হান, প্রধান শিক্ষক, রাউথা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পোস্ট ও থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩২, সংগ্রহকাল : ২৮.০৮.২০১১।
৪. মো. লায়েব আলী, পিতা-মো. আরসাদ মাস্টার, গ্রাম-পিরিজপুর, পোস্ট-পিরিজপুর, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-নিরক্ষর, বয়স-৬০, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল : ২১.০৭.২০১১।
৫. মো. এবাদুল শাহ্, পিতা-মৃত রহমতউল্লাহ্ শাহ্, গ্রাম-পিরিজপুর, পোস্ট-পিরিজপুর, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-নিরক্ষর, বয়স-৭৮, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল : ২২.০৭.২০১১।

www.pathagar.com

৬ মো. এবাদুল হক, পিতা-মৃত রহমতউল্লাহ্, গ্রাম-পিরিজপুর, পোস্ট-পিরিজপুর, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-নিরক্ষর, বয়স-৭০, পেশা-কৃষি, সংগ্রহকাল : ২৭.০৭.২০১১।

৭. মো. মঞ্জুরে রহমান, পিতা-মৃত আমজাদ আলী, মাতা-মোসা : ইদল নেসা, গ্রাম-গোদাগাড়ী, পোস্ট-গোদাগাড়ী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, বয়স-৫০, শিক্ষা-এম.এ, পেশা-অধ্যাপনা, সংগ্রহকাল : ১৩.০৭.২০১১।

৮. মো. নকিমুদ্দীন, পিতা-মৃত সলিম শাহ্, গ্রাম-গোদাগাড়ী হাটপাড়া, পোস্ট-গোদাগাড়ী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-৮ম শ্রেণী, বয়স-৫৫, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ৩০.০৭.২০১১।

৯. মোসা : তানজিরা খাতুন, স্বামী-আলহাজ্ব মো. শাহজাহান বিশ্বাস, গ্রাম-ভগবন্তপুর হাটপাড়ায়, পোস্ট-গোদাগাড়ী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-৮ম শ্রেণী, বয়স-৬৫, পেশা-গৃহিণী, সংগ্রহকাল : ১২.০৬.২০১১।

১০. মো. নইমুদ্দীন শাহ্, পিতা-মৃত খোদার বক্শ শাহ্, গ্রাম-কাঁঠালবাড়িয়া, পোস্ট-প্রেমতলী, উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী, শিক্ষা-অশিক্ষিত, বয়স-৮৫, পেশা-ব্যবসা, সংগ্রহকাল : ১৫.০৬.২০১১।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস

আভিধানিক অর্থের দিক থেকে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের অর্থ দাঁড়ায় প্রত্যয়। আপাতদৃষ্টিতে লোকবিশ্বাস ও সংস্কার অভিন্ন মনে হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। ফোকলোরবিদ মযহারুল ইসলাম বলেন : "লোকসংস্কারের একটি বিশাল অংশ লোকবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এমন অনেক বিশ্বাস আছে যেগুলো শুধু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা হয় না, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণও করা হয়। এগুলোকে আচার ব্যবহারগত ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।" (মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠান।

ঢাকা : বাংলা একাডেমী-১৯৯৩,পৃ.২০-২১) আদিমকালে মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ যখন ঘটেনি, যখন সে বিপদসংকুল প্রকৃতির কোলে মানসিক দুর্বলতায় কাতর এক অসহায় প্রাণিমাত্র তখন তার ভয়-বিহ্বলতা, অনিশ্চয়তা ও শুভাশুভ বোধ থেকেই মূলত লোকবিশ্বাস-সংস্কারের উদ্ভব। আবদুল হাফিজ বলেন, 'লৌকিকসংস্কারের ক্ষেত্রে একটি স্তর মাত্র। লোকবিশ্বাসে কোন বিশেষ বস্তু, ঘটনা ও মানসিকতার স্বীকৃতি দেয়া হয়, অন্যদিকে লোকবিশ্বাস যদি লোকসমাজের জীবনাচরণে কার্যকরীভাবে প্রকাশ পায়, যদি তা ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়, তাহলে সেটি পরিণত হবে লোকসংস্কারে।"

ফোকলোরবিদগণ লোকসংস্কারের দুটি দিকের কথা বলেছেন– একটি বিশ্বাসের (folk-belief), অন্যটি আচারের দিক (ritual)। কোনো বস্তু বা ঘটনার প্রতি লোকসাধারণের মানসিকতাকে বলা যায় লোকবিশ্বাস, আর ঐ ভালো বা মন্দ বিশ্বাসটিকে যখন কোনো প্রতীকের সাহায্যে জীবনাচরণে কার্যকরীভাবে ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান (rituals) রূপায়িত করা হয় তখন তা হয় লোকাচার। যেমন– বই-খাতা-কলমে সরস্বতী থাকেন এটি লোকবিশ্বাস এবং সেটি মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করা হলো লোকচার। সুতরাং লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের দুরত্ব মোটেই খুব বেশি নয়।

বাঘা উপজেলার লোকবিশ্বাস

রাজশাহীর বাঘা অঞ্চলের জন সাধারণের মধ্যে নানা রকম লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। যেমন :

১. মাথার উপর দিয়ে বা আঙ্গিনায় কাক কা-কা করে ডাকলে প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ বা অমঙ্গলজনক কিছুর আশঙ্কা।

২. গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলে ভূত হয়ে যায়।

৩. যাত্রাপথে এক শালিক দেখলে যাত্রা অশুভ। আর দুই শালিক দেখলে যাত্রা শুভ।

www.pathagar.com

৪. সন্তানের আতুর ঘরে শিথানে লোহার টুকরা রাখলে, তাতে ভূত পেতনির আছোর হয় না।

৫. নবজাতকের বালিশের পাশে খাতা কলম রাখে, বড় হলে লেখাপড়া শিখবে, বিদ্বান হবে।[১]

চারঘাট উপজেলার লোকবিশ্বাস

১. যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হয়।
২. দুধ দিয়ে ভাপা পিঠা খেলে গরুর দুধ শুকিয়ে যায়।
৩. সকালে ঘরবাড়ি ঝাড়ু দেয়ার আগে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিলে বা অন্য কাউকে কিছু দিলে সংসারে আয় উন্নতি হয় না।
৪. কোথাও যাত্রা কালে টিকটিকির ডাক অমঙ্গলসূচক।
৫. যাত্রা কালে কেউ পিছন থেকে ডাকলে যাত্রা অশুভ হয়।[২]
৬. চৈত্র মাসে চাষ দিলে ফসল ভাল হয় না।
৭. রাত্রিতে কোন মানুষকে টাকা-পয়সা অথবা অন্য কোন জিনিস দিলে অমঙ্গল হয়।
৮. ঘুমানোর সময় চুল খোলা রেখে ঘুমালে অমঙ্গল হয়।
৯. এক হাতে চুরি পড়লে লক্ষী থাকে না।
১০. যাত্রা কালে এক শালিক দেখলে অমঙ্গল হয়।

লোকবিশ্বাস : শ্যামপুর, মতিহার

লোকসংস্কার

একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের একদিকে যেমন জয়জয়কার চলছে, অন্যদিকে তার পাশাপাশি শত বছরের লোকসংস্কারও মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এখনও বিশ্বাস করে লেবুগাছের লেবু চুরি করলে গাছে লেবু ধরে না। নারিকেল গাছে ডাব না ধরলে গাছে মধ্যে ফুটো করে দিলে বেশি ডাব ধরে, কোরবানি পশুর রক্তে কাপড় ভিজিয়ে রেখে সংরক্ষণ করে এবং বিভিন্ন লোকচিকিৎসার তা ব্যবহার করা যায়, কোরবানি পশুর দুইপাটি দাঁতের হাড় গাছে ঝুলিয়ে দিলে গাছে ফল বেশি ধরে এবং গাছের উপর কারও কুনজর পড়ে না তাই ফলও নষ্ট হয় না। লাউ, কুমড়া গাছের মাচায় পুরাতন মাটির কালিযুক্ত হাড়িতে চুন দিয়ে চোখ মুখ এঁকে মাচায় ঝুলিয়ে দিলে গাছের মাচায় কারও নজর পড়ে না, ফল বেশি হয় কিন্তু ফল নষ্ট হয় না।

তথ্যদাতা আরও বলেন, মৃতব্যক্তির কাফনের কাপড় থেকে সুতা বের করে সেই সুতা লোকচিকিৎসার ব্যবহার করা যায়। অন্যের বাড়ি থেকে তেল চুরি করে সেই তেল স্বামী বশীভূত করায় ব্যবহার করেন গ্রাম্য কবিরাজেরা ইত্যাদি অনেক সংস্কার গ্রামে প্রচলিত আছে। তথ্যদাতার বাড়িতে কাঁঠাল গাছে কোরবানির গরুর দাঁতের দু'পাটি হাড় ঝোলা দেখে তার সাথে কথা বলে অন্যান্য তথ্যগুলো পাই। তিনি তখন তার লাউমাচায় নিয়ে গেলেন কালির হাড়ি দেখানোর জন্য এসব লোকসংস্কার এখনও গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে।[৩]

www.pathagar.com

মোসা : রাবেয়া বেগম

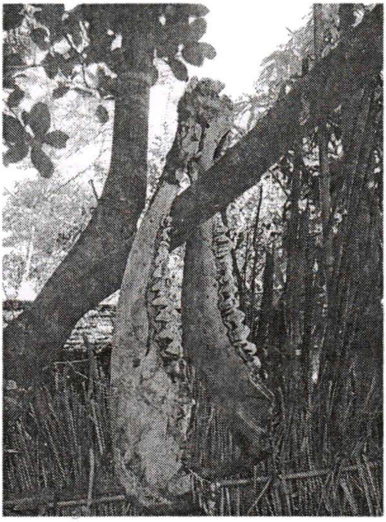

কাঁঠালগাছে কোরবানি পশুর হাড়

পবা উপজেলার লোকাচার-লোকবিশ্বাস

শিশু জন্মকেন্দ্রিক লোকাচার-লোকবিশ্বাস

১. গর্ভবতী রমণীর চন্দ্র গরনের (গ্রহণ) সময় 'দা' দ্বারা কোন কিছু কাটতে হয় না। কাটলে অঙ্গহানি হয়ে সন্তানের জন্ম হয়।

২. মাতৃগর্ভে যখন সন্তানের জন্ম হয় তখনই স্রষ্টা নির্ধারিত করেন কার সঙ্গে এই সন্তানের বিয়ে হবে।

৩. বিবাহিত রমণীর শরীরে প্রজাপতি পড়লে (বসলে) বুঝতে হবে রমণীর গর্ভে সন্তান এসেছে।

৪. বিবাহিত রমণী স্বপ্নে মাছ, সাপ দেখলে বুঝতে হবে তার গর্ভে সন্তান আসবে।

৫. যে নর-নারীর সন্তান নেই তাদেরকে দেখে যাত্রা করলে কোন কাজ শুভ হয় না।

৬. সন্তান প্রসবকারীর ঘরে গরুর হাড়, কালির হাঁড়ি, ঝাড়ুন, ঝাটা দিতে হয় নতুবা চুরাচুন্নি এসে সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে যায়।[৪]

৭. সদ্যোজাত শিশুকে সুন্দর বললে তার উপর কুনজর পড়বে। সে কারণে তাকে গেদা, বুদ্যা, বুড়ি, পচাঁ ইত্যাদি নামে ডাকে।

৮. সদ্যোজাত সন্তানকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় কপালে কালির টিপ দিতে হয়। না দিলে জ্বিন, ভূত, পেত্নীর নজর পড়বে।

৯. সন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির সঙ্গে লোহার দণ্ড দিয়ে দেয়। এমনকি প্রসূতির বিছানের নিচে লোহার দণ্ড দেয় যাতে ভূত সন্তানের উপর আসর করতে না পারে।

www.pathagar.com

১০. সন্তান প্রসবকারী রমণীর একটা সাতদিন রান্না ঘরে প্রবেশ করতে নেই। করলে সন্তানের ক্ষতি হয়।[৫]

১১. হিন্দু সম্প্রদায় সন্তান প্রসবকারী রমণীকে সাতদিন রান্না ঘরে হাঁড়ি ছুঁতে দেয় না। ছুঁলে অশুচি হয়।

১২. সন্তান প্রসবকারী রমণীকে প্রস্রাব পায়খানা শেষে আঁতুর ঘরে প্রবেশের সময় ঝাঁটা দ্বারা তার শরীর ঝেড়ে প্রবেশ করতে হয়। নতুবা প্রসূতির সঙ্গে ভূত-প্রেত আঁতুর ঘরে প্রবেশ করতে পারে।

১৩. আঁতুর ঘরে তাবিজ/ মাদুলি পরে প্রবেশ করতে নেই করলে তাবিজ/ মাদুলির কার্যকারিতা বা গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

১৪. প্রসূতি সন্তান নিয়ে যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের জানালাই নুন্দা (গরুর গোবর দ্বারা তৈরি জ্বালানি) রাখা হয়। যাতে কেউ সন্তানের ক্ষতি করতে না পারে।

১৫. প্রসূতিকে যে ঘরে রাখা হয় সেই ঘরে সব সময় পাতিলে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। কারণ জ্বিন আগুনকে ভয় করে। আগুন থাকলে জ্বিন ঘরে প্রবেশ করবে না।

১৬. সদ্যোজাত সন্তানকে কেউ দেখতে চাইলে চুলার আগুনে গা (শরীর) তাপিয়ে আঁতুর ঘরে প্রবেশ করতে হয়। কারণ গা আগুনে তাপিয়ে আঁতুর ঘরে প্রবেশ করলে তার সঙ্গে কোন দোষ (সন্তানের ক্ষতি হয এমন কিছু) আঁতুর ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না।[৬]

১৭. হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে যেদিন কোন সন্তান জন্ম নেয়, সেদিন থেকে নতুন বাসনপত্র ব্যবহার করেন এবং সূর্যাগ্নীর দিন সেগুলো আবার ফেলে দেন কারণ সে দিন থেকে তার (প্রসূতির) শুদ্ধ হন।

১৮. সূর্যাগ্নীর দিন সন্তানকে পাটের উপর বসাতে হয়।

১৯. হিন্দু সম্প্রদায়ে শিশুর নামকরণ করা হয় ৭টি প্রদীপ জ্বালিয়ে। প্রতিটি প্রদীপের নিচে কাগজে লেখা একটি করে নাম রেখে দেয়া হয়। যে প্রদীপের শিখা বেশি ঔজ্জ্বল্য সেই প্রদীপের নিচে রাখা নামটি সেই শিশুর নামকরণ করা হয়।[৭]

২০. সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে সন্তানের কানের ভাঁজে এবং মাথায় সুত্যা (থু থু) দিতে হয় নতুবা খারাপ নজর (কুনজর) পড়বে।

২১. ছোট সন্তানের খাবার খাওয়ার দিকে তাকাতে নেই বা দৃষ্টি দিতে নেই। তাকালে শনির দৃষ্টি পড়তে পারে।

২২. সন্তানের আকিকা দেওয়ার আগের দিন সমস্ত বাড়ি লেপা- মুছা করতে হয়। নতুবা বাড়ি শুদ্ধ হয় না।

২৩. সন্তানের মুসলমানির (সুন্নাতে খাতনা) দিনে তাকে নতুন তবন (লুঙ্গি) এবং নতুন গামছা উপহার দিতে হয়।

২৪. সন্তান জন্মানোর পূর্বে তড়্যা জাল বিলা হাছুড়ির কাঁটা, লোহার দণ্ড, নুন্দা ইত্যাদি দিয়ে আঁতুর ঘরে বন্ধন করতে হয়।

২৫. সন্তান জন্মানোর ৭ দিনের বেলায় সাতলা অনুষ্ঠান করতে হয়। এতে সন্তানের মঙ্গল হয়।[৮]

www.pathagar.com

বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার-লোকবিশ্বাস

১. অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ের থুবড়া (ক্ষীর) খেতে হয় না। খেলে তার বিবাহ হয় না।

২. অবিবাহিতা রমণীদের যে বিছানায় ক্ষীর খাওয়ানো হয় তা স্পর্শ করতে নেই। স্পর্শ করলে অমঙ্গল হয়।

৩. বিবাহ কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাকে (নাকফুল) ব্যবহার করতে হয়। নতুবা স্বামীর অমঙ্গল হয়।

৪. নববধূ স্বামীর বাড়িতে আসলে পরের দিন বাবার বাড়ি হতে নাস্তা না আসা পর্যন্ত সকালের নাস্তা খেতে হয় না। খেলে যে কোন সময় স্বামীর ক্ষতি হতে পারে।

৫. বিয়ের দিনে বরগণের লোকজনের বউ নিয়ে ফিরে আসার সময় কনের বাড়ির চুলার ঝিক ভেঙ্গে দিতে হয়। এবং শিল চুরি করে আনতে হয়। বরের বাড়িতে বধূ বরণ করার সময় শিল ধোয়া পানি দিয়ে বধূর পা ধুয়ে দিতে হয়। নতুবা বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় না।[৯]

৬. ক্ষীর খাওয়ানোর আসনে বসার আগে দুই হাত জোড় করে (বর/কনে) কপাল স্পর্শ করে আড়াই পাক ঘুরে বসতে হয় এবং আসনে তিনবার সালাম দিতে হয়।

৭. বিয়ের গোসল করানোর সময় (বর/কনে) মাজায় তিনবার স্পর্শ করতে হয়।

৮. বর ও কনের ক্ষীর খাওয়ানোর পাটিতে পয়সা দিতে হয়।

৯. বিয়ের গোসলের পানি আনার কলসে আমের পাতা দিতে হয়।

১০. মেহেদি যে বাড়ির গাছ থেকে ওঠানো হয় সেই বাড়ির মালিককে পান সুপারি তেল দিতে হয়।

১১. নতুন বউ স্বামীর বাড়িতে আসার ভালো ফল হলে বুঝতে হবে বউ লক্ষী আর খারাপ হলে বউ অলক্ষী।[১০]

১২. বউকে কলেমা পড়ানোর সময় তার কোচায় তিন টাকা দশ আনা দিতে হয়।

১৩. গায়ে হলুদ দেওয়া বিছানায় রাতে বর কনেকে ঘুমাতে দিতে হয়।

১৪. ক্ষীর খাওয়ানো বিছানায় বর ও কনেকে শুতে দিতে হয় না। দিলে বর ও কনের কর্মক্ষম হয় না।

১৫. কনেকে যে বিছানায় বিয়ের কলেমা পড়ানো হয় সেই বিছানা বরের বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়।

১৬. যে নাকফুল নাকে পরিয়ে বিয়ের কলেমা পড়ানো তা একটানা তিন দিন নাক থেকে খুলতে হয় না।

১৭. বিয়ে যাত্রার আগে ছেলেকে মায়ের দুধের ধার শোধ করতে হয়।[১১]

রোগ-ব্যাধিকেন্দ্রিক লোকাচার-লোকবিশ্বাস

১. কপালের মাংস নড়াচড়া করলে অমঙ্গল হওয়ার লক্ষণ।

২. ডিমের সাথে রসুন খেলে কুষ্ঠ রোগ হয়।

www.pathagar.com

৩. দুধ, মাছ, মাংস একসাথে খেতে নেই, খেলে অসুখ হয়, এমন কি মৃত্যুও হতে পারে।

৪. যে মেয়ের হাতে চুড়ি নেই তার হাতের পানি পান করতে নেই। করলে হায়াত কমে যায়।

৫. স্বপ্নে জোঁকে কামড়ালে অসুখ হয়।[১২]

৬. পায়খানায় বসে ঘন ঘন থু থু ফেললে অকালে দাঁত পড়ে যায়।

৭. বিবাহিত রমণীরা চুড়ি ব্যবহার না করলে স্বামীর হায়াত কমে যায়।

৮. ছোট শিশু দিনের বেলায় আগুনের কাঠি নিয়ে খেলা করলে রাতে বিছানায় প্রস্রাব করে।

৯. ছোট বাচ্চার মুখ দিয়ে দুধ উঠলে ময়ূরের পালক তাবিজ করে দিলে দুধ- ওঠা রোগ ভালো হয়ে যায়।

১০. কোথাও ফোঁড়া উঠলে নাকের পুটা দিলে ভালো হয়ে যায়।

১১. কোন কিছু দেখে ভয় পেলে ঐ জিনিস স্পর্শ করলে ভয় সেরে যায়।

১২. স্বামীর মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাকের ফুল খুলে ফেলতে হয় এবং অবিবাহিত মেয়েদের নাকফুল পরতে হয় না।[১৩]

১৩. বিয়ের কলেমা পড়ানোর সময় নাকে ব্যবহৃত নাকফুল হারিয়ে গেলে স্বামী মারা যায়।

১৪. যে জায়গায় মানুষ মারা যায় সেই জায়গায় সাতদিন সুতা দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়।

১৫. যে জায়গায় মানুষ মারা যায় সে জায়গায় ৭ দিন আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। কারণ ধারণা, আত্মা যাওয়া-আসা করে।[১৪]

১৬. হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তুলসী তলায় নিয়ে যেতে হয়।

১৭. হিন্দু পরিবারে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে সাত দিন সন্ধ্যা পূজা করতে হয় না।

১৮. হিন্দু সম্প্রদায়ের যে বাড়ির লোক মারা যায় সেই বাড়ির লোকজন শিয়াল-কুকুরের ডাক শুনলে আর খাবার খায় না।

১৯. যে হিন্দু বাড়ির লোক মারা যায় সেই বাড়ির লোকজন তেরদিন পর মাথার চুল ও নখ কাটে।[১৫]

২০. কাক ডাকলে বুঝতে হবে মানুষ মারা যাবে তাই যখন কাক ডাকে তখন বলতে হয় আল্লাহর নাম ল্যাও।

২১. যে ব্যক্তি মৃতের মুখে আগুন দেয় সে তের দিন লবণ খায় না।

২২. শুক্রবার দিবাগত রাতে কেউ জ্বীন পরী দেখে ভয় পেলে সে আর বাঁচেনা।

২৩. পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় কোন রমণীর পিঠা নিয়ে বাড়ির বাইরে যেতে নেই। গেলে তাকে 'উপর্‍্যা' ধরে এবং সন্তান মারা যায়।

২৪. বাড়ি ঘরে ঝাটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলে সেই বাড়ির মানুষ ধনে নিঃস্ব ও নির্বংশ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

২৫. ফল ধরা গাছের গোড়ায় প্রস্রাব করলে মৃত্যুর আগে সেই ব্যক্তিকে প্রচণ্ড কষ্ট পেতে হয়।[১৬]

২৬. রাতের বেলায় ঘরে হতে বাইরে কুলি এবং এঁটো পানি ফেললে মানুষ মরে সেই বাড়ি ভিটে হয়ে যায়।

২৭. পান খায়্যা জিহ্বা উল্টায়্যা বের করে দেখালে মৃত্যুর সময় নীরবে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ যায়।

২৮. স্বপ্নে নিজের বিবাহ হতে দেখলে কিংবা নতুন কাপড় পরিধান করতে দেখলে মানুষ মারা যায়।

২৯. আববল (চুলা হতে নামানো গরম ভাত) খেলে মানুষ মারা যায়।[১৭]

চাষাবাদকেন্দ্রিক লোকাচার-লোকবিশ্বাস

১. গরুর মাংস খেয়ে পান বরজে খেতে নেই। গেলে পান বরজের লক্ষী চলে যায় এবং বরজের ক্ষতি হয়।

২. অমাবস্যায় ফসলের জমি চাষ করতে হয় না, করলে জমির ক্ষতি হয়।

৩. জমি চাষ করার সময় উত্তর-পূর্ব কোণ হতে চাষ করতে হয় নতুবা ভালো ফসল হয় না।

৪. বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটতে হয় না, কারণ সেদিন বাঁশের গায়ে জ্বর থাকে।

৫. বেগুন কেটে পানিতে রাখতে হয় নতুবা স্বামীর মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়।

৬. রাতে স্বপ্নে বৃষ্টি হতে দেখলে পরের দিন প্রচণ্ড ঝড় বা খরা হয়।

৭. লাউ কুমড়ার বীজ হাটবারের দিন রাস্তার লোকজন চলাচল অবস্থায় লাগাতে (বপন) হয়। তাহলে অধিক ধরে।[১৮]

৮. ফল গাছের গোড়ায় প্রস্রাব করলে মৃত্যুর আগে ঐ ব্যক্তিকে ভিক্ষা করে খেতে হয়।

৯. কেউ বাঁশ চাইলে তাকে বাঁশ দিতে হয়, কারণ মৃত্যুর সময় কবরে বাঁশ যায়। সেজন্য বাঁশ নিয়ে কারো সাথে প্রতারণা করা উচিত নয়।

১০. ধানের বীজ যখন চারতে (বপন) করতে যায় তখন বাড়ির ফিনি গিন্নী তার দ্বার ধানের সাজি ধামা মাথায় তুলে নিতে হয়। এতে ফসলের উৎপাদন এবং রমণীদের লক্ষী তুল্য ভাল হয়।

১১. পানের গাদি যখন হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যায় তখন বিবাহিত রমণীর দ্বারা মাথায় তুলে নিতে হয় তাহলে অধিক মূল্য পাওয়া যায়।

১২. স্বামী-স্ত্রী সহবাস করে গোসল না করে ফসলের খেতে যেতে নেই। গেলে রহমতের ফেরেস্তা চলে যায়। ফসল খারাপ হয়।

১৩. রজঃশলা অবস্থায় মেয়েদের কোন ফসলের ক্ষেতে যেতে নেই। গেলে লক্ষী চলে যায় এবং ফসলের ক্ষতি হয়।

www.pathagar.com

১৪. ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হয়।[১৯]

১৫. রাতের বেলায় কোন ফসল বা গাছের পাতা ছিঁড়তে হয় না।

১৬. শনিবারে বৃষ্টি শুরু হলে সাত দিন আর বৃহস্পতিবারে শুরু হলে তিন দিন ধরে অব্যাহত থাকে।

১৭. বাবুই পাখি ধুলার মধ্যে গা মাখালে সেদিন বৃষ্টি হয়।

১৮. কোন ব্যক্তি পান বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে রওনা হলে পেছন থেকে ডাকতে নেই। ডাকলে পানের ভালো দাম পাওয়া যায় না।

১৯. ডগমগির (ডুমুর) ফুল দেখলে ঐ ব্যক্তি ভবিষ্যতে ধনী হয়।[২০]

গবাদি পশুকেন্দ্রিক লোকাচার-লোকবিশ্বাস

১. লাল গরুকে লক্ষ্মী ভাবা হয়।

২. কোনো বিবাহিত গর্ভবতী রমণীকে যদি কোনো গরু তাড়া করে তবে ধারণা করা হয় গর্ভবতীর পেটে মেয়ে বাচ্চা আছে।

৩. প্রতিদিন হিন্দুরা বাড়িতে গরুর গোবরের ছটা দেয়।

৪. চন্দ্র গ্রহণের দিন গোয়াল ঘরে বোরের (কুল) কাঁটা দিয়ে রাখে। পরবর্তীতে সেই বোরের কাঁটা লোক ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫. ভেজা কাপড়ে রমণীদের গোয়াল ঘরে প্রবেশ করতে নেই। প্রবেশ করলে মহিষের নানা রকম রোগ হতে পারে।

৬. ফাল্গুন মাসের ১৩ তারিখে গরুকে গোসল করাতে হয়। গোসল করালে গরুর রোগ বালাই কেটে যায়।[২১]

৭. রবিবারে গরুর গোবর কাউকে দিতে নেই। দিলে গরুর অসুখ হয়।

৮. গরুর খুট্যা (যে বাঁশে গরুর দড়ি বাঁধা থাকে) বা হাল্যাপান্টি দ্বারা কাউকে আঘাত করতে নেই। করলে গরুর শরীর শুকিয়ে মারা যায়।

৯. অমাবস্যার দিনে জমিতে লাঙ্গল চাষ করতে নেই। করলে গরুর ঘাড়ে ঘা হয়।

১০. সন্ধ্যা বেলায় মুরগি জবাই করলে অমঙ্গল হয়।

১১. বাড়িতে মুরগি রোদে গা তাপালে সেদিন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়।[২২]

তথ্যনির্দেশ

১. মোসা : হাদিসা খাতুন লাভলী, স্বামী : মো. আবদুল ওহাব, গ্রাম : চকছাতারী, পোস্ট ও থানা : বাঘা, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩৮, পেশা : চাকরি, সংগ্রহকাল : ১৭.০৮.২০১১।

২. মো. ফয়সাল হোসেন (সোহেল), পিতা : মাহতাব আলী, গ্রাম : মোক্তারপুর, পোস্ট ও থানা : চারঘাট, জেলা : রাজশাহী, বয়স : ৩১, পেশা : চাকরি, সংগ্রহকাল : ২৬.০৮.২০১১।

www.pathagar.com

৩. মোসা : রাবেয়া বেগম, বয়স : ৪৫, স্বামী : মো. জালালউদ্দীন, লেখাপড়া : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : শ্যামপুর, পোস্ট : শ্যামপুর, উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১লা নভেম্বর, ২০১১।

৪. মোসা : সাবিনা খাতুন, স্বামী : মো. ওয়াসীম, গ্রাম : বড়গাছী, ইউনিয়ন : বড়গাছী, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ২৫ শিক্ষা : ৯ম শ্রেণী তারিখ- ১৫/০৬/২০১২

৫. নুরজাহান বেগম, স্বামী : মো. আব্বাস মণ্ডল, গ্রাম : বড়গাছী, ইউনিয়ন : বড়গাছী, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৪৫ শিক্ষা : ৫ম শ্রেণী তারিখ- ১৭/০৬/২০১২

৬. বিলকিস বেগম, স্বামী : মো. হাসান খন্দকার, গ্রাম : বিদিরপুর, ইউনিয়ন : মৌগাছী, থানা : মোহনপুর, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩০ শিক্ষা : এস. এস. সি তারিখ- ১৮/০৬/২০১২

৭. কল্পনা রানী, স্বামী : বাবলু মণ্ডল, গ্রাম : নওহাটা, ইউনিয়ন : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৪০ শিক্ষা : ৭ম শ্রেণী তারিখ- ২০/০৬/২০১২

৮. স্বপ্না বেগম, স্বামী : মৃত. টুকু, গ্রাম : বিদিরপুর, ইউনিয়ন : মৌগাছী, থানা : মোহনপুর, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩০ শিক্ষা : এস.এস.সি তারিখ- ২৩/০৬/২০১২

৯. তুর্যআরা বেগম, স্বামী : মো. আব্দুস সালাম, গ্রাম : বিদিরপুর, ইউনিয়ন : মৌগাছী, থানা : মোহনপুর, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩০ শিক্ষা : এস.এস.সি তারিখ- ২৫/০৬/২০১২

১০. তাহামিনা খাতুন, গ্রাম : পিল্লাপাড়া, ইউনিয়ন : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩০ শিক্ষা : এস.এস.সি তারিখ- ২৭/০৬/২০১২

১১. জহুরা বেগম, স্বামী : মো. ইয়াসিন, গ্রাম : দর্শন পাড়া, ইউনিয়ন : দর্শন পাড়া, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৪৫ শিক্ষা : ৮ম শ্রেণী তারিখ- ৩০/০৬/২০১২

১২. মো. শাহাদত হোসেন,পিতা : মো. কাজীমুদ্দিন, গ্রাম : কুমড়াপুকুর, ইউনিয়ন : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ২০ শিক্ষা : এইচ.এস.সি তারিখ- ০৩/০৭/২০১২

১৩. মো. রিয়াজউদ্দিন মোল্লা, গ্রাম : মাসিন্দা, ইউনিয়ন : সরনজাই, থানা : তানোর, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৫৫ শিক্ষা : এস.এস.সি তারিখ-০৫/০৭/২০১২

১৪. আব্দুস সালাম, গ্রাম : বিদিরপুর, ইউনিয়ন : মৌগাছী, থানা : মোহনপুর, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৪০ শিক্ষা : বি.এ তারিখ- ০৭/০৭/২০১২

১৫. কানাই সাহা, গ্রাম : নওহাটা, ইউনিয়ন : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৪০ শিক্ষা : ৮ম শ্রেণী তারিখ- ০৭/০৭/২০১২

১৬. সিরাজউদ্দিন, গ্রাম : চকবেলনা, থানা : মোহনপুর, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৬০, শিক্ষা : বি.এ তারিখ- ০৮/০৬/২০১২

১৭. চান মোহাম্মদ, গ্রাম : গাঙ্গোপাড়া, থানা : মোহনপুর, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৪০ শিক্ষা : নিরক্ষর তারিখ- ১০/০৭/২০১২

www.pathagar.com

১৮. আব্বাস উদ্দিন, গ্রাম : দাদপুর, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৫০ শিক্ষা : ৫ম শ্রেণী তারিখ- ১০/০৭/২০১২

১৯. মিঠু, গ্রাম : বিদিরপুর, থানা : মোহনপুর, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৩৫ শিক্ষা : বি.এ তারিখ- ১২/০৭/২০১২

২০. বাবর আলী, গ্রাম : দাদপুর, ইউনিয়ন : বড়গাছী, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৪০ শিক্ষা : এস.এস.সি তারিখ- ১৫/০৭/২০১২

২১. আলাউদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম : বড়ইকুড়ি, ইউনিয়ন : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৫০ শিক্ষা : ৮ম শ্রেণী তারিখ- ১৫/০৭/২০১২

২২. আ : রহমান, গ্রাম : সোনারপাড়া, ইউনিয়ন : নওহাটা, থানা : পবা, জেলা : রাজশাহী। বয়স : ৬০ শিক্ষা : নিরক্ষর তারিখ- ১৮/০৭/২০১২

www.pathagar.com

www.pathagar.com